টেল মি ইয়োর ড্রিমস

সিডনি শেলডন



রূপান্তর ● অনীশ দাস অপু

সিডনি শেলডনের ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার

টেল মি ইয়োর ড্রিমস

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

 অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০
বিক্রয় কেন্দ্র
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১১৯৬ ০৪৭৮৯২

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১৭১২ ৭৬৬৬৫৩

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯৬৬

মূল্য : ২৭৫.০০ টাকা

TELL ME YOUR DREAMS
by Sidney Sheldon Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossen, Anindya Prokash
30/1Ka hamanda Das Road Dhaka-1100 Phone 712 44 03
First Published in February 2009
Price : Taka 275.00
US $ 10

ISBN 984 70082 0091 6

উৎসর্গ

আহমদ নাবীল শরফুদ্দীন

দৈনিক যুগান্তর-এ কাজ করার সময়
স্বল্প যে ক'জন সহকর্মীর সঙ্গে আমার
দ্রুত ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে
ইনি তাঁদেরই একজন।

ভূমিকা

সিডনি শেলডনের পাঠকমাত্রই জানেন বিশ্বখ্যাত এ থ্রিলার লেখকটির প্রতিটি বইয়ের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকে রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা। *টেল মি ইয়োর ড্রিমস*-এও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। বরং এ বইয়ে এমন সব চমক আছে, পড়ার সময় হতবাক হয়ে যাবেন। বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে একের পর এক মোচড়ে আমি রীতিমতো মুগ্ধ। নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি দারুণভাবে উপভোগ করবেন আপনারা এ বই। কাজেই আর দেরি কেন...এখনই বসে যান *টেল মি ইয়োর ড্রিমস* নিয়ে এবং রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চোপন্যাস পাঠের তীব্র উত্তেজনার জগতে প্রবেশ করুন।

অনীশ দাস অপু
মুঠোফোন ০১৭১২৬২৪৩৩৬

টেল মি ইয়োর ড্রিমস সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মন্তব্য

রোমাঞ্চকর এবং চিন্তার খোরাক জোগায়...শেলডন তাঁর প্রমাণিত গল্প বলার দক্ষতা দিয়ে এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করেছেন যেখানে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত একটি চরিত্র হত্যার প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে...এর সমাপ্তি এমনকি মনোবিজ্ঞানীদেরকেও স্তম্ভিত করে তোলে।

ইন্ডিয়ানাপোলিস স্টার

ভয়াবহ গল্প...তবে এ বই সম্পর্কে বেশি কিছু মন্তব্য করে পাঠকের চমকিত হওয়ার মজা নষ্ট করতে চাই না...শুধু এটুকু বলা যায় পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল রহস্যগুলোর অন্যতম উৎস যে মানব-মন, তা এ বইতে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে...

টাম্পা ট্রিবিউন অ্যান্ড টাইমস

পাঠকদের ধরে রাখার সমস্ত কলাকৌশলই জানা আছে শেলডনের...

ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস

লেখালেখির জগতে অন্যতম গল্পকথক...

এবিলেন রিপোর্টার-নিউজ

প্রথম খণ্ড

এক

কেউ ওর পিছু নিয়েছে। সে অনুসরণকারীদের কথা পড়েছে পত্রিকায়। তবে তারা ভিন্ন, সন্ত্রাসের জগতের মানুষ। তার কোনও ধারণাই নেই ওরা কারা, কে ওর ক্ষতি করতে চাইবে। আতঙ্কিত না-হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে ও, কিন্তু প্রতিরাতে অসহ্য দুঃস্বপ্ন দেখে পরদিন ঘুম ভাঙে ওর শেষ সময় উপস্থিত, এরকম একটা বিশ্রী অনুভূতি নিয়ে। *হয়তো পুরোটাই আমার কল্পনা,* ভাবে অ্যাশলি প্যাটারসন। *আমি আসলে খুব বেশি পরিশ্রম করছি। আমার ছুটি দরকার।*

বেডরুমের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল অ্যাশলি। আয়নায় ফুটে আছে একুশ/বাইশ বছরের মিষ্টি একটি মেয়ের প্রতিচ্ছবি। মেয়েটির পরনে পরিষ্কার কাপড়, চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ, মেদহীন একহারা গড়ন, বুদ্ধিদীপ্ত বাদামি চোখ। চাউনিতে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। সে যে রুচিশীল মেয়ে তা তাকে দেখলেই বোঝা যায়। তাকে প্রথম দর্শনেই যে-কারও ভালো লেগে যাবে। অ্যাশলির নরম কালো চুল কাঁধ ছুঁয়েছে। *নিজের চেহারাটা আমার মোটেই পছন্দ নয়,* মনে মনে বলে অ্যাশলি। *আমি বড্ড রোগা। বেশি বেশি খেতে হবে।* কিচেনে ঢুকল ও। নাস্তা বানাতে লাগল। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে ভীতিকর স্মৃতিগুলো ভুলে যেতে চায়। ওমলেট বানাল ও। তারপর কফি-মেকার চালু করল। টোস্টারে বানাল ব্রেড। দশ মিনিটে রেডি হয়ে গেল সব। প্লেটগুলো টেবিলে সাজাল অ্যাশলি, বসে পড়ল চেয়ারে। হাতে তুলে নিল কাঁটাচামচ। তাকিয়ে রইল খাবারের দিকে। তারপর মাথা নাড়ল হতাশ ভঙ্গিতে। খিদেটা মরে গেছে। ভয় ওর খিদে নষ্ট করে দিয়েছে।

এভাবে চলতে পারে না, খুব রাগ হল অ্যাশলির। *ওরা যে-ই হোক, আমার সঙ্গে এরকম করতে দেব না কাউকে।*

ঘড়ি দেখল অ্যাশলি। কাজে যাওয়ার সময় হয়েছে। ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল, যেন পরিচিত কোণগুলো থেকে একধরনের স্বস্তি পেতে চাইছে। ভিয়া কামিনো কোর্টে তিনতলায় একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকে অ্যাশলি। বেশ সাজানো-গোছানো। লিভিংরুম, বেডরুম, ডেন, কিচেন এবং গেস্ট পাউডার রুম আছে বাড়িতে। অ্যাশলি এখানে, ক্যালিফোর্নিয়ার কুপেরটিনোতে তিন বছর ধরে বাস করছে। হপ্তাদুই আগেও বাড়িটিকে ওর স্বর্গ বলে মনে হত। এটা এখন পরিণত হয়েছে দুর্গে, যেখানে কেউ ওর ক্ষতি করতে পারবে না। সদর দরজায় হেঁটে গেল অ্যাশলি, পরীক্ষা করে দেখল তালা। কাল দরজায় একটা শক্ত ছিটকিনি লাগাবে, সিদ্ধান্ত নিল অ্যাশলি। সবগুলো বাতি নিভিয়ে দিল ও, দরজা ঠিকঠাকমতো

লাগিয়েছে কিনা চেক করল। তারপর এলিভেটরে চেপে নেমে এল বেযমেন্টের গ্যারেজে।

গ্যারেজ জনশূন্য। এলিভেটর থেকে কুড়ি গজ দূরে অ্যাশলির গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে সাবধানে চোখ বুলাল ও, তারপর দৌড় দিল গাড়ি লক্ষ্য করে। দরজা খুলে চট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে, বন্ধ করে দিল দরজা। ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে কলজে। ডাউনটাউনে ছুটল অ্যাশলি। আকাশের রঙ কালো, থমথমে। যেন অশুভ কিছু ঘটার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আবহাওয়া রিপোর্ট বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেছে।

তবে বৃষ্টি হবে না, ভাবল অ্যাশলি। *কালো মেঘের আড়াল থেকে ভেসে উঠবে সূর্য। তোমার সঙ্গে একটা ডিল করতে চাই, ঈশ্বর। বৃষ্টি না হলে বুঝব সবকিছু ঠিক আছে। এবং সবকিছু কেবলই আমার কল্পনা।*

দশ মিনিট পরে। অ্যাশলি প্যাটারসন কুপেরটিনো ডাউনটাউনে গাড়ি নিয়ে ছুটেছে। সানফ্রান্সিসকোর পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে, এ শহরে রীতিমতো একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। ওখানে সংঘটিত হয়েছে কম্পিউটার-বিপ্লব। এর যথার্থ নামকরণ করা হয়েছে—সিলিকন ভ্যালি।

অ্যাশলি গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্স কর্পোরেশনে চাকরি করে। দুশো কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে এটি একটি সফল এবং দ্রুত ধাবমান নতুন কোম্পানি।

সিলভেরাডো স্ট্রিটে মোড় ঘুরল অ্যাশলি, সেই অস্বস্তিটা ফিরে এল আবার। কেউ ওর পিছু নিয়েছে। *কিন্তু কে? এবং কেন?* রিয়ারভিউ মিররে তাকাল অ্যাশলি। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না।

কিন্তু ওর মন কুডাক ডাকছে।

অ্যাশলির সামনে আধুনিক একটি ভবন। ওটাই গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্স অফিস। পার্কিং লটে গাড়ি ঢোকাল অ্যাশলি, গার্ডকে দেখাল নিজের পরিচয়পত্র, নিজের পার্কিং স্পেসে দাঁড় করাল গাড়ি। এখানে নিজেকে নিরাপদ লাগছে ওর।

গাড়ি থেকে নেমেছে অ্যাশলি, ঝুপঝুপিয়ে নামল বৃষ্টি।

সকাল ন'টা। গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্স ইতিমধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কাজে। এখানে আশিটি মডুলার কিউবিকল রয়েছে, কাজ করে কম্পিউটারের তরুণ জাদুকররা। তারা ওয়েবসাইট তৈরিতে মহাব্যস্ত। নতুন কোম্পানির জন্য লোগো বানাচ্ছে, প্রচ্ছদ তৈরি করছে রেকর্ড এবং বই-প্রকাশকদের জন্য, পত্রিকার জন্য ছবি আঁকছে। ওয়ার্ক ফ্লোরটির রয়েছে বিভিন্ন শাখা : অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সেলস, মার্কেটিং এবং টেকনিকাল সাপোর্ট। এখানকার লোকজন জিন্স, ট্যাংক টপস এবং সোয়েটার পরে কাজ করে।

ডেস্কের দিকে পা বাড়িয়েছে অ্যাশলি, তার সুপারভাইজার শেন মিলার এগিয়ে এল। 'মর্নিং, অ্যাশলি।'

শেন মিলারের বয়স ত্রিশের কোঠায়। স্থূলকায়, হাসিখুশি মানুষ। শুরুতে সে অ্যাশলিকে বিছানায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ছেড়ে দিয়েছে আশা। এখন ওরা ভালো বন্ধু। সে অ্যাশলিকে *টাইম* ম্যাগাজিনের লেটেস্ট একটি কপি ধরিয়ে দিল। 'দেখেছ এটা?'

প্রচ্ছদে তাকাল অ্যাশলি। পঞ্চাশোর্ধ্ব, ভারিক্কি চেহারার একজন মানুষের ছবি। মাথাভর্তি রুপোলি চুল। ক্যাপশনে লেখা : 'ড. স্টিভেন প্যাটারসন, ফাদার অভ মিনি হার্ট সার্জারি।'

'দেখেছি।'

'বিখ্যাত বাবার মেয়ে হয়ে কেমন লাগছে?'

হাসল অ্যাশলি। 'চমৎকার।'

'উনি একজন গ্রেটম্যান।'

'আমি কথাটা জানাব বাবাকে। আজ বাবার সঙ্গে লাঞ্চ করছি।'

'বেশ। ওহ্, ভালো কথা...' শেন মিলার অ্যাশলিকে এক মুভি তারকার ছবি দেখাল। সে একটি বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করছে। 'একটা সমস্যা হয়ে গেছে। ডিসারির ওজন বেড়ে গেছে দশ পাউন্ড। পরিষ্কার বোঝা যায় ও মুটিয়ে গেছে। চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। মেকআপ নিয়েও চামড়ার দাগগুলো ঢাকতে পারেনি। তুমি এ ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারবে?'

ছবিটি খুঁটিয়ে দেখল অ্যাশলি। 'ব্লাক ফিল্টার ব্যবহার করে ওর চোখের নিচের কালি দূর করা যাবে। ওর মুখটাকেও শুকনো দেখানো সম্ভব। তবে...না। এতে বরং ওকে আরও বিশ্রী দেখাবে।' ছবিতে আবার চোখ ফেরাল। 'কয়েক জায়গায় এয়ারব্রাশ ব্যবহার করতে হবে।'

'ধন্যবাদ।' ছবির দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল শেন মিলার। 'তবে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ওরা মাসের শেষের দিকে এটা চেয়েছে।'

হাসল অ্যাশলি। 'এ আর নতুন কী!'

কাজে লেগে গেল অ্যাশলি। অ্যাডভার্টাইজিং এবং গ্রাফিক ডিজাইনিং-এ ও একজন এক্সপার্ট। সে টেক্সট এবং ইমেজ দিয়ে লে-আউট তৈরি করে।

আধঘণ্টা পরে, অ্যাশলি ছবি নিয়ে কাজ করছে, টের পেল কেউ ওকে লক্ষ করছে। মুখ তুলে চাইল। ডেনিশ টিবল।

'মর্নিং, হানি।'

ওর কণ্ঠ অ্যাশলির নার্ভে যেন দাঁত বসাল। টিবল কোম্পানির কম্পিউটার জিনিয়াস। তাকে সবাই 'দ্য ফিকশ্চার' বলে ডাকে। কম্পিউটার অকেজো হয়ে পড়লেই ডাক পড়ে টিবলের। বয়স ত্রিশ ছাড়িয়েছে, রোগা, টেকো, চেহারায় মোটেই বন্ধুসুলভ ভাব নেই বরং উদ্ধত একটা ছাপ ফুটে আছে মুখে। সে সবসময় নিজের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালোবাসে। তবে কোম্পানিতে কানাঘুষো আছে টিবল অ্যাশলির প্রেমে দিওয়ানা।

'কোনও সাহায্য দরকার?'

'না, ধন্যবাদ।'

'চলো না, শনিবার রাতে একসঙ্গে ডিনার করি?'

'ধন্যবাদ। আমি ব্যস্ত আছি।'

'আবার বসের সঙ্গে বেরুচ্ছ?'

ঝট করে ওর দিকে মুখ তুলল অ্যাশলি, ক্রুদ্ধ। 'দেখো, এটা তোমার–'

'জানি না লোকটার মধ্যে তুমি কী পেয়েছ। ও তো একটা পাগল। আমার সঙ্গে তোমার সময় কাটবে ভালো।' চোখ টিপল সে। 'কী বলছি বুঝতে পারছ?'

বহু কষ্টে রাগ সামলে রাখল অ্যাশলি। 'আমার কাজ আছে, ডেনিশ।'

সামনে ঝুঁকে এল টিবল, ফিসফিসে গলায় বলল, 'আমার কাছ থেকে তোমার অনেক কিছু শেখার আছে, হানি। আমি আশা ছাড়ছি না। কখনোই না।'

অ্যাশলি ওকে চলে যেতে দেখল। মনে-মনে ভাবল *ও অনুসরণকারীদের কেউ নয়তো!*

বেলা সাড়ে বারোটায় কমপিউটার বন্ধ করল অ্যাশলি। চলল মার্গেরিটা ডি রোমায়। ওখানে সে তার বাবার সঙ্গে লাঞ্চ করবে।

জনাকীর্ণ রেস্টুরেন্টের কিনারের দিকের একটি টেবিল দখল করেছে অ্যাশলি। দেখল ওর বাবা আসছেন। মনে-মনে স্বীকার করল ওর বাবা সত্যি সুদর্শন। অ্যাশলির টেবিলের দিকে তিনি আসছেন, সবাই মুখ ঘুরিয়ে তাঁকে দেখল।

'বিখ্যাত বাবার মেয়ে হয়ে কেমন লাগছে?'

বছর কয়েক আগে হার্ট সার্জারিতে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন ড. স্টিভেন প্যাটারসন। বিশ্বের প্রধান প্রধান হাসপাতাল থেকে তিনি নিয়মিত আমন্ত্রণ পান এ-বিষয়ে বক্তৃতা করার জন্য। বারো বছর বয়সে মাকে হারায় অ্যাশলি এবং তার বাবা ছাড়া কেউ নেই।

'দুঃখিত, দেরি হয়ে গেল,' টেবিলের ওপর ঝুঁকে মেয়ের গালে চুমু খেলেন বাবা।

'ঠিক আছে। আমিও মাত্র ঢুকেছি।'

বসলেন তিনি। '*টাইম* ম্যাগাজিন দেখেছ?'

'হ্যাঁ। শেন দেখিয়েছে।'

ডক্টরের ভুরু কুঁচকে গেল। 'শেন? তোমার বস্?'

'সে আমার বস্ নয়। ও-ও সুপারভাইজারদের একজন।'

'কাজের সঙ্গে বিনোদন মেলানো ঠিক না, অ্যাশলি। ওর সঙ্গে তুমি মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াও তাই না? এটা ঠিক হচ্ছে না।'

'বাবা আমরা শুধু ভালো–'

এক ওয়েটার হাজির হল টেবিলে। 'কী অর্ডার দেবেন?'

ওয়েটারের দিকে ফিরে খেঁকিয়ে উঠলেন প্যাটারসন। 'দেখছ না কথা বলছি? যখন ডাকব তখন আসবে।'

'আ—আমি দুঃখিত,' ঘুরে দ্রুত চলে গেল ওয়েটার।

লজ্জায় কুঁকড়ে গেল অ্যাশলি। ভুলেই গেছিল তার বাবা প্রচণ্ড বদমেজাজি। একবার এক অপারেশনে ভুল করার অপরাধে তিনি এক ইন্টার্নিকে চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। শৈশবে বহুদিন অ্যাশলি দেখেছে বাবা-মা চিৎকার করে ঝগড়া করছেন। তাঁদের ঝগড়া আতঙ্কিত করে তুলত ছোট্ট মেয়েটিকে। আর চিল্লাচিল্লি হত সবসময় একই কোনও বিষয় নিয়ে। বিষয়টি কী ছিল মনে পড়ছে না অ্যাশলির। সে মনে করতে চায়ও না।

বাবা এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন কিছুই ঘটেনি।

'কী যেন বলছিলাম? ও হ্যাঁ। শেন মিলারের সঙ্গে মাখামাখি করাটা তোমার ভুল হয়ে যাচ্ছে। মস্ত ভুল।'

তাঁর কথা আরেকটি ভয়ংকর স্মৃতি মনে করিয়ে দিল অ্যাশলিকে।

বাবার কণ্ঠ যেন ভেসে এল কানে। 'জিম ক্লিয়ারির সঙ্গে মাখামাখি করাটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। মস্ত ভুল...'

তখন সবে আঠেরোতে পা দিয়েছে অ্যাশলি। পেনসিলভানিয়ার বেডফোর্ডে থাকত ওরা। ওখানেই ওর জন্ম। বেডফোর্ড এরিয়া হাইস্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছাত্র ছিল জিম ক্লিয়ারি। ফুটবল টিমের তুখোড় একজন খেলোয়াড়, সুদর্শন, রসিক এবং ঠোঁটে মন-পাগল-করা হাসি। অ্যাশলি ভাবত স্কুলের প্রতিটি মেয়ে জিমের সঙ্গে বিছানায় যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। *এবং বোধহয় বেশিরভাগ বিছানায় গেছেও*, তিক্ত মন নিয়ে চিন্তা করত ও। জিম ক্লিয়ারি যখন অ্যাশলিকে নিয়ে বাইরে যেতে শুরু করল, অ্যাশলি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল সে কিছুতেই জিমের সঙ্গে শোবে না। অ্যাশলি ধরেই নিয়েছিল জিম তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে কেবলমাত্র সেক্স মেটানোর জন্য। কিন্তু সময় বয়ে যাচ্ছে, জিম সম্পর্কে ধ্যানধারণা বদলাতে লাগল অ্যাশলির। জিমের সান্নিধ্য উপভোগ করছে ও এখন, জিমও।

তখন শীতকাল, সিনিয়র ক্লাসের সবাই দলবেঁধে পাহাড়ে গেল স্কি করতে। জিম ক্লিয়ারি স্কি করতে খুব ভালোবাসত।

'আমাদের সময়টা খুব ভালো কাটবে,' বলল সে অ্যাশলিকে।

'কিন্তু আমি যাব না।'

অবাক জিম। 'কেন?'

'শীত আমার সহ্য হয় না। গ্লাভস পরা থাকলেও ঠাণ্ডায় জমে যায় আঙুল।'

'কিন্তু গেলে কত মজা হবে—'

'বললাম তো যাব না।'

জিমও গেল না। অ্যাশলির সঙ্গে থেকে গেল বেডফোর্ডে।

ওদের চিন্তাভাবনা, রুচি সবকিছুতেই অপূর্ব মিল। তাই দুজনে মিলে সময়টা কাটল চমৎকার।

জিম অ্যাশলিকে বলল, 'আজ সকালে একজন আমার কাছে জানতে চেয়েছিল

তুমি আমার গার্লফ্রেন্ড কিনা। তাকে কী বলব?'

হাসল অ্যাশলি। 'বলে দিও হ্যাঁ।'

উদ্বেগ প্রকাশ পেল ড. প্যাটারসনের কণ্ঠে। 'তুমি ওই ক্লিয়ারি ছোঁড়ার সঙ্গে আজকাল বড্ডবেশি মেলামেশা করছ।'

'বাবা, ও খুব ভালো ছেলে। আমি ওকে ভালোবাসি।'

'ওকে তুমি কী করে ভালোবাস? ও ফুটবল খেলা ছাড়া আর পারে কী? আমি কোনও ফুটবল-প্লেয়ারের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব না। ও তোমার উপযুক্ত নয়, অ্যাশলি।'

বাবা জিম ক্লিয়ারি সম্পর্কে বিষোদ্‌গার করেই চলছিলেন। তবে বিস্ফোরণটা ঘটল হাইস্কুল গ্রাজুয়েশনের রাতে। জিম ক্লিয়ারি সান্ধ্যকালীন গ্রাজুয়েশন পার্টিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাশলির বাসায় এল। অ্যাশলি ততক্ষণে কান্নাকাটি করে লাল করে ফেলেছে চোখ।

'কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?' অবাক এবং উৎকণ্ঠিত জিম।

'বাবা—আমার বাবা আমাকে লন্ডনে নিয়ে যাচ্ছে। সে ওখানকার একটা কলেজে আমাকে ভর্তি করেছে।'

বিমূঢ় হয়ে পড়ল জিম। 'আমরা যাতে প্রেম করতে না পারি সেজন্য তিনি কাজটা করেছেন, না?'

করুণ চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল অ্যাশলি।

'কবে যাচ্ছ?'

'কাল।'

'না! অ্যাশলি। ঈশ্বরের দোহাই, তোমার বাবাকে এ কাজটি করতে দিও না। আমার কথা শোনো। আমি তোমাকে বিয়ে করব। আমার চাচা শিকাগোতে তাঁর অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে ভালো চাকরি দেবেন বলেছেন। আমরা পালাব। কাল সকালে রেল রোড স্টেশনে চলে আসবে। সকাল সাতটায় শিকাগোগামী একটি ট্রেন ছাড়বে। আমি থাকব স্টেশনে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

অনেকক্ষণ প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে থাকল অ্যাশলি। তারপর নরম গলায় বলল, 'যাব।'

গ্রাজুয়েশন পার্টি কেমন হয়েছিল কিছুই মনে নেই অ্যাশলির। কারণ সে এবং জিম সারাটা সন্ধ্যা কাটিয়েছে পরদিন কী করবে না করবে সে প্ল্যান করে।

'আমরা প্লেনে চড়ে শিকাগো গেলেই তো পারি?' বলল অ্যাশলি।

'প্লেনে গেলে সমস্যা আছে। নিজেদের নামে টিকেট কাটতে হবে। কিন্তু ট্রেনে এ সমস্যাটা নেই। কেউ জানতেই পারবে না আমরা কোথায় গেছি।'

পার্টি থেকে বেরুবার পরে জিম ক্লিয়ারি মৃদু গলায় প্রস্তাব দিল, 'আমার বাসায় যাবে? বাবা-মা বাড়ি নেই। ছুটি কাটাতে বাইরে গেছে।'

ইতস্তত করল অ্যাশলি, কী বলবে বুঝতে পারছে না। শেষে বলল, 'জিম...আমরা তো এতগুলো দিন ধৈর্যের পরীক্ষা দিলাম। আর ক'টা দিন অপেক্ষা করা যায় না?'

'ঠিক আছে,' হাসল জিম। 'আমি সম্ভবত মহাদেশের একমাত্র পুরুষ যে একটি কুমারী মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছে।'

জিম ক্লিয়ারি অ্যাশলিকে পার্টি থেকে পৌঁছে দিল বাড়িতে। দেখল ড. প্যাটারসন অপেক্ষা করছেন ওদের জন্য। রাগে ফুঁসছেন। 'ক'টা বাজে খেয়াল আছে?'

'আমি দুঃখিত, স্যার। পার্টি—'

'তোমার ফালতু অজুহাত শুনতে চাই না, ক্লিয়ারি। তুমি কাকে বোকা বানাতে চাইছ?'

'আমি কাউকে—'

'আজ থেকে আমার মেয়ের ধারেকাছেও যেন তোমাকে না দেখি। বোঝা গেছে?'

'বাবা—'

'তুমি এর মধ্যে কথা বলতে আসবে না।' রীতিমতো চিৎকার করছেন তিনি এখন। 'ক্লিয়ারি, তুমি চলে যাও।'

'স্যার, আপনার মেয়ে এবং আমি—'

'জিম—'

'তোমার ঘরে যাও।'

'স্যার—'

'আবার যদি এদিকে তোমাকে ঘুরঘুর করতে দেখি, শরীরের একটা হাড়ও আস্ত থাকবে না।'

বাপকে কোনওদিন এত ক্রুদ্ধ হতে দেখেনি অ্যাশলি। ওরা সবাই চিৎকার করছিল। ঝগড়ার যখন পরিসমাপ্তি ঘটল, চলে গেল জিম আর কান্নায় ভেঙে পড়ল অ্যাশলি।

বাবাকে আমার সঙ্গে এরকম করতে দেব না, ভাবল অ্যাশলি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। *বাবা আমার জীবনটা ধ্বংস করতে চাইছে।* বিছানায় অনেকক্ষণ বসে থাকল ও। জিম আমার ভবিষ্যৎ। আমি ওর সঙ্গে থাকব। *এখানে আমার আর থাকার মানে হয় না।* বিছানা ছাড়ল অ্যাশলি। কাপড়চোপড় ভরতে লাগল একটি ব্যাগে। আধঘণ্টা পরে খিড়কির দোর গলে বেরিয়ে এল অ্যাশলি। পা চালাল জিম ক্লিয়ারির বাড়ির উদ্দেশে। জিমের বাড়ি একডজন ব্লক দূরে। *আজ রাতটা ওর সঙ্গে থাকব আমি। কাল সকালের ট্রেনে চলে যাব শিকাগো।* কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসে অ্যাশলির মনে হল কাজটা ঠিক হচ্ছে না। সবকিছু এভাবে নষ্ট করে দিতে পারি না আমি। *কাল বরং স্টেশনেই দেখা করব ওর সঙ্গে।*

সে রাতে আর ঘুম এল না অ্যাশলির। বিনিদ্র রজনী কেটে গেল জিমের সঙ্গে তার

ভবিষ্যৎ জীবন কত আনন্দে কাটবে সে সুখকল্পনায়। ভোর সাড়ে পাঁচটায় সুটকেস নিয়ে নিঃশব্দে পার হয়ে গেল বাপের বেডরুমের দরজা। চুপিসারে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। বাসে চড়ে চলে এল রেল রোড স্টেশনে। স্টেশনে এসে দেখল তখনও এসে পৌঁছায়নি জিম। অ্যাশলি একটু তাড়াতাড়িই চলে এসেছে। একঘণ্টার আগে আসছে না ট্রেন। অ্যাশলি একটি বেঞ্চিতে বসে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। ভাবল বাবা ঘুম থেকে জেগে দেখবে ও নেই। তখন রাগে ফেটে পড়বে।

কিন্তু আমার জীবন তো বাবার হুকুমে চলবে না। একদিন বাবা বুঝতে পারবে জিম কেমন ছেলে, দেখবে আমি কত সুখে ঘরকন্না করছি। ৬:৩০... ৬:৪০...৬:৪৫...৬:৫০। কিন্তু এখনও জিমের দেখা নেই। আতঙ্ক বোধ করল অ্যাশলি। ওর কী হয়েছে? জিমকে ফোন করবে অ্যাশলি। কিন্তু ফোন করেও কোনও সাড়া মিলল না। *৬:৫৫... ও যে-কোনও মুহূর্তে চলে আসবে।* দূর থেকে ভেসে এল ট্রেনের হুইশ্‌ল। ঘড়ি দেখল অ্যাশলি। ৬:৫৯। স্টেশনে ঢুকছে ট্রেন। বেঞ্চি ছেড়ে খাড়া হল অ্যাশলি। উন্মাদের মতো তাকাল চারপাশে। জিমের নিশ্চয় মারাত্মক কিছু একটা হয়েছে। *হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। হাসপাতালে আছে।* কিছুক্ষণ পরে অ্যাশলি দেখল শিকাগোগামী ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে ওর সমস্ত স্বপ্ন। আরও আধঘণ্টা প্রতীক্ষার প্রহর গুনল অ্যাশলি, আবার ফোন করল জিমকে। সাড়া না পেয়ে ধীরপায়ে, বিধ্বস্ত মনে পা বাড়াল বাড়ির দিকে।

দুপুরে অ্যাশলি এবং তার বাবা প্লেনে চেপে উড়াল দিল লন্ডন অভিমুখে...

লন্ডনে একটি কলেজে বছরদুই পড়াশোনা করল অ্যাশলি। সিদ্ধান্ত নিল কম্পিউটার নিয়ে কাজ করবে। সে সান্তাক্রুজে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিখ্যাত MEI ওয়াং স্কলারশিপের জন্য আবেদন করল। তার আবেদনপত্র গ্রহণ করা হল। তিন বছর পরে সে গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্স কর্পোরেশনে চাকরি পেয়ে গেল।

শুরুতে জিম ক্লিয়ারিকে আধডজন চিঠি লিখেছিল অ্যাশলি। কিন্তু পোস্ট করেনি। ছিঁড়ে ফেলেছে। জিমের কাণ্ডকারখানা এবং নীরবতাই প্রমাণ করে অ্যাশলির জন্য আসলে তার কতটুকু অনুভূতি ছিল।

বাবার গলা অ্যাশলিকে ফিরিয়ে নিয়ে এল বর্তমানে।

'তুমি দেখছি আমার কথা কিছুই শুনছ না। এত কী ভাবছ?'

অ্যাশলি টেবিলের অপরপ্রান্ত থেকে তাকাল বাবার দিকে। 'কিছু না।' ওয়েটারকে আসতে ইশারা করলেন ড. প্যাটারসন। সে এলে মৃদু হেসে বললেন, 'এখন আমরা অর্ডার দেয়ার জন্য প্রস্তুত।'

অফিসে ফেরার পথে অ্যাশলির মনে পড়ল *টাইম* সাময়িকীর প্রচ্ছদে ছবি ছাপা

ওদের জন্য বাবাকে অভিনন্দন জানাতে সে ভুলে গেছে।

নিজের ডেস্কে ফিরে এসে অ্যাশলি দেখল তার জন্য অপেক্ষা করছে ডেনিশ টিবল।

'শুনলাম তোমার বাবার সঙ্গে নাকি লাঞ্চ করতে গেছ।'

হারামজাদাটা সবসময় কান পেতে রাখে কে কী বলে শোনার জন্য। এখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে সব তার জানা চাই।

'হ্যাঁ। গিয়েছিলাম।'

'নিশ্চয় খুব একটা মজা পাওনি।' গলার স্বর নামাল সে। 'আমার সঙ্গে তুমি লাঞ্চে যেতে চাও না কেন?'

'ডেনিশ...তোমাকে আগেই বলেছি। আমার কোনও আগ্রহ নেই।'

দাঁত বের করে হাসল ডেনিশ। 'আগ্রহ হবে। জাস্ট ওয়েট।'

লোকটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে, গা-ছমছমে একটা ব্যাপার। কথাটা আবার মনে হল অ্যাশলির—

ডেনিশ কি অনুসরণকারীদের কেউ...মাথা নাড়ল ও। না। ও ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চায়।

বাড়ি ফেরার পথে অ্যাপল ট্রি বুক হাউজ-এর সামনে গাড়ি থামাল অ্যাশলি। ভেতরে ঢোকার আগে স্টোরের সামনের আয়নায় দেখে নিল ওর পেছনে পরিচিত কেউ আছে কিনা। না, কেউ নেই। দোকানে ঢুকল ও।

এক তরুণ দোকানি হেঁটে এল অ্যাশলিকে দেখে। 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আ–অনুসরণকারীদের ওপরে কোনও বই আছে?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে অ্যাশলিকে দেখল ছোকরা। 'অনুসরণকারী?'

নিজেকে বুদ্ধু মনে হল অ্যাশলির। দ্রুত বলল, 'হ্যাঁ। আমার আরও একটা বই দরকার—বাগান করা এবং–এবং আফ্রিকার জীবজন্তুর ওপর লেখা বই।'

'অনুসরণকারী, বাগান করা এবং আফ্রিকার জীবজন্তু?'

'হ্যাঁ।' দৃঢ় গলায় বলল অ্যাশলি।

কে জানে? একদিন হয়তো আমার একটি বাগান হবে এবং আমি আফ্রিকা ভ্রমণে যাব।

গাড়িতে উঠে বসেছে অ্যাশলি, আবার শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা আছড়ে পড়তে লাগল উইন্ডশিল্ডে। ওয়াইপার চালু করে দিল অ্যাশলি। হিসহিস শব্দে বৃষ্টির পানি মুছতে লাগল ওয়াইপার।

ও তোমাকে ধরবে...তোমাকে ধরবে...তোমাকে ধরবে...দ্রুত যেন বলে যাচ্ছিল ওয়াইপার। অ্যাশলি বন্ধ করে দিল ওয়াইপার। না, ভাবল ও। *ওরা বলছে, কেউ ওখানে নেই, কেউ ওখানে নেই, কেউ ওখানে নেই।*

আবার উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার চালু করে দিল অ্যাশলি। *ও তোমাকে ধরবে... ও তোমাকে ধরবে... ও তোমাকে ধরবে...*

অ্যাশলি গ্যারেজে পার্ক করল গাড়ি। ঢুকল এলিভেটরে। চলে এল নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। সদর দরজার তালায় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিল। খুলে গেল তালা। ধাক্কা মেরে দরজা খুলল অ্যাশলি এবং জমে গেল।

তার অ্যাপার্টমেন্টের সবগুলো বাতি জ্বলছে।

দুই

All around the mulberry bush
The monkey chased the weael.
The monkey thought thwas all is fun
pop! goes the weael.

টনি প্রেসকট এ গানটি গুনগুন করে গাইতে ভালোবাসে। *তার মা একদমই শুনতে চাইত না গানটি। খেঁকিয়ে উঠে বলত, 'স্টুপিড গানটা থামাবি? আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস? তোর তো গানের গলাই নেই।'*

'হ্যাঁ, মা,' বলে আবার গুনগুন করে, মা শুনতে না পায় এমন নিচুগলায় গানটা গাইত টনি। এসব অনেকদিন আগের কথা। তবে মা'র আদেশ অমান্য করার সাহস দেখাত বলে স্মৃতিটা এখনও জ্বলজ্বল করছে মনে।

গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্সে কাজ করতে মোটেও ভালো লাগে না টনি প্রেসকটের। তার বয়স কুড়ি, মাথায় সারাক্ষণ গিজগিজ করে দুষ্টামি, প্রাণোচ্ছল এবং বেপরোয়া। তার ভেতরে ধিকিধিকি অসন্তোষের আগুন জ্বলে। তার মুখখানা পানপাতার মতো, চোখের রঙ বাদামি, নিশ্বাস বন্ধ করার মতো ফিগার। তার জন্ম লন্ডনে, সে চমৎকার ব্রিটিশ উচ্চারণে কথা বলে। টনি একজন অ্যাথলেটিক, ভালোবাসে স্পোর্টস, বিশেষ করে শীতকালীন খেলাধুলা : স্কি, বব স্লেজিং এবং আইস স্কেটিং।

লন্ডনে, কলেজে পড়ার সময় শরীর দেখা না যায় এরকম পোশাক পরে ক্লাস করত টনি। তবে রাতে তার ভিন্ন চেহারা। সে মিনিস্কার্ট পরে ঘুরে বেড়াত ডিস্কোতে। তার সন্ধ্যা এবং রাতগুলো কাটত ক্যামডেন হাইস্ট্রিটের ইলেকট্রিক বলরুমে এবং সাবটেরানিয়া, লিম্ডিপার্ড লাউঞ্জ ও ওয়েস্ট এন্ডে। তার কণ্ঠ খুব মিষ্টি, সেক্সি। ক্লাবে মাঝে মাঝে পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইত সে। সবাই সোৎসাহে তাকে উৎসাহ যোগাত। তখন টনির মনে হত বেঁচে থাকা ভারি আনন্দের।

ক্লাবগুলোতে একই দৃশ্য অভিনীত হত সবসময় :

'তুমি কি জানো তোমার গানের গলা অসম্ভব সুন্দর, টনি?'

'টা।'

'তোমাকে একটা ড্রিংক কিনে দিই?'

হাসত টনি। 'পিম খেতে পারি।'

'মাই প্লেজার।'

আর শেষদৃশ্যের সমাপ্তিও ঘটত একইভাবে। তার ডেট তার কানে ফিসফিস করে বলত, 'আমার ফ্লাটে যাই চলো।'

'দূর হও।' বলে টনি বেরিয়ে যেত ওখান থেকে। রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে ভাবত পুরুষরা কত নির্বোধ আর তাদেরকে কত সহজে সামাল দেয়া যায়। ওদেরকে বেশি কাছে ঘেঁষতে না-দেয়াই ভালো।

এরপর কুপেরটিনো থেকে লন্ডনে চলে আসে টনি। কুপেরটিনো ভালো লাগে না ওর, খচড়ানো মেজাজ নিয়ে কাজ করে গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্সে। লন্ডনের মধ্যরাতের জীবন খুব মিস করছিল ও। কুপেরটিনোতে অল্প ক'টা নাইটক্লাব আছে। টনি ওসব জায়গায় ঢুঁ মেরেও এসেছে : সান হোসে লাইভ, পি.জে. মুলিগান, হলিউড জাংশন। ওখানে সে যায় টাইট ফিটিং মিনিস্কার্ট, টিউব টপস এবং পাঁচ ইঞ্চি উঁচু হিল অথবা প্লাটফর্ম শূ পরে। প্রচুর মেকআপ চড়ায় মুখে—গাঢ় আইলাইনার, ফলস আইল্যাশ, রঙিন আইশ্যাডো এবং টকটকে রঙের লিপস্টিক। যেন এভাবে সে তার সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখতে চাইছে।

সাপ্তাহিক কোনও কোনও ছুটির দিনে টনি গাড়ি নিয়ে চলে যায় সানফ্রান্সিসকো। ওখানে অনেক মজা। সে মিউজিক বার আছে এরকম রেস্টুরেন্ট এবং ক্লাব খুঁজে বেড়ায়। যায় হ্যারি ডেনটন এবং ওয়ান মার্কেট রেস্টুরেন্টে, ঢুঁ মারে ক্যালিফোর্নিয়া ক্যাফেতে। রাতে, মিউজিশিয়ানরা যখন বিরতি নেয়, টনি পিয়ানো বাজিয়ে গান ধরে। খদ্দেররা তার গান শুনতে পছন্দ করে। টনি ডিনারের বিল দিতে গেলে রেস্টুরেন্টের মালিক আপত্তি জানায়। 'না, টাকা দিতে হবে না। আপনি খুব সুন্দর গান করেন। আবার আসবেন, প্লিজ।'

শুনছ, মা? 'আপনি খুব সুন্দর গান করেন। আবার আসবেন, প্লিজ।'

শনিবার রাত। টনি ক্লিফ হোটেলের ফ্রেঞ্চরুমে বসে ডিনার করছে। মিউজিশিয়ানরা তাদের গানের পালা সাঙ্গ করেছে, চলে গেছে ব্যান্ডস্টান্ড ছেড়ে। প্রধান ওয়েটার টনির দিকে তাকিয়ে আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

চেয়ার ছাড়ল টনি, পা বাড়াল ঘরের কোণে রাখা পিয়ানোর দিকে। বসল। সুর তুলল পিয়ানোয়। কোল পোর্টারের একটি গান গাইতে লাগল। গান শেষ হল। হাততালিতে মুখরিত কক্ষ। আরও দুটো গান গাইল টনি, তারপর ফিরে এল নিজের টেবিলে।

মধ্যবয়স্ক, টাকমাথা এক লোক এগিয়ে এল টনির দিকে।

'এক্সকিউজ মি, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

টনি 'না' বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই লোকটি বলে উঠল, 'আমি নরম্যান জিমারম্যান। 'দ্য কিং অ্যান্ড আই' নামে একটি রোড কোম্পানির প্রডিউসার। গান নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

টনি দিনকয়েক আগে লোকটি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পড়েছে পত্রিকায়। নরম্যান জিমারম্যানের খুব প্রশংসা করা হয়েছে লেখাটিতে। তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে 'থিয়েটার প্রতিভা' হিসেবে।

বসল জিমারম্যান। 'আপনি দারুণ একটি প্রতিভা, ইয়াং লেডি। এসব জায়গায় গান গেয়ে খামোকা সময় নষ্ট করছেন। আপনার ব্রডওয়েতে যাওয়া উচিত।'

ব্রডওয়ে। কথাটা শুনলে মা?

'আমি আপনার একটা অডিশন নেব—'

'দুঃখিত। পারব না।'

বিস্মিত দেখাল লোকটিকে। 'আপনার জন্য অনেকগুলো দরজা খুলে যাবে। সত্যি বলছি। আপনি নিজেও জানেন না আপনার ভেতরে কী আছে।'

'আমি একটা চাকরি করি।'

'কী চাকরি জানতে পারি?'

'একটি কম্পিউটার কোম্পানিতে আছি।'

'আপনি ওখানে যা-ই পান না কেন, আমার কোম্পানিতে আপনাকে তার ডাবল বেতন দেব এবং—'

টনি বলল, 'তা ঠিক আছে। কিন্তু...কিন্তু আমি কাজটা করতে পারব না।'

চেয়ারে হেলান দিল জিমারম্যান। 'শো-বিজনেসে আপনার কোনও আগ্রহ নেই?'

'যথেষ্ট আগ্রহ আছে।'

'তাহলে সমস্যাটা কী?'

ইতস্তত করল টনি, তারপর সাবধানে শব্দ বাছাই করল, 'আমাকে হয়তো কাজ অসমাপ্ত রেখেই চলে আসতে হবে।'

'আপনার স্বামীর কারণে?'

'আমি বিয়ে করিনি।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না। বলছেন শো-বিজনেসে আগ্রহ আছে। আপনি এ-লাইনে কাজ করতে চাইলে এটাই পারফেক্ট শো কেস—'

'আমি দুঃখিত। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারব না।'

ব্যাখ্যা করলেও এ লোক বুঝতে পারবে না। মনে মনে বলল টনি। *কেউ বুঝতে পারবে না। যে অভিশাপ আমি বয়ে বেড়াচ্ছি তা থেকে কোনওদিনই আমার নিস্তার নেই।*

গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্সে কাজ করার মাসখানেক পরে ইন্টারনেটের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠল টনি। পুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাতের একটি বিশাল দরজা উন্মোচিত হল তার সামনে।

সে ক্যাথি হেলির সঙ্গে ডিউক অভ এডিনবরায় ডিনার করছে। ক্যাথি তার বান্ধবী। সে প্রতিদ্বন্দ্বী একটি কম্পিউটার কোম্পানিতে কাজ করে।

টনি ক্যাথির দিকে তাকাল। 'আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'বলো।'

'আমি ইন্টারনেট নিয়ে কাজ করতে চাই। ইন্টারনেটের ব্যবহার শিখিয়ে দিতে হবে আমাকে।'

'টনি, আমি যে কম্পিউটারটি ব্যবহার করি ওতে এখন কাজ চলছে। আর এটা কোম্পানি আইনের বিরুদ্ধে–'

'ধুত্তোর কোম্পানি আইন। তুমি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে জানো নাকি জানো না?'

'জানি।'

টনি ক্যাথির হাত চাপড়ে দিল হাসিমুখে। 'চমৎকার।'

পরদিন সন্ধ্যায় টনি গেল ক্যাথি হেলির অফিসে। ক্যাথি ইন্টারনেট দুনিয়ার সঙ্গে টনির পরিচয় করিয়ে দিল। ইন্টারনেট আইকনে ক্লিক করার পরে নিজের পাসওয়ার্ড ঢোকাল ক্যাথি, কানেক্ট হওয়ার জন্য অপেক্ষা করল একমুহূর্ত। তারপর আরেকটি আইকনে ডাবল ক্লিক করল এবং চ্যাটরুমে ঢুকে পড়ল। টনি অবাক হয়ে দেখল সারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে টাইপের মাধ্যমে কী দ্রুত কথোপকথন চলছে।

'আমাকে এ জগতে ঢুকতেই হবে!' বলল টনি। 'আমি আমার ফ্লাটে একটি কম্পিউটার বসাব। তুমি কি ইন্টারনেট সেটআপ করে দেবে?'

'দেব। খুব সহজ কাজ। শুধু URL-এ মাউস ক্লিক করলেই হল। তারপর–'

'বলতে হবে না। দেখিয়ে দিও।'

পরদিন রাতে টনি বসে পড়ল ইন্টারনেট নিয়ে। ওইদিন থেকে আমূল পাল্টে গেল তার জীবন। জীবন ওর কাছে আর একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর লাগল না। ইন্টারনেট যেন জাদুর গালিচা, ওকে সারা পৃথিবীতে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। অফিসশেষে বাড়ি ফিরেই কম্পিউটার অন করে টনি, ঢুকে পড়ে চ্যাটরুমে।

কাজটা সহজ। টনি টাইপ করে, 'হ্যালো, কেউ আছ?'

কম্পিউটারের পর্দার নিচের অংশে ভেসে ওঠে কতগুলো শব্দ। 'বব। আমি আছি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

সারা পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় টনি।

হল্যান্ড থেকে সাড়া দেয় হ্যানস।

'তোমার সম্পর্কে বলো, হ্যানস।'

'আমি আমস্টারডামের বিখ্যাত এক ক্লাবের ডিজে। আমি হিপহপ, রেভ, সবরকম নাচে পারদর্শী।'

টনি জবাবে টাইপ করে। 'চমৎকার। আমিও নাচতে পছন্দ করি। আমি এমন পচা একটি খুদে শহরে থাকি যেখানে অল্প ক'টা ডিস্কো ছাড়া কিছু নেই।'

'শুনে খারাপ লাগছে।'

'সত্যি বলছি।'

'তোমার মন আমি ভালো করে দেব। আমরা কি সাক্ষাৎ করতে পারি?'

'টা টা।' চ্যাটরুম থেকে বেরিয়ে আসে টনি।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সাড়া দেয় পল।

'তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, টনি।'

'আমি এসে পড়েছি। তোমার সম্পর্কে জানতে চাই, পল।'

'আমার বয়স বত্রিশ। আমি জোহান্সবার্গের একজন ডাক্তার। আমি–'

রেগেমেগে চ্যাটরুম থেকে বেরিয়ে আসে টনি। *ডাক্তার!* ভয়ংকর সব স্মৃতি মনে পড়ে যায় ওর। একমুহূর্ত বুজে থাকে চোখ, বুকের খাঁচায় বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। পরপর বেশ কয়েকবার গভীর দম নেয় টনি। *আজ রাতে আর নয়।* ভাবে ও, শরীর কাঁপছে। সে ঘুমাতে চলে যায়।

পরদিন সন্ধ্যায় আবার ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় টনি। অনলাইনে আছে ডাবলিনের শন :

'টনি...বেশ সুন্দর নাম।'

'ধন্যবাদ, শন।'

'কখনও আয়ারল্যান্ডে এসেছ?'

'না।'

'ভালো লাগবে তোমার। রূপকথার রাজ্য। তুমি দেখতে কেমন, টনি? আমার ধারণা তুমি খুবই সুন্দরী।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। আমি সুন্দরী। আমি সিঙ্গল। তুমি কী করো, শন?'

'আমি একজন বারটেন্ডার। আমি–'

চ্যাট সেশনের আকস্মিক সমাপ্তি ঘটায় টনি।

প্রতিটি রাত ভিন্নরকম। টনির সঙ্গে পরিচয় হয় নানান পেশার মানুষের। এদের একজন আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়, আরেকজন জাপানের সেলসম্যান, একজন শিকাগোতে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চাকরি করে, নিউইয়র্কে একজন টিভি মেকানিকের কাজ করে। ইন্টারনেট যেন এক মনোমুগ্ধকর খেলা। টনি দারুণভাবে উপভোগ করে খেলাটি। যতদূর মন চায় যেতে পারে সে এবং এখানে ভয়ের কিছু নেই। কারণ ওর পরিচয় কেউ জানে না।

এক রাতে অনলাইনে, চ্যাটরুমে, টনির পরিচয় হল জাঁ ক্লদ প্যারেন্টের।

'বো ঝু (গুড ডে)। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, টনি।'

'নাইস টু মিট ইউ, ক্লদ। তুমি কোত্থেকে বলছ?'

'কুইবেক সিটি।'

'আমি কোনওদিন কুইবেকে যাইনি। আমার ভালো লাগবে?'

টনি ভাবল পর্দায় 'হ্যাঁ' শব্দটি ফুটবে।

বদলে জাঁ ক্লদ টাইপ করল, 'জানি না। বিষয়টি নির্ভর করবে তুমি কীরকম মনমানসিকতার মানুষ তার ওপর।'

জবাবটা পছন্দ হল টনির। 'আচ্ছা? কুইবেককে পছন্দ করতে হলে কীরকম মনমানসিকতার মানুষ হতে হবে?'

'কুইবেক প্রাচীন উত্তর আমেরিকান ফ্রন্টিয়ারের মতো শহর। এ শহর খুব বেশি ফ্রেঞ্চ-ঘেঁষা। কুইবেকের মানুষ খুব স্বাধীনচেতা। আমরা কারও হুকুম তামিল করতে অভ্যস্ত নই।'

টনি টাইপ করল। 'আমিও না।'

'তাহলে তোমার ভালো লাগবে এ শহর। শহরটি খুব সুন্দর। চারদিকে পাহাড় এবং দারুণ দারুণ লেক, শিকার এবং মাছধরার জন্য স্বর্গ।'

পর্দায় টাইপ করা শব্দগুলোর দিকে তাকিয়ে জাঁ ক্লদের উৎসাহ যেন পরিষ্কার অনুভব করতে পারল টনি। 'শুনে তো ভালোই লাগছে। তোমার সম্পর্কে বলো।'

'*মোই?* (আমি?) আমার সম্পর্কে বলার কিছু নেই। আমার বয়স আটত্রিশ, অবিবাহিত। সদ্য একটি সম্পর্ক ভেঙে গেছে। আমি সঠিক নারীটির সঙ্গে সংসার করার স্বপ্ন দেখছি। *এ ভূ?* (আর তুমি?) তুমি বিয়ে করেছ?'

টাইপ করল টনি। 'না। আমিও কাউকে খুঁজছি। তুমি কী করো?'

'আমার ছোট্ট একটি গহনার দোকান আছে। একদিন এসো আমার শহরে।'

'তুমি কি আমাকে দাওয়াত দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

টনি লিখল। 'দাওয়াত পেয়ে খুশি হলাম।' সত্যিকথাটাই লিখেছে ও। *হয়তো একদিন ওখানে যাব আমি,* ভাবল টনি। *হয়তো ও-ই সে-ই মানুষ যে সবকিছু থেকে আগলে রাখবে আমাকে।*

প্রায় প্রতিরাতেই জাঁ ক্লদের সঙ্গে যোগাযোগ করল টনি। ক্লদ নিজের একটা ছবি পাঠিয়েছে। খুব আকর্ষণীয়, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার একজন মানুষ।

জাঁ ক্লদ টনির পাঠানো ছবি দেখে লিখল : 'তুমি খুবই সুন্দরী। জানতাম তুমি সুন্দরী হবে। প্লিজ, আমার সঙ্গে এসে দেখা কোরো।'

'করব।'

'জলদি।'

'টা টা,' টনি চ্যাটরুম থেকে বেরিয়ে আসে।

পরদিন সকালে অফিসে গেছে টনি, দেখল অ্যাশলি পিটারসনের সঙ্গে কথা বলছে শেন মিলার। *ও মেয়েটার মধ্যে পেয়েছেটা কী?* টনি অ্যাশলিকে পছন্দ করে না। তার চোখে অ্যাশলি হতাশ, চিরকুমারী, ভাজামাছটি উল্টে খেতে জানে না টাইপের

মেয়ে। *কীভাবে মজা করতে হয় ও মেয়ে* তা-ই জানে না। অ্যাশলির কোনও কিছুই তার পছন্দ নয়। অ্যাশলি রাতের বেলা বাসায় থাকে, বই পড়ে অথবা হিস্ট্রি চ্যানেল কিংবা সিএনএন দেখে। খেলাধুলার প্রতি তার কোনও আগ্রহ নেই। *বোরিং!* অ্যাশলি কোনওদিন চ্যাটরুমে ঢোকেনি। কম্পিউটারের মাধ্যমে অচেনা কারও সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না অ্যাশলি। *ঠাণ্ডা একটা মাছ। জানে না সে কী মিস করছে।* ভাবে টনি, অনলাইন চ্যাটরুম ছাড়া জাঁ ক্লদের সঙ্গে আমার জীবনেও পরিচয় হত না।

টনি ভাবে : তার মা যদি জানত মেয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে, তাহলে কী সাংঘাতিক রেগে যেত। তার মা'র অবশ্য কোনওকিছুই ভালো লাগে না। সবকিছুর প্রতি রয়েছে তার প্রবল বিতৃষ্ণা। মা শুধু চিৎকার করতে আর কেউ-কেউ করে কাঁদতে পারে। টনি কখনোই মাকে খুশি করতে পারেনি। মা সবসময় টনিকে বলত, 'তুমি একটা কাজও কি ঠিকমতো করতে পারো না, নির্বোধ মেয়ে?' মা সারাক্ষণ লেগে থাকত টনির পেছনে। ওর মা ভয়ংকর এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। টনি এখনও যেন শুনতে পায় 'বাঁচাও! বাঁচাও।' বলে চিৎকার করছে মা। মনে পড়তে হাসি চলে আসে টনির মুখে।

A penny for a spool of thread
A penny for a needle
that's the way the money goes
Pop! goes the weasel.

তিন

আরেক জায়গায়, আরেক সময়ে যদি জন্ম নিত অ্যালেট পিটার্স, একজন সফল চিত্রশিল্পী হতে পারত। তার অনুভূতিগুলোর প্রকাশ ঘটে রঙের মাধ্যমে। অ্যালেট রঙ দেখতে পায়, গন্ধ পায় রঙের, শোনে রঙের কণ্ঠ।

অ্যালেটের বাবার কণ্ঠ নীল, মাঝে মাঝে লাল।

মা'র গলা গাঢ় বাদামি।

অ্যালেটের শিক্ষকের কণ্ঠস্বর হলুদ।

মুদি দোকানির কণ্ঠ বেগুনি।

গাছে বয়ে যাওয়া বাতাসের শব্দ সবুজ।

ঝর্নার জলের শব্দ ধূসর।

অ্যালেট পিটার্সের বয়স কুড়ি। অপরূপা। তবে নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে তেমন সচেতন নয় অ্যালেট। সে লাজুক এবং স্বল্পভাষী।

অ্যালেটের জন্ম রোমে। সে জলতরঙ্গের সুরে, ইটালিয়ান উচ্চারণে কথা বলে। রোমের সবকিছুই তার পছন্দ। স্প্যানিশ স্টেপসের উপরে উঠে শহর দেখে। তার মনে হয় গোটা শহর ওর নিজের। প্রাচীন মন্দির এবং দানবীয় কলোসিয়ামের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় মনে হয় সে যেন ওই যুগের মেয়ে। সে পিয়াজ্জা নাভোনায় হাঁটার সময় ফাউন্টেন অভ দ্য ফোর রিভারসের জলের শব্দ শোনে। সে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা, ভ্যাটিকান মিউজিয়াম এবং বর্গিস গ্যালারিতে। উপভোগ করে রাফায়েল, ফ্রা বার্তোলোম্মিও, আন্দ্রিয়া দেল সার্তো এবং পন্তোরমোর ছবি। তাদের প্রতিভা অ্যালেক্সকে একই সঙ্গে মুগ্ধ এবং হতাশ করে তোলে। ভাবে : ইশ্, ওর জন্ম যদি ষোড়শ শতকে হত তাহলে এই শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটত। রাস্তার পথচারীদের চেয়ে এরা অ্যালেটের কাছে অনেক বেশি বাস্তব। ও মনেপ্রাণে কামনা করে একদিন চিত্রশিল্পী হবে।

সে মা'র গাঢ় বাদামি রঙের কণ্ঠ শুনতে পায়।

'তুমি খামোকা কাগজ আর রঙ নষ্ট করছ। তোমার আসলে কোনও প্রতিভাই নেই।'

ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে প্রথম প্রথম খুব অস্বস্তি লাগত অ্যালেটের। কীভাবে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকত। তবে কুপেরটিনো শহর ওর কাছে

আনন্দদায়ক সারপ্রাইজে পরিণত হয়। ছোট শহরটির প্রাইভেসি ভালো লাগতে থাকে অ্যালেটের। গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্স কর্পোরেশনে কাজ করতে ভালোই লাগছিল ওর। কুপেরটিনোতে বড় ধরনের কোনও আর্ট গ্যালারি নেই, তবে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অ্যালেট গাড়ি নিয়ে সানফ্রান্সিসকো চলে যায় সেখানকার গ্যালারি দেখতে।

'ওসব ছবি দেখে কী মজা পাও?' ওকে জিজ্ঞেস করে টনি প্রেসকট। 'আমার সঙ্গে পিজে মুলিগানসে চলো। মজা পাবে।'

'শিল্পকলা নিয়ে তোমার কোনও আগ্রহ নেই?'

হাসে টনি। 'শিল্পকলা আবার কী জিনিস?'

অ্যালেট পিটার্সের জীবনের ঈশান কোণে একটিমাত্র কালো মেঘ ঝুলে আছে। সে একজন ম্যানিক ডিপ্রেসিভ। অ্যানোমি রোগে ভুগছে অ্যালেট। এর মানে হল সে সবসময় অন্যদের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে, সর্বদা অন্যদেরকে পর ভাবে অ্যালেট, কাউকে আপন ভাবতে পারে না। এ কারণে তার মুড হুটহাট বদলে যায় কখনও মেঘ কখনও বৃষ্টির মতো। দেখা যায় কারও সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে অ্যালেট, পরক্ষণে গভীর হতাশায় ডুবে গেছে। নিজের আবেগ কখনোই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না অ্যালেট।

একমাত্র টনির সঙ্গেই নিজের সমস্যাগুলো শেয়ার করে ও। টনির কাছে সমস্ত সমস্যারই সমাধান রয়েছে। তবে টনির প্রিয় বিষয় হল অ্যাশলি প্যাটারসন। সে দেখে শেন মিলার অ্যাশলির সঙ্গে কথা বলছে।

'ডাঁশা পাছার মাগীটাকে দেখো,' হিসহিস করে ওঠে টনি। 'শি ইজ দ্য আইস-কুইন।'

মাথা ঝাঁকায় অ্যালেট। 'ও খুব সিরিয়াস। কীভাবে হাসতে হয় কাউকে ওর শিখিয়ে দেয়া উচিত।'

নাক সিঁটকায় টনি। 'কীভাবে ফাকিং করতে হয় সেটাই বরং ওকে কারও শিখিয়ে দেয়া উচিত।'

হপ্তায় এক রাতে অ্যালেট সানফ্রান্সিসকোর গৃহহীনদের কাছে যায়। তাদেরকে ডিনার খাওয়ায়। ছোটখাটো গড়নের এক বৃদ্ধা অ্যালেটের অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে। বৃদ্ধা হুইলচেয়ার ছাড়া নড়াচড়া করতে পারে না। অ্যালেট বুড়ির জন্য টেবিলে খাবার বেড়ে দেয়। গরম খাবার।

মহিলা কৃতজ্ঞচিত্তে বলে, 'ডিয়ার, আমার যদি কোনও মেয়ে থাকত, চাইতাম সে যেন তোমার মতো হয়।'

অ্যালেট বৃদ্ধার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলে, 'আমাকে এমন করে কেউ কখনও বলেনি। ধন্যবাদ।' *কিন্তু তার ভেতরের কণ্ঠটি বলে, তোমার যদি মেয়ে থাকত তাহলে সে তোমার মতো শুয়োরের চেহারা পেত।* এ কণ্ঠটি শুনে ভয় পেয়ে যায়

অ্যালেট। যেন অন্য কেউ তার ভেতরে বাস করছে। সে কথাগুলো বলছে। আর এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটছে।

অ্যালেট বেটি হার্ডির সঙ্গে একদিন কেনাকাটা করতে বেরুল। বেটি অ্যালেটের চার্চের একজন সদস্য। একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরের সামনে দাঁড়াল ওরা। জানালায় ঝোলানো একটি ড্রেসের প্রশংসা করছিল বেটি।

'ড্রেসটি সুন্দর না?'

'চমৎকার,' বলল অ্যালেট। *এরকম কুৎসিত ড্রেস জীবনে দেখিনি আমি। তোমাকে খুব মানাবে।* বলল ওর ভেতরের মানুষটি।

একদিন সন্ধ্যায় অ্যালেট চার্চের সেক্সটন রোনাল্ডের সঙ্গে ডিনার করছিল। 'তোমার সঙ্গ আমি বেশ পছন্দ করি, অ্যালেট। মাঝে মাঝে এরকম ডিনারের আয়োজন করলে মন্দ হয় না।'

লাজুক হাসল অ্যালেট। 'আমার অমত নেই।' এবং ভেতরের জন বলল, *ওরে গর্দভ, তোর সঙ্গে ডিনার করতে কোনও মজাই নেই।* আবার আতঙ্ক বোধ করে অ্যালেট। *আমার কী হয়েছে?* কিন্তু কোনও জবাব মেলে না।

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও ক্রোধান্বিত করে তোলে অ্যালেটকে। একদিন সকালে সে গাড়ি চালিয়ে কাজে যাচ্ছে, একটি গাড়ি হঠাৎ ওভারটেক করে তার সামনে চলে এল। দাঁতে দাঁত ঘষল অ্যালেট। *তোকে আমি খুন করব, হারামজাদা।* লোকটা ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। মিষ্টি হাসল অ্যালেট। যদিও ভেতরে ভেতরে জ্বলেপুড়ে মরছিল ও।

যখন কালো মেঘটি নেমে আসে মাথার ওপর, অ্যালেট মনে-মনে কল্পনা করে রাস্তার পথচারীরা হয় হার্টঅ্যাটাক করবে অথবা গাড়িচাপা পড়বে কিংবা ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে মারা যাবে। সে যেন ঘটনাগুলো পরিষ্কার দেখতে পায় চোখে। যদিও একটু পরেই লজ্জায় লাল হয়ে যায় অ্যালেট এরকম অশুভ চিন্তা করছে বলে।

তবে অ্যালেটের দিনগুলো যখন ভালো যায়, সে তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন একজন মানুষ। তার মতো দয়াবতী, সহানুভূতিসম্পন্ন এবং পরোপকারী মানুষই হয় না। তবে তার সুখের মুহূর্তগুলো একটামাত্র আশঙ্কা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়—সেই অন্ধকার মেঘ আবার নেমে আসবে এবং গ্রাস করে ফেলবে ওকে।

প্রতি রোববার সকালে গির্জায় যায় অ্যালেট। বাস্তুহীনদের খাওয়ানো, ছাত্রদের পড়ালেখা-আঁকা শেখানো ইত্যাদি নানান স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করে গির্জা। অ্যালেট এতে অংশ নেয়। সে বাচ্চাদের রোববারের ক্লাস নেয় এবং নার্সারি বাচ্চাদের দেখাশোনাও করে। সে দাতব্য সমস্ত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে এবং যতটুকু সম্ভব ওদেরকে সময় দিতে কার্পণ্য করে না। সে শিশু-কিশোরদের আঁকা শেখানোর কাজটি সবচেয়ে উপভোগ করে।

এক রোববার গির্জায় চাঁদা-তোলার দিন ছিল, অ্যালেট নিজের কিছু চিত্রকলা সাথে নিয়ে এল বিক্রি করার জন্য। গির্জার যাজক ফ্রাংক সেলভাগ্গিও ছবিগুলো দেখলেন বিস্ময় ও মুগ্ধতা নিয়ে।

'দারুণ—দারুণ হয়েছে। ছবিগুলো কোনও গ্যালারিতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দাও।'

লাজে রাঙা অ্যালেট। 'না, না। আমি ছবিগুলো এঁকেছি শুধু মজা করার জন্য।'

মেলায় প্রচুর লোক আসছিল। ধার্মিক ভক্তদের সঙ্গে এসেছে তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। মেলায় গেম বূদের পাশাপাশি আর্টস-অ্যান্ড-ক্রাফটস বূদের আয়োজনও করা হয়েছে। এসব বূদে আছে চমৎকার সব কেক, নকশি কাঁথা, বাড়িতে তৈরি আচার এবং জ্যাম, কাঠের খেলনা, আরও কত কী। লোকে এক বূদ থেকে আরেক বূদে যাচ্ছে, অপ্রয়োজনীয় জিনিসই কিনছে বেশি।

'চ্যারিটির জন্যই কিনলাম,' অ্যালেট শুনল এক মহিলা বলছে তার স্বামীকে।

বূদের চারপাশে নিজের আঁকা ছবিগুলো সাজিয়ে রেখেছে অ্যালেট। বেশিরভাগই উজ্জ্বল রঙে আঁকা ল্যান্ডস্কেপ। এক লোক এল বূদে।

'হাই, আপনি এ ছবিগুলো এঁকেছেন?'

লোকটার কণ্ঠ গাঢ় নীল।

না, গর্দভ। মাইকেল এঞ্জেলো এসে এঁকে দিয়ে গেছে।

'আপনার তো অনেক প্রতিভা।'

'ধন্যবাদ।' *তুই ব্যাটা প্রতিভার কী বুঝিস?*

এক তরুণ দম্পতি এসে দাঁড়াল অ্যালেটের বূদে। 'ছবিগুলো দেখো। একটা ছবি আমি কিনব। আপনি খুব ভালো ছবি আঁকেন।'

সারা বিকেল ধরে একের-পর-এক লোক আসতে লাগল অ্যালেটের বূদে। তার ছবি কিনল, অ্যালেট কত ভালো ছবি আঁকে প্রশংসা করল। অ্যালেট তাদের কথা বিশ্বাস করতে চাইল। কিন্তু প্রতিবারই একটা কালো পর্দা নেমে এল ওর ওপর।

ওকে বিদ্রূপের সুরে বলতে লাগল *তুমি ছাইয়ের ছবি আঁকো। ওরা আসলে রামঠকা ঠকেছে।*

এক আর্ট ডিলার এসে বলল, 'ছবিগুলো সত্যি খুব সুন্দর। আপনার প্রতিভা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়া উচিত।'

'আমি একজন অ্যামেচার মাত্র,' বলল অ্যালেট। এ বিষয়ে সে আর কথা বলার আগ্রহ দেখাল না।

দিনের শেষে অ্যালেটের সবগুলো ছবি বিক্রি হয়ে গেল। ছবি বিক্রির টাকাগুলো একটা খামে পুরে তা দিয়ে দিল যাজক ফ্রাংক সেলভাগ্গিওকে।

খামটা নিয়ে তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ, অ্যালেট। তুমি ঈশ্বরের বিরাট এক উপহার, মানুষের জীবনের জন্য অনেক সৌন্দর্য নিয়ে এসেছ তুমি।'

কথাটা শুনলে মা?

। সানফ্রান্সিসকো থাকে অ্যালেট, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা তার কেটে যায় মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টে, সে ডি ইয়ং মিউজিয়ামে যায় তাদের আমেরিকান আর্টের সংগ্রহ দেখতে।

মিউজিয়ামের দেয়ালে অনেক তরুণ চিত্রশিল্পী ছবি কপি করছে। এক তরুণ অ্যালেটের নজর কাড়ল। তার বয়স বাইশ/তেইশ হবে, একহারা গড়ন, মাথার চুল সোনালি, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। সে জর্জিয়া ও'কীফের 'পেটুনিয়াস' ছবিটি কপি করছিল। খুবই ভালো হয়েছে কপি। চিত্রশিল্পী লক্ষ করল অ্যালেট তার দিকে তাকিয়ে আছে। 'হাই!'

চিত্রশিল্পীর কণ্ঠ উষ্ণ হলুদ।

'হ্যালো,' অ্যালেট লাজুক কণ্ঠে সাড়া দিল।

চিত্রশিল্পী নিজের ছবির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'কেমন লাগছে?'

'*বেলিসিমো।* চমৎকার।' অ্যালেট অপেক্ষা করল ভেতরের কণ্ঠটা বলে উঠবে, *স্টুপিড অ্যামেচারের তুলনায় অন্তত।* কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। অবাক হল ও। 'খুবই সুন্দর।'

হাসল তরুণ। 'ধন্যবাদ। আমার নাম রিচার্ড। রিচার্ড মেলটন।'

'অ্যালেট পিটার্স।'

'আপনি প্রায়ই আসেন এখানে?' জিজ্ঞেস করল রিচার্ড।

'*সি।* সময় পেলেই আসি। তবে আমি সানফ্রান্সিসকোতে থাকি না।'

'তাহলে কোথায় থাকেন?'

'কুপেরটিনোতে।'

'ছোট সুন্দর শহর।'

'আমার ভালোই লাগে।' ওর ভেতরের কণ্ঠ বলে উঠল না যে *ছোট সুন্দর শহরের তুই বুঝিস কিরে, ব্যাটা?*

ছবি আঁকা শেষ শিল্পীর। 'আমার খিদে পেয়েছে। আমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে বললে কি আপত্তি করবেন? কাফে ডি ইয়ং-এর খাবারটা বেশ ভালো।'

একমুহূর্ত মাত্র দ্বিধা করল অ্যালেট। *'ভা বেনে।* আমার আপত্তি নেই।' ওর ভেতরের অপরজন বলল না *'আমি অচেনা মানুষের সঙ্গে লাঞ্চ করি না।'* আশ্চর্য তো! এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি অ্যালেটের।

লাঞ্চ বেশ উপভোগ করল ও। এবং একবারের জন্যও মাথায় নেতিবাচক কোনও ভাবনা এল না।

ওরা পৃথিবীবিখ্যাত কয়েকজন চিত্রশিল্পীকে নিয়ে গল্প করল। অ্যালেট জানাল সে রোমে বড় হয়েছে।

'আমি কোনওদিন রোমে যাইনি,' বলল রিচার্ড। 'হয়তো একদিন যাব।'

অ্যালেট ভাবল, *তোমার সঙ্গে রোম ঘুরে দেখতে আমার ভালোই লাগবে।*

লাঞ্চ প্রায় শেষপর্যায়ে, রিচার্ড তার রুমমেটকে দেখতে পেল। ঘরের

এককোণে বসেছে। সে রুমমেটকে ওদের টেবিলে আমন্ত্রণ জানাল। 'গ্যারি, জানতাম না তুমি এখানে আছ। এসো, তোমার সঙ্গে একজনের পরিচয় করিয়ে দিই। এ অ্যালেট পিটার্স। গ্যারি কিং।'

রিচার্ডেরই সমবয়েসী গ্যারি। ঝকঝকে নীল চোখ, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল।

'ইট'স নাইস টু মিট ইউ, গ্যারি।'

'হাইস্কুল জীবন থেকে গ্যারি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, অ্যালেট।'

'ইয়াহ্। রিচার্ডের সঙ্গে দশটা বছর একসাথে কাটিয়েছি আমি। ওর কোনও গোপন কথা যদি জানতে চান—'

'গ্যারি, এখন তুমি ভাগবে?'

'ভাগছি।' সে অ্যালেটের দিকে তাকাল। 'আমার অফারটা মনে রাখবেন। আবার দেখা হবে।'

চলে গেল গ্যারি। রিচার্ড ডাকল, 'অ্যালেট...'

'হুঁ—'

'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে তো?'

'হতেই পারে।' *এবং আমি চাই দেখা হোক।*

সোমবার সকালে অ্যালেট তার অভিজ্ঞতার কথা বলল টনিকে।

'আর্টিস্টদের সঙ্গে জড়িয়ো না,' সাবধান করে দিল টনি। 'ওদের চালচুলো নেই। ওর সঙ্গে আবার দেখা করতে যাচ্ছ না তো?'

হাসল অ্যালেট। 'যাচ্ছি। আমার ধারণা আমাকে ওর পছন্দ হয়েছে। ওকেও আমার পছন্দ হয়েছে। খুবই পছন্দ হয়েছে।'

ছোটখাটো অমত থেকে বিবাদের সূত্রপাত, সেটা গড়াল রীতিমতো ঝগড়ায়। চল্লিশ বছর চাকরি করার পরে গির্জার কাজে ইস্তফা দিলেন ফ্রাংক। তিনি যাজক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ ও ভালো ছিলেন। গির্জার নিয়মিত উপাসকবৃন্দের তাঁকে ছাড়তে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। বিদায়বেলা ফ্রাংককে কী উপহার দেয়া যায় তা নিয়ে গোপন মিটিং হল। ঘড়ি...টাকা...ছবি...ফ্রাংক চিত্রানুরাগী।

'গির্জা ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে তাঁর একটা ছবি আঁকার ব্যবস্থা করি না কেন আমরা?' উপাসকরা ফিরলেন অ্যালেটের দিকে।

'তুমি করে দেবে কাজটা?'

'অবশ্যই,' খুশিমনে রাজি হয়ে গেল অ্যালেট।

গির্জার সিনিয়র সদস্যদের অন্যতম ওয়াল্টার ম্যানিং, সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউটরদেরও একজন। তিনি অত্যন্ত সফল একজন ব্যবসায়ী, তবে অন্য কারও সাফল্য সহ্য করতে পারেন না। তিনি বললেন, 'আমার মেয়েও খুব ভালো ছবি আঁকে। ও-ও কাজটা করতে পারবে।'

একজন প্রস্তাব দিলেন, 'দুজনেই ছবি আঁকুক। কোন্ ছবিটি প্যাস্টর ফ্রাংককে

দেয়া যায় তা ভোটের মাধ্যমে ঠিক করব, কী বলেন?'

কাজে লেগে গেল অ্যালেট। পাঁচদিন লাগল ছবি শেষ করতে। দেখার মতো ছবি হল ওটা। একটি মাস্টারপিস। পরের রোববার উপাসকবৃন্দ একত্রিত হলেন ছবি দেখতে। অ্যালেটের ছবি মুগ্ধ করল সবাইকে। তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করতে লাগলেন।

'এমন বাস্তব ছবি, যেন উনি ক্যানভাস থেকে এখুনি হেঁটে বেরিয়ে আসবেন...'

'ছবিটি ওঁর সাংঘাতিক পছন্দ হবে...'

'এ ছবি জাদুঘরে রেখে দেয়া উচিত, অ্যালেট...'

ওয়াল্টার ম্যানিং তাঁর মেয়ের আঁকা ছবিটি এবার দেখালেন সবাইকে। তবে এ ছবিতে অ্যালেটের চিত্রকলার আগুন অনুপস্থিত।

'এ ছবিও মন্দ নয়,' সুকৌশলে বললেন একজন সদস্য। 'তবে আমার ধারণা অ্যালেটের ছবিটিই–'

'আমারও তাই মনে হয়...'

'অ্যালেটের ছবিই সেরা...'

ওয়াল্টার ম্যানিং বললেন, 'এ বিষয়ে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত দরকার। আমার মেয়ে একজন পেশাদার চিত্রশিল্পী—' তিনি অ্যালেটের দিকে তাকালেন— 'আনাড়ি নয়। আমরা ওর ছবি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।'

'কিন্তু, ওয়াল্টার–'

'না, স্যার। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হয় আমরা ফ্রাংককে আমার মেয়ের ছবি দেব নয়তো কিছুই দেব না।'

অ্যালেট বলল, 'আপনার মেয়ের ছবিটি বেশ সুন্দর হয়েছে। ওর ছবিটিই প্যাস্টরকে দিন।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলেন ওয়াল্টার। 'ছবিটি পেয়ে উনি খুব খুশি হবেন।'

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন ওয়াল্টার ম্যানিং।

খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল অ্যালেট।

চার

গোসল করছে অ্যাশলি প্যাটারসন। কাজে যেতে দেরি হয়ে গেল। এমন সময় শব্দটা শুনতে পেল। দরজা খুলছে কেউ, নাকি বন্ধ করছে? শাওয়ার বন্ধ করে দিল অ্যাশলি। কান পাতল। ধুকপুক করছে বুক। *নীরবতা।* এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল। গায়ে পানির ফোঁটাগুলো চিকচিক করছে, দ্রুত গা মুছল অ্যাশলি। সাবধানে বাথরুম থেকে পা রাখল বাইরে। সবকিছুই তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। *আবার নির্বোধের মতো উল্টোপাল্টা চিন্তা শুরু করেছি আমি।* অ্যাশলি জামাকাপড় রাখার ড্রয়ারে হাত বাড়াল। খুলল। ভেতরে তাকিয়ে থাকল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। কেউ ওর আন্ডারগার্মেন্টগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। অ্যাশলির ব্রা এবং প্যান্টিগুলো স্তূপ-করা। অথচ ও ব্রা এবং প্যান্টি আলাদাভাবে ভাঁজ করে রাখে।

পেটের ভেতরটা হঠাৎ গুলিয়ে উঠল অ্যাশলির। যে লোক প্যান্টি আর ব্রা ঘাঁটাঘাঁটি করেছে সে কি ওগুলো নিজের প্যান্টের চেইন খুলে শরীরের সঙ্গে ঘষাঘষি করেছে? কল্পনা করেছে যে অ্যাশলিকে সে ধর্ষণ করছে! বলাৎকার করছে এবং মেরে ফেলছে? দম নিতে কষ্ট হচ্ছে অ্যাশলির। *আমার পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত। কিন্তু ওরা তো আমার কথা শুনে হাসবে।*

আপনি বিষয়টি তদন্ত করতে বলছেন এজন্য যে আপনার ধারণা কেউ আপনার অন্তর্বাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে?

কেউ আমাকে অনুসরণ করছে।

কাউকে অনুসরণ করতে দেখেছেন?

না।

কেউ আপনাকে হুমকি দিয়েছে?

না।

আপনার ক্ষতি কেন কেউ করতে চাইবে সে ব্যাপারে কোনও ধারণা আছে?

না।

কোনও লাভ হবে না। হতাশ হয়ে ভাবল অ্যাশলি। *আমি পুলিশের কাছে যেতে পারব না। ওরা এ প্রশ্নগুলোই আমাকে করবে। আমি স্রেফ বোকা বনে যাব।*

ঝটপট কাপড় পরে নিল অ্যাশলি। জলদি এ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কেটে পড়তে চাইছে। *আমাকে ভাগতে হবে। এমন কোথাও যাব যেখানে লোকটা আমার খোঁজ পাবে না।*

কিন্তু অ্যাশলি জানে এটা অসম্ভব। *লোকটা জানে আমি কোথায় থাকি, জানে*

আমি কোথায় কাজ করি। কিন্তু আমি লোকটা সম্পর্কে কী জানি? কিছুই না।

বাড়িতে অস্ত্র রাখার ঘোর বিরোধী অ্যাশলি। কারণ ভায়োলেন্স মোটেই পছন্দ নয় তার। *কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কিছু একটা দরকার আমার,* ভাবল অ্যাশলি। কিচেনে ঢুকল ও, তুলে নিল একটা চাপাতি। ওটা নিয়ে বেডরুমে গেল, বিছানার পাশে ড্রেসার ড্রয়ারে রেখে দিল জিনিসটা।

এমনও হতে পারে আমি নিজেই আমার অন্তর্বাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। তাই অমন অগোছালো অবস্থায় পেয়েছি জিনিসগুলো। নাকি পুরোটাই আমার কল্পনা!

নিচে, এন্ট্রান্স হলের মেইন বক্সে একটি খাম পেল অ্যাশলি। ফিরতি ঠিকানায় লেখা : 'বেডফোর্ড এরিয়া হাই স্কুল, বেডফোর্ড, পেনসিলভানিয়া।'

আমন্ত্রণপত্রটি দুবার পড়ল অ্যাশলি।

দশ বছরের পুনর্মিলনী!

ধনী, গরিব, ভিক্ষুক, চোর। তোমরা কি কখনও ভেবেছ তোমাদের গত দশ বছরের ক্লাসমেটরা কে কী করছে? জেনে নেয়ার এটাই সুযোগ। ১৫ জুন আমরা গেট টুগেদার পার্টি করছি। থাকছে অঢেল খাওয়া দাওয়া, পানীয়, নাচ এবং গান। মজা করতে চাইলে এসো।

ভেতরের দাওয়াতপত্রটি পাঠিয়ে দিলেই বুঝতে পারব তুমি আসছ। সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কাজে যেতে যেতে দাওয়াত নিয়ে চিন্তা করল অ্যাশলি।

'সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে' শুধু জিম ক্লিয়ারি ছাড়া। তেতো মন নিয়ে ভাবল ও।

আমি তোমাকে বিয়ে করব। আমার চাচা শিকাগোতে তার অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে খুব ভালো একটি চাকরি দেবে বলেছে...

সাতটায় শিকাগোগামী একটি ট্রেন আছে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

স্টেশনে জিমের জন্য প্রতীক্ষার সেই যন্ত্রণার কথা মনে পড়ে গেল অ্যাশলির। ওকে ও বিশ্বাস করত, ওর ওপর অ্যাশলির আস্থা ছিল। সব আস্থা এবং বিশ্বাস ভেঙে চুরচুর করে দিয়েছে জিম। ও ওর মতো বদলেছে। সত্যিকারের পুরুষ হলে অ্যাশলিকে এসে নিজের সমস্যার কথা বললেই পারত। কিন্তু তা করেনি। উল্টো অ্যাশলিকে একা বসিয়ে রেখেছে স্টেশনে। *জাহান্নামে যাক দাওয়াত। আমি যাচ্ছি না।*

অ্যাশলি শুক্রবারে টিজি আইতে শেন মিলারের সঙ্গে লাঞ্চ করে। ওরা একটি বুদে বসে নীরবে খেয়ে চলছিল।

'তোমার মন বোধহয় অন্য কোথাও পড়ে আছে,' বলল শেন।

'দুঃখিত,' একমুহূর্ত দ্বিধা করল অ্যাশলি। অন্তর্বাসের ঘটনাটা শেনকে বলতে ইচ্ছে করছে কিন্তু বলাটা গর্দভের মতো হয়ে যাবে। বদলে বলল, 'আমি আমার হাই স্কুলের পুনর্মিলনীর দাওয়াত পেয়েছি।'

'যাচ্ছ?'

'অবশ্যই না,' অত্যন্ত দৃঢ়গলায় বলল অ্যাশলি।

কৌতূহল নিয়ে অ্যাশলির দিকে তাকাল শেন মিলার। 'কেন যাচ্ছ না? গেলে তো মজাই হবে।'

জিম ক্লিয়ারি কি থাকবে ওখানে? ও কি বিয়ে করেছে? বাচ্চা আছে? জিম অ্যাশলিকে কী বলবে? 'দুঃখিত, আমি ট্রেনস্টেশনে যেতে পারিনি। দুঃখিত তোমাকে মিথ্যা বলেছিলাম যে বিয়ে করব।'

'আমি যাচ্ছি না।'

কিন্তু দাওয়াতের কথা মন থেকে দূর করতে পারছে না অ্যাশলি। *পুরোনো ক্লাসমেটদের সঙ্গে দেখা হবে। ভালোই লাগবে।* অবশ্য ওর ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর সংখ্যা খুবই কম। ফ্লোরেন্স শিফার নামে একজন শুধু ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আছে ওর। ও কেমন আছে? বেডফোর্ড শহরটা কি অনেক বদলে গেছে?

অ্যাশলি প্যাটারসন বড় হয়েছে পেনসিলভানিয়ার বেডফোর্ডে, পিটসবার্গের পুবে, ছোট একটি শহর। চারদিকে ঘিরে রেখেছে অ্যালিঘেনি পর্বতমালা। অ্যাশলির বাবা বেডফোর্ড কাউন্টির মেমোরিয়াল হাসপাতালের প্রধান ছিলেন। দেশের সেরা একশো হাসপাতালের একটি ওটা।

হাসি আর আনন্দের মাঝে বেড়ে ওঠার মতো শহর বেডফোর্ড। পিকনিক করার জন্য আছে পার্ক, মাছধরার জন্য নদী এবং সারাবছর ধরে নানান অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। বিগ ভ্যালিতে যেত অ্যাশলি। ওখানে আছে অ্যামিশ কলোনি। রঙবেরঙের ঘোড়ায় টানা গাড়ি দেখত। যাত্রী বহন করছে।

থিয়েটার উপভোগ করত অ্যাশলি, যেত গ্রেট পাম্পকিন ফেস্টিভ্যালে। সুন্দর দিনগুলোর কথা মনে করে হাসল অ্যাশলি। *হয়তো আমি যেতেও পারি, ভাবল ও।* জিম ক্লিয়ারির চেহারা দেখানোর সাহস হবে না।

অ্যাশলি তার সিদ্ধান্তের কথা জানাল শেন মিলারকে।

'শুক্রবার অনুষ্ঠান,' বলল সে। 'আমি রোববার রাতেই ফিরে আসব।'

'বেশ। কখন ফিরছ জানিয়ো। আমি তোমাকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসব।'

'ধন্যবাদ, শেন।'

লাঞ্চ থেকে ফিরে নিজের কিউবিকলে ঢুকল অ্যাশলি। চালু করল কম্পিউটার। ওকে

অবাক করে দিয়ে অনেকগুলো পিক্সেল ছুটে বেড়াতে লাগল পর্দায়, একটি ইমেজ বা ছবি তৈরি করছে। অ্যাশলি হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। ডটগুলো ওর ছবি বানাচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে অ্যাশলি দেখল পর্দায় ফুটে উঠেছে ছুরি-ধরা একটি হাত। হাতটি ছুটে যাচ্ছে ওর ছবির দিকে, ওর বুকে ছুরি বসাতে প্রস্তুত।

চিৎকার করে উঠল অ্যাশলি, 'না!'

ঝট করে মনিটর বন্ধ করে দিল ও। লাফ মেরে খাড়া হল। শেন মিলার ছুটে এল ওর কাছে। 'অ্যাশলি! কী হয়েছে?'

কাঁপছে মেয়েটা। 'প–পর্দায়–'

কম্পিউটার অন করল শেন। দেখা গেল সবুজ লনে একটি মুরগির বাচ্চা একটি বলের পেছন পেছন ছুটছে। শেন ফিরল অ্যাশলির দিকে, বিমূঢ়।

'কী–?'

'ওটা–ওটা চলে গেছে।' ফিসফিস করল অ্যাশলি।

'কী চলে গেছে?'

মাথা নাড়ল অ্যাশলি। 'কিছু না। আ–আমার ওপর দিয়ে খুব চাপ যাচ্ছে, শেন। তাই হয়তো উল্টোপাল্টা দেখেছি। আমি দুঃখিত।'

'ড. স্পিকম্যানের সঙ্গে কথা বলো!'

ড. স্পিকম্যানের কাছে আগেও গেছে অ্যাশলি। তিনি কোম্পানির মনোবিজ্ঞানী। কম্পিউটার নিয়ে কাজ করে ক্লান্ত মানুষরা উল্টোপাল্টা অনেককিছুই দেখে পর্দায়। তাদেরকে সুপরামর্শ দেয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে ড. স্পিকম্যানকে। তিনি মেডিকেলের ডাক্তার নন, তবে বুদ্ধিমান এবং সমঝদার একজন মানুষ। তাঁর সঙ্গে কথা বললে ভালো বই মন্দ হবে না।

'আমি যাব,' বলল অ্যাশলি।

ড. বেন স্পিকম্যানের বয়স পঞ্চাশ, তবে অত্যন্ত যৌবনদীপ্ত মানুষ। ভবনের শেষ মাথায়, নির্জন একটি কক্ষে তাঁর অফিস, আরামদায়ক, এখানে ঢুকলে এমনিই রিল্যাক্সড হয়ে যায় দেহ-মন।

'গতরাতে ভয়ংকর একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি,' বলল অ্যাশলি। চোখ বুজল। মনে করার চেষ্টা করছে। 'দেখলাম আমি ছুটছি। ফুলে ভরা বিশাল একটি বাগানে আমি...তবে ফুলগুলোর চেহারা কুৎসিত মানুষের মতো...ওরা আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছিল...কী বলছিল বুঝতে পারছিলাম না। আমি কোথায় যেন ছুটে যাচ্ছিলাম...জানি না কী...' থেমে গেল অ্যাশলি, তাকাল চোখ মেলে।

'তুমি কি কোনও কিছুর ভয়ে ছুটে পালাচ্ছিলে? কেউ কি তোমার পিছু নিয়েছিল?'

'জানি না। তবে আমার ধারণা কেউ আমার পিছু নিয়েছে, ড. স্পিকম্যান। শুনলে হয়তো হাসবেন; তবে আমার মনে হচ্ছে কেউ আমাকে খুন করতে চাইছে।'

ডাক্তার অ্যাশলিকে লক্ষ করছেন। 'কে তোমাকে খুন করতে চাইবে?'

'আ–আমি জানি না।'

'তুমি কি দেখেছ কেউ তোমার পিছু নিয়েছে?'

'না।'

'তুমি একা থাকো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কারও সঙ্গে তুমি দেখাসাক্ষাৎ করো? মানে কারও সঙ্গে তোমার প্রেম-ভালোবাসা আছে?'

'না। এ মুহূর্তে কারও সঙ্গে আমি প্রেম করছি না।'

'আমার ধারণা, তুমি খুব বেশি পরিশ্রম করছ, অ্যাশলি। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এরকম ঘটছে সম্ভবত টেনশনের জন্য। একটু বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করো।'

'চেষ্টা করব।'

শেন মিলার অপেক্ষা করছিল অ্যাশলির জন্য। 'ড. স্পিকম্যান কী বললেন?'

কষ্ট করে মুখে হাসি ফোটাল অ্যাশলি। 'বললেন আমি ঠিকই আছি। শুধু বেশি খাটাখাটনি নাকি যাচ্ছে আমার ওপর দিয়ে।'

'ও ব্যাপারটা আমরা দেখব,' বলল শেন। 'আজ আর কাজ করতে হবে না। বিশ্রাম নাও গে।' উদ্বেগ শেনের কণ্ঠে।

'ধন্যবাদ।' শেনের দিকে তাকিয়ে হাসল অ্যাশলি। শেন মানুষটা মন্দ নয়। ভালো বন্ধু।

ও ওদের কেউ নয়, ভাবল অ্যাশলি। *ও ওদের কেউ হতে পারে না।*

হপ্তার বাকি ক'টা দিন অ্যাশলির মনজুড়ে রইল পুনর্মিলনীর ভাবনা। *আমি কি কোনও ভুল করছি? যদি জিম ক্লিয়ারি ওখানে এসে হাজির হয়? ও আমাকে কতটা কষ্ট দিয়েছে ও কি তা জানে? তাতে ওর কি কিছু আসে যায়? আমার কথা আদৌ কি মনে আছে ওর?*

বেডফোর্ড যাবার আগের রাতে ঘুম হল না অ্যাশলির। ফ্লাইট বাতিল করার ইচ্ছে জাগল। *আমি আসলে বোকার মতো আচরণ করছি। পাস্ট ইজ পাস্ট,* ভাবল ও।

এয়ারপোর্টে ওর নামে আগেই টিকেট কাটা হয়ে গেছে। অ্যাশলি টিকেটের দিকে একনজর তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের বোধহয় কোথাও ভুল হয়েছে। আমি ট্যুরিস্ট টিকেটে ফ্লাই করছি। এটা তো ফার্স্টক্লাসের টিকেট।'

'হ্যাঁ। তবে আপনি নিজেই ফার্স্টক্লাসের টিকেট কেটেছেন।'

ভুরু কুঁচকে গেল অ্যাশলির– 'কী!'

ক্লার্ক বলল, 'আপনি ফোন করে ফার্স্টক্লাসের টিকেট রাখতে বলেছিলেন।' সে অ্যাশলিকে একটুকরো কাগজ দেখাল। 'এটা আপনার ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার না?'

কাগজের টুকরোটা দেখে ধীরে ধীরে বলল অ্যাশলি, 'হ্যাঁ।'

কিন্তু ও কোনও ফোন করেনি।

বেডফোর্ডে পৌঁছে বেডফোর্ড স্প্রিংস রিসোর্ট হোটেলে উঠল অ্যাশলি। সন্ধ্যা ছ'টায় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। ও অনেক আগেই চলে এসেছে। কাজেই অবসরটুকু শহর ঘুরে দেখা যায়। সে হোটেলের সামনে থেকে একটি ট্যাক্সিতে চড়ল।

'কোথায় যাবেন, মিস?'

'চালাতে থাকো।'

শৈশব ও কৈশোরে যে শহর দেখেছে অ্যাশলি, বেডফোর্ডকে তারচেয়ে অনেক বড় মনে হল। চেনা রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল ট্যাক্সি। পার হল বেডফোর্ড গ্যাজেট এবং টিভি-স্টেশন WRYE। পরিচিত অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট এবং গ্যালারি চোখে পড়ল ওর। পাশ কাটাল মেমোরিয়াল হাসপাতাল; তিনতলা বিশিষ্ট ইটের তৈরি ওই হাসপাতালই অ্যাশলির বাবাকে বিখ্যাত করে তুলেছে।

বাবা-মা'র সেই ভয়ংকর ঝগড়ার কথা আবার মনে পড়ে গেল অ্যাশলির।

ও পাঁচটার সময় ফিরে এল হোটেলে। তিনবার ড্রেস বদলানোর পরে কেবল একটি পোশাক পছন্দ হল পার্টিতে যাওয়ার জন্য। কালো, সাধারণ একটি ড্রেস পরল ও।

বেডফোর্ড এরিয়া হাইস্কুলের সুসজ্জিত জিমনাশিয়ামে ঢুকল অ্যাশলি। নিজেকে আবিষ্কার করল ১২০ জন মানুষের মধ্যে। এদের অনেকের চেহারাই স্মৃতির মণিকোঠায় অস্পষ্ট। কেউ ওর প্রাক্তন ক্লাসমেট, কাউকে চিনতেই পারল না, কেউবা সামান্য বদলেছে। অ্যাশলি একজনকে শুধু খুঁজছিল। জিম ক্লিয়ারি। *ও কি অনেক বদলে গেছে? ওর সঙ্গে কি বউ-বাচ্চা থাকবে?* লোকজন অ্যাশলিকে দেখে এগিয়ে আসতে লাগল।

'অ্যাশলি, আমি ট্রেন্ট ওয়াটারসন। তোমাকে দারুণ লাগছে!'

'ধন্যবাদ। তোমাকেও, ট্রেন্ট।'

'এসো, আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই...'

'আরি, অ্যাশলি, না?'

'হ্যাঁ। তুমি–'

'আর্ট। আর্ট ডেভিস। আমাকে চিনতে পারছ না?'

'পারছি।' আর্টকে তার পোশাকে একদম মানায়নি এবং বিষয়টি সম্পর্কে সে সচেতন বলে অস্বস্তিতে ভুগছে।

'কেমন চলছে, আর্ট?'

'চলছে আর কী। তুমি তো জানোই ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার শখ ছিল আমার। হতে পারিনি।'

'আমি দুঃখিত।'

'না, ঠিক আছে। হয়েছি মেকানিক।'

'অ্যাশলি! আমি লেনি হল্যান্ড। তোমাকে দারুণ লাগছে!'

'ধন্যবাদ, লেনি।' লেনির ওজন বেড়েছে, কনিষ্ঠা আঙুলে বড় একটি হিরের আংটি পরেছে।

'আমি এখন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় আছি। ভালোই চলছে ব্যবসা। তুমি বিয়ে করোনি?'

ইতস্তত করল অ্যাশলি। 'না।'

'নিকি ব্রানডটকে মনে আছে? আমরা বিয়ে করেছি। আমাদের দুটো যমজ বাচ্চাও আছে।'

'অভিনন্দন।'

দশ বছরে মানুষ কত বদলে গেছে! কেউ হয়েছে মোটা, কেউ চিকনা...কারও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, কেউবা তলিয়ে গেছে অতলে। বিয়ে হয়েছে কারও, কারও ডিভোর্স হয়ে গেছে। কেউ বাবা হয়েছে...কেউবা বাবা হারিয়েছে...

রাত গাঢ় হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান চলছে ধুমসে।

অ্যাশলি তার প্রাক্তন ক্লাসমেটদের সঙ্গে জম্পেশ আড্ডা দিচ্ছে। তাদের খোঁজখবর নিচ্ছে। তবে সে ভাবছে জিম ক্লিয়ারির কথা। ওর কোনও চিহ্নই নেই। *ও আসলে আসবে না, ভাবল অ্যাশলি। জানে আমি এখানে থাকব তাই ডরপুকটা চেহারা দেখানোর সাহস পাবে না।*

এক সুন্দরী তরুণী এগিয়ে এল ওর দিকে। 'অ্যাশলি! জানতাম তুমি আসবে।' এ ফ্লোরেন্স শিফার, অ্যাশলির একমাত্র ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। অ্যাশলি ওকে দেখে খুবই খুশি হল। ওরা ঘরের কিনারে একটা টেবিল দখল করল নিরিবিলিতে কথা বলার জন্য।

'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে, ফ্লোরেন্স,' বলল অ্যাশলি।

'তোমাকেও। সরি, আসতে দেরি হয়ে গেল। বাচ্চাটার শরীর ভালো নেই। তোমার সঙ্গে শেষ যেবার দেখা হল আমি তখন বিয়ে করে ডিভোর্সও নিয়েছি। এখন মি. ওয়ান্ডারফুলের সঙ্গে আছি। তোমার কী খবর? গ্রাজুয়েশন পার্টির পরে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে। তোমাকে কত খুঁজলাম। শুনলাম দেশ ছেড়েই চলে গেছ।'

'আমি লন্ডনে গিয়েছিলাম,' বলল অ্যাশলি। 'বাবা ওখানে একটা কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। গ্রাজুয়েশন পার্টির পরের দিনই আমরা লন্ডন চলে যাই।'

'তোমার অনেক খোঁজ করেছি। গোয়েন্দারা ভেবেছে আমি হয়তো বলতে পারব তুমি কোথায় গেছ। ওরা তোমাকে খুঁজছিল। কারণ সেদিন তুমি আর জিম ক্লিয়ারি একসঙ্গে পার্টিতে এসেছিলে।'

ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল অ্যাশলি। 'গোয়েন্দা?'

'হ্যাঁ। ওরা খুনের তদন্ত করছিল।'

অ্যাশলি টের পেল ওর মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। 'কী...খুন?'

ফ্লোরেন্স স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অ্যাশলির দিকে। 'মাই গড! তুমি কিছুই জানো না?'

'কী জানব?' জিজ্ঞেস করল অ্যাশলি। 'তুমি কিসের কথা বলছ?'

'গ্রাজুয়েশন পার্টির পরের দিন জিমের বাবা-মা বাড়ি থেকে ফিরে আসেন এবং ছেলের লাশ খুঁজে পান। জিমকে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়...ওর পুরুষাঙ্গ কেটে নিয়েছিল কেউ।'

ঘরটা বনবন করে ঘুরতে লাগল অ্যাশলির চারপাশে। টেবিলের কিনার চেপে ধরল অ্যাশলি। ওর হাত ধরে ফেলল ফ্লোরেন্স।

'আ-আমি দুঃখিত, অ্যাশলি। আমি ভেবেছি তুমি খবরটা কাগজে হয়তো পড়েছ, অবশ্য না-জানাটাই স্বাভাবিক...তুমি তো লন্ডন চলে গিয়েছিলে।'

শক্ত করে চোখের পাতা বুজে থাকল অ্যাশলি। সে রাতের দৃশ্য ফুটল চোখে। ও ঘর থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এসেছে, রওনা হয়েছে জিমের বাড়ির উদ্দেশে। কিন্তু মাঝপথে ফিরে আসে অ্যাশলি, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

আমি যদি সেদিন ওর কাছে যেতাম, বিমর্ষ মনে ভাবল অ্যাশলি, *তাহলে ও বেঁচে থাকত। অথচ এতদিন ওকে শুধু ঘৃণা করে এসেছি আমি। ওহ্, মাই গড, ওকে কে খুন করল? কে–*

বাবার কণ্ঠ ভেসে এল কানে। 'আমার মেয়ের ধারেকাছেও যেন তোমাকে না দেখি, বুঝতে পেরেছ?...আবার যদি কোনওদিন তোমাকে এখানে দেখি, তোমার শরীরের একটা হাড্ডিও আস্ত থাকবে না।'

উঠে দাঁড়াল অ্যাশলি। 'আমাকে ক্ষমা করো, ফ্লোরেন্স। আ-আমার শরীরটা ভাল্লাগছে না।'

অ্যাশলি যেন পালিয়ে এল ওখান থেকে।

গোয়েন্দা। বাবার সঙ্গে নিশ্চয় কথা বলেছে গোয়েন্দারা। কিন্তু বাবা ওকে ঘটনাটা বলেননি কেন?

প্রথম প্লেনেই ক্যালিফোর্নিয়া ফিরে এল অ্যাশলি। তখন ভোর হয় হয়। দুঃস্বপ্ন দেখল অ্যাশলি। অন্ধকারে একটা লোক ছুরিকাঘাত করছে জিমকে, গালিগালাজ দিচ্ছে। ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল আলোতে।

লোকটা অ্যাশলির বাবা।

পাঁচ

পরবর্তী কয়েকটা মাস খুবই বাজে কাটল অ্যাশলির। জিম ক্লিয়ারির রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন শরীরের ছবি বারবার ফুটল চোখে। ওর ঘুম হারাম করে দিল। ড. স্পিকম্যানের সঙ্গে আবার দেখা করার কথা ভাবল অ্যাশলি। কিন্তু জানে এ বিষয়টি নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলার সাহস ওর হবে না। বাবা এমন ভয়ংকর একটা কাজ করতে পারেন, এমন ভাবনায় বরং অপরোধবোধ হচ্ছে ওর। ও চিন্তাটা জোর করে মাথা থেকে দূর করে দিয়ে কাজে মনোনিবেশ করতে চাইল। কিন্তু পারল না। একটা লোগোর দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শেন ওকে লক্ষ করছিল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী হয়েছে, অ্যাশলি?'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল অ্যাশলি। 'নাহ্, কিচ্ছু হয়নি।'

'তোমার বন্ধুর জন্য আমার সত্যি খারাপ লাগছে।' অ্যাশলি জিমের কথা বলে দিয়েছে শেনকে।

'আ-আমি ওটা নিয়ে ভাবছি না।'

'চলো, আজ রাতে একসঙ্গে ডিনার করি।'

'ধন্যবাদ, শেন। আ-আমার আজ ঠিক যেতে ইচ্ছে করছে না। পরের হপ্তায় যাব'খন।'

'ঠিক আছে। তোমার জন্য যদি কিছু করতে হয় তো বলো-'

'ধন্যবাদ। কিছু করতে হবে না।'

টনি অ্যালেটকে বলল, 'মিস ডাঁশা পাছা বোধহয় কোনও ঝামেলায় পড়েছে।'

'ওর করুণ চেহারা দেখে খারাপই লাগছে আমার।'

'জাহান্নামে যাক। সবারই সমস্যা আছে, তাই না, লাভ?'

এক শুক্রবার বিকেলে অফিস থেকে বেরুচ্ছে অ্যাশলি, ওর পথ আটকে দাঁড়াল ডেনিশ টিবল। 'হেই, বেব। আমার একটা কাজ করে দাও।'

'আমি দুঃখিত, ডেনিশ। আমি-'

'কাম অন। মুখটাকে হাসি হাসি করো!' সে অ্যাশলির একটা হাত ধরল। 'আমার একটা ব্যাপারে কিছু বুদ্ধি দরকার। পরামর্শটা হতে হবে একজন নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে।'

'ডেনিশ, আমি-'

'আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছি, তাকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু এখানে কিছু সমস্যা আছে। তুমি সাহায্য করবে?'

ইতস্তত করল অ্যাশলি। ও ডেনিশ টিবলকে পছন্দ করে না। তবে ওকে সাহায্য করলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। 'কাল বলা যায় না?'

'আমার এখনই বলা দরকার। খুব জরুরি।'

গভীর দম নিল অ্যাশলি। 'ঠিক আছে।'

'তোমার অ্যাপার্টমেন্টে যাবে?'

মাথা নাড়ল অ্যাশলি। 'না।' ডেনিশ ওর ঘরে একবার ঢুকলে আর বেরুতে চাইবে না।

'তাহলে আমার বাসায় চলো।'

একটু দ্বিধা করে রাজি হল অ্যাশলি। *'আচ্ছা।' ওর বাড়িতে গেলে যখন ইচ্ছা আমি চলে আসতে পারব। ও যে-মেয়েকে ভালোবাসে, তার সঙ্গে যদি ওর মিলন ঘটিয়ে দিতে পারি তাহলে যদি ডেনিশ আমার পিছু ছাড়ে।*

টনি অ্যালেটকে বলল, 'গড! ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না ব্যক্তিটি ওই মাথাপাগলটার বাসায় যাচ্ছে। কল্পনা করতে পারো কতবড় নির্বোধ হলে সে এমন কাজ করতে পারে?'

'ও ডেনিশকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে সমস্যা কী–?'

'ওহ্, কাম অন, অ্যালেট। তোমার মাথায় বুদ্ধি হবে গজাবে? লোকটা ওকে বিছানায় নিয়ে যেতে চায়।'

ডেনিশ টিবলের অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে হরর মুভির পোস্টার ঝুলছে, তার পাশে ন্যাংটো মডেলদের ছবি সাঁটানো, বুনোজন্তুর শিকার ধরার ছবিও আছে। টেবিলে কাঠের তৈরি রমণরত নারী-পুরুষের খুদে মূর্তি।

এটা উন্মাদের অ্যাপার্টমেন্ট, ভাবল অ্যাশলি। এখান থেকে যত দ্রুত কেটে পড়া যায় ততই মঙ্গল।

'তুমি এসেছ বলে খুব খুশি হয়েছি, বেবি।'

'তবে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, ডেনিশ।' বলল অ্যাশলি। 'তোমার প্রেমিকার কথা বলো শুনি।'

'সে একটি মেয়ে বটে,' সিগারেট এগিয়ে দিল ডেনিশ।

'সিগারেট?'

'আমি ধূমপান করি না,' অ্যাশলি দেখল সিগারেট ধরিয়েছে ডেনিশ।

'ড্রিংক?'

'আমি মদ খাই না।'

হাসল ডেনিশ। 'তুমি ধূমপান করো না, মদ খাও না। অদ্ভুত না ব্যাপারটা?'

তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল অ্যাশলি। 'ডেনিশ, তুমি যদি–'

ডেনিশ বার-এ হেঁটে গেল, গ্লাসে খানিক মদ ঢালল।

'অল্প একটু মদ খেলে জাত যাবে না।' সে অ্যাশলির হাতে ধরিয়ে দিল গ্লাস।

গ্লাসে চুমুক দিল অ্যাশলি। 'তোমার মিস রাইটের কথা বলো।'

কাউচে, অ্যাশলির পাশে বসল ডেনিশ টিবল। 'ওর মতো মেয়ে জীবনেও দেখিনি আমি। সে তোমার মতোই সেক্সি এবং-'

'চুপ করো নয়তো আমি চলে যাব।'

'আরি, আমি তো তোমার প্রশংসা করলাম। সে যাক, মেয়েটা আমার জন্য পাগল। কিন্তু ওর বাবা-মা আমাকে পছন্দ করে না।'

অ্যাশলি কিছু বলল না।

'তো ব্যাপারটা হল এই-আমি চাপ দিলে মেয়েটা আমাকে বিয়ে করবে। কিন্তু পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে সে। পরিবার-অন্ত মেয়ে সে। আর আমি যদি তাকে বিয়ে করি, বাবা-মা তাকে ত্যাজ্য ঘোষণা করবে। তারপর একদিন হয়তো সে এসব কিছুর জন্য আমাকেই দায়ী করবে। তো সমস্যাটা বুঝতে পারছ তো?'

আরেক ঢোক মদ গিলল অ্যাশলি। 'হ্যাঁ। আমি...'

এমন সময় ওর দুনিয়া যেন ঢেকে গেল কুয়াশার চাদরে।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল অ্যাশলির। অনুভব করল কোথাও মারাত্মক একটা ভজকট হয়ে গেছে। ওকে নির্ঘাত ড্রাগ খাওয়ানো হয়েছে। চোখ মেলে তাকাতে রীতিমতো কসরৎ করতে হল। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল অ্যাশলি। ও সস্তা একটি হোটেলরুমের বিছানায় শুয়ে আছে। নগ্ন। বহু কষ্টে উঠে বসল অ্যাশলি। মাথাটা দপদপ করছে। ও কোথায় আছে এবং কীভাবে এখানে এল কিছুই বুঝতে পারছে না। নাইটস্ট্যান্ডে রাখা রুমসার্ভিস মেনুটি হাত বাড়িয়ে তুলে নিল অ্যাশলি। *শিকাগো লুপ হোটেল।* আবার পড়ল। হতবুদ্ধি হয়ে গেল ও। আমি শিকাগোতে কী করছি? এখানে কতক্ষণ ধরে আছি? আমি তো শুক্রবার ডেনিশ টিবলের অ্যাপার্টমেন্টে ছিলাম। *আজ কী বার?* শঙ্কা নিয়ে ফোন তুলল অ্যাশলি।

'মে আই হেল্প য়ু?'

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে অ্যাশলির। 'আজ-আজ কী বার?'

'সোমবার।'

ঘোরের মধ্যে যেন রিসিভার নামিয়ে রাখল অ্যাশলি।

সোমবার। দুই দিন দুই রাত ও অজ্ঞান হয়ে ছিল। বিছানার কিনারে বসল পা ঝুলিয়ে। মনে করার চেষ্টা করছে। ও ডেনিশ টিবলের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিল... এক গ্লাস মদ খেয়েছে...তারপর আর কিছু মনে নেই।

ডেনিস মদের গ্লাসে এমন কিছু মিশিয়েছে যার জন্য সাময়িক স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে অ্যাশলি। সে একটা কাগজে এরকম একটা ঘটনার কথা পড়েছিল। একটা ড্রাগ দেয়া হয়েছিল একটি মেয়েকে। ওটার নাম ছিল 'ডেট রেপ ড্রাগ'। ওই একই

জিনিস অ্যাশলিকে খাইয়েছে ডেনিশ। ওর সঙ্গে পরামর্শ করার বিষয়টি ছিল ছুতো। *আর আমিও বোকার মতো ওর ফাঁদে পা দিয়েছি।* ও কীভাবে এয়ারপোর্টে গেল, প্লেনে শিকাগোতে এল, এই পচা হোটেলে ডেনিশের সঙ্গে কীভাবে ঢুকল, কিছুই মনে পড়ছে না। এবং আরও বাজে ব্যাপার—এ ঘরে কী ঘটেছে তাও মনে নেই।

এখান থেকে বেরুতে হবে। মরিয়া হয়ে ভাবল অ্যাশলি। নোংরা লাগছে শরীর, যেন কেউ ওর শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি কুৎসিত হাতে ছেনেছুনে একাকার করেছে। ডেনিশ ওর কী করেছে? বিষয়টি নিয়ে না-ভাবার চেষ্টা করল অ্যাশলি, নেমে পড়ল বিছানা থেকে, পা বাড়াল ছোট বাথরুমে, দাঁড়াল শাওয়ারের নিচে। গরম পানি ঝরঝর ঝরতে লাগল গায়ে, ও যেন ঘষে ঘষে শরীরের সমস্ত ক্লেদাক্ত অনুভূতিগুলো মুছে ফেলতে চাইল। ডেনিশ ওকে গর্ভবতী করে ফেলেনি তো? লোকটার সন্তান ওর পেটে আসার কথা ভাবতেই গুলিয়ে উঠল গা। শাওয়ার থেকে বেরিয়ে এল অ্যাশলি, তোয়ালে দিয়ে গা মুছল। হেঁটে গেল ক্লজিটে। ওর জামাকাপড় নেই। ক্লজিটে শুধু কালো চামড়ার একটি মিনি স্কার্ট আছে, আর সস্তা টিউব টপ এবং সুচের মতো তীক্ষ্ণ হাইহিল জুতো। এগুলো পরতে হবে ভাবতেই ঘিনঘিন করে উঠল শরীর। কিন্তু উপায়ও তো নেই। দ্রুত জামাকাপড় পরে নিল অ্যাশলি। তাকাল আয়নায়। ওকে বেশ্যার মতো লাগছে।

পার্স খুলে দেখল অ্যাশলি। মাত্র চল্লিশ ডলার আছে। ওর চেকবুক এবং ক্রেডিট কার্ডও আছে। *থ্যাংক গড!*

করিডরে বেরিয়ে এল অ্যাশলি। খালি। এলিভেটরে চেপে জীর্ণ লবিতে নেমে এল। পা বাড়াল চেকআউট ডেস্কে। পৌঢ় ক্যাশিয়ারকে ওর ক্রেডিট কার্ড দিল।

'এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছেন?' ঠোঁট চাটল লোকটা। 'সময় ভালো কেটেছে নিশ্চয়?'

ফাঁকা চোখে লোকটার দিকে তাকাল অ্যাশলি। লোকটার একথার মানে কী? তবে মানেটা নিয়ে ভাবার সাহস হল না।

ক্যাশিয়ার অ্যাশলির ক্রেডিট কার্ড একটি মেশিনে ঢোকাল। কুঁচকে গেল ভুরু। আবার একই কাজ করল সে। অবশেষে বলল, 'আমি দুঃখিত। আপনার কার্ড দিয়ে কাজ হবে না। আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা নেই।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল অ্যাশলির। 'অসম্ভব! আপনি নিশ্চয় ভুল করছেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্লার্ক। 'আর কোনও ক্রেডিট কার্ড আছে?'

'ন্-না, নেই। পার্সোনাল চেক নেবেন?'

অ্যাশলির পোশাক দেখল সে বিতৃষ্ণ ভঙ্গিতে। 'নেব। তবে পরিচয়পত্র থাকলে নেব।'

'আমি একটা ফোন করব...'

'টেলিফোন বূদ ওই কর্নারে...'

'সানফ্রান্সিসকো মেমোরিয়াল হাসপাতাল...'

'ড. স্টিভেন প্যাটারসন।'
'এক মিনিট, প্লিজ...'
'ড. প্যাটারসনের অফিস।'
'সারাহ্? আমি অ্যাশলি। বাবাকে দাও। বাবার সঙ্গে কথা বলব।'
'দুঃখিত, মিস প্যাটারসন। উনি অপারেশন রুমে আছেন—'
অ্যাশলি শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল রিসিভার। 'বাবার কতক্ষণ লাগবে জানো?'
'বলা মুশকিল। এরপরে আরেকটা সার্জারির শিডিউল আছে তাঁর—'
অনেক কষ্টে চিৎকার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল অ্যাশলি। 'বাবার সঙ্গে কথা বলা খুব দরকার। তুমি বাবাকে একটা কথা বলতে পারবে, প্লিজ? বাবা সময় পেলেই যেন আমাকে একটা ফোন করেন।' বুদের ফোন নাম্বার দেখে নাম্বারটা বলল রিসেপশনিস্টকে। 'আমি বাবার ফোনের অপেক্ষায় রইলাম।'
'বলব।'

প্রায় এক ঘণ্টা লবিতে বসে রইল অ্যাশলি। ফোন বেজে ওঠার অপেক্ষা করছে। লোকজন ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, অনেকের চোখেই লালসা। অ্যাশলির মনে হল সংক্ষিপ্ত বসন নয়, আসলে সে যেন নগ্ন হয়ে বসে আছে। অ্যাশলিকে রীতিমতো চমকে দিয়ে বেজে উঠল ফোন।
একছুটে ও চলে এল ফোন বুদে। 'হ্যালো...'
'অ্যাশলি?' বাবার গলা।
'ওহ্, বাবা, আমি—'
'কী হয়েছে?'
'আমি শিকাগোয় এবং—'
'তুমি শিকাগোয় কী করছ?'
'এখন বলতে পারব না। স্যান হোসেতে যাওয়ার প্লেনের টিকেট দরকার। আমার কাছে একটি টাকাও নেই। তুমি কি সাহায্য করতে পারবে?'
'অবশ্যই পারব। ধরে থাকো।' তিন মিনিট পরে ড. প্যাটারসন আবার ফিরে এলেন লাইনে। 'সকাল দশটা চল্লিশ মিনিটে ওহারা এয়ারপোর্ট থেকে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান ছাড়ছে। ফ্লাইট ৪০৭। চেক ইন কাউন্টারে গেলেই ওরা তোমাকে একটা টিকেট দেবে। আমি স্যান হোসে এয়ারপোর্টে আসছি তোমাকে তুলে নিতে—'
'না!' অ্যাশলি চায় না বাপ ওকে এ পোশাকে দেখুক।
'আমি—আগে অ্যাপার্টমেন্টে যাব পোশাক বদলাতে।'
'ঠিক আছে। আমি পরে আসছি। তোমার সঙ্গে ডিনার করব। তখন সব কথা শুনব।'
'ধন্যবাদ, বাবা। অনেক ধন্যবাদ।'

প্লেনে বাড়ি ফিরছে অ্যাশলি, ডেনিশ টিবল ওকে নিয়ে ক্ষমার অযোগ্য যে কাজটা করেছে তা নিয়ে ভাবছে। *আমি পুলিশে যাব,* সিদ্ধান্ত নিল ও। আমার সর্বনাশ করেছে ও। ওকে সহজে ছাড়ছি না। *ও আরও কত মেয়ের এভাবে সতীত্ব নাশ করেছে?*

অ্যাশলি নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল, মনে হল ও যেন একটা স্যাংচুয়ারিতে ফিরেছে। বিশ্রী পোশাকটা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রাণ আকুলিবিকুলি করছিল। দ্রুত খুলে ফেলল ড্রেস। বাবার সঙ্গে দেখা করার আগে আরেকবার গোসল করা দরকার। ক্লজিটের দিকে পা বাড়িয়েছে, থমকে গেল। ওর সামনে, ড্রেসিং টেবিলে, পড়ে আছে সিগারেটের পোড়া বাট।

দ্য ওকস নামের রেস্টুরেন্টে কিনারের একটি টেবিলে বসেছেন বাবা-মেয়ে। বাবা উদ্বেগ নিয়ে লক্ষ করছেন মেয়েকে। 'তুমি শিকাগোতে কী করছিলে?'

'আ–আমি জানি না।'

বিস্মিত দেখাল পিতাকে। 'জানো না?'

ইতস্তত করছে অ্যাশলি, যা ঘটেছে বাবাকে বলে দেবে কিনা বুঝতে পারছে না। বাবা হয়তো কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

সাবধানে শব্দ বাছাই করল অ্যাশলি, 'ডেনিশ টিবল একটা ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছিল আমার কাছে। ও আমাকে ওর বাড়িতে নিয়ে যায়...'

'ডেনিশ টিবল? ওই সাপটা?' বেশ অনেকদিন আগে অ্যাশলি তার বাবার সঙ্গে সহকর্মীদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

'ওর সঙ্গে তোমার কী কাজ?'

অ্যাশলি বুঝতে পারল সে একটা ভুল করে ফেলেছে।

তার যে-কোনও সমস্যায় বাবা ওভারঅ্যাক্ট করবেনই। বিশেষ করে তার সঙ্গে যদি কোনও পুরুষমানুষ জড়িত থাকে।

'কাজটি তেমন জরুরি কিছু ছিল না।'

'তবু আমি শুনতে চাই।'

অ্যাশলি কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে বসে থাকল। তারপর বলল, 'ডেনিশের অ্যাপার্টমেন্টে বসে আমি এক গ্লাস মদ খাই এবং...'

অ্যাশলি কথা বলছে, লক্ষ করল বাপের মুখে আঁধার ঘনাচ্ছে। তাঁর চোখ দেখে ভয় পেয়ে গেল অ্যাশলি। রীতিমতো অঙ্গারের মতো জ্বলছে। ও গল্প সংক্ষিপ্ত করতে চাইল।

'না,' বাধা দিলেন বাবা। 'আমি পুরোটা শুনতে চাই...'

সে রাতে বিছানায় শুয়ে আছে অ্যাশলি, ঘুম আসছে না। *ডেনিশ আমাকে নিয়ে যা করেছে তা যদি লোক-জানাজানি হয়, বিশ্রী একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। অফিসের*

সবাই জেনে যাবে কী ঘটেছে। কিন্তু ও যাতে আর কারও ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য আমাকে পুলিশে যেতে হবে।

অনেকেই অ্যাশলিকে সাবধান করে দিয়েছিল ডেনিশের ব্যাপারে। বলেছিল ওর দিকে কুদৃষ্টি আছে ডেনিশের। পাত্তা দেয়নি অ্যাশলি। পেছনের কথা সব মনে পড়ে গেল অ্যাশলির। অ্যাশলি কারও সঙ্গে কথা বলছে, এটা সহ্য করতে পারত না ডেনিশ। সে অ্যাশলির সঙ্গে ডেট করার জন্য হাতে-পায়েও ধরেছে বহুবার; সে সবসময় কান পেতে রাখত অ্যাশলি কী বলে তা শোনার জন্য...'

এখন অন্তত আমি জানি কে আমার পিছু নিয়েছিল, ভাবল অ্যাশলি।

সকাল সাড়ে আটটা। অ্যাশলি কাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, বেজে উঠল ফোন। রিসিভার তুলল ও।

'হ্যালো।'

'অ্যাশলি, শেন বলছি। খবর শুনেছ?'

'কী খবর?'

'টিভিতে দেখিয়েছে। ওরা ডেনিশ টিবলের লাশ খুঁজে পেয়েছে।'

একমুহূর্তের জন্য চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। 'ওহ্, মাই গড!'

'কী হয়েছে?'

'শেরিফ বলছেন কেউ ছুরি মেরে হত্যা করেছে ডেনিশকে। তারপর কেটে নিয়েছে ওর পুরুষাঙ্গ।'

ছয়

কুপেরটিনো শেরিফ অফিসে ডেপুটি স্যাম ব্লেককে নিজের অবস্থানে পৌঁছুতে কঠিন একটা কাজ করতে হয়েছে; সে শেরিফের বোন সেরেনা ডাউলিংকে বিয়ে করেছে। সেরেনা অত্যন্ত দজ্জাল, তার জিভের ধারে অরিগনের জঙ্গলের সমস্ত গাছ পড়ে যাবে। সেরেনাকে একমাত্র ব্লেকই সামাল দিতে পারে। এর কারণ—বেঁটেখাটো, সজ্জন, ভদ্র এই মানুষটির সন্ন্যাসীর মতো ধৈর্য। সেরেনা চেঁচিয়ে যতই পাড়া মাত করুক না কেন, বউর মেজাজ শান্ত হওয়া পর্যন্ত ব্লেক অপেক্ষা করে, তারপর তার সঙ্গে কথা বলে।

তবে ব্লেক শেরিফের বিভাগে যোগ দিয়েছে, কারণ শেরিফ ম্যাট ডাউলিং তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। তারা একসঙ্গে স্কুলে গেছে, বড় হয়ে উঠেছে। ব্লেক পুলিশের চাকরিটি উপভোগই করে এবং এ-কাজে সে অত্যন্ত দক্ষতার ছাপ রেখেছে। সে খুবই বুদ্ধিমান একজন মানুষ এবং নাছোড়বান্দা টাইপের। যা একবার ধরে তার শেষ না-দেখে ছাড়ে না। এসব দোষগুণ মিলিয়েই দলের সেরা গোয়েন্দার অঘোষিত মুকুটটি যেন মাথায় পরে আছে ব্লেক।

ওইদিন সকালে স্যাম ব্লেক এবং শেরিফ ডাউলিং একসঙ্গে কফি পান করছিল।

শেরিফ ডাউলিং বললেন, 'শুনলাম আমার বোন নাকি কাল তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। তোমাদের অন্তত আধডজন প্রতিবেশী আমাদেরকে ফোন করে নালিশ জানিয়েছে। বলেছে আমার বোনের চিৎকার-চেঁচামেচিতে তারা ঘুমাতে পারছে না। সেরেনা যে চ্যাম্পিয়ন চিল্লানোসরাস তা তো জানিই।'

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম। 'ওকে শেষপর্যন্ত আমি শান্ত করতে পেরেছি, ম্যাট।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও আর আমার সঙ্গে থাকছে না। জানি না মেয়েটা এমন বদমেজাজি হল কী করে। ওর মাথা প্রায়ই এমন গরম হয়ে যায়—'

ওদের আলোচনায় বাধা পড়ল, 'শেরিফ, এইমাত্র একটা ফোন এসেছে। সানিভেল এভিন্যুতে একটা খুন হয়েছে।'

শেরিফ ডাউলিং তাকালেন স্যাম ব্লেকের দিকে।

মাথা দোলাল ব্লেক। 'আমি দেখছি ব্যাপারটা।'

পনেরো মিনিট পরে ডেনিশ টিবলের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল ব্লেক। লিভিংরুমে এক পেট্রলম্যান বিল্ডিং সুপারিনটেন্ডেন্টের সঙ্গে কথা বলছে।

'লাশ কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ব্লেক।

বেডরুমের দিকে ইঙ্গিত করল পেট্রলম্যান। 'ওখানে, স্যার।' তার চেহারা বিবর্ণ।

ব্লেক ঢুকল বেডরুমে এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক লোক উলঙ্গ শরীরে হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। প্রথম দর্শনেই ব্লেকের মনে হল গোটা ঘর রক্তের সাগরে ভাসছে। বিছানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। রক্তের উৎস দেখতে পেল। ভাঙা বোতলের কাটা দাগ ভিক্টিমের পিঠে, তাকে বারবার আঘাত করা হয়েছে, সারা শরীরে গেঁথে আছে ভাঙা কাচের টুকরো। লাশের অণ্ডকোষ-জোড়া শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন।

ওদিকে তাকিয়ে আছে ব্লেক, কুঁচকিতে বেদনা অনুভব করল।

'এমন অমানবিক কাজ কোনও মানুষের পক্ষে করা সম্ভব?' জোরে জোরে বলল সে। কোনও অস্ত্র মিলল না, যদিও তন্নতন্ন করে খোঁজা হল ঘর।

ডেপুটি ব্লেক ফিরে এল লিভিংরুমে বিল্ডিং সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে। 'নিহত মানুষটিকে চেনো তুমি?'

'জ্বি, স্যার। এটা তার অ্যাপার্টমেন্ট।'

'নাম কী তার?'

'টিবল। ডেনিশ টিবল।'

নোট নিল ব্লেক। 'কতদিন ধরে সে এখানে ছিল?'

'প্রায় তিন বছর।'

'ওর সম্পর্কে কী জানো, বলো?'

'তেমন কিছু জানি না, স্যার। টিবল আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ছিল। যথাসময়ে পরিশোধ করত ভাড়া। মাঝে মাঝে মেয়েমানুষ নিয়ে আসত বাসায়। বেশ্যা টাইপের মেয়েমানুষ।'

'ও কোথায় কাজ করত জান?'

'জ্বি। গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্স কর্পোরেশনে। সে ওদের কম্পিউটার বিভাগে কাজ করত।'

'লাশ প্রথম কে দেখেছে?'

'আমাদের এক চাকরানি, মারিয়া। গতকাল ছিল ছুটির দিন। সে তাই আজ সকালে এসেছে। এসেই দেখে–'

'আমি মহিলার সঙ্গে কথা বলব।'

'জ্বি, স্যার। আমি ওকে নিয়ে আসছি।'

মারিয়ার গায়ের রঙ কালো, ব্রাজিলীয়। বয়স চল্লিশ। তাকে নার্ভাস এবং ভীত লাগছে।

'তুমিই প্রথম লাশটা দেখেছ, মারিয়া?'

'আমি ওকে খুন করিনি, কসম খেয়ে বলছি।' মৃগীরোগীর মতো কাঁপছে মারিয়া। 'আমার কি আইনজীবীর দরকার হবে?'

'না। তোমার আইনজীবীর দরকার হবে না। কী ঘটেছে সেটাই শুধু বলো।'

'কিছুই ঘটেনি। মানে—আমি আজ সকালে ঘর পরিষ্কার করতে আসি, সবসময়ই আসি। আ—আমি ভাবলাম উনি চলে গেছেন। উনি সকাল সাতটার মধ্যে সবসময় বেরিয়ে যান। আমি লিভিংরুমটা পরিষ্কার করি এবং—'

ধ্যাত! 'মারিয়া, ঘর পরিষ্কার করার আগে লিভিংরুমের অবস্থা কীরকম ছিল মনে আছে?'

'মানে?'

'তুমি কোনও জিনিসপত্র টেনেটুনে সরিয়েছ? এখান থেকে কোনও কিছু অন্য ঘরে নিয়ে গেছ?'

'জ্বি। মেঝেয় ভাঙা একটা বোতল পড়া ছিল। আঠালো। আমি—'

'তুমি ওটা দিয়ে কী করলে?' উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করল ব্লেক।

'আমি গারবেজ কমপ্যাক্টরে ওটা ফেলে দিই।'

'আর কী করেছ?'

'অ্যাশট্রে পরিষ্কার করি এবং—'

'অ্যাশট্রেতে কোনও আধখাওয়া সিগারেট ছিল?'

মনে করার চেষ্টা করল মারিয়া। 'একটা ছিল। আমি ওটা রান্নাঘরের আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দিই।'

'চলো তো দেখি,' ব্লেক মারিয়ার পেছন পেছন কিচেনে ঢুকল। মারিয়া একটি ওয়েস্টবাস্কেট দেখাল। ভেতরে আধখাওয়া একটি সিগারেট। সিগারেটের গোড়ায় লিপস্টিকের দাগ। সাবধানে ওটা তুলে নিয়ে একটি খামে পুরল ব্লেক।

আবার ফিরে এল সে লিভিংরুমে। 'মারিয়া, অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কি কিছু হারিয়ে গেছে? ধরো মূল্যবান কোনও জিনিস?'

চারপাশে চোখ বুলাল মারিয়া। 'মনে হয় না। মি. টিবল ছোট ছোট মূর্তি সংগ্রহ করতেন। অনেক টাকা ঢালতেন ওগুলোর পেছনে। কিন্তু মূর্তিগুলো ঠিক জায়গাতেই আছে। হারায়নি একটিও।'

খুনের উদ্দেশ্য তাহলে ডাকাতি নয়। মাদক? প্রতিশোধ? প্রেমে ছ্যাঁকা?

'এ ঘর পরিষ্কার করার পরে তুমি কী করেছ, মারিয়া?'

'আমি এ-ঘর পরিষ্কার করি। তারপর—' তার গলা ধরে এল। 'আমি বেডরুমে ঢুকি এবং দেখি...ওনাকে।' সে ডেপুটি ব্লেকের দিকে তাকাল। 'কসম খেয়ে বলছি আমি ওনাকে খুন করিনি।'

করোনারের গাড়িতে চড়ে করোনার এবং তার সহকারী হাজির হয়ে গেল বডিব্যাগ নিয়ে। ব্যাগে মুড়ে লাশ নিয়ে যাবে।

তিন ঘণ্টা পরে ডেপুটি স্যাম ব্লেক ফিরল শেরিফের অফিসে।

'কী পেলে, স্যাম?'

'তেমন কিছু না।' শেরিফ ডাউলিং-এর সামনে বসল ব্লেক।

'ডেনিশ টিবল গ্লোবালে কাজ করত। জিনিয়াস ছিল।'

'কিন্তু খুনের কবল থেকে আত্মরক্ষা করার মতো জিনিয়াস ছিল না।'

'ওকে শুধু খুন করা হয়নি, ম্যাট। শরীরটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছে। লাশটা একবার দেখলেই বুঝতে ওর কী দশা করা হয়েছে। এটা কোনও ম্যানিয়াকের কাজ।'

'কোনও ক্লু পাওনি?'

'কী দিয়ে টিবলকে হত্যা করা হয়েছে জানতে পারিনি এখনও। ল্যাবের রেজাল্টের অপেক্ষায় আছি। তবে সম্ভবত মদের ভাঙা বোতল দিয়ে ওকে মারা হয়েছে। বাড়ির চাকরানি ওটা কমপ্যাক্টরে ফেলে দিয়েছে। পিঠে গাঁথা কাচের টুকরোয় খুনীর আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে। আমি প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেছি। কোনও লাভ হয়নি। কেউ দেখেনি ও কখন অ্যাপার্টমেন্টে এসেছে আর বেরিয়েছে। টিবলের ঘর থেকে কোনও অস্বাভাবিক শব্দও শোনা যায়নি। টিবল নিজের মধ্যেই নাকি ডুবে থাকত। আড্ডাবাজ ছিল না। তবে মৃত্যুর আগে সেক্স করেছে টিবল। আমরা ভ্যাজাইনাল ট্রেস পেয়েছি, পিউবিক হেয়ার লেগে ছিল ওর গোপনাঙ্গে। এ ছাড়া একটি সিগারেটের গোড়ায় লিপস্টিকের দাগও দেখেছি। ডিএনএ টেস্ট হবে।'

'খবরের কাগজগুলো এ ঘটনায় রসালো অনেককিছু পাবে, স্যাম। হেডলাইনগুলো এখনই দেখতে পাচ্ছি : **সিলিকন ভ্যালিতে ম্যানিয়াকের হামলা।**' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন শেরিফ ডাউলিং।

'যত দ্রুত সম্ভব এ বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে হবে।'

'আমি এখুনি গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্সে যাব।'

একঘণ্টা ধরে চিন্তা করছে অ্যাশলি অফিসে যাবে কি যাবে না। *ও ভেতরে ভেতরে দারুণ ভেঙে পড়েছে। যে-কেউ আমার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে আমার কিছু একটা হয়েছে। আমি মুখে যদি কিছু নাও বলি, ওরা কারণটা জানতে চাইবে। পুলিশ আমাকে জেরা করবে। ওরা আমাকে জেরা করলে সত্যিকথাটাই বলে দেব। তবে আমার কথা বোধহয় বিশ্বাস করবে না ওরা। ডেনিশ টিবলের খুনের দায় আমার ওপর চাপিয়ে দেবে। তবে ওরা যদি আমার কথা বিশ্বাস করে, আমি যদি ওদেরকে বলি টিবল আমার কী করেছে তা আমার বাবা সব জানেন, ওরা তাহলে বাবাকে দায়ী করবে।*

জিম ক্লিয়ারির হত্যাকাণ্ডের কথা মনে পড়ল অ্যাশলির। ফ্লোরেন্সের কণ্ঠ শুনতে পেল : 'জিমের বাবা-মা বাড়ি থেকে ফিরে এসে ওর লাশ খুঁজে পায়। ওকে ছুরিকাঘাত করে মেরে ফেলা হয়েছিল। কেটে নেয়া হয়েছিল পুরুষাঙ্গ।'

শক্ত করে চোখ বুজল অ্যাশলি। *মাই গড, এসব কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এসব?*

ডেপুটি স্যাম ব্লেক অফিসে ঢুকল। কয়েকজন কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে কথা

বলছে। ব্লেক চিন্তা করল এদের আলোচনার বিষয়বস্তু কী হতে পারে। অ্যাশলি আশঙ্কিত চোখে দেখল শেন মিলারের অফিসের দিকে পা বাড়িয়েছে ব্লেক। শেন গোয়েন্দাকে দেখে সিধে হল। 'ডেপুটি ব্লেক?'

'জ্বি।' দুজনে হ্যান্ডশেক করল।

'বসুন, ডেপুটি।'

বসল স্যাম ব্লেক। 'শুনলাম ডেনিশ টিবল নাকি এখানে কাজ করত?'

'জ্বি। আমাদের অন্যতম সেরা একজন লোক ছিল। খুবই মর্মান্তিক একটা ঘটনা।'

'সে এখানে তিন বছর কাজ করেছে?'

'জ্বি। ও ছিল একটা জিনিয়াস। কম্পিউটারের হেন কাজ নেই যা জানত না।'

'ওর সোশাল লাইফ সম্পর্কে কী জানেন?'

মাথা নাড়ল শেন মিলার। 'তেমন কিছু জানি না। টিবল একাচোরা স্বভাবের মানুষ ছিল।'

'সে কি ড্রাগস নিত?'

'ডেনিশ? প্রশ্নই ওঠে না। ও ছিল অত্যন্ত স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ।'

'জুয়ো খেলত? অনেক টাকার মালিক ছিল কি টিবল?'

'না। ও বেতন বেশ ভালোই পেত। তবে একটু কৃপণ স্বভাবের ছিল।'

'আর নারী? ওর কোনও গার্লফ্রেন্ড ছিল না?'

'নারীদের প্রতি খুব বেশি আকর্ষণ ছিল না টিবলের।' একটু ভেবে যোগ করল শেন। 'অবশ্য কয়েকদিন ধরে নানাজনকে বলে বেড়াচ্ছিল কাকে যেন বিয়ে করবে।'

'মেয়েটির নাম কখনও বলেছে কি?'

মাথা নাড়ল মিলার। 'নাহ্, আমাকে অন্তত বলেনি।'

'আপনার কোনও কলিগের সঙ্গে কথা বলতে পারি কি?'

'অবশ্যই পারেন। ওরা সবাই টিবলের মৃত্যুতে শক্‌ড।'

ওরা আরও শক্‌ড হত যদি লাশটা দেখত, ভাবল ব্লেক।

ওরা দুজন ওয়ার্ক ফ্লোরে চলে এল।

গলা চড়াল শেন মিলার। 'মে আই হ্যাভ ইয়োর অ্যাটেনশন, প্লিজ? ইনি ডেপুটি ব্লেক। উনি তোমাদেরকে কিছু প্রশ্ন করতে চান।'

অফিসের লোকজন হাতের কাজ থামিয়ে ব্লেকের দিকে তাকাল।

ডেপুটি ব্লেক বলল, 'আমার ধারণা আপনারা সবাই জানেন মি. টিবলের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা। তাকে কে খুন করেছে তা জানার জন্য আপনাদের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন। তার কোনও শত্রু ছিল বলে কি জানা আছে আপনাদের? এমন কেউ যে মি. টিবলকে এতটাই ঘৃণা করত যে খুন করে ফেলেছে?' সবাই চুপ করে আছে। বলে চলল ব্লেক, 'টিবল একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। মেয়েটিকে নিয়ে কি তিনি কখনও আপনাদের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

দম নিতে কষ্ট হচ্ছে অ্যাশলির। এবার কথা বলার সময় হয়েছে। ডেপুটিকে সে এখন বলবে টিবল তার কী করেছে। বাবাকে কথাটা বলার সময় তাঁর চেহারায় কীরকম ভাব ফুটে উঠেছিল মনে পড়তে চুপ হয়ে রইল অ্যাশলি। খুনের জন্য ওরা হয়তো বাবাকেই অভিযুক্ত করে বসবে।

তার বাবা কাউকে খুন করতে পারেন না।

তিনি একজন ডাক্তার।

তিনি একজন সার্জন।

ডেনিশ টিবলের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে।

ডেপুটি ব্লেক বলে চলেছে, '...শুক্রবার উনি অফিস থেকে চলে যাবার পরে আপনারা তাহলে তাঁকে কেউ দেখেননি?'

টনি প্রেসকট ভাবছে, *যাও হে, মিস ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানি না ঢঙ্গি! গোয়েন্দাকে গিয়ে বলো তুমি টিবলের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলে। তুমি কথা বলছ না কেন?*

ডেপুটি ব্লেক দাঁড়িয়ে আছে, হতাশা গোপনের চেষ্টা করছে। 'বেশ, ওই রাতের কোনও কথা কারও মনে পড়লে আমাদেরকে জানালে আমরা উপকৃত হব। আপনারা ফোন করলে খুশি হব। মি. মিলারের কাছে আমার ফোন নাম্বার আছে। ধন্যবাদ।'

ওরা দেখল শেনের সঙ্গে চলে যাচ্ছে গোয়েন্দা।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অ্যাশলি।

ডেপুটি ব্লেক ফিরল শেনের দিকে। 'এখানে এমন কেউ আছে যার সঙ্গে মি. টিবলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল?'

'না,' জবাব দিল শেন। 'ডেনিশের সঙ্গে আসলে কারোরই তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। তবে আমাদের এক কম্পিউটার অপারেটরের প্রতি সে খুব অনুরক্ত ছিল। কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে সে কোনও রকম সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ পায়নি।'

থেমে গেল ব্লেক। 'মেয়েটি এখানে আছে?'

'আছে, তবে—'

'আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'ঠিক আছে। আপনি আমার অফিসে আসুন।'

ওরা ঘরে ফিরে এল, অ্যাশলি ওদেরকে আসতে দেখল। সোজা ওর কিউবিকলের দিকে এগোচ্ছে দেখে মুখ লাল হয়ে গেল অ্যাশলির।

'অ্যাশলি, ডেপুটি ব্লেক তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

এ লোক তাহলে ব্যাপারটা টের পেয়েছে! টিবলের অ্যাপার্টমেন্টে যে অ্যাশলি গিয়েছিল সে-বিষয়ে নিশ্চয় প্রশ্ন করবে। *আমাকে সাবধান হতে হবে*, ভাবল ও।

ডেপুটি তাকিয়ে আছে অ্যাশলির দিকে। 'ডু ইউ মাইন্ড, মিস প্যাটারসন?'

গলায় রা ফুটল অ্যাশলির। 'না, নট অ্যাট অল।' সে ব্লেকের সঙ্গে শেন মিলারের অফিসে ঢুকল।

'বসুন।' দুজনে দুটো চেয়ারে বসল। 'শুনলাম ডেনিশ টিবল আপনাকে পছন্দ করত।'

'আ–আমারও তাই ধারণা।'

'আপনি তার সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলেন?'

অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়া আর বাইরে যাওয়া একই প্রশ্ন নয়।

'না।'

'যে মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল তার ব্যাপারে কি আপনার সঙ্গে কথা বলেছিল টিবল?'

ক্রমে ফাঁদের গভীরে ঢুকে যাচ্ছে অ্যাশলি। এ লোক কি কথোপকথন রেকর্ড করছে? এ হয়তো জানে অ্যাশলি টিবলের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিল।

ওরা হয়তো ওর আঙুলের ছাপ খুঁজে পেয়েছে। টিবল তার কী করেছে তা এখন ডেপুটিকে বলে দেয়ার সময় হয়েছে। 'কিন্তু কাজটা যদি আমি করি' মরিয়া হয়ে ভাবল অ্যাশলি, 'দোষ চাপবে আমার বাবার ঘাড়ে, এবং এর সঙ্গে ওরা জিম ক্লিয়ারির হত্যাকাণ্ডও মিলিয়ে নেবে। ওরা কি ওই খুনের ঘটনার কথাও জানে?'

কিন্তু বেডফোর্ড পুলিশ ডিপার্টমেন্টের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই ওই ঘটনা কুপেরটিনো পুলিশ বিভাগকে জানাবে? নাকি জানিয়েছে?

ডেপুটি ব্লেক লক্ষ করছে অ্যাশলিকে। অপেক্ষা করছে জবাবের জন্য।

'মিস প্যাটারসন!'

'কী! ওহ্, আমি দুঃখিত। ব্যাপারটা আসলে আমাকে এমন আপসেট করে তুলেছে...'

'তা বুঝতে পারছি। টিবল যে-মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাইছিল তার কথা কি আপনাকে কখনও বলেছে?'

'হ্যাঁ...তবে মেয়েটির নাম বলেনি।' অন্তত এটা একটা সত্যিকথা বলল অ্যাশলি।

'আপনি টিবলের অ্যাপার্টমেন্টে কখনও গিয়েছেন?'

গভীর দম নিল অ্যাশলি। 'না' বললে প্রশ্নের এখানেই সমাপ্তি ঘটে যায়। তবে ওরা যদি অ্যাশলির আঙুলের ছাপ খুঁজে পায়...

'হ্যাঁ।'

'ওর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলেন?'

'জ্বি।'

ওকে আরও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে ডেপুটি। 'কিন্তু আপনি না বললেন টিবলের সঙ্গে কখনও বাইরে যাননি?'

অ্যাশলির মস্তিষ্ক চলছে ঝড়ের গতিতে। 'তা বলেছি। তবে কখনও ডেট করতে যাইনি। ওর কাছ থেকে কিছু কাগজপত্র নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম।'

‘কবে সেটা?’

‘সেটা...সেটা প্রায় এক সপ্তা আগে।’

‘ওই একবারই ওখানে গিয়েছিলেন?’

‘জ্বি।’

এখন ওরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট খুঁজে পেলেও কিছু আসে যায় না।

ডেপুটি ব্লেক বসে আছে নিজের চেয়ারে, ওর দিকে স্থিরদৃষ্টি। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে অ্যাশলির। ডেপুটিকে সত্যিকথাটা বলে দিতে ইচ্ছে করছে। কোনও চোর হয়তো চুরি করতে ঢুকে টিবলকে খুন করেছে—ওই চোরটাই হয়তো তিন হাজার মাইল দূরে, জিম ক্লিয়ারিকে হত্যা করেছে দশ বছর আগে। অবশ্য এটা ঘটা সম্ভব যদি আপনি কাকতালীয়তে বিশ্বাস করেন তাহলেই। যদি আপনি বিশ্বাস করেন রূপকথা।

ডেপুটি ব্লেক বলল, ‘এটা একটা ভয়ংকর অপরাধ। মনে হচ্ছে এ অপরাধের পেছনে কোনও মোটিভ ছিল না। কিন্তু আমি বহুদিন ধরে পুলিশে কাজ করছি। কখনও বিনা উদ্দেশ্যে কাউকে খুন হতে দেখিনি।’ বিরতি দিল সে। ‘ডেনিশ টিবল কি ড্রাগস নিত, জানেন?’

‘জানি না।’

‘তাহলে আমরা কী পেলাম? ড্রাগসের কারণে সে খুন হয়নি। তার বাড়িতে ডাকাতি হয়নি। তার কাছে কেউ টাকা পায় না। তার মানে এর মধ্যে হয়তো কোনও রোমান্টিক বিষয় জড়িত। এমন কেউ হত্যা করেছে যে ওকে হিংসা করত।’

অথবা এমন একজন বাবা যিনি তার মেয়েকে রক্ষা করতে চান।

‘আমি আপনার মতোই ধাঁধায় পড়ে আছি, ডেপুটি।’

কয়েক সেকেন্ড স্থিরদৃষ্টিতে অ্যাশলির দিকে তাকিয়ে থাকল ব্লেক। তার চোখ যেন বলছিল, ‘তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না, খুকি।’

চেয়ার ছাড়ল ডেপুটি। পকেট থেকে কার্ড বের করে অ্যাশলিকে দিল।

‘আপনার যদি হঠাৎ করে কোনও কিছু মনে পড়ে যায়, আমাকে একটা ফোন দেবেন।’

‘নিশ্চয়ই।’

‘গুড ডে।’

ডেপুটিকে চলে যেতে দেখল অ্যাশলি। *ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বাবার আর কোনও ভয় নেই।*

অ্যাশলি সেদিন সন্ধ্যায় নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে অ্যানসারিং মেশিনে একটি ম্যাসেজ পেল : *কাল রাতে তুমি আমাকে দারুণ গরম করে তুলেছিলে, বেবি। আজ রাতে তুমি আবার আসবে। আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তুমি আমাকে। একই*

জায়গা। একই সময়।

অ্যাশলি মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল, অবিশ্বাস নিয়ে ম্যাসেজ শুনছে। *বাবার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। কেউ এর পেছনে রয়েছে। কিন্তু কে? এবং কেন?*

দিন-পাঁচেক পরে অ্যাশলি ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি থেকে একটি স্টেটমেন্ট পেল। তিনটে আইটেম ওর নজর কাড়ল :

মড ড্রেস শপ থেকে ৪৫০ ডলারের একটি রশিদ।

সার্কাস ক্লাব থেকে ৩০০ ডলারের একটি রশিদ।

লুই'স রেস্টুরেন্টের ২৫০ ডলারের একটি রশিদ।

অথচ অ্যাশলি জীবনেও ওই ড্রেসশপ, ক্লাব কিংবা রেস্টুরেন্টের নামই শোনেনি।

সাত

প্রতিদিন টিভির খবরে দেখাচ্ছে এবং খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে ডেনিশ টিবলির মৃত্যু-বিষয়ক তদন্ত। অ্যাশলি কাগজ পড়ছে এবং টিভি দেখছে। পুলিশ কানাগলিতে ঘুরে মরছে।

ইটস ওভার, ভাবল অ্যাশলি। এ নিয়ে দুশ্চিন্তার আর কিছু নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় ডেপুটি স্যাম ব্লেক হাজির অ্যাশলির বাসায়। তাকে দেখে মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল অ্যাশলির।

'আশা করি আপনাকে বিরক্ত করছি না,' বলল ডেপুটি ব্লেক। 'বাড়ি ফিরছিলাম ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই।'

ঢোক গিলল অ্যাশলি। 'আচ্ছা, ভেতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকল ব্লেক। 'আপনার বাড়িটি বেশ সুন্দর।'

'ধন্যবাদ।'

'ডেনিশ টিবল নিশ্চয় এ-ধরনের আসবাব পছন্দ করত না।'

ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে অ্যাশলির কলজে। 'তা কী করে বলব? সে কখনও আমার বাসায় আসেনি।'

'অ, আমি ভেবেছি এসেছে।'

'না, আসেনি। আপনাকে আগেই বলেছি, ডেপুটি, টিবলের সঙ্গে কখনও ডেটিঙে যাইনি আমি।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। একটু বসতে পারি?'

'বসুন।'

'বুঝতেই পারছেন এ কেসটা নিয়ে বেশ ঝামেলায় আছি, মিস প্যাটারসন। কোনও কিছুর সঙ্গেই এটাকে খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না। আপনাকে তো বলেইছি, প্রতিটি খুনের পেছনে কোনও-না-কোনও মোটিভ থাকে। গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্স-এ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি। কেউই টিবল সম্পর্কে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য দিতে পারল না। মানুষটা যথেষ্টই আত্মকেন্দ্রিক ছিল।'

শুনছে অ্যাশলি, আসল কথাটা শোনার অপেক্ষা করছে।

'ইন ফ্যাক্ট, ওরা আমাকে যা বলল তা থেকে এটুকু বুঝতে পারলাম টিবল আপনার প্রতি দিওয়ানা ছিল।'

এ লোক কি কিছু খুঁজে পেয়েছে নাকি ঘোলাপানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে?

অ্যাশলি সাবধানে বলল, 'সে আমার জন্য দিওয়ানা ছিল, ডেপুটি, কিন্তু তার প্রতি আমার কোনও আগ্রহ ছিল না। বিষয়টি তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিই আমি।'

মাথা ঝাঁকাল ব্লেক। 'আপনি কাগজপত্রগুলো তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ভালো কাজই করেছেন।'

'কিসের কাগজপত্র?' হঠাৎ মনে পড়ল অ্যাশলির, 'ও-ওটা কোনও ব্যাপার না। বাড়ি ফেরার পথে কাগজগুলো দিয়ে আসি আমি।'

'ঠিক। যে টিবলকে হত্যা করেছে সে নিশ্চয় ওকে খুবই অপছন্দ করত।'

কিছু না বলে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চুপচাপ বসে রইল অ্যাশলি।

'আমি কী অপছন্দ করি জানেন?' বলল ব্লেক। 'অমীমাংসিত হত্যাকাণ্ড। হত্যারহস্যের মীমাংসা করতে না পারলে আমি হতাশায় ভুগতে থাকি। তার মানে এ নয় যে অপরাধীরা আমার চেয়ে অনেক বেশি চালাক চতুর। তবে আমার মনে হয় পুলিশও তেমন চতুর নয়। তবে আমি সৌভাগ্যবান, এ পর্যন্ত যে ক'টা কেস পেয়েছি, সবগুলোর সুরাহা করতে পেরেছি।' চেয়ার ছাড়লেন তিনি। 'এ কেসটা সুরাহা না-হওয়া পর্যন্ত এর পিছু ছাড়ছি না আমি। তদন্তের কাজে আসে এমন কিছু জানতে পারলে আমাকে ফোন করবেন। করবেন তো, মিস প্যাটারসন?'

চলে গেল ব্লেক। *অ্যাশলি ভাবল : লোকটা কি আমাকে সাবধান করে দিয়ে গেল? আমাকে যা বলল তার চেয়ে বেশি তথ্য কি সে জেনে ফেলেছে?*

টনি নাওয়া-খাওয়া ভুলে ডুবে আছে ইন্টারনেটে। ও জাঁ ক্লদের সঙ্গে চ্যাট করে সবচেয়ে মজা পায়, তবে চ্যাটরুমের অন্যান্যদের সঙ্গেও কথা বলে। সুযোগ পেলেই কম্পিউটারের সামনে বসে যায় টনি, প্রজাপতির ছন্দে আঙুল ছুঁয়ে যায় কী-বোর্ড, দ্রুত টাইপ হতে থাকে ম্যাসেজ।

'টনি? কোথায় ছিলে তুমি? তোমার জন্য চ্যাটরুমে কখন থেকে অপেক্ষা করছি।'

'আমার জন্য তো অপেক্ষা করবেই, লাভ। তোমার কথা বলো। তুমি কী করো?'

'আমি ফার্মেসিতে কাজ করি। তুমি ড্রাগস নাও?'

'মাঝেসাঝে।'

'তুমি টনি?'

'তোমার স্বপ্নের জবাব। মার্ক নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ইন্টারনেটে কয়েকদিন দেখলাম না তোমাকে।'

'ব্যস্ত ছিলাম। তোমার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই, টনি।'

'তুমি কী করো, মার্ক?'

'আমি একজন লাইব্রেরিয়ান।'

'দারুণ ব্যাপার। চারপাশে বই আর বই...'

'কবে আমাদের সাক্ষাৎ হবে?'

'নস্ত্রাদামুসকে জিজ্ঞেস করো।'

'হ্যালো, টনি। আমার নাম ওয়েন্ডি।'

'হ্যালো, ওয়েন্ডি।'

'তুমি মজা করতে ভালোবাস?'

'আমি জীবন উপভোগ করি।'

'তোমার জন্য জীবনটা আরও উপভোগ্য করে তুলতে পারি আমি।'

'কীভাবে?'

'তুমি নিশ্চয় সেই সংকীর্ণমনাদের মতো নও যারা নতুন নতুন জিনিস নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে ভয় পায়? তোমাকে দারুণ একটি সময় উপহার দেব আমি।'

'ধন্যবাদ, ওয়েন্ডি। আমার যে জিনিসটি দরকার তা তোমার নেই।'

তারপর পর্দায় আবির্ভূত হল জাঁ ক্লদ প্যারেন্ট।

'*বোন্ নুই। কম সা ভা?* কেমন আছ?

'ভালো। তুমি?

'তোমাকে খুব মিস করছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে আমার আর তর সইছে না।'

'আমারও ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। তোমার ছবি পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। তুমি খুব হ্যান্ডসাম।'

'আর তুমি তো ডানাকাটা পরী। আমাদের আসলে পরস্পরকে জানা দরকার। কম্পিউটার কনভেনশনে তোমার কোম্পানি কি কুইবেক আসবে?'

'কী? এ ব্যাপারে কিছু জানি না তো! কবে হচ্ছে ওটা?'

'হপ্তা তিনেকের মধ্যে। বড় বড় অনেক কোম্পানি আসছে। আশা করি তোমরাও থাকবে।

'আমিও আশা করছি।'

'কাল কি একই সময় চ্যাটরুমে কথা হতে পারে?'

'পারে।'

পরদিন সকালে, শেন মিলার এল অ্যাশলির ঘরে। 'অ্যাশলি, কুইবেক সিটিতে কম্পিউটার কনভেনশন হচ্ছে, জানো?'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাশলি। 'শুনেছি।'

'আমরা কনভেনশনে অংশ নেয়ার চিন্তাভাবনা করছি।'

'সবগুলো কম্পিউটার কোম্পানি ওখানে যাচ্ছে,' বলল অ্যাশলি। 'সিম্যানটেক, মাইক্রোসফট, অ্যাপল। কুইবেক সিটি এদের জন্য বিশাল শো'র আয়োজন করছে।

ওখানে যেতে পারলে ব্যাপারটা ক্রিসমাস বোনাস পাবার মতো হবে।

ওর উৎসাহ দেখে হাসল শেন মিলার। 'দেখছি কী করা যায়।'

পরদিন সকালে শেন মিলার অ্যাশলিকে নিজের অফিসে ডেকে পাঠাল।

'কুইবেক সিটিতে ক্রিসমাস কাটানোর সুযোগ পেলে কেমন লাগবে তোমার?'

'আমরা যাচ্ছি? চমৎকার।' খুশি-খুশি গলায় বলল অ্যাশলি। অতীতে ক্রিসমাস কাটত বাবার সঙ্গে, তবে এবারে অন্য কোথাও দিনটা কাটানোর সুযোগ পেলে চান্সটা মিস করবে না ও।

'প্রচুর গরম জামাকাপড় নিতে হবে সঙ্গে।'

'ও নিয়ে ভাবতে হবে না। ওখানে যাওয়ার জন্য আমার আর তর সইছে না, শেন।'

টনি ইন্টারনেট চ্যাটরুমে ব্যস্ত। 'জাঁ ক্লদ, কোম্পানি আমাদের কয়েকজনকে কুইবেক সিটিতে পাঠাচ্ছে।'

'দারুণ! শুনে খুব খুশি হলাম। কবে আসছ?'

'দুই হপ্তার মধ্যে। আমরা মোট পনেরো জন।'

'*মার্ভেলিউক্স!* মনে হচ্ছে দারুণ কিছু একটা ঘটবে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

প্রতিরাতে উদ্বিগ্নচিত্তে খবর দেখে অ্যাশলি। তবে ডেনিশ টিবলের হত্যাকাণ্ড নিয়ে নতুন কোনও খবর নেই টিভি বা পত্রিকায়। স্বস্তিবোধ করতে শুরু করেছে ও। পুলিশ কেসের সঙ্গে অ্যাশলির কোনও সম্পর্ক খুঁজে না পেলে তার বাবাকে এ ব্যাপারে কোনওভাবে দায়ী করতে পারবে না। অন্তত আধ ডজনবার তার ইচ্ছে করেছে বাবাকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করে কিন্তু প্রতিবারই মন থেকে সাড়া মেলেনি, পিছিয়ে গেছে। বাবা যদি এর বিন্দুবিসর্গ কিছু না-জেনে থাকেন? মেয়ে তাঁকে খুনি ভেবে সন্দেহ করেছে, এ ব্যাপারটা কি কোনওদিন তিনি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারবেন? *কিন্তু বাবা যদি অপরাধী হন? ব্যাপারটা ভাবতেই বুকে কষ্টের কাঁটা বেঁধে। আমি সহ্যই করতে পারব না। আর বাবা যদি ভয়ংকর কাজগুলো করেও থাকেন, করেছেন আমাকে রক্ষার জন্য। যাক অন্তত এবারের ক্রিসমাসে বাবার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে না।*

অ্যাশলি সানফ্রান্সিসকোতে তার বাপকে ফোন করল। কোনও ভূমিকা না করে সরাসরি বলল, 'এ বছর তোমার সঙ্গে ক্রিসমাস কাটানো হচ্ছে না, বাবা। আমার কোম্পানি কানাডায় আমাদেরকে একটি কনভেনশনে পাঠাচ্ছে।'

ওপাশে দীর্ঘবিরতি। 'কাজটা ঠিক হল না, অ্যাশলি। তুমি আর আমি সবসময় একসঙ্গে ক্রিসমাস কাটিয়েছি।'

'আমি কী করব–'

'তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, তুমি জানো।'

'হ্যাঁ, বাবা, আর...তুমি ছাড়াও আমার কেউ নেই।'

'কনভেনশন কোথায় হচ্ছে?'

'কুইবেক সিটিতে। ওটা–'

'সুন্দর শহর। বহুদিন ওখানে যাওয়া হয় না। ওই সময় হাসপাতালে আমার বিশেষ কোনও কাজ থাকবে না। আমি কুইবেক আসছি। আমরা একসঙ্গে ক্রিসমাস ডিনার করব।'

অ্যাশলি দ্রুত বলল, 'আমার মনে হয় না–'

'তুমি যে-হোটেলেই ওঠো না কেন আমার জন্য একটা রিজার্ভেশন করে রেখো। আমরা আমাদের ঐতিহ্য ভাঙতে পারি না, পারি কি?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল অ্যাশলি, 'না, বাবা।'

আমি কী করে তার মুখোমুখি হব?

উত্তেজিত অ্যালেট। টনিকে বলল, 'আমি কখনও কুইবেক সিটিতে যাইনি। ওখানে জাদুঘর আছে?'

'অবশ্যই আছে।' বলল টনি। 'ওখানে সবকিছু আছে। শীতকালীন নানান খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে। স্কিয়িং, স্কেটিং...'

শিউরে উঠল অ্যালেট। 'ঠাণ্ডায় আমার ভীষণ ভয়। আমি বাবা কোথাও খেলতে টেলতে যাব না। মোজা পরা থাকলেও আমার আঙুল শীতে জমে যায়। আমি শুধু জাদুঘর দেখব...'

ডিসেম্বরের একুশ তারিখ গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্স-এর দলটা সেইন্ট-ফয়ের জাঁ লিসেজ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছুল। তাদেরকে গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হল কুইবেক সিটির শ্যাতু ফ্রনটেনাসে। বাইরে শূন্যের নিচে তাপমাত্রা, রাস্তা মুড়ে রেখেছে বরফের চাদর।

জাঁ ক্লদ টনিকে তার বাড়ির ফোন নাম্বার দিয়েছিল। সে হোটেলে, নিজের ঘরে ঢুকেই ফোন করল জাঁ ক্লদকে। 'আশা করি তোমাকে বিরক্ত করছি না।'

'মেইস নোন।' তুমি আমার শহরে এসেছ বিশ্বাসই করতে পারছি না। তোমার সঙ্গে দেখা হবে কখন?'

'কাল সকালে আমরা কনভেনশন সেন্টারে যাচ্ছি। আমি সুযোগ বুঝে পিছলে বেরিয়ে আসব। লাঞ্চ করব তোমার সঙ্গে।'

'বন! গ্রান্ড আলি ইস্টে লো প্যারিস–ব্রেস্ট নামে একটি রেস্টুরেন্ট আছে। ওখানে একটার দিকে আসতে পারবে?'

'পারব।'

রে নে লেভেস্ক বুলভার্ডে সেন্টার দেস কংগ্রেস ডি কুইবেক ভবনটি চারতলা, পাথর

এবং ইস্পাতে তৈরি। ওখানে একসঙ্গে কয়েক হাজার মানুষ এঁটে যায়। সকাল ন'টা নাগাদ প্রকাণ্ড হলঘরগুলো সারাবিশ্ব থেকে আসা কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞদের ভিড়ে সরগরম হয়ে উঠল। এখানে আছে মাল্টিমিডিয়া রুম, এক্সিবিট হল এবং ভিডিও কনফারেন্সিং সেন্টার। একসঙ্গে আধডজন সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টনির বিরক্ত লাগছে। সবাই শুধু বকবক করেই চলেছে। বেলা পোনে একটার সময় সে আলগোছে কনভেনশন হল থেকে কেটে পড়ল। একটি ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল রেস্টুরেন্টে।

জাঁ ক্লদ অপেক্ষা করছিল টনির জন্য। ওর হাত নিজের হাতে নিয়ে উষ্ণ গলায় বলল, 'টনি, তুমি এসেছ। সত্যি খুব খুশি হয়েছি।'

'আমিও।'

'এখানে তোমার সময়টা যেন চমৎকারভাবে কেটে যায় সে ব্যবস্থা আমি করব,' বলল জাঁ ক্লদ। 'এ চমৎকার একটি শহর।'

টনি ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমি জানি শহরটি আমি উপভোগ করব।'

'তোমার সঙ্গে যতটুকু সম্ভব সময় কাটাতে চাই আমি।'

'তুমি ছুটি নিতে পারবে? তোমার ব্যবসার ক্ষতি হবে না?'

হাসল জাঁ ক্লদ। 'আমাকে ছাড়াই ওটাকে কিছুক্ষণের জন্য চলতে হবে।'

প্রধান ওয়েটার মেনু নিয়ে এল।

জাঁ ক্লদ টনিকে বলল, 'আমাদের ফ্রেঞ্চ কানাডিয়ান খাবার পরখ করে দেখবে নাকি?'

'আপত্তি নেই।'

'তাহলে আমি অর্ডার দিই।' ওয়েটারকে বলল জাঁ ক্লদ, *'লু ভুদরিয়ন লো ব্রোম লেক ডাকলিং,* টনিকে ব্যাখ্যা করল, 'এটা একটি স্থানীয় খাবার। ক্যালভাদোসে রান্না করা হয় হাঁস, পেটে গুঁজে দেয়া হয় আপেল।'

'লোভনীয় খাবার মনে হচ্ছে।'

খাবারটা সত্যি লোভনীয় ছিল।

লাঞ্চ খেতে খেতে একে অন্যের অতীতের জানালায় উঁকি দিল ওরা।

'তাহলে তুমি বিয়ে করোনি?' জিজ্ঞেস করল টনি।

'নাহ্! আর তুমি?'

'আমিও না।'

'তার মানে সঠিক মানুষটির সন্ধান পাওনি?'

আহ্, কাজটা যদি সত্যি সহজ হত! 'না।'

কুইবেক সিটি চলে এল ওদের গল্পে, শহরে দেখার মতো কী কী আছে জানাল জাঁ ক্লদ।

'তুমি স্কি করো?'

মাথা দোলাল টনি। 'পছন্দ করি।'

'এখানে স্নো মোবাইলিং, আইস স্কেটিং, চমৎকার শপিং-এর ব্যবস্থাও আছে...'

জাঁ ক্লদের মধ্যে একটা ছেলেমানুষি ভাব আছে। ওর সঙ্গ বেশ উপভোগ করছে টনি।

ওদিকে মিলার তার দলটির জন্য সকালে কনভেনশনে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। বিকেলগুলো বেকার।

'এখানে বসে কী করব বুঝতে পারছি না,' নালিশের সুরে টনিকে বলল অ্যালেট। 'কী ঠাণ্ডারে বাবা! শীতে জমে গেলাম। তুমি কী করছ?'

'সবকিছু।' মুচকি হাসল টনি।

টনি এবং জাঁ ক্লদ প্রতিদিন একসঙ্গে লাঞ্চ করে এবং প্রতি বিকেলে জাঁ ক্লদ টনিকে নিয়ে ঘুরতে বেরোয়। কুইবেক সিটির মতো জায়গা সে কোনোদিন দেখেনি। এ যেন উত্তর-আমেরিকায় শতাব্দীপ্রাচীন একটি ফরাসি গাঁ। পুরোনো রাস্তাগুলোর চমৎকার চমৎকার নাম : ব্রেক নেক স্টেয়ারস, বিলো দ্য ফোর্ট, সেইলরস লিপ ইত্যাদি। বরফে ঢাকা ছবির মতো একটি শহর।

ওরা গেল লা সিটাডেলে, পুরানো কুইবেককে চারপাশে দেয়াল দিয়ে ঘিরে রেখেছে। ওরা ঘুরে বেড়াল শপিং স্ট্রিট, সেইন্ট জন, কার্টিয়ার, কোটে ডি লা ফ্যাব্রিক এবং কোয়ার্টিয়ার পের্টিট চ্যাম্পেলেন।

'উত্তর-আমেরিকার প্রাচীনতম বাণিজ্যিক এলাকা এটা,' জাঁ ক্লদ জানাল টনিকে।

'চমৎকার।'

যেখানেই ওরা গেল, দেখতে পেল চোখ-ঝলসানো ক্রিসমাস ট্রি, শুনল গান।

গ্রামে গিয়ে স্নো মোবাইলে চড়ল ক্লদ টনিকে নিয়ে। সরু একটা ঢাল বেয়ে গড়গড়িয়ে নামছে ওরা, চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল জাঁ ক্লদ, 'ভালো লাগছে তো?'

মাথা দোলাল টনি। নরম গলায় জবাব দিল, 'ভালো লাগছে।'

অ্যালেটের সময় কাটছে জাদুঘরে। সে ব্যাসিলিকা অব নতরডেম, গুড শেফার্ড চ্যাপেল এবং অগাস্টিন মিউজিয়ামে গেল। তবে কুইবেক সিটির অন্য কোনও কিছুর প্রতি আগ্রহ বোধ করল না সে। কয়েক ডজন রেস্টুরেন্ট আছে শহরে, তবে অ্যালেট হোটেলে না-খেয়ে লো কমেনসালে ঢোকে। এটা নিরামিষাশীদের ক্যাফেটেরিয়া।

মাঝে মাঝে অ্যালেট তার আর্টিস্ট বন্ধুদের কথা ভাবে। সানফ্রান্সিসকোতে আছে রিচার্ড মেলটন। ভাবে : রিচার্ড এখন কী করছে, সে কি অ্যালেটের কথা মনে রেখেছে?

ক্রিসমাস যতই ঘনিয়ে আসছে ততই আতঙ্কবোধ করছে অ্যাশলি। মন চাইছে

বাপকে ফোন করে এখানে আসতে মানা করে দেয়। *কিন্তু কিসের ছুতোয়? তুমি একজন খুনি। তোমাকে আমি দেখতে চাই না।*

ক্রিসমাস ক্রমে কাছিয়ে আসতে লাগল।

'চলো, আমার জুয়েলারি স্টোরটা দেখবে,' টনিকে প্রস্তাব দিল জাঁ ক্লদ।

'চলো যাই।'

প্যারেন্ট জুয়েলার্স কুইবেক সিটির কেন্দ্রস্থলে, রু নতরডেম-এ। ভেতরে ঢুকে তাজ্জব বনে গেল টনি। জাঁ ক্লদ ইন্টারনেটে বলেছিল *'আমার ছোট একটি গহনার দোকান আছে।'* কিন্তু দোকানটি মোটেই ছোট নয়। প্রকাণ্ড। আধডজন ক্লার্ক ব্যস্ত খদ্দের সামলাতে। টনি চারপাশে চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, 'দারুণ!'

হাসল জাঁ ক্লদ। *মার্সি* (ধন্যবাদ), তোমাকে একটা *লাদিউ*—মানে উপহার দিতে চাই—ক্রিসমাসের জন্য।'

'না। উপহারের দরকার নেই। আমি–'

'প্লিজ, আমাকে এ আনন্দ থেকে বঞ্চিত কোরো না।' জাঁ ক্লদ টনিকে একটি শোকেসের সামনে নিয়ে গেল। শোকেস ভর্তি আংটি। 'কোন্‌টা তোমার পছন্দ বলো।'

মাথা নাড়ল টনি। 'এগুলোর অনেক দাম। আমি–'

'প্লিজ।'

টনি ওকে কয়েক সেকেন্ড দেখল, তারপর মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে।' শোকেসের আংটিগুলো আবার দেখল। মাঝখানে হীরে বসানো একটি এমারেল্ডের আংটি পছন্দ হল ওর।

জাঁ ক্লদ ওর দিকে তাকাল, 'এটা পছন্দ হয়?'

'খুব সুন্দর। তবে খুব দামি–'

'এটা তোমার,' জাঁ ক্লদ ছোট একটি চাবি দিয়ে খুলল কেস, বের করে আনল আংটিটি।

'না, জাঁ ক্লদ–'

'পুখ মোয়া।' টনির আঙুলে আংটিটি পরিয়ে দিল সে। চমৎকার মানিয়েছে।

'ভোয়ালা!'

টনি জাঁ ক্লদের হাতে চাপ দিল। 'আ–আমি বুঝতে পারছি না কী বলব।'

'তোমাকে এই উপহারটি দিতে পেরে আমার যে কী ভালো লাগছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। প্যাভিলিয়ন নামে চমৎকার একটি রেস্টুরেন্ট আছে এখানে। তুমি ওখানে আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার করবে?'

'তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, যাব।'

'তোমাকে রাত আটটায় ফোন করব।'

সন্ধ্যা ছ'টায় অ্যাশলির বাবা ফোন করলেন, 'তোমাকে হতাশ করতে হচ্ছে,

অ্যাশলি। আমি ক্রিসমাসটা তোমার সঙ্গে কাটাতে পারছি না। দক্ষিণ আমেরিকায় আমার একজন গুরুত্বপূর্ণ রোগীর হঠাৎ স্ট্রোক করেছে। আমি আজ রাতে আর্জেন্টিনা চলে যাচ্ছি।'

'আ–আমি দুঃখিত বাবা,' গলায় করুণ সুর ফোটানোর চেষ্টা করল অ্যাশলি।

'পরে একসঙ্গে ডিনার করা যাবে। ঠিক আছে, সোনা?'

'আচ্ছা, বাবা। তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

টনি জাঁ ক্লদের সঙ্গে আজ ডিনার করবে। চমৎকার একটি সন্ধ্যা কাটাবে দুজনে। কাপড় পরতে পরতে গুনগুন করে গাইল টনি :

'up and down the city rod
in and out of the Eagle
that's the way the money goes
Pop! goes the weasel.'

জাঁ ক্লদ বোধহয় আমার প্রেমে পড়েছে, মা।

প্যাভিলিয়ন রেস্টুরেন্টটি কুইবেক সিটির পুরোনো রেল রোড স্টেশনের গারে দু পালাইসে। রেস্টুরেন্টটি আকারে বেশ বড়, ঢুকলেই লম্বা বার, পেছনে সারি সারি টেবিল। প্রতিদিন রাত এগারোটার সময় দশ/বারোটি টেবিল একপাশে সরিয়ে নিয়ে তৈরি করা হয় ডান্সফ্লোর, সেখানে একজন ডিস্ক জকি এসে আমোদিত করে খদ্দেরদের। বাজানো হয় র‍্যাগ থেকে জ্যাজ এবং ব্লুজ।

রাত ন'টায় রেস্টুরেন্টে পৌঁছুল টনি এবং জাঁ ক্লদ। দোরগোড়ায় ওদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল মালিক।

'মশিউ প্যারেন্ট, আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম।'

'ধন্যবাদ, আন্দ্রে। ইনি মিস টনি প্রেসকট। মি. নিকোলাস।

'আ প্লেজার, মিস প্রেসকট। আপনাদের টেবিল রেডি।'

'এখানকার খাবারটা খুবই ভালো,' টেবিলে বসতে বসতে টনিকে বলল জাঁ ক্লদ। 'শ্যাম্পেন দিয়ে শুরু করা যাক।'

ওরা পাইলার্ড ডি ভিউ, টরপিল, সালাদ এবং এক বোতল ভালপেলিসেল্লার অর্ডার দিল।

টনি জাঁ ক্লদের দেয়া হীরের আংটিটি দেখছিল। 'খুব সুন্দর,' মুগ্ধকণ্ঠে বলল ও।

টেবিলের সামনে ঝুঁকে এল জাঁ ক্লদ। 'আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না তোমার সঙ্গে দেখা করতে পেরে কতটা ভাল্লাগছে আমার।'

'আমারও,' মৃদু গলায় বলল টনি।

শুরু হল মিউজিক। টনির দিকে তাকাল জাঁ ক্লদ। 'নাচবে আমার সঙ্গে?'

‘অবশ্যই।’

নাচতে খুব ভালোবাসে টনি। ডান্সফ্লোরে উঠে সবকিছু বিস্মৃত হল ও। প্রবল উন্মাদনা নিয়ে নাচল।

জাঁ ক্লদ ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘তুমি দুর্দান্ত নাচো।’

‘ধন্যবাদ।’ *মা, শুনলে কথাটা?*

টনি ভাবল, *জীবনটা যদি সবসময় এভাবে চলত।*

হোটেলে ফেরার পথে জাঁ ক্লদ বলল, ‘চেরি, আমার বাসায় যাবে? একটু বিশ্রাম নেবে?’

দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল টনি, ‘আজ রাতে নয়, জাঁ ক্লদ।’

‘তাহলে কাল?’

ওর হাতে মৃদু চাপ দিল টনি, ‘কাল।’

রাত তিনটা। পুলিশ অফিসার রেনে পিকার্ড স্কোয়াড-কার নিয়ে কোয়ার্টিয়ের মন্টকামের গ্রান্ড এলি ধরে যাচ্ছিল; লাল ইটের তৈরি দোতলা একটি বাড়ির সামনের দরজা খোলা দেখতে পেল। ফুটপাথে গাড়ি থামাল সে, নেমে এল। সদর দরজার সামনে এসে হাঁক ছাড়ল, *‘বো সোয়া, ইয়া-তিল, কুয়েল কুন?’*

কোনও জবাব এল না। ফয়েরে পা রাখল পিকার্ড, এগোল বৃহদায়তনের ড্রয়িংরুমে। *‘সে লা পোলিশ, ইয়া-তিল, কুয়েল কুন?’*

কোনও সাড়া নেই। বাড়িটি অস্বাভাবিক নীরব। হোলস্টার থেকে অস্ত্র খুলে হাতে নিল পুলিশ অফিসার, একেকটা ঘরে ঢুকছে আর হাঁক ছাড়ছে ‘কেউ আছেন?’ বলে। ভৌতিক নিস্তব্ধতা চারপাশে। ফয়েরে ফিরে এল সে। সুন্দর একটি সিঁড়ি চলে গেছে দোতলা অভিমুখে।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল অফিসার পিকার্ড।

সিঁড়ির মাথায় চলে এল, হাতে উদ্যত অস্ত্র। আবার হাঁক ছাড়ল সে। তারপর লম্বা হলওয়েতে পা বাড়াল। সামনে, বেডরুমের দরজা ভেজানো। সে হেঁটে গেল ওদিকে। ধাক্কা মেরে খুলল কপাট এবং আঁতকে উঠল। *‘মো দিউ?’*

সকাল পাঁচটা। স্টোরি বুলেভার্ডের সেন্ট্রাল ডি পুলিশ-এর ধূসর পাথর এবং হলদে পাথরের তৈরি ভবনের একটি কক্ষে বসে ইন্সপেক্টর পল কায়ের জিজ্ঞেস করছিল, ‘আমরা কী পেলাম?’

অফিসার গাই ফন্টেন জবাব দিল, ‘ভিক্টিমের নাম জাঁ ক্লদ প্যারেন্ট। তাকে কমপক্ষে এক ডজনবার ছুরি মারা হয়েছে। কেটে নেয়া হয়েছে লিঙ্গ। করোনার বলেছেন কমপক্ষে তিন/চার ঘণ্টা আগে সংঘটিত হয়েছে হত্যাকাণ্ড। আমরা প্যারেন্টের জ্যাকেটের পকেটে প্যাভিলিয়ন রেস্টুরেন্টের একটি রশিদ পেয়েছি। তিনি ওখানে রাতে ডিনার করেছেন। আমরা রেস্টুরেন্ট মালিককে ঘুম থেকে

আগিয়ে তুলে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি।'

'কী বলল সে?'

'মশিউ প্যারেন্ট প্যাভিলিয়নে গিয়েছিলেন টনি প্রেসকট নামে কৃষ্ণকেশী এক অপূর্ব সুন্দরীকে নিয়ে। মশিউ প্যারেন্টের গহনার দোকানের ম্যানেজার বলেছে ওইদিন মশিউ প্যারেন্ট মহিলাকে নিয়ে দোকানে এসেছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন টনি প্রেসকট নামে। সে মেয়েটিকে একটি দামি এমারেল্ডের আংটি উপহার দেয়। আমরা প্রমাণ পেয়েছি মৃত্যুর আগে মশিউ প্যারেন্ট কারও সঙ্গে সেক্স করেছেন। প্যারেন্টকে হত্যা করা হয়েছে স্টিল ব্লেডের লেটার ওপেনার দিয়ে। অস্ত্রে হাতের ছাপ আছে। আমরা ওগুলো আমাদের ল্যাব এবং এফবিআই'র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। ফলাফল শোনার অপেক্ষায় আছি।'

'টনি প্রেসকটের সঙ্গে কথা বলেছ?'

'না।'

'কেন?'

'তাকে আমরা খুঁজে পাইনি। সবগুলো লোকাল হোটেল চেক করেছি। আমরা আমাদের নিজেদের এবং এফবিআই'র ফাইল চেক করেছি। মেয়েটার কোনও বার্থ সার্টিফিকেট নেই, নেই সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার, এমনকি ড্রাইভিং লাইসেন্সও।'

'অসম্ভব! সে কি শহর ছেড়ে চলে গেছে?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল অফিসার ফন্টেন। 'মনে হয় না, ইন্সপেক্টর। মাঝরাতে বন্ধ হয়ে যায় এয়ারপোর্ট। কুইবেক সিটি থেকে শেষ ট্রেনটি চলে গেছে কাল বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। প্রথম ট্রেনটি আজ সকাল ছটা উনচল্লিশে এসে পৌঁছাবে। আমরা মেয়েটির চেহারার বর্ণনা পাঠিয়ে দিয়েছি বাসস্টেশন, দুটো ট্যাক্সি কোম্পানি এবং লিমুজিন কোম্পানিতে।'

'ফর গডস শেক, আমরা ওর নাম জানি, ও দেখতে কেমন জানি, আমাদের কাছে রয়েছে ওর হাতের ছাপ। মেয়েটা এভাবে হুট করে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না।'

একঘণ্টা পরে এফবিআই থেকে একটি রিপোর্ট এল তারা আঙুলের ছাপ শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। টনি প্রেসকটের নামে কোনও রেকর্ড নেই।

আট

কুইবেক সিটি থেকে ফেরার পাঁচদিন পরে অ্যাশলিকে ওর বাবা ফোন করলেন, 'আমি মাত্র ফিরলাম।'

'ফিরলে?' মনে পড়তে একমুহূর্ত সময় লাগল অ্যাশলির।

'অ, আর্জেন্টিনায় তোমার রোগী ছিল। কেমন আছেন উনি?'

'বেঁচে আছেন।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'কাল সানফ্রান্সিসকো আসতে পারবে আমার সঙ্গে ডিনার করতে?'

বাবার মুখোমুখি হওয়ার ভীতিটা আবার জেঁকে বসল মনে। তবে না-যাওয়ার কোনও ছুতো দেখাতে পারল না। 'ঠিক আছে।'

'রেস্টুরেন্ট লুলুতে দেখা হবে। আটটার সময়।'

অ্যাশলি রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করছিল। ওর বাবা এলেন। রেস্টুরেন্টের লোকজনের চোখে ওর বাবাকে চিনতে পারার সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি ফুটে উঠল। ওর বাবা একজন বিখ্যাত মানুষ।

বাবা টেবিলে এসে বসলেন।

'তোমাকে দেখে ভালো লাগছে, সুইটহার্ট। ক্রিসমাস ডিনারে হাজির থাকতে পারিনি বলে দুঃখিত।'

জোর করেই যেন বলল অ্যাশলি, 'আমিও।'

মেনুর দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাশলি, তবে দেখছে না। চিন্তাভাবনাগুলো একত্রিত করার চেষ্টা করছে।

'তুমি কী খাবে?'

'আ-আমার তেমন খিদে পায়নি,' বলল ও।

'কিছু তো খেতেই হবে। দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হচ্ছ।'

'আমি চিকেন নেব।'

বাবা অর্ডার দিলেন। বিষয়টি উত্থাপন করার সাহস হচ্ছে না অ্যাশলির।

'কুইবেক সিটি কেমন লাগল?'

'চমৎকার,' বলল অ্যাশলি। 'খুব সুন্দর জায়গা।'

'একদিন দুজনে মিলে ওখানে বেড়াতে যাব।'

মনে-মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল অ্যাশলি, কণ্ঠটা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক

বাবার। 'হ্যাঁ, ভালো কথা...গত জুনে আমি বেডফোর্ডে গিয়েছিলাম, আমাদের হাই স্কুলের পুনর্মিলনীতে অংশ নিতে।'

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'ভালো লেগেছে?'

'না।' ধীরে ধীরে কথা বলছে অ্যাশলি, সাবধানে নির্বাচন করছে শব্দ। 'শুনলাম যেদিন তুমি আমাকে নিয়ে লন্ডনে এসেছ, তার পরের দিন জিম ক্লিয়ারির...লাশ পাওয়া যায়। তাকে ছুরি মারা হয়...এবং ইয়ে পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে।' বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাশলি, প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায়।

ভুরু কুঁচকে গেল ড. প্যাটারসনের। 'ক্লিয়ারি! ওহ্, হ্যাঁ। ওই ছোকরা, যে তোমার পিছু লেগেছিল। আমি যার কবল থেকে তোমাকে রক্ষা করেছিলাম সেই তো?'

এ কথার মানে কী? এটা কি একধরনের স্বীকারোক্তি? জিম ক্লিয়ারিকে হত্যা করে বাবা ওকে রক্ষা করেছেন?

বুক ভরে নিশ্বাস নিল অ্যাশলি, বলে চলল, 'ডেনিশ টিবলকে একইভাবে হত্যা করা হয়। তাকেও ছুরিকাঘাত করে কেটে ফেলা হয় পুরুষাঙ্গ।' লক্ষ করছে বাবা একটি রোল তুলে নিলেন, তাতে সাবধানে মাখন মাখালেন।

অবশেষে বললেন তিনি, 'আমি এতে অবাক হইনি, অ্যাশলি। মন্দ মানুষের পরিণতি এমনই হয়ে থাকে।'

একজন ডাক্তারের মুখ থেকে এ-ধরনের কথা বেরুচ্ছে যার সেবার মূলমন্ত্র মানুষের জীবন রক্ষা! *আমি আসলে বাবাকে কখনোই বুঝতে পারব না!* ভাবল অ্যাশলি। বুঝতে বোধহয় চাইও না।

ডিনার-পর্ব শেষ হল কিন্তু অ্যাশলি যা জানতে চেয়েছে তা জানা হল না।

টনি বলল, 'কুইবেক সিটি আমার খুব ভালো লেগেছে, অ্যালেট। আবার কোনওদিন যাব ওখানে। তোমার কেমন কাটল?'

লাজুক গলায় জবাব দিল অ্যালেট, 'আমার মিউজিয়াম ভালোই লেগেছে।'

'সানফ্রান্সিসকোতে তোমার বয়ফ্রেন্ডকে ফোন করোনি এখনও?'

'ও আমার বয়ফ্রেন্ড নয়।'

'তুমি ওকে বয়ফ্রেন্ড করতে চাও, চাও না?'

'হয়তো বা।'

'তাহলে ফোন করছ না কেন?'

'আমার মনে হয় না ফোন করাটা ঠিক—'

'ফোন করো।'

ডি ইয়ং মিউজিয়ামে সাক্ষাৎ করল ওরা।

'তোমাকে খুব মিস করছিলাম,' বলল রিচার্ড মেলটন। 'কুইবেক কেমন লাগল?'

'ভা বেনে।'

'তোমার সঙ্গে যেতে পারলে বেশ হত।'

হয়তো একদিন যাব। আশা নিয়ে ভাবল অ্যালেট। 'ছবি আঁকা চলছে কেমন?'

'খারাপ না। এক বিখ্যাত কালেক্টরের কাছে আমার একটি ছবি বিক্রি করলাম।'

'দারুণ!' খুশি হল অ্যালেট।

মিউজিয়ামে লাঞ্চ করতে ঢুকল ওরা।

'তুমি কী খাবে?' জিজ্ঞেস করল রিচার্ড। 'এখানকার বিফ রোস্টের স্বাদই আলাদা।'

'আমি মাংস খাই না। শুধু সালাদ নেব। ধন্যবাদ।'

'ঠিক আছে।'

এক তরুণী, সুন্দরী ওয়েট্রেস এল টেবিলে। 'হ্যালো, রিচার্ড।'

'হাই, বার্নিশ।'

হঠাৎ কেন জানি ঈর্ষাবোধ করল অ্যালেট। এরকম প্রতিক্রিয়ায় ও নিজেই বিস্মিত।

'অর্ডার দেবে?'

'হ্যাঁ। মিস পিটার্স সালাদ খাবেন। আমি নেব রোস্ট বিফ স্যান্ডউইচ।'

ওয়েট্রেস লক্ষ করছিল অ্যালেটকে। *মেয়েটা কি আমাকে দেখে হিংসা করছে?* ভাবল অ্যালেট। ওয়েট্রেস চলে যাওয়ার পরে বলল, 'মেয়েটি খুব সুন্দরী। তুমি ওকে চেনো নাকি?' বলেই লাল হয়ে গেল অ্যালেট। *এ প্রশ্নটা করা ঠিক হয়নি মোটেই।*

হাসল রিচার্ড। 'আমি এখানে প্রায়ই আসি। প্রথম যেদিন এসেছিলাম, পকেটে তেমন টাকাপয়সা ছিল না। আমি স্যান্ডউইচের অর্ডার দিয়েছিলাম। বার্নিশ আমার জন্য ভূরিভোজের ব্যবস্থা করে। মেয়েটা খুব ভালো।'

'আমারও তাই মনে হল।' বলল অ্যালেট। *তবে ওর ঊরু অনেক মোটা।*

অর্ডার দেয়ার পরে ওরা বিভিন্ন আর্টিস্টদের নিয়ে খোশমেজাজে গল্পে মেতে উঠল। দ্রুত বয়ে যেতে লাগল সময়।

লাঞ্চ শেষে অ্যালেট এবং রিচার্ড বিভিন্ন প্রদর্শনী ঘুরে দেখল। চল্লিশ হাজারেরও বেশি কালেকশন রয়েছে—প্রাচীন মিশরীয় আর্টিফ্যাক্ট থেকে শুরু করে সমসাময়িক আফ্রিকান পেইন্টিং।

রিচার্ডের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগছে অ্যালেটের।

ইউনিফর্ম পরা এক গার্ড এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'গুড আফটারনুন, রিচার্ড।'

'আফটারনুন, ব্রায়ান। এ আমার বন্ধু, অ্যালেট পিটার্স। ব্রায়ান হিল।'

ব্রায়ান অ্যালেটকে জিজ্ঞেস করল, 'জাদুঘর কেমন লাগছে?'

'চমৎকার।'

'রিচার্ড আমাকে ছবি আঁকা শেখাচ্ছে,' জানাল ব্রায়ান।

অ্যালেট তাকাল রিচার্ডের দিকে। 'তাই নাকি?'

রিচার্ড বলল, 'ওকে একটু গাইড করছি আর কী।'

'তারচে'ও বেশি, মিস। পেইন্টার হওয়ার শখ আমার আজন্ম। এজন্যই মিউজিয়ামে এ চাকরিটি নিয়েছি। কারণ আমি শিল্প ভালোবাসি। রিচার্ড এখানে প্রায়ই আসে, অনেক ছবি আঁকে। ওর কাজ দেখে ভেবেছি 'আমি ওর মতো হতে চাই।' তাই একদিন জিজ্ঞেস করলাম ও আমাকে ছবি আঁকা শেখাবে কিনা। অ্যান্ড হি ইজ গ্রেট। ওর কোনও ছবি দেখেছেন?'

'দেখেছি,' জবাব দিল অ্যালেট। 'খুব সুন্দর ছবি।'

গার্ড চলে যাওয়ার পরে অ্যালেট বলল, 'তুমি বেশ ভালো একটা কাজ করছ, রিচার্ড।'

'মানুষের জন্য কিছু করতে পারলে আমার ভালো লাগে।' অ্যালেটের দিকে তাকিয়ে বলল রিচার্ড।

জাদুঘর থেকে ওরা বেরিয়ে আসছে, রিচার্ড বলল, 'আমার রুমমেট আজ রাতে পার্টিতে গেছে। আমার বাসায় যাবে?'

হাসল সে। 'আমার কিছু ছবি তোমাকে তাহলে দেখাতাম।'

ওর হাতে মৃদু চাপ দিল অ্যালেট। 'আজ থাক, রিচার্ড।'

'ঠিক আছে। আগামি উইকএন্ডে দেখা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

রিচার্ড জানে না আগামি সাপ্তাহিক ছুটির দিনটির জন্য কী অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে অ্যালেট।

অ্যালেটকে নিয়ে পার্কিংলটে চলে এল রিচার্ড। এখানে গাড়ি পার্ক করেছে অ্যালেট। হাত নেড়ে বিদায় জানাল রিচার্ড, গাড়ি নিয়ে চলে গেল অ্যালেট।

সে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় অ্যালেট ভাবল *এ যেন এক মিরাকল। রিচার্ড আমাকে মুক্ত করেছে। স্বাধীনতা দিয়েছে।* ঘুমিয়ে পড়ল ও, স্বপ্ন দেখল রিচার্ডকে।

রাত দুটোর সময় রিচার্ড মেলটনের রুমমেট গ্যারি জন্মদিনের পার্টি থেকে ফিরে এল। অ্যাপার্টমেন্ট অন্ধকার। সে লিভিংরুমের আলো জ্বালল। 'রিচার্ড?'

গ্যারি পা বাড়াল দরজায়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকাল ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে বমি করে দিল।

'শান্ত হও, বেটা,' ডিটেকটিভ হুইটিয়ার চেয়ারে বসা থরথর করে কাঁপতে থাকা শরীরটার দিকে তাকালেন। 'ঘটনাটা নিয়ে আবার কিছু প্রশ্ন করতে চাই তোমাকে। ওর কি কোনও শত্রু ছিল? এমন কেউ যে এরকম একটা কাণ্ড ঘটাতে পারে?'

ঢোক গিলল গ্যারি। 'না, সবাই...সবাই পছন্দ করত রিচার্ডকে।'

'কেউ একজন করত না। তুমি আর রিচার্ড কতদিন ধরে একত্রে ছিলে?'

'দুই বছর।'

'তোমরা কি লাভার ছিলে?'

'ফর গডস শেক,' ঘেন্নায় মুখ বাঁকাল গ্যারি। 'আমরা বন্ধু ছিলাম। দুজনে রুম ভাগাভাগি করে থাকতাম অর্থনৈতিক কারণে।'

ডিটেকটিভ হুইটিয়ার ছোট অ্যাপার্টমেন্টের চারদিকে চোখ বুলাল। 'খুনটা ডাকাতির উদ্দেশ্যে করা হয়নি।' বলল সে।

'চুরি করার মতো কিছুই নেই এখানে। তোমার রুমমেট কারও সঙ্গে প্রেম করত কি?'

'না...হ্যাঁ। একটি মেয়ের ব্যাপারে আগ্রহ ছিল ওর। মেয়েটিকে খুব পছন্দ করত রিচার্ড।'

'নাম জানো তার?'

'জ্বি, অ্যালেট। অ্যালেট পিটার্স। কুপেরটিনোতে কাজ করে।'

ডিটেকটিভ হুইটিয়ার এবং ডিটেকটিভ রেনল্ডস পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করল।

'কুপেরটিনো?'

'যেশাস।' বলল রেনল্ডস।

আধঘণ্টা পরে ডিটেকটিভ হুইটিয়ার ফোন করল শেরিফ ডাউলিংকে। 'শেরিফ, কুপেরটিনোর মতো এখানেও একটি খুন হয়েছে। ভাবলাম আপনাকে জানাই। এ ভিক্টিমকেও ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। কেটে নেয়া হয়েছে লিঙ্গ।'

'মাই গড!'

'আমি এফবিআই'র সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের কম্পিউটার বলছে এখানকার খুনের মতো আরও তিনটি খুন হয়েছে। প্রথম খুনটি হয়েছে পেনসিলভানিয়ার বেডফোর্ডে, দশ বছর আগে। দ্বিতীয় জনের নাম ডেনিশ টিবল—যেটা নিয়ে আপনারা তদন্ত করছেন, তারপর কুইবেক সিটিতে একই ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আর এবারে হল এটা?'

'মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। পেনসিলভানিয়া...কুপেরটিনো... কুইবেক সিটি...সানফ্রান্সিসকো...এগুলোর মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি?'

'সম্পর্ক আছে কিনা খুঁজে দেখছি। কুইবেক যেতে পাসপোর্ট লাগে।

এফবিআই ক্রস-চেক করে দেখছে ক্রিসমাসের সময় কুইবেক সিটিতে ছিল এমন কেউ অন্য শহরে খুনের সময় ছিল কিনা।'

মিডিয়া যখন বাতাসে গন্ধ টের পেল, সারা বিশ্বের খবরের কাগজের প্রথম পাতায় তাদের গল্পগুলো ছাপা হতে লাগল :

SFRIAL KILLER LOOSE...

QUATRE HOMMES BRUTALEMENT TUESET CASTRES...

GESVCHT WIRD EIN MANN DER SEINE OFFER KASTRIET...

QUATTRO UOMINI SONO STATI CASTRATI UCCISSL.

নেটওয়ার্কগুলোতে মনোবিজ্ঞানীরা হত্যাকাণ্ডগুলো নিয়ে বিশ্লেষণে বসে গেলেন :

'...ভিক্টিমদের সবাই পুরুষ। যেভাবে তাদেরকে ছুরিকাঘাত করার পরে পুরুষাঙ্গ কর্তন করা হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহই নেই এটা কোনও সমকামীর কাজ...'

'...পুলিশ যদি ভিক্টিমদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক খুঁজে পায়, তারা সম্ভবত দেখবে এ এমন কোনও মেয়ের কাণ্ড যাকে প্রতিটি পুরুষ প্রত্যাখ্যান করেছে...'

'...আমার ধারণা এই একের-পর-এক খুনগুলো যে করে চলেছে, নির্ঘাত তার মা এমন একজন মানুষ যে তার সন্তানকে সাংঘাতিক কড়া শাসনে রাখে...'

শনিবার সন্ধ্যায় ডিটেকটিভ হুইটিয়ার সানফ্রান্সিসকো থেকে ফোন করল ডেপুটি ব্লেককে।

'ডেপুটি, আপনার জন্য লেটেস্ট খবর আছে।'

'বলুন।'

'আমি এফবিআই থেকে মাত্র একটি ফোন পেলাম। কুপেরটিনোতে এক আমেরিকান থাকে যে কিনা প্যারেন্ট হত্যার সময় কুইবেকে ছিল।'

'ইন্টারেস্টিং। কী নাম লোকটার?'

'লোক নয়, মহিলা। অ্যাশলি প্যাটারসন।'

ডেপুটি স্যাম ব্লেক ওইদিন সন্ধ্যা ছ'টায় অ্যাশলি প্যাটারসনের বাড়িতে বেল টিপল। বন্ধ-দরজার ওপাশ থেকে অ্যাশলির সতর্ক গলা ভেসে এল, 'কে?'

'ডেপুটি ব্লেক। আপনার সঙ্গে কথা আছে, মিস প্যাটারসন।'

দীর্ঘ নীরবতার পরে খুলে গেল দরজা। অ্যাশলি দাঁড়িয়ে আছে, শুকনো মুখ।

'ভেতরে আসতে পারি?'

'জ্বি, আসুন।' *বাবাকে নিয়ে জেরা করতে এসেছে? আমাকে সাবধানে কথা বলতে হবে।* একটি কাউচে ডেপুটিকে বসতে দিল অ্যাশলি। 'আপনার জন্য কী করতে পারি, ডেপুটি?'

'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব জানতে চাই। জবাব দিতে আপত্তি নেই তো?'

পায়ে পা ঘষল অ্যাশলি অস্বস্তি নিয়ে। 'বুঝতে পারছি না কী বলব। আপনারা কি কোনও কারণে সন্দেহ করছেন আমাকে?'

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল ব্লেক। 'তেমন কিছু না, মিস প্যাটারসন। এটা স্রেফ একটা রুটিন। আমরা কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছি।'

'খুন-টুন সম্পর্কে আমি কিছু জানি না,' দ্রুত বলল অ্যাশলি।

'সম্প্রতি আপনি কুইবেক সিটিতে গিয়েছিলেন, না?'

'জ্বি।'

'আপনার সঙ্গে জাঁ ক্লদ প্যারেন্টের সাক্ষাৎ হয়েছে?'

'জাঁ ক্লদ প্যারেন্ট!' একমুহূর্ত ভেবে নিল অ্যাশলি। 'নাহ্। এ নামে কাউকে চিনি না আমি। কে সে?'

'কুইবেক সিটিতে তার একটি গহনার দোকান আছে।'

মাথা নাড়ল অ্যাশলি। 'কুইবেকে কোনও গহনার দোকানে যাইনি আমি।'

'আপনি তো ডেনিশ টিবলের সঙ্গে কাজ করতেন।'

সেই ভয়টা আবার ফিরে এল অ্যাশলির মাঝে। তার বাবাকে নিয়ে ভয়। সাবধানে বলল, 'আমি তার সঙ্গে কাজ করতাম না। সে আমাদের কোম্পানির জন্য কাজ করত।'

'তা ঠিক আছে। আপনি মাঝে মাঝেই সানফ্রান্সিসকো যান, তাই না মিস প্যাটারসন?'

লোকটার মতলব বুঝতে পারছে না অ্যাশলি। *সাবধান!*

'মাঝে মাঝে যাই বটে।'

'রিচার্ড মেলটন নামে কোনও চিত্রশিল্পীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?'

'না। ওই নামে কাউকে চিনি না আমি।'

হতাশ বোধ করল ডেপুটি ব্লেক। 'মিস প্যাটারসন, আপনি কি অনুগ্রহ করে একবার হেডকোয়ার্টার্সে আসবেন? আমরা আপনার একটা পলিগ্রাফ টেস্ট করব। যদি চান তো আপনার লইয়ারকে সঙ্গে নিতে পারেন এবং–'

'আমার লইয়ারের দরকার নেই। আমি টেস্টে অংশ নেব।'

পলিগ্রাফ এক্সপার্টের নাম কিথ রসন। সে সেরাদের একজন। টেস্টের জন্য তাকে ডিনারের ডেটিং ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। তবে স্যাম ব্লেককে পছন্দ করে বলে কাজটা করে দিচ্ছে।

একটি চেয়ারে বসেছে অ্যাশলি, পলিগ্রাফ মেশিনের তার লাগানো শরীরে। রসন ইতিমধ্যে মিনিট পঁয়তাল্লিশ গালগপ্পো করেছে অ্যাশলির সঙ্গে, তার ব্যাকগ্রাউন্ড তথ্যগুলো জেনে নিয়েছে, বিশ্লেষণ করেছে অ্যাশলির মানসিক অবস্থা। এখন কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত।

'আপনি স্বচ্ছন্দবোধ করছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। চলুন, শুরু করা যাক।' একটি বোতাম টিপল রসন।

'আপনার নাম কী?'

'অ্যাশলি পিটারসন।'

রসন অ্যাশলি এবং পলিগ্রাফ প্রিন্টআউট উভয়ের দিকে পালা করে ঘনঘন তাকাচ্ছে।

'আপনার বয়স কত, মিস প্যাটারসন?'

'আঠাশ।'

'কোথায় থাকেন?'

'১০৯৬৪ ভিয়া কামিনো কোর্টে, কুপেরটিনোতে।'

'আপনি চাকরি করেন?'

'জ্বি।'

'আপনি ধ্রুপদ সংগীত ভালোবাসেন?'

'বাসি।'

'রিচার্ড মেলটনকে চেনেন?'

'না।'

গ্রাফে কোনও পরিবর্তন নেই।

'কোথায় কাজ করেন?'

'গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্স কর্পোরেশনে।'

'কাজটা করতে ভালো লাগে আপনার?'

'লাগে।'

'হপ্তায় পাঁচদিন কাজ করেন?'

'জ্বি।'

'জাঁ ক্লদ প্যারেন্টকে চেনেন?'

'না।'

এখনও গ্রাফে কোনও পরিবর্তন নেই।

'আজ সকালে নাস্তা করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি ডেনিশ টিবলকে হত্যা করেছেন?'

'না।'

প্রশ্নপর্ব চলল আরও আধঘণ্টা। তিনবার ভিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি করা হল।

সেশন শেষে স্যাম ব্লেকের অফিসে ঢুকল কিথ রসন। পলিগ্রাফ টেস্টের একটি কপি তাকে দিল। 'সব পরিষ্কার। ওর মিথ্যাকথা বলার চান্স এক ভাগও নয়। আপনি ভুল লোক বাছাই করেছেন।'

স্বস্তি নিয়ে পুলিশ সদরদপ্তর থেকে বেরিয়ে এল অ্যাশলি। ও ভয় পেয়েছিল ওরা না আবার বাবাকে নিয়ে কোনও প্রশ্ন করে বসে। কিন্তু করেনি। *এ বিষয় নিয়ে এখন কেউ* বাবাকে জড়াতে পারবে না।

গ্যারেজে গাড়ি রেখে এলিভেটরে ঢুকল অ্যাশলি। চলে এল নিজের অ্যাপার্টমেন্টের ফ্লোরে। খুলল দরজা, ভেতরে ঢুকল, সাবধানে বন্ধ করল কপাট। শরীরে একফোঁটা শক্তি নেই, তবে একই সঙ্গে খুশিখুশিও লাগছে। এখন গরম পানিতে চমৎকার একটা গোসল দিতে পারলেই সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

বাথরুমে ঢুকল অ্যাশলি। সঙ্গে সঙ্গে মরার মতো সাদা হয়ে গেল মুখ। বাথরুমের আয়নায়, কেউ লাল টকটকে লিপস্টিকে বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখেছে : **তুমি মরবে।**

নয়

হিস্টিরিয়ার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। আঙুল এমনভাবে কাঁপছে, তিনবার ডায়াল করতে হল নাম্বার। দুই...নয়...নয়...দুই... এক...শূন্য...এক... বাজতে লাগল ফোন।

'শেরিফের অফিস।'

'ডেপুটি ব্লেক, প্লিজ। জলদি!'

'ডেপুটি ব্লেক বাসায় গেছেন। অন্য কেউ হলে...?'

'না! আমি—ওনাকে কি একটু বলবেন আমাকে যেন ফোন করে? আমি অ্যাশলি প্যাটারসন। ওনার সঙ্গে আমার এখুনি কথা বলা দরকার।'

'একটু ধরুন, মিস, দেখছি ওনাকে পাই কিনা।'

ডেপুটি স্যাম ব্লেক তার স্ত্রী সেরেনার চিৎকার শুনছে। 'আমার ভাই দিনরাত ঘোড়ার মতো খাটিয়ে মারছে তোমাকে। অথচ বেতনও দেয় কম। তুমি বেতন বাড়ানোর কথা বলো না কেন? কেন?'

ওরা ডিনার টেবিলে বসেছে। 'আলুর বাটিটা একটু এদিকে ঠেলে দেবে, ডিয়ার?'

সেরেনা হাত বাড়িয়ে ধাক্কা মেরে আলুর বাটি ঠেলে দিল তার স্বামীকে। 'মুশকিল হল ওরা তোমার মূল্যায়ন করে না।'

'ঠিক বলেছ, ডিয়ার। একটু ঝোল দাও না?'

'আমি কী বলছি কানে যায় না?' গাঁক গাঁক চেঁচাচ্ছে সেরেনা।

'প্রতিটি শব্দই কানে যাচ্ছে, মাই লাভ। ডিনারটা চমৎকার হয়েছে। তোমার রান্নার হাত সত্যি ভালো।'

'তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করব কী করে তুমি যদি মুখ খুলতে না চাও?'

ব্লেক ভিল মুখে পুরল। 'চাই না, কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

বেজে উঠল ফোন। 'এক্সকিউজ মি।' চেয়ার ছাড়ল সে, তুলল রিসিভার। 'হ্যালো...হ্যাঁ...ওকে ফোন দাও...মিস প্যাটারসন?'

শুনতে পেল ফোঁপাচ্ছে মেয়েটা।

'একটা—একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে। আপনি এখুনি একবার আসুন।'

'আসছি।'

লাফ মেরে দাঁড়িয়ে গেল সেরেনা। 'কী? তুমি বাইরে যাচ্ছ? খাবার শেষ না করেই!'

'ইমার্জেন্সি, ডার্লিং। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব।'

স্ট্রাপে অস্ত্র গুঁজল ব্লেক। ঝুঁকে চুমু খেল স্ত্রীর গালে। 'ডিনারটা সত্যি চমৎকার ছিল।'

কলিংবেল টেপা মাত্র দরজা খুলে দিল অ্যাশলি। গালে জলের শুকনো দাগ। কাঁপছে।

ঘরে ঢুকল স্যাম ব্লেক। চারদিকে চোখ বুলাল।

'কেউ এখানে ঢুকেছে?'

'ক-কেউ এখানে ছিল।' নিজেকে সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে অ্যাশলি। 'দে-দেখুন...' বাথরুমে নিয়ে গেল সে ব্লেককে।

ডেপুটি ব্লেক আয়নার লেখাটি জোরে জোরে পড়ল : **তুমি মরবে**।

অ্যাশলির দিকে ফিরল সে। 'কে লিখেছে অনুমান করতে পারেন?'

'না,' বলল অ্যাশলি। 'এটা আমার অ্যাপার্টমেন্ট। কারও কাছে এ বাড়ির চাবি নেই...কেউ একজন এসেছে এখানে...কেউ আমার পিছু নিয়েছে। আমাকে খুন করতে চাইছে।' চোখ ফেটে জল বেরুল। 'আ-আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

থরথর করে কাঁপছে অ্যাশলি। ডেপুটি ব্লেক ওকে একহাতে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মৃদু চাপড় দিলেন। 'কাম অন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা আপনাকে প্রটেকশন দেব। এসব কাণ্ড কে ঘটাচ্ছে তা খুঁজে বের করব।'

গভীর শ্বাস নিল অ্যাশলি। 'আমি দুঃখিত। এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি আমার জীবনে। খুবই ভ-ভয়ংকর ঘটনা।'

'চলুন, গল্প করি,' বলল স্যাম ব্লেক।

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল অ্যাশলি। 'ঠিক আছে।'

'এক কাপ চা খাওয়াতে পারবেন তো?'

গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কথা বলল ওরা।

'এসবের শুরু কবে থেকে, মিস প্যাটারসন?'

'প্রায়...প্রায় ছ'মাস আগে থেকে। আমার মনে হত কেউ আমার পিছু নিয়েছে। প্রথমে অনুভূতিটা তেমন জোরালো কিছু ছিল না। তারপর ওটা প্রবল হতে শুরু করে। আমি জানতাম কেউ আমাকে অনুসরণ করছে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেতাম না। তারপর একদিন কেউ কম্পিউটারে ছুরি ধরা একটি হাতের ছবি এঁকে রাখল—হাতটি আমাকে ছুরি মারতে চাইছিল।'

'কে অমন কাজ করতে পারে জানেন?'

'না।'

'আপনি বললেন কেউ আপনার অ্যাপার্টমেন্টে আগেও একবার ঢুকেছিল?'

'হ্যাঁ। একবার। আমি বাইরে যাওয়ার পরে কেউ ঘরের সবগুলো বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিল। আরেকবার আমি আমার ড্রেসিংটেবিলে একটি সিগারেট দেখতে পাই। কিন্তু আমি ধূমপান করি না। কেউ আমার ড্রয়ার খুলে আমার... অন্তর্বাস ঘাঁটাঘাঁটি করেছে।' গভীর দম নিল সে। 'আর আজ ঘটল এই ঘটনা।'

'আপনার কোনও বয়ফ্রেন্ড আছে যাকে আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন?'

মাথা নাড়ল অ্যাশলি। 'না।'

'এমন কেউ আছে কি আপনার জন্য যার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে?'

'না।'

'কেউ আপনাকে কখনও হুমকি দিয়েছে?'

'না।' শিকাগোর ঘটনাটা বলতে গিয়েও চুপ করে রইল অ্যাশলি। বললে এর মধ্যে ওর বাবা জড়িয়ে যাবে।

'আমি আজ রাতে একা থাকতে পারব না,' বলল অ্যাশলি।

'ঠিক আছে। আমি থানায় ফোন করে দিচ্ছি। ওরা কাউকে–'

'না! প্লিজ! আমার কাউকে বিশ্বাস হয় না। আপনি আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন না, শুধু ভোর পর্যন্ত?'

'আমার মনে হয় না আমি–'

'ওহ্, প্লিজ।' আবার কাঁপুনি উঠে গেছে অ্যাশলির।

অ্যাশলির দিকে তাকাল ব্লেক। এমন আতঙ্কিত হতে কাউকে দেখেনি সে।

'অন্য কোথাও গিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেয়া যায় না? আপনার কোনও বন্ধু নেই, যে–'

'আমার বন্ধুদের কেউ যদি এসব করে বেড়ায় তাহলে?'

মাথা দোলাল ব্লেক। 'তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা, আমি থাকছি। সকালে আপনার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করব।'

'ধন্যবাদ,' স্বস্তি ফুটল অ্যাশলির কণ্ঠে।

অ্যাশলির হাত চাপড়ে দিল ব্লেক। 'ভয় নেই। আপনাকে কথা দিলাম এর শেষ দেখে ছাড়ব আমরা। শেরিফ ডাউলিংকে একটা ফোন করব। তাকে সব কথা জানানো দরকার।'

ফোনে পাঁচ মিনিট কথা বলল ব্লেক। কথা শেষ করে বলল, 'আমার স্ত্রীকেও একটা ফোন করা দরকার।'

'করুন।'

আবার রিসিভার তুলে নিল ডেপুটি ব্লেক। ডায়াল করল।

'হ্যালো, ডার্লিং, আজ রাতে আমি বাড়ি ফিরতে পারছি না। তুমি টিভি দেখে–'

'তুমি কী করতে পারবে না? তুমি কোথায়? সস্তা বেশ্যাগুলোর সঙ্গে?'

ফোনে মহিলার চিলের মতো কণ্ঠ শুনতে পেল অ্যাশলি।

'সেরেনা–'

'আমার সঙ্গে চালাকির চেষ্টা কোরো না।'

'সেরেনা–'

'তোমাদের পুরুষদের মাথায় সারাক্ষণ ওই একটা চিন্তাই থাকে–মেয়েদের নিয়ে বিছানায় যাওয়া।'

'সেরেনা–'

'বেশ। আমিও আর এসব বেশিদিন সহ্য করব না।'

'সেরেনা–'

'ভালো বউ হয়ে থাকার প্রতিদান তাহলে এই-ই পেলাম–'

একপেশে আলাপচারিতা চলল আরও দশ মিনিট। অবশেষে রিসিভার রেখে অ্যাশলির দিকে ফিরল ডেপুটি ব্লেক। বিব্রত।

'আমি দুঃখিত। আমার বউ আসলে ঠিক ওরকম নয়।'

অ্যাশলি বলল, 'আমি বুঝতে পারছি।'

'না–মানে সেরেনার ওভাবে কথা বলার কারণ ও আসলে ভয় পেয়েছে।'

অ্যাশলি কৌতূহল নিয়ে তাকাল। 'ভয় পেয়েছেন?'

একমুহূর্ত চুপ হয়ে থাকল ব্লেক। 'সেরেনা মারা যাচ্ছে। ওর ক্যান্সার। এখন একটু সুস্থ আছে। সাত বছর আগে রোগটা ধরা পড়ে। আমরা পাঁচ বছর হল বিয়ে করেছি।'

'তার মানে আপনি জানতেন...'

'হ্যাঁ। তবে তাতে কিছু আসে যায়নি। আমি ওকে ভালোবাসি।' বিরতি দিল সে। 'দিন দিন অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। ও ভয় পেয়েছে, কারণ মরতে ভয় পায় সেরেনা। ভয়ে থাকে, না-জানি আমি ওকে ছেড়ে চলে যাই। চিৎকার-চেঁচামেচিটা করে শুধু ভয়টা লুকিয়ে রাখার জন্য।'

'আ–আমি খুবই দুঃখিত।'

'ও চমৎকার একজন মানুষ। বাইরে উগ্রমূর্তি কিন্তু ভেতরটা ওর বড্ড নরম, ভদ্র, কেয়ারিং।'

অ্যাশলি বলল, 'আমি দুঃখিত। আমার কারণে যদি কোনও–'

'একদমই না,' ব্লেক চারপাশে চোখ বুলাল।

অ্যাশলি বলল, 'আমার ঘরে বেডরুম একটাই। আপনি বেডরুমে শোবেন। আমি কাউচে ঘুমাব।'

মাথা নাড়ল ডিটেকটিভ ব্লেক। 'কাউচেই দিব্যি চলে যাবে আমার।'

অ্যাশলি বলল, 'বলে বোঝাতে পারব না আপনার প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ আমি।'

'নো প্রবলেম, মিস প্যাটারসন।' ব্লেক দেখল লিলেন ক্লজিট খুলে চাদর এবং কম্বল বের করল অ্যাশলি।

কাউচে হেঁটে এল ও, বিছিয়ে দিল চাদর। 'আশা করি আপনি–'

'কোনও সমস্যা হবে না। অবশ্য ঘুমাবার চিন্তাও তেমন করছি না আমি।' জানালা বন্ধ করা আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল ব্লেক। তারপর দরজায় ডাবল

ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। টেবিলে কাউচের পাশে রাখল পিস্তল। 'আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান। কাল সকালে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল অ্যাশলি। ব্লেকের গালে চুমু খেল। 'ধন্যবাদ।' তারপর চলে গেল বেডরুমে। বন্ধ করল দরজা। ব্লেক আরেকবার দরজা জানালা চেক করে দেখল। রাতটা খুব লম্বা হবে।

ওয়াশিংটনে এফবিআই হেডকোয়ার্টার্সে স্পেশাল এজেন্ট রামিরেজ তার সেকশন প্রধান রোলান্ড কিংসলের সঙ্গে কথা বলছে।

'আমরা বেডফোর্ড, কুপেরটিনো, কুইবেক এবং সানফ্রান্সিসকোর হত্যাকাণ্ডের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ডিএনএ রিপোর্ট পেয়ে গেছি। সবগুলো ফিঙ্গারপ্রিন্ট একজন মানুষের। ডিএনও রিপোর্টও তাই বলে।'

মাথা ঝাঁকালেন কিংসলে। 'তার মানে এটা সিরিয়াল কিলারের কাজ?'

'তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।'

'হারামজাদাকে খুঁজে বের করো।'

সকাল ছ'টার সময় অ্যাশলি প্যাটারসনের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সুপারিনটেনডেন্টের স্ত্রী ডেপুটি স্যাম ব্লেকের নগ্ন শরীর আবিষ্কার করল ভবনের পেছনের গলিতে।

ব্লেককে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে এবং বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে পুরুষাঙ্গ।

দশ

ওরা মোট পাঁচজন : শেরিফ ডাউলিং, দুজন সাদা পোশাকের গোয়েন্দা, দুজন উর্দিপরা পুলিশ। ওরা লিভিংরুমে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে অ্যাশলিকে। সে একটি চেয়ারে বসে হেঁচকি তুলে কাঁদছে।

শেরিফ ডাউলিং বললেন, 'একমাত্র আপনিই আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন, মিস প্যাটারসন।'

লোকগুলোর দিকে মুখ তুলে তাকাল অ্যাশলি, মাথা দোলাল। বেশ কয়েকবার বুক ভরে শ্বাস নিল। 'আমি–আমি চেষ্টা করব।'

'প্রথম থেকে শুরু করি। ডেপুটি ব্লেক এখানে রাত কাটিয়েছেন?'

'জ-জ্বি। আমি তাঁকে থেকে যেতে বলেছিলাম। আ–আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'এ অ্যাপার্টমেন্টের বেডরুম তো মাত্র একটি।'

'জ্বি।'

'ডেপুটি ব্লেক কোথায় ঘুমিয়েছেন?'

কাউচে ইঙ্গিত করল অ্যাশলি। কাউচের ওপর একটি কম্বল এবং বালিশ। 'উনি–উনি ওখানে রাত কাটিয়েছেন।'

'আপনি কখন ঘুমাতে গিয়েছিলেন?'

একটু ভেবে জবাব দিল অ্যাশলি। 'তখন–প্রায় মাঝরাত হবে। আমি খুব নার্ভাস ছিলাম। আমরা চা পান করি এবং কিছুক্ষণ কথা বলি। কথা বলে কিছুটা শান্তি পেয়েছিলাম। ডেপুটি ব্লেকের জন্য কম্বল এবং বালিশ নিয়ে আসি। তারপর নিজের বেডরুমে চলে যাই।' নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হচ্ছে অ্যাশলিকে।

'ওটাই তাঁর সঙ্গে আপনার শেষ দেখা?'

'জ্বি।'

'এরপরে আপনি ঘুমিয়ে পড়েন?'

'ঠিক তখুনি ঘুমাইনি। আমি ঘুমের বড়ি খেয়েছিলাম। এরপরে যা আমার মনে পড়ে তা হল গলি দিয়ে এক মহিলার চিৎকার ভেসে আসছে।' কাঁপতে লাগল অ্যাশলি।

'আপনার কি মনে হয় কেউ এ অ্যাপার্টমেন্টে এসে ডেপুটি ব্লেককে খুন করে গেছে?'

'আ–আমি জানি না।' মরিয়া গলায় জবাব দিল অ্যাশলি। 'কেউ এখানে মাঝেমধ্যেই ঢুঁ মারছে। তারা এমনকি আমার আয়নায় হত্যার হুমকি দিয়েও ম্যাসেজ লিখে রেখে গেছে।'

'উনি ফোনে একথা বলেছেন আমাকে।'

'উনি হয়তো কোনও শব্দটব্দ শুনে বাইরে গিয়েছিলেন,' বলল অ্যাশলি।

মাথা নাড়লেন শেরিফ ডাউলিং। 'নগ্ন হয়ে তিনি বাইরে যাননি।'

চেঁচিয়ে উঠল অ্যাশলি। 'আমি জানি না! আমি জানি না! এটা একটা দুঃস্বপ্ন।' সে হাত দিয়ে চোখ ঢাকল।

শেরিফ ডাউলিং বললেন, 'আমি অ্যাপার্টমেন্টটি একটু ঘুরে দেখতে চাই। এজন্য কি সার্চ-ওয়ারেন্টের দরকার আছে?'

'কোনও দরকার নেই। যা-যান।'

গোয়েন্দাদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ ডাউলিং। এক গোয়েন্দা বেডরুমে ঢুকল। অপরজন গেল কিচেনে।

'আপনি আর ডেপুটি ব্লেক কী নিয়ে কথা বলছিলেন?'

গভীর দম নিল অ্যাশলি। 'আ–আমি তাকে বলি–আমার জীবনে যা যা ঘটছে সব কিছু। তিনি ছিলেন খুব–' সে শেরিফের দিকে মুখ তুলে চাইল। 'তাঁকে কেউ কেন খুন করবে? কেন?'

'আমি জানি না, মিস প্যাটারসন। তবে জানব।'

কিচেনে ঢুকেছিল লেফটেনেন্ট এলটন, সে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। 'একবার এদিকে আসবেন, শেরিফ?'

'এক্সকিউজ মি।'

শেরিফ ডাউলিং কিচেনে ঢুকলেন।

'কী?'

লেফটেনেন্ট এলটন বলল, 'সিঙ্কে এ জিনিসটি পেয়েছি আমি।' তার হাতে রক্তমাখা চাপাতি। 'এটা ধোয়া হয়নি। এতে হাতের ছাপ পাওয়া যাবে হয়তো।'

দ্বিতীয় গোয়েন্দা, কস্তুফ, বেরিয়ে এল বেডরুম থেকে, দ্রুত ঢুকল কিচেনে। তার হাতে এমারেল্ডের আংটি। আংটির গায়ে হীরে বসানো। 'এটা বেডরুমের জুয়েলারি বক্সে পেয়েছি। জাঁ ক্লদ প্যারেন্ট কুইবেকে বসে টনি প্রেসকটকে যে আংটিটি উপহার দিয়েছিল তার সঙ্গে এটি মিলে যায়।'

ওরা তিনজন পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'এর কোনও অর্থ দাঁড়ায় না,' বললেন শেরিফ। নিঃশব্দে চাপাতি এবং আংটি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন লিভিংরুমে। চাপাতিটি দেখিয়ে অ্যাশলিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিস প্যাটারসন, এ ছুরিটি আপনার?'

অ্যাশলি চাপাতির দিকে তাকাল। 'আ–জ্বি। কেন?'

শেরিফ ডাউলিং আংটি দেখালেন। 'এ আংটি আগে কখনও দেখেছেন?'

আংটিতে নজর বুলিয়ে মাথা নাড়ল অ্যাশলি। 'না।'

'এটা আপনার গহনার বাক্সে আমরা পেয়েছি।'

ওরা অ্যাশলির চেহারা দেখছে। বিমূঢ় দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। ফিসফিস করল অ্যাশলি। 'আ-কেউ নিশ্চয় এটা ওখানে রেখেছে...'

'এমন কাজ কে করবে?'

চেহারা বিবর্ণ অ্যাশলির। 'আমি জানি না।'

সামনের দরজায় উদয় হল একজন গোয়েন্দা। 'শেরিফ?'

'কী ব্যাপার, বেকার?' জিজ্ঞেস করলেন ডাউলিং। 'তুমি কিছু পেয়েছ?'

'আমরা করিডরের কার্পেট এবং এলিভেটরে রক্তের দাগ দেখেছি। মনে হয় লাশটা একটা চাদরে মুড়ে টানতে টানতে এলিভেটরে তোলা হয়েছে এবং পরে গলিতে ফেলে দেয়া হয়।'

'হলি শিট!' শেরিফ ডাউলিং ফিরলেন অ্যাশলির দিকে।

'মিস প্যাটারসন, আপনাকে গ্রেফতার করা হল।'

শেরিফ নিজের অফিসে এসে ঢুকলেন। হুকুম দিলেন, 'মেয়েটার হাতের ছাপ নাও। তারপর ওকে সেল-এ ঢোকাও।'

রোবটের মতো বসে থাকল অ্যাশলি। তার হাতের ছাপ নেয়া হল। কাজ শেষ হলে শেরিফ ডাউলিং বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে যে-কাউকে ফোন করতে পারেন।'

অ্যাশলি তাঁর দিকে তাকিয়ে নিষ্প্রভ গলায় বলল, 'আমার কাউকে ফোন করার দরকার নেই।' *আমি আমার বাবাকে ফোন করতে পারব না।*

অ্যাশলিকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হল।

'আমি কল্পনাও করিনি মেয়েটি এমন কাজ করতে পারে। ওর পলিগ্রাফি টেস্ট দেখেছ? ওকে আমার এখনও মনে হচ্ছে নির্দোষ।'

ডিটেকটিভ কস্তুফ ভেতরে ঢুকল। 'মৃত্যুর আগে স্যাম ব্লেক সেক্স করেছিল। আমরা তার শরীর এবং যে চাদরে লাশ মোড়ানো ছিল তা আলট্রাভায়োলেট রে দিয়ে পরীক্ষা করেছি। বীর্য এবং ভ্যাজাইনাল স্টেইনের পজিটিভ রেজাল্ট পেয়েছি। আমরা—'

গুঙিয়ে উঠলেন শেরিফ ডাউলিং। 'থামো থামো!' বোনকে এখনও মর্মান্তিক খবরটা দেয়া হয়নি। এখন তাকে না-জানালেই নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'আমি আসছি।'

কুড়ি মিনিট পরে শেরিফ ঢুকলেন স্যামের বাড়ি।

'তুমি আসবে কল্পনাই করিনি,' বলল সেরেনা। 'স্যাম আসেনি?'

'না, সেরেনা। তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। প্রশ্নটা অস্বস্তিকর।'

কৌতূহল নিয়ে বড়ভাই'র দিকে তাকাল সেরেনা, 'বলো!'

'তুমি আর স্যাম কি গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইয়ে মানে সেক্স করেছিলে?'

সেরেনার চেহারার অভিব্যক্তি বদলে গেল। 'কী? আমরা...না। তুমি কেন জানাতে চেয়েছ–? স্যাম আর ফিরছে না, তাই না?'

'বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে, তবে–'

'ও মেয়েটার জন্য আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, না? জানতাম এমনটাই ঘটবে। অবশ্য এজন্য ওকে দোষ দিই না। আমি স্ত্রী হিসেবে ওর প্রতি মোটেই সুবিচার করিনি। আমি–'

'সেরেনা, স্যাম মারা গেছে।'

'আমি সবসময় ওর সঙ্গে ঝগড়া করতাম। বকা দিতাম। কিন্তু মন থেকে তো আর ওসব করতাম না। মনে আছে–'

বড়ভাই ছোটবোনের হাত ধরলেন। 'সেরেনা, স্যাম মারা গেছে।'

'একবার আমরা সাগরে যাচ্ছিলাম এবং–'

সেরেনাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছেন ডাউলিং। 'আমার কথা শোনো। মারা গেছে স্যাম।'

'–এবং আমরা পিকনিকেও যাচ্ছিলাম।'

তিনি বোনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন সেরেনা তাঁর সব কথাই শুনেছে।

'সৈকতে একটা লোক এসে বলল, 'তোমাদের কাছে টাকাপয়সা যা আছে সব দিয়ে দাও।' আর স্যাম বলল, 'তোমার অস্ত্রটা আমাকে দাও।'

শেরিফ ডাউলিং দাঁড়িয়ে থাকলেন, সেরেনাকে কথা বলতে দিলেন। প্রচণ্ড শক পেয়েছে সেরেনা। কী বলছে নিজেই হয়তো জানে না।

'...এইরকমই ছিল স্যাম। যে মেয়েটার সঙ্গে ও চলে গেছে তার কথা বলো। সে কি খুব সুন্দরী? স্যাম বলে আমাকে নাকি সবসময় সুন্দর লাগে। কিন্তু আমি জানি আমি তা নই। ও এসব বলে, কারণ জানে শুনতে ভালো লাগে আমার। বলে, কারণ ও আমাকে ভালোবাসে। ও আমাকে ছেড়ে কখনোই থাকতে পারবে না। ও ফিরে আসবে। দেখো, ফিরে আসবে। ও আমাকে ভালোবাসে।' সেরেনা কথা বলেই যেতে লাগল।

শেরিফ ডাউলিং একটি নাম্বারে ফোন করলেন।

'আমার বাড়িতে একজন নার্স পাঠিয়ে দাও।' তিনি বোনের কাছে গেলেন। তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তোমাকে কি বলেছি আমি আর স্যাম–?'

পনেরো মিনিট পরে হাজির হল একজন নার্স।

'ওর দিকে ভালোভাবে খেয়াল রাখবে,' বললেন শেরিফ ডাউলিং।

শেরিফ ডাউলিং-এর অফিসে কনফারেন্স বসেছে।

'এক নাম্বার লাইনে আপনার একটা ফোন এসেছে।'

ফোন তুললেন শেরিফ। 'ইয়াহ্?'

'শেরিফ, ওয়াশিংটনের এফবিআই হেডকোয়ার্টার্স থেকে স্পেশাল এজেন্ট

রামিরেজ বলছি। সিরিয়াল কিলার কেসে কিছু তথ্য পেয়েছি। অ্যাশলি প্যাটারসনের নামে আমাদের ফাইলে কিছু লেখা নেই, কারণ তার কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। তবে...,' পনেরো মিনিট একটানা কথা বলে গেল রামিরেজ, শেরিফ ডাউলিং বসে বসে শুনলেন। তাঁর চেহারায় ফুটে থাকল অবিশ্বাসের ছাপ। শেষে তিনি বললেন, 'তুমি ঠিক জানো যে কোনও ভুল হচ্ছে না? ...ওরা সবাই...?' আচ্ছা...অনেক ধন্যবাদ।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি, চুপচাপ বসে রইলেন দীর্ঘক্ষণ। তারপর মুখ তুলে চাইলেন। 'ওয়াশিংটনের এফবিআই ল্যাব থেকে ফোন করেছিল। ভিক্টিমদের লাশে পাওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো ক্রস-চেক করেছে ওরা। কুইবেকে জাঁ ক্লদ প্যারেন্ট খুন হওয়ার সময় টনি প্রেসকট নামে এক ব্রিটিশ নারীর সঙ্গে ছিল।'

'জ্বি।'

'সানফ্রান্সিসকোতে রিচার্ড মেলটন মারা যাওয়ার সময় তার সঙ্গে অ্যালেট পিটার্স নামে এক ইটালিয়ান তরুণী ছিল।'

সবাই মাথা দোলাল।

'এবং গতরাতে স্যাম ব্লেক ছিল অ্যাশলি প্যাটারসনের সঙ্গে।'

'ঠিক।'

গভীর দম নিলেন শেরিফ ডাউলিং। 'অ্যাশলি প্যাটারসন...'

'জ্বি?'

'টনি প্রেসকট...?'

'জ্বি?'

'অ্যালেট পিটার্স...?'

'জ্বি?'

'ওরা কেউ আলাদা নয়। একজন ব্যক্তি।'

দ্বিতীয় খণ্ড

এগারো

ব্রায়ান্ট অ্যান্ড ক্রাউথার-এর রিয়েল এস্টেট ব্রোকার রবার্ট ক্রাউথার বেশ নাটকীয় কায়দায় দরজা খুলে ঘোষণার সুরে বলল, 'এটা টেরেস। এখান থেকে কয়েট টাওয়ার দেখতে পাবেন।'

তরুণ স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে চলে এল ঝুলবারান্দায়। এখান থেকে দৃশ্যপট সত্যি মনোহর। ওদের নিচে সানফ্রান্সিসকো শহরকে অপূর্ব লাগছে দেখতে। রবার্ট ক্রাউথার লক্ষ করল তরুণ দম্পতি পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করছে, ঠোঁটে মুখচোরা হাসি। মনে-মনে খুশি হল ক্রাউথার। ওরা ওদের উত্তেজনা লুকোবার চেষ্টা করছে। ক্রেতারা ভাবে তারা যদি বেশি উল্লাস প্রকাশ করে ফেলে তাহলে দাম বাড়িয়ে দেবে বিক্রেতা।

এই ডুপ্লেক্স পেন্টহাউজের ইতিমধ্যে চড়া দাম উঠে গেছে, ভাবছে ক্রাউথার। সে চিন্তা করছে এত টাকা দিয়ে এ বাড়ি কেনার সামর্থ্য ওদের আছে কিনা। লোকটা পেশায় আইনজীবী, আর তরুণ আইনজীবীদের পসার খুব ভালো না।

যুগলটি অবশ্য বেশ সুন্দর দেখতে। বোঝাই যায় ওরা পরস্পরের প্রেমে দিওয়ানা। ডেভিড সিঙ্গারের বয়স তেত্রিশ/চৌত্রিশ, সোনালি চুল, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, তার মাঝে শিশুসুলভ একটা সারল্য আছে। তার স্ত্রী সান্ড্রা সুন্দরী এবং উষ্ণ।

রবার্ট ক্রাউথার সান্ড্রার স্ফীত উদর লক্ষ করেছে। সে বলেছিল, 'দ্বিতীয় গেস্টরুম নার্সারির জন্য সর্বোত্তম। এক ব্লক দূরেই আছে খেলার মাঠ, দুটো স্কুলও আছে।' আবারও দম্পতি মুখ টিপে হেসেছে।

ডুপ্লেক্স পেন্টহাউজটিতে ওপরতলায় মাস্টার বেডরুম আছে বাথরুম এবং গেস্টরুমসহ। একতলায় সুপরিসরের লিভিংরুম, ডাইনিংরুম, লাইব্রেরি, কিচেন এবং দ্বিতীয় গেস্ট বেডরুম ও দুটি বাথরুম। প্রায় প্রতিটি ঘর থেকেই শহর দেখা যায়।

তরুণ দম্পতি অ্যাপার্টমেন্টটি আবার ঘুরে দেখল। তারপর এককোণে দাঁড়িয়ে ফিসফিস আলাপ জুড়ে দিল।

'বাড়িটি আমার পছন্দ হয়েছে,' সান্ড্রা বলল ডেভিডকে।

'বাচ্চার জন্য বাড়িটি খুবই চমৎকার হবে। কিন্তু ডার্লিং, এত টাকা দিয়ে কি এ বাড়ি কিনতে পারব আমরা? ছয় লাখ ডলার!'

'সেই সঙ্গে মেইনটেন্যান্সের খরচও আছে,' যোগ করল ডেভিড।

'দুসংবাদ হল এ মুহূর্তে এত টাকা আমার কাছে নেই। সুসংবাদ হল,

বিষ্যুদবারের মধ্যে টাকাটা জোগাড় হয়ে যাবে। বোতল থেকে আলাদিনের দৈত্য বেরিয়ে আসছে, এবং আমাদের জীবনযাত্রা পাল্টে যাবে।'

বুক ভরে শ্বাস নিল সান্ড্রা। 'তাহলে বাড়িটি কিনেই ফেলি, চলো।'

মুচকি হাসল ডেভিড, হাত নাড়ল, 'ওয়েলকাম হোম, মিসেস সিঙ্গার।'

হাতে হাত ধরে ওরা রবার্ট ক্রাউথারের কাছে চলে এল।

'আমরা বাড়িটি কিনব,' জানাল ডেভিড।

'অভিনন্দন। এটি সানফ্রান্সিসকোর অন্যতম ভালো একটি বাড়ি। আপনারা এখানে বেশ আরামেই থাকবেন।'

'আমাদেরও তাই ধারণা।'

'আপনারা সৌভাগ্যবান। অনেকেই এ বাড়ির ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে।'

'আপনাকে কত টাকা ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে?'

'ডিপোজিট হিসেবে এখন দশ হাজার ডলার দিলেই চলবে। আমি কাগজপত্র রেডি করে ফেলছি। সই করার সময় আরও ষাট হাজার ডলার দেবেন। বিশ-ত্রিশ বছরের মর্টগেজের ভিত্তিতে আমাদের ব্যাংককে প্রতি মাসে পেমেন্ট করতে হবে।'

ডেভিড আড়চোখে তাকাল সান্ড্রার দিকে। 'আচ্ছা।'

'আমরা আরেকবার বাড়িটি ঘুরে দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সান্ড্রা।

ক্রাউথার নিষ্পাপ হাসি ফোটাল মুখে। 'যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুরে দেখুন, মিসেস সিঙ্গার। এ বাড়ি তো আপনাদেরই।'

'মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি, ডেভিড। বিশ্বাসই হতে চাইছে না বাস্তবে এসব ঘটছে।'

'ঘটছে,' ডেভিড ওকে জড়িয়ে ধরল। 'তোমার সবগুলো স্বপ্ন আমি সত্যি করব।'

'জানি, ডার্লিং।'

ওরা মেরিনা ডিস্ট্রিক্টে দুই-বেডরুমের একটি ছোট অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। কিন্তু ঘরে নতুন অতিথি আসছে। এখন তো বেশি জায়গা লাগবেই। নব হিলের ডুপ্লেক্স বাড়িটি কেনার টাকা ওরা এখনও জোগাড় করতে পারেনি। তবে বৃহস্পতিবার হল ইন্টারন্যাশনাল ল ফার্ম কিনকেড, টার্নার, রোজ অ্যান্ড রিপ্লের পার্টনারশিপ ডে। ডেভিড এখানে কাজ করে। পঁচিশজন ক্যান্ডিডেটের মধ্যে ছ'জনকে ফার্মের পার্টনার হিসেবে নির্বাচন করার একটা সম্ভাবনা আছে। এবং সবার ধারণা ডেভিড সেই ছ'জনের একজন হবে। কিনকেড, টার্নার, রোজ অ্যান্ড রিপ্লের অফিস রয়েছে সানফ্রান্সিসকো, নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস এবং টোকিওতে। এটা বিশ্বের সর্বাধিক খ্যাতনামা ল ফার্মের একটি। পৃথিবীর সেরা ল স্কুল থেকে সেরা ছাত্রদের বেছে নেয় এ ফার্ম।

ফার্ম তাদের তরুণকর্মীদের সামনে মুলো ঝুলিয়ে রেখে গাধার মতো খাটায়। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কাজ করতে হয় তাদেরকে। তবে ফার্মের পার্টনার হওয়ার মুলোর লোভে অনেকেই টুঁশব্দটি না করে গরুর মতো পরিশ্রম

করতে থাকে। ফার্মের পার্টনার হওয়া মানে প্রচুর বেতন, কর্পোরেটের বিশাল লভ্যাংশের অংশীদার, বিরাট আরামদায়ক অফিস।

ডেভিড কিনকেড, টার্নার, রোজ অ্যান্ড রিপ্লেতে ছ'বছর ধরে কাজ করছে। প্রচণ্ড পরিশ্রম। কিন্তু ডেভিড লেগে থেকেছে পার্টনার হওয়ার আশা নিয়ে। সে খুব ভালো পারফরমেন্স দেখিয়েছে। এখন ফল পাবার সময় এসেছে।

এস্টেট এজেন্টের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডেভিড এবং সান্ড্রা শপিঙে বেরুল। ওরা কিনল বাচ্চাদের দোলনা, হাই চেয়ার (বাচ্চাদের জন্য উঁচু চেয়ার), স্ট্রোলার, প্লেপেন (খেলার ঝাঁপি) এবং বাচ্চাদের নানান পোশাক। অনাগত সন্তানের একটা নামও ঠিক করে রেখেছে ওরা : জেফরি।

'ওর জন্য কিছু খেলনা কিনব,' ডেভিড বলল।

'খেলনা কেনার জন্য বহু সময় পড়ে আছে,' হাসল সান্ড্রা।

কেনাকাটা সেরে ওরা শহর ঘুরতে বেরুল, গেল ঘিরারডেলি স্কোয়ারের ওয়াটারফ্রন্টে, ফিলারম্যান'স হোয়ার্ফে। লাঞ্চ করল আমেরিকান বিস্ট্রোতে।

ডেভিড এবং সান্ড্রার পরিচয় বছর-তিনেক আগে, ছোট একটি ডিনার পার্টিতে। ডেভিড ফার্মের এক ক্লায়েন্টের মেয়ের সঙ্গে পার্টিতে গিয়েছিল। সান্ড্রা প্যারালিগাল হিসেবে কাজ করত প্রতিদ্বন্দ্বী একটি ফার্মে। ডিনারে, ওয়াশিংটনের একটি রাজনৈতিক মামলার বিষয় নিয়ে ওরা দুজন তর্কে জড়িয়ে পড়ে। ডিনার টেবিলের অন্যান্যরা লক্ষ করছিল ওদেরকে। ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল দুজনের বাদানুবাদ। পরে ওরা আবিষ্কার করে মামলার বিষয় নয়, আসলে তর্কটা দুজনেই উপভোগ করছিল বলে ঝগড়া করছিল।

ডেভিড পরদিন ফোন করে সান্ড্রাকে। 'আমি গতকালকের বিষয়টির একটি উপসংহার টানতে চাই। ব্যাপারটা জরুরি।'

'আমিও তাই চাই,' বলে সান্ড্রা।

'আজ রাতে ডিনারে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা যাবে কি?'

ইতস্তত করছিল সান্ড্রা। সে ওইদিন সন্ধ্যায় আরেকজনের সঙ্গে ডিনারের ডেট করেছিল। 'যাবে,' বলেছে সান্ড্রা। 'আজ রাতে ডিনারে আমার কোনও আপত্তি নেই।'

ওই রাতেই ওরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সাক্ষাতের ঠিক একবছর পরে, বিয়ে করে ফেলে ওরা।

ফার্মের সিনিয়র পার্টনার জোসেফ কিনকেড ডেভিডকে সাপ্তাহিক ছুটি দিয়েছিলেন।

কিনকেড,টার্নার, রোজ অ্যান্ড রিপ্লেতে ডেভিডের বার্ষিক বেতন ৪৫,০০০ ডলার।

সান্ড্রা প্যারালিগালের চাকরিটা করত। কিন্তু এখন ও মা হতে চলেছে। খরচও বাড়বে।

'আমি কিছুদিন পরে ছেড়ে দেব চাকরিটা,' বলল সান্ড্রা। 'ন্যানির হাতে আমাদের সন্তানকে বেড়ে উঠতে দিতে চাই না। আমিই ওর দেখাশোনা করব।' সনোগ্রাম টেস্টে জেনেছে ওদের ছেলে হবে।

'সংসার চালাতে কোনও সমস্যা হবে না,' স্ত্রীকে আশ্বস্ত করল ডেভিড। পার্টনারশিপটা ওদের জীবনযাত্রার মান বদলে দেবে।

ডেভিড এখন অফিসে আরও বেশি সময় দেয়। ও চায় না পার্টনারশিপ ডে-তে ও যেন অলক্ষে পড়ে না থাকে।

বৃহস্পতিবার সকালে টিভিতে খবর দেখতে দেখতে কাপড় পরছিল ডেভিড।

একজন ঘোষক রুদ্ধশ্বাসে বলছিল : 'আজকের ব্রেকিং স্টোরি হল... সানফ্রান্সিসকোর বিখ্যাত ডাক্তার স্টিভেন প্যাটারসনের মেয়ে অ্যাশলি প্যাটারসনকে সন্দেহভাজন সিরিয়াল কিলার হিসেবে গ্রেফতার করা হয়েছে। একে পুলিশ এবং এফবিআই খুঁজে বেড়াচ্ছিল...'

টিভির সামনে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকল ডেভিড।

'...গতকাল সান্তা ক্লারা কাউন্টি শেরিফ ম্যাট ডাউলিং সাংবাদিকদের বলেছেন অ্যাশলি প্যাটারসনের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড ও লিঙ্গচ্ছেদের অভিযোগ এনে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের কোনও সন্দেহই নেই যে আমরা আসল খুনিকে খুঁজে পেয়েছি। এ ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণও মিলেছে।'

ড. স্টিভেন প্যাটারসন। ডেভিডের মন চলে গেল সুদূর অতীতে...

তখন তার বয়স কুড়ি, মাত্র ল স্কুলে ভর্তি হয়েছে। একদিন ক্লাস থেকে ফিরে দেখে তার মা মেঝেতে পড়ে আছেন, অজ্ঞান। ডেভিড ফোন করল ৯১১-এ, অ্যাম্বুলেন্স এসে তার মাকে নিয়ে গেল সানফ্রান্সিসকো মেমোরিয়াল হাসপাতালে। ডেভিড ইমার্জেন্সি-রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, বেশ কিছুক্ষণ পরে একজন ডাক্তার এলেন ওর কাছে।

'মা—মা ঠিক হয়ে যাবে তো?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিলেন ডাক্তার। 'আমাদের কার্ডিওলজিস্ট ওনাকে পরীক্ষা করে দেখছেন। তাঁর মিট্রাল ভালভের একটা শিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

'এর মানে কী?' জিজ্ঞেস করল ডেভিড।

'এর মানে হল আমরা বোধহয় তাঁর জন্য কিছুই করতে পারব না। তোমার মা'র শরীর এত দুর্বল যে ট্রান্সপ্লান্ট করা যাবে না। আর মিনি হার্ট সার্জারির বিষয়টি নতুন এবং যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ।'

ডেভিডের মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাবে। 'মা কত... কতক্ষণ বেঁচে...?'

'অল্প ক'দিন, বড়জোর হপ্তাখানেক। আমি দুঃখিত, বেটা।'

আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ডেভিড। 'কেউ কি নেই আমার মাকে সাহায্য করতে পারেন?'

'বোধহয় না। তবে একজন মানুষই আছেন যিনি হয়তো সাহায্য করতে পারবেন–স্টিভেন প্যাটারসন। তবে তিনি খুব—'

'স্টিভেন প্যাটারসন কে?'

'ড. প্যাটারসন মিনিম্যালি ইনভ্যাসিভ হার্টসার্জারির অগ্রদূত। কিন্তু তিনি গবেষণা এবং অপারেশন নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকেন যে তাঁর পক্ষে সময় দেয়া বোধহয়–'

ডেভিড চলে গেছে।

হাসপাতাল করিডর থেকে পে-ফোন দিয়ে ড. প্যাটারসনের অফিসে ফোন করল ডেভিড। 'আমি ড. প্যাটারসনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চাই। আমার মা খুব অসুস্থ। তিনি–'

'আমি দুঃখিত। আমরা কোনও নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করছি না। ছয়মাস পরে যোগাযোগ করবেন।'

'আমার মা ছয়মাস বেঁচে থাকবেন না,' চেঁচিয়ে উঠল ডেভিড।

'আমি দুঃখিত। আপনি অন্য কোনও ডাক্তারের সঙ্গে–'

ঠাশ্ করে ফোন রেখে দিল ডেভিড।

পরদিন ডেভিড চলে এল ড. প্যাটারসনের অফিসে। ওয়েটিংরুমে প্রচুর ভিড়। ডেভিড চলে এল রিসেপশনিস্টের কাছে। 'আমি ড. প্যাটারসনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার মা খুব অসুস্থ এবং–'

মেয়েটি তাকাল ডেভিডের দিকে। 'আপনি গতকাল ফোন করেছিলেন, তাই না?'

'জ্বি।'

'আপনাকে তো বলেই দিয়েছি আমরা নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিচ্ছি না। এ মুহূর্তেও কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা সম্ভব নয়।'

'আমি অপেক্ষা করব,' একগুঁয়ে গলায় বলল ডেভিড।

'অপেক্ষা করে লাভ হবে না। ডাক্তার–'

ডেভিড একটি চেয়ারে গিয়ে বসে থাকল। দেখছে ওয়েটিংরুমের লোকদের নাম ধরে একের-পর-এক ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভেতরের অফিসে। একে একে সবাই গেল। একা বসে রইল ডেভিড।

ছ'টার সময় রিসেপশনিস্ট বলল, 'আর বসে থেকে লাভ নেই। ড. প্যাটারসন বাড়ি চলে গেছেন।'

ওইদিন সন্ধ্যায় ডেভিড ইনটেনসিভ কেয়ারে গেল তার মা'র সঙ্গে দেখা করতে।

'আপনি এক মিনিটের বেশি থাকতে পারবেন না,' সতর্ক করে দিল একজন

নার্স। 'উনি খুবই অসুস্থ।'

ঘরে ঢুকল ডেভিড, চোখে জল। তার মা'র শরীরে রেসপিরেটর লাগানো, হাতে এবং নাকের মধ্যে টিউব। বিছানার সাদা চাদরটার চেয়েও ফ্যাকাশে লাগছে তাকে। চোখ বোজা।

ডেভিড মা'র সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'মা, আমি, আমি তোমার কিছু হতে দেব না, মা। তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।' ওর গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমরা দুজনে মিলে যুদ্ধ করব। আমরা যতক্ষন একসঙ্গে আছি কেউ আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। আমি তোমাকে পৃথিবীর সেরা ডাক্তার দেখাব। তুমি শুধু বেঁচে থাকো, মা। আমি কাল আবার আসব।' ঝুঁকে মা'র গালে চুমু খেল ডেভিড।

মা কি কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন?

পরদিন বিকেলে ডেভিড বিল্ডিং-এর বেযমেন্টে গেল। ওখানে ড. প্যাটারসনের অফিস। এক অ্যাটেনডেন্ট গাড়ি পার্ক করছিল।

সে ডেভিডকে দেখে এগিয়ে এল, 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি আমার স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছি,' বলল ডেভিড। 'সে ড. প্যাটারসনকে দেখাচ্ছে।'

হাসল অ্যাটেনডেন্ট। 'দারুণ মানুষ ডাক্তার।'

'উনি তাঁর একটা দামি গাড়ির কথা বলছিলেন,' বিরতি দিল ডেভিড, মনে করার চেষ্টা করছে। 'ওটা কি ক্যাডিলাক?'

মাথা নাড়ল অ্যাটেনডেন্ট, 'নাহ্,' সে কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি রোলস রয়েসের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওই রোলস রয়েসটা,' সে দ্রুত পা চালাল একটি অগ্রসরমান গাড়ির দিকে।

ডেভিড ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে হেঁটে গেল রোলস রয়েসের দিকে। আশপাশে চট করে নজর বুলিয়ে দেখল কেউ তাকে লক্ষ করছে না। সে খুলে ফেলল গাড়ির দরজা, বসে পড়ল ব্যাকসিটে, উবু হল ফ্লোরে। ওখানে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকল। অপেক্ষা করছে ড. প্যাটারসনের জন্য।

সন্ধ্যা সোয়া ছ'টায় মৃদু ঝাঁকি খেল ডেভিড গাড়ির সামনের দরজা খুলে যাওয়ায়। কেউ এসে বসল ড্রাইভারের আসনে। চালু হল ইঞ্জিন, চলতে শুরু করল গাড়ি।

'গুড নাইট, ড. প্যাটারসন।'

'গুড নাইট, মার্কো।'

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল গাড়ি, বাঁক ঘুরছে টের পেল ডেভিড। দুই মিনিট অপেক্ষা করল সে। তারপর বুক ভরে শ্বাস নিয়ে উঠে বসল।

রিয়ারভিউ মিররে ওকে দেখতে পেলেন ড. প্যাটারসন। শান্ত গলায় বললেন,

'যদি ছিনতাইয়ের মতলব থাকে, আগেই বলছি আমার কাছে নগদ পয়সা-কড়ি তেমন নেই।'

'পাশের রাস্তায় গাড়ি ঘোরান। ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করান।'

মাথা ঝাঁকালেন প্যাটারসন। নির্দেশমাফিক কাজ করলেন। ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়া করালেন গাড়ি।

'আমার কাছে ক্যাশ যা আছে দিয়ে দিচ্ছি,' বললেন ড. প্যাটারসন। 'গাড়িটাও নিয়ে যেতে পারো। মারামারির দরকার নেই। যদি–'

ডেভিড চলে এল সামনের আসনে। 'আমি ছিনতাই করতে আসিনি। আমার গাড়িরও দরকার নেই।'

বিরক্তি নিয়ে ওর দিকে তাকালেন প্যাটারসন। 'তাহলে কী চাও তুমি?'

'আমার নাম সিঙ্গার। আমার মা মারা যাচ্ছে। আপনি দয়া করে তাকে বাঁচান।'

ড. প্যাটারসনের মুখে স্বস্তির ছাপ ফুটল। অদৃশ্য হয়ে গেল ক্রোধের চিহ্ন।

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসো আমার–'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার সময় নেই,' চেঁচাচ্ছে ডেভিড। 'মা মারা যাচ্ছে। আমি মাকে মরতে দেব না।' নিজেকে সামাল দিতে বেগ পেতে হচ্ছে। 'প্লিজ, ডাক্তাররা বলেছেন আপনিই একমাত্র আশা-ভরসা।'

ভুরু কুঁচকে ডেভিডকে দেখছেন ডাক্তার। 'তোমার মা'র সমস্যাটা কী?'

'তার মিট্রাল ভালভের একটা কর্ড ছিঁড়ে গেছে। ডাক্তাররা অপারেশন করতে ভয় পাচ্ছেন। তাঁরা বলেছেন একমাত্র আপনিই আমার মাকে বাঁচাতে পারবেন।'

মাথা নাড়লেন প্যাটারসন। 'আমার শিডিউল–'

'আপনার শিডিউলের নিকুচি করি। সে আমার মা। তাকে বাঁচাতেই হবে। মা ছাড়া দুনিয়ায় আমার কেউ নেই...'

দীর্ঘ নীরবতা। ডেভিড শক্ত করে চোখ বুজে বসে রইল। শুনতে পেল ড. প্যাটারসনের কণ্ঠ।

'আমি কোনও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না। তবে আমি তোমার মাকে দেখব। কোথায় তিনি?'

ডেভিড ফিরল তাঁর দিকে। 'মা সানফ্রান্সিসকো মেমোরিয়াল হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে।'

'কাল সকাল আটটায় ওখানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

কথা বলতে কষ্ট হল ডেভিডের। 'আমি জানি না কীভাবে–'

'মনে রেখো, আমি কিন্তু কোনও কথা দিইনি। আর এভাবে আমাকে ভয় দেখিয়ে কাজ করানোটাও তোমার ঠিক হয়নি, যুবক। পরের বারে ফোনে যোগাযোগ করবে।'

ডেভিড আড়ষ্ট হয়ে সিটে বসে রইল।

ড. প্যাটারসন ওর দিকে তাকালেন। 'কী?'

'আরেকটা সমস্যা আছে।'

'আচ্ছা?'

'আ-আমার কাছে টাকা নেই। আমি একজন ল স্টুডেন্ট। আমি কাজ করে পড়ালেখার খরচ চালাই।'

স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন প্যাটারসন।

ডেভিড গলায় আবেগ ঢেলে বলল, 'কথা দিচ্ছি, আমি যেভাবে পারি আপনার টাকা শোধ করে দেব। তাতে যদি আপনার বাসায় সারাজীবন চাকর খাটতে হয় তাও খাটব। আমি জানি আপনি অপারেশন করতে অনেক টাকা নেন–'

'কতদিন হল ল স্কুলে পড়ছ?' গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

'মাত্র শুরু করেছি।'

'আর তুমি আশা করছ আমার পারিশ্রমিক পরিশোধ করবে?'

'কসম খাচ্ছি।'

'গেট দা হেল আউট।'

ডেভিড বাসায় ফিরে ভাবল কোনও সন্দেহ নেই পুলিশ তাকে ছিনতাই এবং হুমকি দেয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করবে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। ডাক্তার প্যাটারসন আগামিকাল হাসপাতালে আসবেন কিনা ভেবে চিন্তায় ঘুম হল না ডেভিডের।

পরদিন সকালে ইনটেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডে ঢুকে ডেভিড দেখল ড. প্যাটারসন ওর মাকে পরীক্ষা করছেন।

ডেভিড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, তার কলজে লাফাচ্ছে, গলা শুকিয়ে কাঠ।

ড. প্যাটারসন ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য ডাক্তারদের দিকে ফিরে বললেন, 'এঁকে এখুনি অপারেটিং রুমে নিয়ে চলো।'

ডেভিডের মাকে ডাক্তাররা ট্রলিতে তুলছে, প্রশ্ন করার সময় কর্কশ শোনাল ডেভিডের গলা। 'মা কি–?'

'দেখা যাবে।'

ছয় ঘণ্টা পরে, ডেভিড ওয়েটিংরুমে বসে আছে, ড. প্যাটারসন এগিয়ে গেলেন ওর দিকে।

লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল ডেভিড। 'মা–?' প্রশ্নটা শেষ করার সাহস হল না।'

'তোমার মা ভালোই আছেন। উনি খুব সাহসী নারী।'

ডেভিডের সারা গায়ে স্বস্তির ফল্গুধারা বইল। নিঃশব্দে প্রার্থনা করল, *ধন্যবাদ, ঈশ্বর।*

ড. প্যাটারসন বললেন, 'তোমার নামটা এখনও জানি না আমি।'

'ডেভিড, স্যার।'

‘ওয়েল, ডেভিড স্যার, তুমি কি জানো আমি কেন এ কাজটা করলাম?’

‘না...’

‘দুটো কারণে। প্রথমত তোমার মা’র শারীরিক অবস্থা আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। আর আমি চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসি। দ্বিতীয় কারণটা তুমি।’

‘ঠি-ঠিক বুঝলাম না।’

‘তুমি যা করেছ বয়স কম থাকলে আমিও একই কাজ করতাম। এখন—’ তাঁর গলার স্বর বদলে গেল– ‘তুমি বলেছ আমার পারিশ্রমিক পরিশোধ করবে।’

ডুবে গেল ডেভিডের বুক। ‘জ্বি, স্যার। একদিন–’

‘এখন করো!’

ঢোক গিলল ডেভিড। ‘এখন?’

‘তোমার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে চাই আমি। তুমি গাড়ি চালাতে জানো?’

‘জ্বি, স্যার...’

‘বেশ। আমি প্রতিদিন ওই বড় গাড়িটি চালিয়ে ক্লান্ত। তুমি প্রতিদিন সকালে আমাকে গাড়ি করে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে এবং সন্ধ্যা ছ’টা কিংবা সাতটার দিকে আমাকে বাসায় নিয়ে যাবে। এক বছর আমার ড্রাইভারি করতে হবে তোমাকে। বছর শেষ হলে হিসেব করে দেখব আমার পাওনা পরিশোধ হল কিনা...’

চুক্তি হয়ে গেল। ডেভিড প্রতিদিন সকালে ড. প্যাটারসনকে তাঁর অফিসে নিয়ে যায় এবং সন্ধ্যার পরে বাসায় পৌঁছে দেয়।

এক বছরে ড. প্যাটারসনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ হল ডেভিডের। ডাক্তার বদমেজাজি হলেও তাঁর অন্তর সাগরের মতো বিশাল। তাঁর মতো নিঃস্বার্থ মানুষ জীবনে দেখেনি ডেভিড। তিনি বিভিন্ন চ্যারিটির সঙ্গে যুক্ত এবং অবসর সময় ফ্রি ক্লিনিকে বিনাপয়সায় রোগী দেখেন। অফিস যাওয়ার পথে এবং বাড়ি ফেরার সময় প্যাটারসনের সঙ্গে কথা হয় ডেভিডের।

‘তুমি কোন্ ল নিয়ে পড়াশোনা করছ, ডেভিড?’

‘ক্রিমিনাল ল।’

‘কেন? যাতে হারামজাদাগুলোকে মুক্ত করতে পারো?’

‘না, স্যার। অনেক নিরপরাধ মানুষ আছে যাদের আইনি সাহায্য দরকার। আমি তাদেরকে সাহায্য করতে চাই।’

বছর শেষ হওয়ার পরে ড. প্যাটারসন ডেভিডের সঙ্গে হাত মেলালেন। ‘আমাদের চুক্তি শেষ...’

স্টিভেন প্যাটারসনের সঙ্গে বহুদিন যোগাযোগ নেই ডেভিডের, তবে তাঁর সব খবরই সে টিভি এবং কাগজে দেখে।

‘ড. স্টিভেন প্যাটারসন এইডস-আক্রান্ত শিশুদের জন্য ফ্রি ক্লিনিক খুলেছেন...’

‘ড. স্টিভেন প্যাটারসন আজ কেনিয়া পৌঁছেছেন প্যাটারসন মেডিকেল সেন্টার

খোলার জন্য...

'প্যাটারসন চ্যারিটি সেন্টারে আজ কাজ শুরু হয়েছে...'

উনি যেন সবখানে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর সময় এবং অর্থ ব্যয় করছেন তাদের জন্য তাঁকে যাদের প্রয়োজন।

সান্ড্রার কণ্ঠ বর্তমানে ফিরিয়ে নিয়ে এল ডেভিডকে। 'ডেভিড, তোমার কী হয়েছে?'

টিভিসেটের সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়াল ডেভিড। 'সিরিয়াল কিলিং-এর অভিযোগে পুলিশ স্টিভেন প্যাটারসনের মেয়েকে গ্রেফতার করেছে।'

সান্ড্রা দুঃখ প্রকাশ করল, 'ইশ্, কী সাংঘাতিক খবর! আয়াম সো সরি, ডার্লিং।'

'ডা. প্যাটারসনের জন্য আমার মা সাতবছর বাড়তি আয়ু পেয়েছিলেন। এরকম একটা মানুষের জীবনে এ-ধরনের দুঃখজনক ঘটনা! কল্পনাও করা যায় না। ওনার মতো ভদ্রলোক আমি জীবনেও দেখিনি, সান্ড্রা। এরকম মানুষের ওরকম একটা রাক্ষুসী মেয়ে হয় কী করে?' ঘড়ি দেখল ডেভিড। 'এহ্‌হে, দেরি হয়ে গেল!'

'তুমি এখনও নাস্তা খাওনি।'

'খেতে ইচ্ছে করছে না।' টিভির দিকে তাকাল সে।

'এরকম একটা ঘটনা...তারপর আজ পার্টনারশিপ ডে...খিদে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'তুমি পার্টনারশিপ পেয়ে যাবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'সন্দেহ আছে, হানি। যারা বেশি আশা করে তারা কিছুই পায় না।'

সান্ড্রা স্বামীকে আলিঙ্গন করল, 'তোমার মতো মানুষকে পার্টনার হিসেবে পেলে ওরা লাভবানই হবে।'

ঝুঁকে স্ত্রীকে চুমু খেল ডেভিড। 'থ্যাংকস, বেবি। তুমি পাশে না থাকলে আমার দশা যে কী হত জানি না।'

'আমি সবসময়ই তোমার পাশে আছি। সুসংবাদ পাওয়া মাত্র কিন্তু আমাকে ফোন করবে।'

'করব। আমরা আজ বাইরে গিয়ে মজা করব।'

কয়েক বছর আগে একজনকে কথাটা বলেছিল ডেভিড। *'আমরা আজ বাইরে গিয়ে মজা করব।'*

মেয়েটিকে সে খুন করে।

কিনকেড, টার্নার, রোজ অ্যান্ড রিপ্লের অফিস সানফ্রান্সিসকোর কেন্দ্রস্থলে, ট্রান্স আমেরিকান পিরামিডের তিনতলা জুড়ে। ডেভিড সিঙ্গার দরজা দিয়ে ঢুকছে, অনেকেই তাকে হাসিমুখে শুভেচ্ছা জানাল। আজকের 'গুড মর্নিং' বলার ঢঙটি যেন অন্যদিনের থেকে আলাদা। যেন ওরা জানে ফার্মের ভবিষ্যৎ পার্টনারকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

নিজের ছোট অফিসে পা বাড়াল ডেভিড, পাশ কাটাল নবসজ্জিত অফিস। এ অফিসে নবনির্বাচিত পার্টনার বসবেন। ভেতরে একবার উঁকি দেয়ার আগ্রহ দমন করতে পারল না ও। বেশ সুপ্রশস্ত, সুন্দর অফিস। রয়েছে প্রাইভেট ওয়াশরুম, একটি ডেস্ক, পিকচার উইন্ডোর দিকে মুখ ফেরানো কয়েকটি চেয়ার। জানালা দিয়ে উপসাগরের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যায়। ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিসর্গ উপভোগ করল ডেভিড।

নিজের অফিসে ঢুকেছে ডেভিড, তার সেক্রেটারি হলি বলল, 'গুড মর্নিং মি. সিঙ্গার।' তার কণ্ঠে সুর।

'গুড মর্নিং, হলি।'

'আপনার জন্য একটি ম্যাসেজ আছে।'

'আচ্ছা!'

'মি. কিনকেড পাঁচটার সময় তাঁর অফিসে আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।' বিশাল হাসি উপহার দিল হলি।

তাহলে ব্যাপারটা সত্যি ঘটছে। 'বেশ।'

ডেভিডের কাছ ঘেঁষে এল হলি। 'আমি মি. কিনকেডের সেক্রেটারি ডরোথির সঙ্গে কফি খাচ্ছিলাম। সে বলল আপনার নামটি তালিকার সবার ওপরে।'

মুচকি হাসল ডেভিড। 'ধন্যবাদ, হলি।'

'আপনি কফি খাবেন তো?'

'দিতে পারো।'

'গরম কফি নিয়ে আসছি।'

ডেভিড নিজের ডেস্কে বসল। ডেস্কে স্তূপ হয়ে আছে প্রচুর ফাইল।

আজ ডেভিডের দিন। মি. কিনকেড পাঁচটার সময় তাঁর অফিসে আপনাকে দেখা করতে বলেছেন...আপনার নামটি তালিকার সবার ওপরে আছে।

সান্দ্রাকে ফোন করে খবরটা দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কেউ ওকে দমিয়ে রাখল। *ঘটনাটা আগে ঘটুক,* ভাবল ডেভিড।

পরবর্তী দুইঘণ্টা কেটে গেল ফাইলপত্র ঘেঁটে। এগারোটার সময় হলি ঢুকল অফিসে। 'ড. প্যাটারসন নামে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাঁর কোনও অ্যাপ–'

বিস্মিত দৃষ্টিতে মুখ তুলে চাইল ডেভিড। 'ড. প্যাটারসন এখানে এসেছেন!'

'জ্বি।'

চেয়ার ছাড়ল ডেভিড। 'ওনাকে পাঠিয়ে দাও।'

ঘরে ঢুকলেন স্টিভেন প্যাটারসন। ডেভিড নিজের আবেগ চেপে রাখল। ডাক্তারকে বুড়ো এবং ক্লান্ত লাগছে।

'হ্যালো, ডেভিড।'

'ড. প্যাটারসন। প্লিজ, বসুন,' ধীরগতিতে একটি চেয়ারে বসলেন ডাক্তার। 'আমি আজ সকালে খবরটা দেখেছি। আ–আমি বলতে পারব না কতটা কষ্ট

পেয়েছি।'

মৃদু মাথা দোলালেন প্যাটারসন। 'হ্যাঁ, ওটা মস্ত একটা আঘাতের মতোই ছিল।' মুখ তুলে চাইলেন তিনি। 'তোমার সাহায্য আমার দরকার, ডেভিড।'

'অবশ্যই,' বলল ডেভিড। 'আপনার জন্য যে-কোনও কিছু করার জন্য প্রস্তুত আছি। যে-কোনও কিছু।'

'তুমি অ্যাশলির পক্ষে লড়াই করবে।'

শব্দগুলো বাতাসে মিলিয়ে যেতে সময় দিল ডেভিড। তারপর বলল, 'আ-আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমি ক্রিমিনাল ডিফেন্স ল ইয়ার নই।'

ড. প্যাটারসন ওর চোখে চোখ রাখলেন। 'অ্যাশলি ক্রিমিনাল নয়।'

'আমি–আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, ড. প্যাটারসন। আমি কর্পোরেট ল ইয়ার। আমি খুব ভালো ল ইয়ারের কাছে আপনাকে–'

'আমাকে ইতিমধ্যে আধডজন টপ ক্রিমিনাল ডিফেন্স লইয়ার ফোন করেছে। তারা সবাই অ্যাশলির পক্ষে লড়াই করতে চাইছে।' সামনে ঝুঁকলেন তিনি। 'কিন্তু আমার মেয়ের ব্যাপারে তাদের কোনও আগ্রহ নেই, ডেভিড। এটি একটি হাই–প্রোফাইল কেস, তারা লাইমলাইটে আসতে চাইছে। আমার মেয়ের ভালো-মন্দে তাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমার আসে যায়। কারণ আমার মেয়ে ছাড়া কিছু নেই।'

'আমার মাকে আপনার বাঁচাতেই হবে। কারণ আমার মা ছাড়া কিছু নেই।'
ডেভিড বলল, 'আপনাকে আমি সত্যি সাহায্য করতে চাই, কিন্তু–'

'তুমি ল স্কুল ছেড়ে আসার পরে ক্রিমিনাল ল ফার্মে কাজ করেছ।' ডেভিডের পাঁজরে দড়াম দড়াম বাড়ি খেতে লাগল হৃৎপিণ্ড। 'তা ঠিক। তবে–'

'তুমি দীর্ঘদিন ক্রিমিনাল ডিফেন্স লইয়ার ছিলে।'

মাথা ঝাঁকাল ডেভিড। 'তা বটে। তবে আ-আমি ও কাজ ছেড়ে দিয়েছি অনেক আগেই–'

'অনেক আগে নয়, ডেভিড। তুমি আমাকে বলেছ কাজটা তুমি খুব পছন্দ করতে। তুমি ওই কাজ ছেড়ে কর্পোরেট ল-তে কেন ঢুকতে গেলে?'

ডেভিড কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর বলল, 'কারণটা বলতে চাই না।'

ড. প্যাটারসন হাতে-লেখা একটি চিঠি বের করে ডেভিডকে দিলেন। ডেভিড না পড়েই বলতে পারে ওতে কী লেখা আছে।

প্রিয় ড. প্যাটারসন,

আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। আপনি জানেন না আপনি কত বড় ঋণে আমাকে আবদ্ধ করেছেন। আপনার জন্য যদি কখনও কিছু করার সুযোগ ঘটে, শুধু মুখ দিয়ে বের করবেন, আমি কোনও প্রশ্ন না করেই কাজটা করে দেব।

ডেভিড স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চিঠির দিকে। পড়ছে না।

'ডেভিড, তুমি অ্যাশলির সঙ্গে কথা বলবে?'

মাথা দোলাল ডেভিড। 'জ্বি, অবশ্যই আমি তার সঙ্গে কথা বলব। তবে আমি–'

সিধে হলেন ড. প্যাটারসন, 'ধন্যবাদ।'

ডেভিড দেখল উনি বেরিয়ে গেলেন দরজা খুলে।

'তুমি ওই কাজ ছেড়ে কর্পোরেট ল-তে কেন ঢুকতে গেলে?'

কারণ আমি একটি ভুল করে ফেলেছিলাম এবং আমার কারণে আমার ভালোবাসার মানুষটি মারা যায়। আমি কসম খেয়েছিলাম আর জীবনেও নিজহাতে কাউকে খুন করব না। কোনওদিন না।

আমি অ্যাশলি প্যাটারসনকে ডিফেন্ড করতে পারব না।

ইন্টারকম বাটন টিপল ডেভিড। 'হলি, মি. কিনকেডকে একটু জিজ্ঞেস করবে ওনার সঙ্গে এখন দেখা করা যাবে কিনা?'

'জ্বি, স্যার।'

ত্রিশ মিনিট পরে জোসেফ কিনকেডের বিশাল অফিসে ঢুকল ডেভিড। কিনকেডের বয়স ষাটের কোঠায়, আবেগশূন্য একজন মানুষ।

'ওয়েল,' ডেভিডকে ভেতরে ঢুকতে দেখে তিনি বললেন, 'তুমি খুব দুশ্চিন্তায় আছ, তাই না? আমার সঙ্গে তো তোমার পাঁচটার সময় দেখা করার কথা।'

ডেভিড হেঁটে এল ডেস্কের সামনে। 'জানি, আমি আপনার সঙ্গে অন্য একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছি, জোসেফ।'

'বসো, ডেভিড।'

বসল ডেভিড।

'সিগার? কিউবা থেকে আনা।'

'নো, থ্যাঙ্কস।'

'কী ব্যাপার বলো তো?'

'ড. স্টিভেন প্যাটারসন এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

কিনকেড বললেন, 'আজ সকালে তাঁর মেয়ের খবর দেখেছি টিভিতে। উনি তোমার কাছে কী চান?'

'তাঁর মেয়ের পক্ষে লড়াই করতে বলেছেন।'

বিস্মিত দেখাল কিনকেডকে। 'তুমি তো এখন আর ক্রিমিনাল ডিফেন্স লইয়ার নও।

'আমি কথাটা বলেছি তাঁকে।'

'ও, আচ্ছা,' কিছুক্ষণের জন্য ভাবনায় ডুবে গেলেন কিনকেড। 'তুমি জানো, ড. প্যাটারসনকে আমি আমাদের ক্লায়েন্ট হিসেবে পেতে চাই। উনি অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন মানুষ। উনি আমাদের ফার্মের জন্য প্রচুর কাজ এনে দিতে

পারবেন। তাঁর সঙ্গে বহু মেডিকেল প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক রয়েছে–'

'আমি তাঁকে কথা দিয়েছি তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথা বলব।'

'আই সি। অবশ্য এতে কোনও ক্ষতি দেখছি না। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলো, তারপর আমরা একজন ভালো ডিফেন্স অ্যাটর্নির ব্যবস্থা করে দেব যে মেয়েটির পক্ষে লড়াই করবে।'

'আমারও ইচ্ছা তাই।'

'বেশ।' হাসলেন কিনকেড। 'পাঁচটার সময় দেখা হবে।'

'ধন্যবাদ, জোসেফ।'

ডেভিড নিজের অফিসে ফিরে যাওয়ার সময় অবাক হয়ে ভাবল, *এত লোক থাকতে ড. প্যাটারসন তাঁর মেয়ের জন্য আমাকে লড়াই করতে বলছেন কেন?*

বারো

সান্তা ক্লারা কাউন্টি জেলের কারা-প্রকোষ্ঠে বসে আছে অ্যাশলি প্যাটারসন। শারীরিক এবং মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত আশপাশে কী ঘটছে সেসব নিয়ে তার যেন কোনও বিকারই নেই। জানে না সে কীভাবে এখানে এল। তবে জেলে থাকতে তার কোনও সমস্যা হচ্ছে না, বরং খুশি কারার লৌহকপাট তাকে অজানা শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করছে। তার গোটা জীবনটাই তো একটা জীবন্ত দুঃস্বপ্নের মতো। যেসব রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে ওর জীবনে সব একে একে মনে পড়ে যাচ্ছে অ্যাশলির : কেউ ওর বাসায় ঢুকেছিল, ওর সঙ্গে চালাকির চেষ্টা করেছে... ওর শিকাগোতে গমন...আয়নায় সেই হুমকি...এখন পুলিশ তাকে এমন সব বিষয় নিয়ে অভিযোগ করছে যেগুলো সম্পর্কে অ্যাশলি কিছুই জানে না। ওর বিরুদ্ধে ভয়ংকর কোনও ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠছে, কিন্তু ওর কোনও ধারণা নেই কে বা কারা এর পেছনে এবং কেনই বা রয়েছে।

ওইদিন সকালে এক গার্ড এসেছিল অ্যাশলির কারা-প্রকোষ্ঠে।

'ভিজিটর।' ঘোষণা করেছিল সে।

গার্ড অ্যাশলিকে নিয়ে ভিজিটর্স রুমে যায়। ওখানে ওর বাবা অপেক্ষা করছিলেন।

বাবা মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ব্যথাতুর চোখে।

'হানি...আমি বুঝতে পারছি না কী বলব।'

অ্যাশলি ফিসফিস করেছে, 'ওরা যেসব অভিযোগ তুলছে আমি সেসব ভয়ানক কাণ্ডের একটিও ঘটাইনি।'

'আমি জানি তুমি কিছু করোনি। কেউ মারাত্মক একটা ভুল করেছে। তবে আমরা আসল ঘটনা জানবই।'

অ্যাশলি বাবার দিকে তাকিয়ে ভেবেছে এই মানুষটাকে সে কী করে দোষী ভাবত।

'...ভয় নেই,' বলছিলেন বাবা, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোমার জন্য উকিল ঠিক করছি। ডেভিড সিঙ্গার। সে খুব ভালো লইয়ার। তোমার সঙ্গে সে কথা বলতে আসবে। তুমি যা জানো সব অকপটে তার কাছে স্বীকার কোরো।'

অ্যাশলির কণ্ঠে হাহাকার ফুটল, 'বাবা, আ–আমি জানি না তাকে কী বলব। আমি বুঝতেই পারছি না এসব কী ঘটছে।'

'আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব, সোনা। কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে

পারবে না। কেউ না! কোনওদিন না! তুমিই আমার সব। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, হানি।'

'তুমি ছাড়াও আমার কেউ নেই,' ফিসফিস করে অ্যাশলি।

অ্যাশলির বাবা মেয়ের সঙ্গে একঘণ্টা কাটালেন। তিনি চলে যাওয়ার পরে অ্যাশলির পৃথিবী বন্দি হয়ে গেল ক্ষুদ্র কারা-প্রকোষ্ঠের মধ্যে। নিজের বিছানায় শুয়ে রইল অ্যাশলি, কোনও কিছু না ভাববার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। *এসব কিছুর দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং আমি ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখব এটা স্রেফ একটা স্বপ্ন...শুধুই স্বপ্ন...কেবলই স্বপ্ন...*ঘুমিয়ে পড়ল ও।

গার্ডের ডাকাডাকিতে ঘুম থেকে জাগল অ্যাশলি। 'আপনার একজন দর্শনার্থী এসেছেন।'

অ্যাশলিকে নিয়ে যাওয়া হল ভিজিটর্স রুমে। শেন মিলার বসে আছে। অপেক্ষা করছে।

অ্যাশলিকে ঘরে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছাড়ল সে। 'অ্যাশলি...'

বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল অ্যাশলির। 'ওহ্, শেন!' কাউকে দেখে এমন খুশি সে জীবনেও হয়নি। অ্যাশলি যেন জানত শেন আসবে এবং ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

'শেন, তোমাকে দেখে কী যে ভালো লাগছে আমার!'

'আমারও,' বলল শেন। সে ভিজিটর্স রুমের চারপাশে চোখ বুলাল। 'আমি খবরটা শোনার পরে একদমই বিশ্বাস করতে পারিনি। কী হয়েছিল? তুমি এমন কাজ কেন করলে, অ্যাশলি?'

অ্যাশলির মুখ থেকে ধীরে ধীরে মুছে গেল রঙ। 'আমি কী কাজ করেছি—? তোমার কি ধারণা আমি—?'

'নেভার মাইন্ড,' দ্রুত বলে উঠল শেন। 'আর কিছু বলতে হবে না। অ্যাটর্নি ছাড়া আর কারও সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা না-বলাই মঙ্গল।'

অ্যাশলি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জায়গায়, স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ শেনের দিকে। শেন বিশ্বাস করছে অ্যাশলি দোষী। 'তুমি এখানে কেন এসেছ?'

'আ—আমি কথাটা বলতে চাইনি, অন্তত এ—এ পরিস্থিতিতে। আ—কোম্পানি—তোমাকে চাকরিচ্যুত করেছে। মানে—স্বাভাবিকভাবেই আমরা এরকম কিছুর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারি না। খবরের কাগজগুলো বলে দিয়েছে তুমি গ্লোবালের চাকরি করো। এতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ব্যাপারটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ তুমি। এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোনও বিষয় জড়িত নেই।'

সান হোসের পথে গাড়ি চালাতে চালাতে ডেভিড সিঙ্গার ঠিক করে ফেলল সে অ্যাশলি পিটারসনকে কী কী বলবে। সে অ্যাশলির কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করার

পরে সেগুলো জানিয়ে দেবে দেশের অন্যতম সেরা ক্রিমিনাল ডিফেন্স লইয়ার জেসি কুইলারকে। অ্যাশলিকে কেউ সাহায্য যদি করতে পারে তো একমাত্র জেসিই পারবে।

শেরিফ ডাউলিং-এর অফিসে ঢুকল ডেভিড। শেরিফকে নিজের কার্ড দেখিয়ে বলল, 'আমি একজন অ্যাটর্নি। আমি অ্যাশলি প্যাটারসনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—'

'সে আপনাকে আশা করছে।'

অবাক হল ডেভিড, 'আশা করছে?'

'হুঁ,' শেরিফ ডাউলিং এক ডেপুটির দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালেন। ডেপুটি ডেভিডকে বলল, 'এই পথে আসুন।' সে ডেভিডকে নিয়ে ভিজিটর্স রুমে চলে এল। কয়েক মিনিট পরে অ্যাশলিকে নিয়ে আসা হল তার সেল থেকে।

অ্যাশলি প্যাটারসনকে বহু আগে একবার দেখেছিল ডেভিড। তখন সে অ্যাশলির বাবার গাড়ির ড্রাইভারি করে। মেয়েটিকে প্রথম দর্শনেই তার সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী মনে হয়েছিল। অ্যাশলির সৌন্দর্যে একটুও ভাঁটা পড়েনি, তবে চোখে ফুটে রয়েছে রাজ্যের ভয়। অ্যাশলি ডেভিডের সামনের চেয়ারে বসল।

'হ্যালো অ্যাশলি। আমি ডেভিড সিঙ্গার।'

'আমার বাবা বলেছিলেন আপনি আসবেন,' তার গলার স্বর কাঁপছে।

'আমি কয়েকটি প্রশ্ন করার জন্য এসেছি।'

মাথা দোলাল অ্যাশলি।

'প্রশ্ন করার আগে একটা কথা বলে নিই, আপনি আমাকে মন খুলে সমস্ত কথা বলতে পারবেন। বিষয়টি শুধু আমার এবং আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে আমি সত্যিকথাটা জানতে চাই।' বিরতি দিল ডেভিড। এভাবে কথাগুলো বলতে চায়নি ও, কিন্তু জেসি কুইলারকে কেস নিতে বললে সে সবকিছু জানতে চাইবে। 'আপনি ওই লোকগুলোকে খুন করেছেন?'

'না!' দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলল অ্যাশলি। 'আমি নির্দোষ।'

ডেভিড পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করল। ওতে চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করল, 'জিম ক্লিয়ারি নামে এক যুবকের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ছিল?'

'জ্বি। আমরা—আমাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। জিমের কোনও ক্ষতি করার প্রশ্নই নেই। আমি ওকে ভালোবাসতাম।'

ডেভিড অ্যাশলির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল, তারপর আবার চোখ ফেরাল কাগজে। 'আর ডেনিশ টিবল?'

'আমি আর ডেনিশ একই কোম্পানিতে কাজ করতাম। যে-রাতে সে খুন হয় সে-রাতে তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তবে খুনের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি শিকাগো ছিলাম।'

ডেভিড অ্যাশলির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমার কথা বিশ্বাস করুন। আ—আমি ওকে খুন করিনি।'

ডেভিড বলল, 'আচ্ছা,' কাগজে আবার ঘুরে এল দৃষ্টি।

'জাঁ ক্লদ প্যারেন্টের সঙ্গে আপনার কী ধরনের সম্পর্ক ছিল?'

'পুলিশ তার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আমি জীবনেও তার নাম শুনিনি। যে লোককে চিনিই না তাকে আমি খুন করব কীভাবে?' ডেভিডের দিকে অনুনয় নিয়ে তাকাল অ্যাশলি। 'আপনি বুঝতে পারছেন না? ওরা ভুল মানুষকে গ্রেফতার করেছে।' কাঁদতে লাগল ও। 'আমি কাউকে খুন করিনি।'

'রিচার্ড মেলটন?'

'আমি ওকেও চিনি না।'

অ্যাশলির কান্না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ডেভিড। 'আর ডেপুটি ব্লেক?'

মাথা নাড়ল অ্যাশলি। 'ডেপুটি ব্লেক সে-রাতে আমাকে পাহারা দেয়ার জন্য আমার বাড়িতে ছিলেন। একজন আমার পিছু নিয়েছিল এবং হত্যার হুমকি দিচ্ছিল। আমি বেডরুমে ঘুমাই, ব্লেক ঘুমান লিভিংরুমের কাউচে! ওরা–ওরা তাঁর লাশ খুঁজে পায় গলির মধ্যে।' ঠোঁট কাঁপছে মেয়েটির। 'আমি কেন তাঁকে খুন করতে যাব? উনি তো আমাকে সাহায্য করছিলেন।'

ডেভিড অ্যাশলিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে দেখছে। *কোথাও মস্ত একটা ভজকট আছে,* ভাবল ডেভিড। *হয় মেয়েটা সত্যিকথা বলছে নতুবা এ এক পাকা অভিনেত্রী।* সিধে হল ডেভিড।

'আমি আবার আসব। শেরিফের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

দুই মিনিট পরে শেরিফের অফিসে ঢুকল ডেভিড।

'মেয়েটার সঙ্গে কথা হয়েছে?' জানতে চাইলেন শেরিফ ডাউলিং।

'হুঁ। আপনি বোধহয় ভুল করেছেন, শেরিফ।'

'মানে।'

'মানে গ্রেফতার করতে আপনার আর তর সইছিল না। আপনি অ্যাশলি প্যাটারসনের বিরুদ্ধে যাদেরকে হত্যার অভিযোগ এনেছেন, এদের অন্তত দুজনকে সে চিনতই না।'

মৃদু হাসির রেখা শেরিফের ঠোঁটের কোণে। 'ও আপনাকেও বোকা বানিয়েছে, না? ও আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছিল।'

'মানে?'

'দেখাচ্ছি আপনাকে।' শেরিফ ডেস্কে রাখা একটি ফাইল-ফোল্ডার খুলে ডেভিডকে কয়েকটি কাগজ দিলেন। 'এগুলো করোনার, এফবিআই, ডিএনএ এবং ইন্টারপোল রিপোর্ট। যে পাঁচজন মানুষ খুন হয়েছে এবং যাদের অঙ্গচ্ছেদন করা হয়েছে তাদের ওপর রিপোর্টগুলো। খুন হওয়ার আগে প্রতিটি ভিক্টিম একজন নারীর সঙ্গে সেক্স করেছে। আমরা প্রতিটি লাশের গায়ে ভ্যাজাইনাল ট্রেস এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছি। দেখলে মনে হয় এর সঙ্গে তিনজন আলাদা নারী জড়িত। এফবিআই সমস্ত এভিডেন্স জোগাড় করে কী পেয়েছে, জানেন? তিনজন নারী আলাদা কেউ নয়, ওটা আসলে একজন এবং সে অ্যাশলি প্যাটারসন। প্রতিটি

খুনের সঙ্গে তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ডিএনএ মিলে যায়।'

অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ডেভিডের। 'বলছেন কী!'

'ঠিকই বলছি। ওই মেয়ে যাদেরকে খুন করেছে তাদের মধ্যে আমার বোন-জামাইও আছে। অ্যাশলি প্যাটারসনের বিরুদ্ধে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারের অভিযোগ আনা হবে এবং সে অবশ্যই দোষী সাব্যস্ত হবে। আর কিছু?'

'হ্যাঁ।' গভীর দম নিল ডেভিড। 'আমি অ্যাশলি প্যাটারসনের সঙ্গে আবার কথা বলব।'

ভিজিটর্স রুমে আবার নিয়ে আসা হল ডেভিডকে। অ্যাশলি ভেতরে ঢোকার পরে ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল ডেভিড, 'আপনি আমার কাছে মিথ্যা বললেন কেন?'

'কী! আমি আপনার কাছে মিথ্যা বলতে যাব কেন? আমি নিরপরাধ। আমি–'

'আপনাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করানোর মতো প্রচুর প্রমাণ ওদের কাছে আছে। আমি বলেছিলাম আমাকে সত্যকথা বলবেন।'

অ্যাশলি ঝাড়া এক মিনিট তাকিয়ে থাকল ডেভিডের দিকে। যখন কথা বলল, শান্ত শোনাল কণ্ঠ। 'আমি আপনাকে সত্যিকথাই বলেছি। আমার আর বলার কিছু নেই।'

ডেভিড ভাবল মেয়েটা মুখে যা বলছে অন্তরেও তাই বিশ্বাস করছে। আমি আসলে পাগলের কেসে জড়িয়ে পড়েছি। জেসি কুইলারকে কী বলব?

'আপনি মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলবেন?'

'আমি জানি না—হ্যাঁ। যদি আপনি মনে করেন কথা বলা দরকার তাহলে বলব।

'আমি ব্যবস্থা করছি।'

সানফ্রান্সিসকো মেমোরিয়াল হাসপাতালে সতীর্থ ডাক্তাররা সান্ত্বনা দিচ্ছেন ড. প্যাটারসনকে।

'ব্যাপারটা সত্যি লজ্জার, স্টিভেন। তোমার কপালে এরকম দুরবস্থা ছিল কল্পনাও করিনি...'

'জানি, মস্ত একটা বোঝা কাঁধে চেপে আছে তোমার। তোমার জন্য যদি কিছু করার থাকে তো বলো...'

'আজকালকার ছেলেমেয়েদের বুঝি না। অ্যাশলিকে সবসময় দেখেছি শান্ত, ভদ্র একটি মেয়ে...'

তবে প্রতিটি সান্ত্বনার পেছনে সবার একটা ভাবনাই ছিল : *ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ওটা আমার মেয়ে নয়।*

ডেভিড ল ফার্মে ফিরেই জোসেফ কিনকেডের সঙ্গে দেখা করতে ছুটল।

কিনকেড বললেন, 'ছ'টা বাজে, ডেভিড। তবে তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। ড. প্যাটারসনের মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'জ্বি।'

'তার পক্ষে লড়াই করার জন্য অ্যাটর্নির বন্দোবস্ত করেছ?'

জবাব দিতে ইতস্তত করল ডেভিড। 'এখনও করিনি, জোসেফ। ওকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাব। সকালে ওর সঙ্গে আবার কথা বলব।

বিস্মিত দেখাল জোসেফ কিনকেডকে। 'আচ্ছা? তুমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ছ কেন! আমরা চাই না এরকম নোংরা একটা মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ো।'

'আমি ঠিক সেভাবে জড়িয়ে পড়ছি না, জোসেফ। মেয়েটির বাবার কাছে আমার বিরাট একটা ঋণ আছে। তাঁকে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমি।'

'লিখিত কিছু দাওনি নিশ্চয়?'

'না।'

'তাহলে এ শুধু বিবেকের তাড়না?'

ডেভিড কড়া করে কিছু জবাব দিতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। 'হ্যাঁ, শুধু বিবেকের তাড়না।'

'বেশ। মিস প্যাটারসনের সঙ্গে কথা শেষ হওয়ার পরে এসো। আমরা তখন কথা বলব।'

পার্টনারশিপ নিয়ে একটি বাক্য বিনিময়ও হল না।

ডেভিড সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরে দেখল অ্যাপার্টমেন্ট অন্ধকার।

'সান্ড্রা?'

কোনও সাড়া নেই। ডেভিড হলওয়ের আলো জ্বালাতে শুরু করেছে, কিচেন থেকে বেরিয়ে এল সান্ড্রা, হাতে কেক, চারপাশে মোমবাতি সাজানো।

'সারপ্রাইজ! আমরা মজা–' ডেভিডের মুখ দেখে মাঝপথে থেমে গেল সান্ড্রা। 'কী হয়েছে, ডার্লিং? তুমি ওটা পাওনি, ডেভিড? ওরা কি অন্য কাউকে পদটা দিয়ে দিয়েছে?'

'না, না,' বউকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল ডেভিড। 'সব ঠিক আছে।'

কেক নামিয়ে রাখল সান্ড্রা, স্বামীর গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

'কী হয়েছে?'

'এই একটু দেরি হবে আর কী!'

'জোসেফ কিনকেডের সঙ্গে আজ তোমার মিটিং হয়নি?'

'হয়েছে। বসো, হানি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

কাউচে বসল ওরা। ডেভিড বলল, 'অপ্রত্যাশিত একটি ঘটনা ঘটেছে। আজ সকালে স্টিভেন প্যাটারসন এসেছিলেন আমার কাছে।'

'আচ্ছা? কীজন্য?'

'তাঁর মেয়ের পক্ষে লড়াই করতে বলছেন।'

বিস্মিত দেখাল সান্ড্রাকে। 'কিন্তু, ডেভিড, তুমি তো...'

'আমি জানি। কথাটা তাঁকে বোঝানোরও চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি তো

ক্রিমিনাল ল প্রাকটিস করেছি।'

'কিন্তু এখন তো আর করছ না। তুমি ওনাকে বলোনি তোমার ফার্মের পার্টনার হতে যাচ্ছ?'

'না। তিনি গোঁ ধরে আছেন তাঁর মেয়ের জন্য আমাকেই ফাইট করতে হবে। এসবের কোনও মানে হয়? আমি জেসি কুইলারের কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু উনি আমার কথা শুনতেই চাননি।'

'ওনাকে অন্য কোনও উকিল দেখতে হবে।'

'অবশ্যই। বলেছিলাম তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথা বলব। বলেছি।'

সান্ড্রা কাউচে বসে পিঠ খাড়া করল। 'মি. কিনকেড বিষয়টি জানেন?'

'হ্যাঁ। তাঁকে বলেছি আমি। তবে কথাটা শুনে খুশি হতে পারেননি।' ডেভিড কিনকেডের কণ্ঠ নকল করল, 'আমরা চাই না এরকম নোংরা একটা মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ো।'

'ড. প্যাটারসনের মেয়ের কী অবস্থা?'

'ডাক্তারি ভাষায় তার অবস্থা ফ্রুটকেকের মতো।'

'আমি ডাক্তার নই,' বলল সান্ড্রা। 'মানে কী একথার?'

'এর মানে হল নিজেকে সে নির্দোষ ভাবছে।'

'ও নির্দোষ হতে পারে না?'

'কুপেরটিনোর শেরিফ মেয়েটার ওপর লেখা ফাইল দেখিয়েছেন আমাকে। তার ডিএনএ এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট মার্ডার সিনের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়।'

'তুমি এখন কী করবে?'

'আমি রয়েস সালেমকে ফোন করেছি। উনি মনোবিজ্ঞানী। অ্যাশলিকে পরীক্ষা করে দেখবেন এবং রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন মেয়েটার বাবার কাছে। ড. প্যাটারসন ইচ্ছে করলে আরেকজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে পারেন অথবা যে অ্যাটর্নি কেসের দেখভাল করবে তার কাছেও রিপোর্ট দিতে পারেন।'

'আচ্ছা,' স্বামীর চিন্তিত মুখটা দেখছে সান্ড্রা। 'মি. কিনকেড পার্টনারশিপ নিয়ে কোনও কথা বলেননি, ডেভিড?'

মাথা নাড়ল ডেভিড। 'না।'

সান্ড্রা হাসি-হাসি মুখ করে বলল, 'উনি বলবেন। হয়তো কালকেই বলবেন।'

ড. রয়েস সালেম লম্বা, রোগা, থুতনিতে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতো দাড়ি।

'জেসি প্রায়ই তোমার কথা বলে,' বললেন ড. সালেম। 'তোমাকে সে খুব পছন্দ করে।'

'আমিও তাকে খুব পছন্দ করি, ড. সালেম।'

'প্যাটারসন কেসটি খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। নিঃসন্দেহে কোনও সাইকোপ্যাথের কাজ। তুমি কি ইনস্যানিটির আর্জি করবে?'

'আসলে,' বলল ডেভিড, 'আমি এ কেসটি নিচ্ছি না। মেয়েটির জন্য অ্যাটর্নি

নিয়োগের আগে ওর মানসিক অবস্থাটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।' ডেভিড অ্যাশলি সম্পর্কে যেটুকু জানে বলে দিল ড. সালেমকে। 'মেয়েটি বলছে সে নির্দোষ, কিন্তু এভিডেন্স দেখাচ্ছে সে খুনগুলো করেছে।'

'ঠিক আছে। ভদ্রমহিলার একটি সাইকি টেস্ট করব।'

সম্মোহনের সেশনের জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হল সান্তা ক্লারা কাউন্টি জেলের একটি ইন্টারোগেশন কক্ষে। ঘরে আসবাব বলতে আয়তাকার একটি কাঠের টেবিল আর খান-চারেক কাঠের চেয়ার।

বিবর্ণ এবং ম্লান অ্যাশলিকে নিয়ে ঘরে ঢুকল এক মেট্রন।

'আমি বাইরে আছি,' বলে চলে গেল সে।

ডেভিড বলল, 'অ্যাশলি, ইনি ড. সালেম। অ্যাশলি প্যাটারসন।'

ড. সালেম বললেন, 'হ্যালো, অ্যাশলি।'

দাঁড়িয়ে থাকল অ্যাশলি, বিচলিত ভঙ্গিতে ওদেরকে দেখছে, মুখে রা নেই। ডেভিডের মনে হল সুযোগ পেলেই ছুট দেবে অ্যাশলি।

'মি. সিঙ্গার আমাকে বলেছেন সম্মোহিত হতে আপনার কোনও আপত্তি নেই।'

নীরবতা।

ড. সালেম বলে চললেন, 'আমি কি আপনাকে সম্মোহিত করতে পারি, অ্যাশলি?'

চোখ বুজল অ্যাশলি এক সেকেন্ডের জন্য, মাথা ঝাঁকাল।

'হ্যাঁ।'

'তা হলে শুরু করি?'

'আমার কাজ আছে,' বলল ডেভিড, 'আমি—'

'এক মিনিট,' ড. সালেম হেঁটে গেলেন ডেভিডের কাছে। 'তুমি থাকো।'

ডেভিড দাঁড়িয়ে রইল নিরুপায় হয়ে। বুঝতে পারছে এর মধ্যে বড্ডবেশি জড়িয়ে পড়েছে সে। তবে আর না-জড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল ও। আজকেই শেষ।

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল ডেভিড। তার অফিসে ফেরার তাড়া, কারণ কিনকেডের সঙ্গে পার্টনারশিপ নিয়ে অসমাপ্ত কথা সমাপ্ত করতে হবে।

ড. সালেম অ্যাশলিকে বললেন, 'চেয়ারটাতে বসুন না।'

বসল অ্যাশলি।

'তোমাকে আগে কখনও কেউ সম্মোহন করেছে, অ্যাশলি?'

সরাসরি 'তুমি'তে চলে এলেন মনোবিজ্ঞানী।

একটু ইতস্তত করে ডানে বামে মাথা নাড়ল অ্যাশলি। 'না।'

'এটা কঠিন কোনও ব্যাপার না, তুমি শুধু শিথিল করে দেবে শরীর এবং আমার কণ্ঠ শুনবে। ভয়ের কিছু নেই। কেউ তোমাকে আঘাত করবে না। তোমার শরীরের পেশিগুলো ঢিলে করে দাও। বেশ। জাস্ট রিলাক্স। মনে করো তোমার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ। তোমার

শরীর ক্লান্ত, খুবই ক্লান্ত। তোমার এখন যা দরকার তা হল ঘুম। চোখ বোজো এবং শিথিল করে দাও শরীর। তোমার ঘুম আসছে...ঘুম...'

ওকে সম্মোহিত করতে দশ মিনিট সময় লাগল। ড. সালেম হেঁটে এলেন অ্যাশলির কাছে। 'অ্যাশলি, তুমি জানো তুমি কোথায়?'

'হ্যাঁ। আমি জেলখানায়।' অ্যাশলির কণ্ঠ কেমন ফাঁকা এবং অপার্থিব শোনাল, যেন ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে।

'তুমি কেন জেলে আছ তা জানো?'

'লোকের ধারণা আমি খারাপ কোনও কাজ করেছি।'

'কথা কি সত্য? তুমি খারাপ কোনও কাজ করেছ?'

'না।'

'অ্যাশলি তুমি কাউকে কখনও হত্যা করেছ?'

'না।'

ডেভিড বিস্মিত হয়ে তাকাল ড. সালেমের দিকে। *মানুষ সম্মোহিত অবস্থায় না সত্যকথা বলে?*

'কে খুনগুলো করতে পারে বলে তোমার কোনও ধারণা আছে?'

হঠাৎ বিকৃত হয়ে গেল অ্যাশলির চেহারা, জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল। শক্ত হয়ে উঠল ঠোঁট, খাড়া হয়ে বসল অ্যাশলি। চেহারা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। চোখ মেলে চাইল অ্যাশলি। ঝকমক করছে তারা। ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওরা দুজন। এরকম শারীরিক পরিবর্তন আশা করেনি কেউ। হঠাৎ সুমধুর কণ্ঠে, ব্রিটিশ উচ্চারণে গান ধরল অ্যাশলি—

Half a pound of tupenny rice
Half a puond of treacle
Mix it up and make it nice
Pop! goes the weasel.

আশ্চর্য হয়ে গান শুনল ডেভিড। *অ্যাশলি কাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে? ও অন্য কেউ হওয়ার ভান করছে।*

'তোমাকে আমি আরও কিছু প্রশ্ন করতে চাই, অ্যাশলি।'

ঝট করে মাথা তুলল অ্যাশলি, ব্রিটিশ উচ্চারণে বলল, 'আমি অ্যাশলি নই।'

ডেভিডের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন ড. সালেম। ফিরলেন অ্যাশলির দিকে। 'তুমি অ্যাশলি না হলে কে তুমি?'

'টনি। টনি প্রেসকট।'

অ্যাশলি কী সরল চেহারা নিয়ে এসব বলছে। ভাবল ডেভিড।

এই ঢঙের খেলা আর কতক্ষণ চলবে? মেয়েটা ওদের সময় নষ্ট করছে।

'অ্যাশলি,' ডাকলেন ড. সালেম।

'টনি।'

'ঠিক আছে, টনি। আমি চাই–'

'আমি কী চাই তা শুনুন। এ ছাতার জায়গা থেকে আমি বেরুতে চাই। আমাদেরকে বের করে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'এটা নির্ভর করবে,' বললেন ড. সালেম। 'তুমি কী জানো–'

'ওই ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না ঢঙ্গিটা কাকে খুন করেছে সে সম্পর্কে তো? আমি আপনাদেরকে বলছি শুনুন–'

অ্যাশলির চেহারায় আবার ভাঙচুর শুরু হল। সে কুঁকড়ে গেল চেয়ারে। মুখখানা নরম হয়ে উঠল। যেন আলাদা এক মানুষে রূপান্তর ঘটল তার।

ইটালিয়ান অ্যাকসেন্টে, নরম গলায় বলল সে, 'টনি...আর কিছু বোলো না।'

হতবুদ্ধি হয়ে ওকে দেখছে ডেভিড।

'টনি!' কাছে গেলেন ড. সালেম।

নরম কণ্ঠটি বলল, 'কথার মাঝখানে বাধা দেয়ার জন্য আমি দুঃখিত, ড. সালেম।'

ড. সালেম জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?'

'আমি অ্যালেট। অ্যালেট পিটার্স।'

মাই গড, এ তো অভিনয় নয়, ভাবল ডেভিড। *এ বাস্তব।* সে ড. সালেমের দিকে ফিরল।

মৃদু গলায় ড. সালেম বললেন, 'ওরা অল্টার।'

ডেভিড হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। 'ওরা কী?'

'পরে ব্যাখ্যা করব।'

অ্যাশলির দিকে ফিরলেন ড. সালেম। 'অ্যাশলি...মানে অ্যালেট... তোমরা–তোমরা ক'জন আছ এখানে?'

'অ্যাশলি ছাড়া, শুধু টনি আর আমি,' জবাব দিল অ্যালেট।

'তোমার কথায় ইটালিয়ান ছাপ আছে।'

'জ্বি। আমার জন্ম রোমে। আপনি কখনও রোমে গেছেন?'

'না। কখনও রোমে যাইনি।'

যা শুনছি বিশ্বাস হচ্ছে না আমার, মনে মনে বলল ডেভিড।

'এ মোলটো বেল্লো।'

'তুমি টনিকে চেনো?'

'সি, ন্যাচারালমেন্তে।'

'ওর উচ্চারণ ব্রিটিশদের মতো।'

'টনির জন্ম লন্ডনে।'

'ঠিক, অ্যালেট। তোমাকে এই খুনগুলো নিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। তোমার কোনও ধারণা আছে কে–?'

ডেভিড এবং ড. সালেম দেখলেন অ্যাশলির চেহারা এবং ব্যক্তিত্বে আবার রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছে। মেয়েটি একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি, তবে ওরা

বুঝতে পারছেন অ্যালেটের এখন টনিতে রূপান্তর ঘটেছে।

'আপনারা খামোকা ওকে নিয়ে সময় নষ্ট করছেন।'

ব্রিটিশ উচ্চারণে বলা হল কথাগুলো।

'অ্যালেট কিছুই জানে না। কথা বলতে হলে আমার সঙ্গে বলুন।'

'ঠিক আছে, টনি। তোমার সঙ্গেই কথা বলব। তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

'তা তো চাইবেনই। তবে আমি খুব ক্লান্ত।' হাই তুলল সে।

'মিস ডাঁশা পাছা আমাদেরকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছে। আমার এখন একটু ঘুমানো দরকার।'

'এখন না, টনি। আমার কথা শোনো। আমাদেরকে তুমি সাহায্য করো—'

শক্ত হয়ে গেল মেয়েটির মুখ। 'আমি আপনাদেরকে সাহায্য করতে যাব কোন্ দুঃখে? ঢঙ্গি মাগী অ্যালেট কিংবা আমার জন্য কী করেছে? বরং আমাদেরকে মজা করতেও দেয়নি। আমি ওর কথা শুনতে চাই না। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' রীতিমতো চেঁচাচ্ছে সে, বিকৃত হয়ে যাচ্ছে চেহারা।

ড. সালেম বললেন, 'আমি ওকে সম্মোহনের স্তর থেকে তুলে আনছি।'

দরদর করে ঘামছে ডেভিড। 'আনুন।'

অ্যাশলির কাছ ঘেঁষে এলেন ড. সালেম। 'অ্যাশলি...অ্যাশলি...সবকিছু ঠিক আছে। এখন চোখ বোজো। তোমার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। খুব ভারী। তোমার মনে নিবিড় শান্তি। তোমার গোটা শরীর শিথিল হয়ে গেছে। আমি এক থেকে পাঁচ গুনব, এর মধ্যে তুমি জেগে উঠবে। এক...' তিনি ডেভিডের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ফিরলেন অ্যাশলির দিকে। 'দুই...'

অ্যাশলি নড়াচড়া করতে লাগল। ওর চেহারার অভিব্যক্তি বদলে যাচ্ছে।

'তিন...'

মুখখানা নরম হয়ে উঠল।

'চার...'

চেতনা ফিরে পাচ্ছে অ্যাশলি।

'পাঁচ।'

চোখ মেলে চাইল অ্যাশলি। তাকাল ঘরের চারপাশে।

'আমার মনে হচ্ছে—আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?'

ডেভিড হাঁ করে তাকিয়ে আছে অ্যাশলির দিকে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন ড. সালেম।

অ্যাশলি ফিরল ডেভিডের দিকে। 'আমি কি কিছু বলেছি? মানে... আপনাদের কোনও কাজে আসতে পেরেছি কি?'

মাই গড, ভাবছে ডেভিড, ও জানেও না ও কী বলেছে! সত্যি জানে না! মুখে বলল, 'বলেছ, অ্যাশলি। আমি ড. সালেমের সঙ্গে একাকী কথা বলব।'

'ঠিক আছে।'

'পরে আবার দেখা হবে।'

মেট্রন এসে নিয়ে গেল অ্যাশলিকে।

ডেভিড ধপ করে বসে পড়ল একটি চেয়ারে। 'এ—এসব হচ্ছে কী?'

গভীর দম নিলেন ড. সালেম। 'আমি এতদিন ধরে প্রাকটিস করছি কিন্তু এরকম ক্লিয়ার-কাট কেস জীবনে দেখিনি।'

'কী কেস বললেন?'

'তুমি কখনও মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের কথা শুনেছ?'

'কী সেটা?'

'এক শরীরে নানান ব্যক্তিত্বের মানুষের বাস। একে ডিসোসিয়েটিভ আইডেনটিটি ডিজঅর্ডারও বলে। মনোবিজ্ঞান সাহিত্যে এ-বিষয়টি নিয়ে দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে পড়ানো হচ্ছে। শৈশবের ট্রমা থেকে এর উৎপত্তি। ভিক্টিম আরেকটি আইডেনটিটি সৃষ্টির মাধ্যমে এই ট্রমা থেকে মুক্তি পেতে চায়। মাঝে মাঝে একজন মানুষের ডজনখানেক পার্সোনালিটি কিংবা অল্টার থাকে।'

'এবং তারা একে অন্যের সম্পর্কে জানে?'

'মাঝে মাঝে, হ্যাঁ। মাঝে মাঝে, না। টনি এবং অ্যালেট পরস্পরকে জানে। অ্যাশলি এদের কারও অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। হোস্ট ট্রমার যন্ত্রণা সইতে পারে না বলে অল্টার বা বিকল্প তৈরি করে। এটা হল যন্ত্রণা থেকে মুক্তির একটি উপায়। প্রতিবার যখনই নতুন একটা শক আসে, জন্ম নেয় নতুন অল্টার। অল্টাররা একে অন্যের কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম হতে পারে। কিছু অল্টার হয় নির্বোধ প্রকৃতির, কিছু বুদ্ধিমান। তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারে। তাদের রুচি এবং ব্যক্তিত্বও হয় আলাদা।'

'কত— কতজন এ-ধরনের মানুষ আছে?'

'গবেষণা বলছে, গোটা পপুলেশনের অন্তত একভাগ মানুষ মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারে ভুগছে। সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালের অন্তত কুড়ি শতাংশ রোগী থাকতে পারে এরকম।'

ডেভিড বলল, 'কিন্তু অ্যাশলিকে এমন স্বাভাবিক মনে হল—'

'মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারে ভোগা মানুষদেরকে স্বাভাবিকই মনে হয়, যতক্ষণ-না একজন অল্টারের আবির্ভাব ঘটে। হোস্ট চাকরি করতে পারে, তার সংসার থাকতে পারে, সে সাধারণ জীবনযাপন চালিয়ে যেতে পারে, তবে তাকে যে-কোনও সময় গ্রাস করে নিতে পারে অল্টার। একজন অল্টার এক ঘণ্টা, একদিন, এমনকি একহপ্তা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়, হোস্ট ভুলে যায় সময়, বিস্মৃত হয় স্মৃতি। যতক্ষণ অল্টার তাকে গ্রাস করে রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত এরকম ঘটে।'

'তাহলে অ্যাশলি, মানে হোস্ট কিছুই মনে করতে পারে না অল্টার কী করছে?'

'না।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে ডেভিড।

'মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হল ব্রাইডি

মার্ফিকে নিয়ে। এ ঘটনা থেকেই লোকে প্রথম এ-বিষয়ে জানতে পারে। তারপর থেকে এরকম ঘটনা বহু ঘটেছে, তবে মানুষ সেসব ঘটনার কথা খুব কমই জানতে পেরেছে।'

'এটা—এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।'

'এ বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে আমাকে অভিভূত করে রেখেছে। কিছু নির্দিষ্ট প্যাটার্ন থাকে যার কোনও পরিবর্তন হয় না। যেমন ধরো, অল্টাররা তাদের হোস্ট হিসেবে একই ইনিশিয়াল ঘনঘন ব্যবহার করে—অ্যাশলি প্যাটারসন...অ্যালেট পিটার্স...টনি প্রেসকট...। তুমি 'অল্টার ইগো'র কথা শুনেছ? আমাদের সবারই অল্টার ইগো বা মাল্টিপল পার্সোনালিটি আছে। এতে একজন হৃদয়বান মানুষ চরম নিষ্ঠুরের মতো কাজ করতে পারে। নির্দয় স্বভাবের মানুষ হয়ে ওঠে দয়ালু। মানবিক আবেগের অবিশ্বাস্য সীমার আসলে কোনও পরিসীমা নেই। ড. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড উপন্যাস হলেও বাস্তবতাকে নিয়ে লেখা।'

ডেভিডের মস্তিষ্কে চিন্তার ঝড় বইছে। 'অ্যাশলি যদি খুনগুলো করেও থাকে...'

'সে এ সম্পর্কে সচেতন নয়। কাজটা করেছে তার কোনও অল্টার।'

'মাই গড! এ ব্যাপারটা আমি কোর্টকে বোঝাব কী করে?'

ড. সালেম কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখলেন ডেভিডকে। 'তুমি না বললে তুমি ওর উকিল হবে না?'

মাথা নাড়ল ডেভিড। 'আমি হব না। মানে ঠিক জানি না হব কিনা। এ মুহূর্তে আমি নিজেও মাল্টিপল পার্সোনালিটি হয়ে আছি।' একটুক্ষণ চুপ করে থাকল ও।

'এ রোগ সারানো যায়?'

'মাঝে মাঝে যায়।'

'সারানো না গেলে কী হয়?'

বিরতি। 'এ ধরনের কেসে আত্মহত্যার ঘটনার সংখ্যা সর্বাধিক।'

'আর অ্যাশলি এ বিষয়ে একদমই অবগত নয়?'

'না।'

'আপনি—আপনি কি বিষয়টি ওকে ব্যাখ্যা করে বলবেন?'

'অবশ্যই বলব।'

'না!' চিৎকার দিল অ্যাশলি। সেলের দেয়ালে যেন সেঁধিয়ে যেতে চাইল, আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ। 'আপনি মিথ্যাকথা বলছেন। এটা সত্যি নয়!'

ড. সালেম বললেন, 'এটাই সত্যি, অ্যাশলি। তোমার বিষয়টির মুখোমুখি হওয়া উচিত। তোমাকে তো বললামই যা ঘটেছে তার জন্য তুমি দায়ী নও। আমি—'

'আমার কাছে আসবেন না!'

'তোমাকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।'

'আমি মরতে চাই। আমি কীভাবে মরতে পারি সে রাস্তা বাতলে দিন।'

ফোঁপাতে লাগল অ্যাশলি।

ড. সালেম মেট্রনের দিকে তাকালেন। 'ওকে সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর সাবধান, ও কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টা করতে পারে।'

ডেভিড ফোন করল ড. প্যাটারসনকে। 'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'আমি তোমার ফোনের অপেক্ষা করছিলাম, ডেভিড। অ্যাশলির সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'হয়েছে। আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা করব?'

'আমার অফিসে চলে এসো।'

সানফ্রান্সিসকো যাওয়ার পথে ডেভিড ভাবল, *আমি এ কেস কিছুতেই নেব না। ভালো একজন ক্রিমিনাল অ্যাটর্নি জোগাড় করে দেব মেয়েটার জন্য। ব্যস্, আমার দায়িত্ব শেষ।*

অফিসে ডেভিডের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ড. প্যাটারসন। 'তুমি অ্যাশলির সঙ্গে কথা বলেছ?'

'জ্বি।'

'ও ঠিক আছে?'

এ প্রশ্নের কী জবাব দেব আমি? বুক ভরে শ্বাস টানল ডেভিড। 'আপনি মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের কথা শুনেছেন?'

ভুরু কুঁচকে গেল ড. প্যাটারসনের। 'আবছা আবছা শুনেছি...'

বিষয়টি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ডেভিড। শেষে যোগ করল, 'আপনার মেয়ে মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের রোগী।'

হতবাক হয়ে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার।

'কী বলছ তুমি! এ তো আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। তুমি ঠিক জানো?'

'ড. সালেম অ্যাশলিকে সম্মোহন করার সময় আমি ওখানে ছিলাম। ওর দুটি অল্টার আছে। বিভিন্ন সময় ওরা অ্যাশলিকে গ্রাস করে ফেলে।' দ্রুততর হয়ে উঠল ডেভিডের বলার ভঙ্গি। 'শেরিফ আপনার মেয়ের বিরুদ্ধে নানান প্রমাণ আমাকে দেখিয়েছেন। কোনও সন্দেহই নেই আপনার মেয়ে খুনগুলো করেছে।'

ড. প্যাটারসন বললেন, 'ওহ্, মাই গড! ও–ও তাহলে দোষী?'

'না। কারণ আমি বিশ্বাস করি না অ্যাশলি সচেতন অবস্থায় খুনগুলো করেছে। তার ওপর তার অল্টারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ছিল। অ্যাশলির খুন করার কোনও কারণই থাকতে পারে না। তার কোনও মোটিভ ছিল না। নিজের ওপর ছিল না কোনওরকম নিয়ন্ত্রণ। আদালত খুনের পেছনে অ্যাশলির কোনও উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা বের করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'তাহলে তোমার ডিফেন্স–'

ডেভিড বাধা দিল, 'আমি তাকে ডিফেন্স করতে যাচ্ছি না। আমি আপনার মেয়ের পক্ষে লড়াই করার জন্য জেসি কুইলারকে পাঠিয়ে দেব। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাবান ট্রায়াল লইয়ার। আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। এবং তিনি–'

'না,' তীক্ষ্ণ শোনাল ড. প্যাটারসনের কণ্ঠ। 'তুমি অ্যাশলির পক্ষে ডিফেন্স করবে।'

ধৈর্য ধরে রইল ডেভিড, 'আপনি বুঝতে পারছেন না। আমি ওকে ডিফেন্স করার জন্য সঠিক মানুষটি নই। ওর দরকার–'

'তোমাকে আগেই বলেছি একমাত্র তোমার ওপরেই আমার আস্থা আছে। আমার কাছে আমার মেয়ে একদিকে, বাকি দুনিয়া অন্যদিকে, ডেভিড। তুমিই ওর জীবন বাঁচাবে।'

'আমি পারব না। আমি–'

'অবশ্যই পারবে। তুমি ক্রিমিনাল অ্যাটর্নি ছিলে।'

'হ্যাঁ, তবে–'

'আমার অন্য কাউকে দরকার নেই,' ডেভিড বুঝতে পারছে বহু কষ্টে মেজাজ সামলে রাখছেন প্যাটারসন।

এর কোনও মানে হয় না, ভাবল ডেভিড। আবার চেষ্টা করল, 'জেসি কুইলার সেরা–'

সামনে ঝুঁকে এলেন ড. প্যাটারসন। ফর্সা মুখ লাল।

'ডেভিড, তোমার মা'র জীবন যেমন তোমার কাছে মূল্যবান ছিল, আমার মেয়ের জীবনও আমার কাছে তেমনই অমূল্য। তুমি একবার আমার সাহায্য চেয়েছিলে। তোমার মা'র জীবন তুলে দিয়েছিলে আমার হাতে। আমি এখন তোমার কাছে সাহায্য চাইছি। তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি অ্যাশলির জীবন। আমি চাই তুমি অ্যাশলির জন্য আদালতে লড়াই করবে। আমার কাছে তোমার একটা দেনা আছে সেকথা ভুলে যেয়ো না।'

এ লোক কিছুই শুনবেন না বুঝতে পারল ডেভিড। তবু শেষবার চেষ্টা করল। 'ড. প্যাটারসন–'

'হ্যাঁ, অথবা না, ডেভিড।'

তেরো

ডেভিড বাড়ি ফিরল। ওকে দেখে হেসে বলল সান্ড্রা, 'গুড ইভনিং, ডার্লিং।'

ওকে বাহুডোরে বাঁধল ডেভিড। ভাবল, মাই গড, আমার বউটা যে কী সুন্দর! কোন্ বোকা বলে গর্ভবতী নারীদের সুন্দর লাগে না?

সান্ড্রা উত্তেজিত গলায় বলল, 'বাচ্চাটা আজ আবার লাথি মেরেছে।'

ডেভিডের হাতটা নিজের পেটে রাখল। 'টের পাচ্ছ?'

ডেভিড বলল, 'নাহ্। বাঁদরটা চুপ করে আছে।'

'ভালো কথা, মি. ক্রাউথার ফোন করেছিলেন।'

'ক্রাউথার?'

'রিয়েল এস্টেট ব্রোকার। কাগজপত্র রেডি করে ফেলেছেন। এখন শুধু দস্তখতের অপেক্ষা।'

হঠাৎ মনটা দমে গেল ডেভিডের। 'ওহ্।'

'তোমাকে একটা জিনিস দেখাব,' উৎসাহী গলায় বলল সান্ড্রা। 'কোথাও যেয়ো না।'

বেডরুমে ঢুকে পড়ল সান্ড্রা। ডেভিড ওদিকে তাকিয়ে ভাবল, *আমি এখন কী করব? একটা কোনও সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।*

সান্ড্রা অনেকগুলো নীল ওয়ালপেপারের স্যাম্পল নিয়ে ঘরে ফিরল।

'আমরা নার্সারিটা নীলরঙে সাজাব। লিভিংরুমের রঙ হবে নীল এবং সাদা, তোমার প্রিয় রঙ। কোন্ কালারের ওয়ালপেপার তোমার পছন্দ, হালকা শেড নাকি ডার্ক?'

ডেভিড জোর করে এদিকে মনোনিবেশ করল। 'হালকাটাই বেশি ভালো লাগছে।'

'আমারও। তবে মুশকিল হল কার্পেটের রঙ হবে গাঢ় নীল। ম্যাচ করবে?'

পার্টনারশিপের আশা আমি ছেড়ে দিতে পারি না। এজন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করেছি আমি।

'ডেভিড, তোমার কি মনে হয় এগুলো ম্যাচ করবে?'

সান্ড্রার দিকে তাকাল ডেভিড। 'কী? ও হ্যাঁ। তোমার পছন্দই আমার পছন্দ, হানি।'

'আমার এত খুশি লাগছে। দারুণ দেখাবে বাড়িটি।'

কিন্তু পার্টনারশিপ না পেলে ওই বাড়ি কেনা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

সান্ড্রা ছোট অ্যাপার্টমেন্টটির চারপাশে চোখ বুলাল। 'এখানকার কিছু ফার্নিচার ব্যবহার করা যাবে, তবে নতুন অনেকগুলো আসবাব কিনতে হবে।' স্বামীর দিকে তাকাল সে। 'নতুন ফার্নিচার তো কিনতে পারবে ডার্লিং, পারবে না? আমার অবশ্য খুব বেশি দামি ফার্নিচারের দরকার নেই।'

'আচ্ছা,' অন্যমনস্ক সুর ডেভিডের কণ্ঠে।

ডেভিডের কাঁধে মাথা রাখল সান্ড্রা। 'সম্পূর্ণ নতুন একটা জীবন শুরু হবে আমাদের না? বাচ্চা, পার্টনারশিপ, পেন্থহাউজ। আমি আজ ওখানে গিয়েছিলাম। খেলার মাঠ এবং স্কুল দেখতে। খেলার মাঠটি চমৎকার। প্রচুর খেলার উপকরণ আছে। তুমি শনিবার আমার সঙ্গে চলো। দেখবে। জেফরির খুবই ভালো লাগবে।

কিনকেডকে হয়তো বোঝাতে পারব আমাকে পার্টনার করলে ফার্মের লাভই হবে।

'স্কুলটাও খুব সুন্দর। আমাদের ভবিষ্যৎ বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে।'

ডেভিড ভাবছে, ওর মনটাকে আমি ভেঙে দিতে পারব না। ওর স্বপ্ন আমি কেড়ে নিতে পারব না। আমি কাল সকালেই কিনকেডকে বলে দেব প্যাটারসনের কেস আমি নিচ্ছি না।

প্যাটারসন অন্য যে-কাউকে খুঁজে নিক।

'রেডি হয়ে নাও, ডার্লিং। কুইলারদের বাড়ি আটটার সময় যাওয়ার কথা।'

সত্য প্রকাশ করার মুহূর্ত উপস্থিত। আড়ষ্ট বোধ করল ডেভিড।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'বলো!'

'আজ সকালে অ্যাশলি প্যাটারসনের ওখানে গিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা! বলো তো শুনি। ও কি দোষী? ওই ভয়ংকর ঘটনাগুলো কি সত্যি সে ঘটিয়েছে?'

'হ্যাঁ এবং না।'

'লইয়ারদের মতো কথা বলছ। মানে কী একথার?'

'সে খুনগুলো করেছে...তবে সে দোষী নয়।'

'ডেভিড–!'

'অ্যাশলির একটি মানসিক সমস্যা আছে। একে বলে মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার। তার ব্যক্তিত্ব দ্বিখণ্ডিত, তাই সে নিজেও জানে না কী করছে।'

সান্ড্রা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। 'কী ভয়ংকর!'

'ওর মধ্যে আরও দুজন মানুষের বাস। এবং ওরা বাস্তব। অ্যাশলি অভিনয় করছে না।'

'এবং তার কোনও ধারণা নেই যে সে–'

'না।'

'তার মানে কী দাঁড়াল? সে দোষী নাকি নির্দোষ?'

'এটা আদালত সিদ্ধান্ত নেবে। ওর বাবা জেসি কুইলারের সঙ্গে কথা বলতে

চাচ্ছেন না। কাজেই অন্য কোনও আইনজীবী খুঁজে বের করতে হবে।'

'জেসিই তো সবচেয়ে ভালো। উনি কেন জেসির সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন না?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল ডেভিড। 'ড. প্যাটারসন চান আমি তাঁর মেয়ের পক্ষে লড়াই করি।'

'তুমি তাঁকে বলোনি যে তুমি পারবে না?'

'তা তো বলেইছি।'

'তো—!'

'কিন্তু উনি শুনতেই চাইলেন না।'

'উনি কী বলেছেন?'

মাথা নাড়ল ডেভিড। 'বাদ দাও এসব।'

'উনি কী বলেছেন?'

ডেভিড ধীরগলায় বলল, 'বললেন আমি তাঁকে বিশ্বাস করে আমার মা'র জীবন তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলাম এবং তিনি মাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। এখন তিনি আমাকে বিশ্বাস করে তাঁর মেয়ের জীবন আমার হাতে তুলে দিতে চান। বলছেন আমি যেন তাঁর মেয়ের জীবন রক্ষা করি।'

সান্ড্রা লক্ষ করছে স্বামীকে। 'তুমি পারবে ওনার মেয়ের জীবন রক্ষা করতে?'

'জানি না। কিনকেড চান না আমি কেসটা হাতে নিই। কেস হাতে নিলে পার্টনারশিপের আশা ত্যাগ করতে হবে।'

'ওহ্।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল দুজনে।

তারপর ডেভিড বলল, 'আমার সামনে করণীয় দুটো—আমি ড. প্যাটারসনকে সরাসরি 'না' বলে দিতে পারি এবং ফার্মের পার্টনার হতে পারি। অথবা আমি অবৈতনিক ছুটি নিয়ে তাঁর মেয়ের পক্ষে লড়াই করতে পারি।'

সান্ড্রা চুপচাপ শুনছে।

'অ্যাশলির কেস সামাল দেয়ার মতো যোগ্য লোকের অভাব নেই দেশে। কিন্তু বিচিত্র কোনও কারণে ড. প্যাটারসন তাদের কাছে যেতে চাইছেন না। জানি না কেন তিনি গোঁ ধরে আছেন : তার কাজটা আমাকেই করতে হবে। আমি যদি কেসটা নিই এবং পার্টনারশিপ না পাই, বাড়ি কেনার কথা ভুলে যেতে হবে। আমাদের অনেক পরিকল্পনা গলা টিপে হত্যা করতে হবে, সান্ড্রা।'

মৃদু গলায় সান্ড্রা বলল, 'বিয়ের আগে তুমি ড. প্যাটারসনের গল্প আমাকে বলতে। তিনি বিশ্বের ব্যস্ততম ডাক্তারদের একজন। অথচ তিনি সহায়-সম্বলহীন একটি ছেলেকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি তোমার হিরো ছিলেন, ডেভিড। তুমি বলেছ আমাদের ছেলে হলে তাকে স্টিভেন প্যাটারসনের মতো গড়ে তুলবে।'

মাথা ঝাঁকাল ডেভিড।

'তুমি কখন সিদ্ধান্ত নেবে?'

'কিনকেডের সঙ্গে আগে সকালে কথা বলি।'

ডেভিডের হাত ধরল সান্ড্রা। 'অত সময় নেয়ার দরকার নেই। ড. প্যাটারসন তোমার মাকে বাঁচিয়েছিলেন। তুমি তাঁর মেয়ের জীবন বাঁচাবে।' সে ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে হাসল। 'এ বাড়িটিকেই বরং আমরা নীল এবং সাদা রঙে রাঙিয়ে দেব।'

জেসি কুইলার দেশের সেরা ক্রিমিনাল ডিফেন্স অ্যাটর্নিদের অন্যতম। তিনি লম্বা, চোয়াড়ে চেহারা, সাদামাটা, চাকচিক্যহীন। ফলে তাঁকে জুরিদের নিজেদের লোক বলে মনে হয়। তাঁরা তাঁকে সাহায্য করতে চান। তিনি-যে মামলায় প্রায়ই জিতে যান, এটি তার একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে তাঁর অসম্ভব শক্তিশালী স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধিদীপ্ত মন।

গরমে ছুটি কাটাতে যাওয়ার বদলে কুইলার ওই সময় আইন-শেখার কাজে ব্যয় করেন, বছরকয়েক আগে ডেভিড তাঁর ছাত্র ছিল। ডেভিড গ্রাজুয়েশন শেষ করার পরে কুইলার তাকে নিজের ক্রিমিনাল ল ফার্মে কাজ করার আমন্ত্রণ জানান। বছরদুই পরে ফার্মের পার্টনার বনে যায় ডেভিড। ক্রিমিনাল ল প্রাকটিসের কাজটা উপভোগ করছিল সে। তবে পার্টনার হওয়ার তিন বছর পরে ডেভিড হঠাৎ করেই ফার্ম থেকে রিজাইন দিয়ে চলে আসে এবং কিনকেড, টার্নার, রোজ অ্যান্ড রিপ্লেতে কর্পোরেট ল নিয়ে কাজ শুরু করে।

ডেভিড এবং কুইলারের সঙ্গে অনেকদিন ধরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। তারা সস্ত্রীক হপ্তায় অন্ত ত একদিন ডিনার করে।

জেসি কুইলার লম্বা, তন্বী, স্বর্ণকেশী মেয়েদের ভালোবাসেন। এমিলির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরপর তার প্রেমে পড়ে যান জেসি। এমিলি আইওয়ার একটি ফার্মে কাজ করত—কুইলার যেসব মেয়ের সঙ্গে ডেট করেছেন তাদের একদম বিপরীত। এমিলি মাতৃসম নারী। তাদের রুচিতে অমিল থাকলেও সম্পর্কটা টিকে আছে তারা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসেন।

প্রতি মঙ্গলবার সিঙ্গার এবং কুইলার দম্পতি একত্রে ডিনার করে এবং লিভারপুল নামে জটিল একটি তাস খেলে।

সান্ড্রাকে নিয়ে ডেভিড হেস স্ট্রিটে কুইলারদের চমৎকার বাড়িতে যখন হাজির হল, জেসি নিজে এসে খুলে দিলেন দরজা। সান্ড্রাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভেতরে এসো। আমরা বরফের মধ্যে শ্যাম্পেন রেখে দিয়েছি। আজ তোমাদের খুব আনন্দের দিন, না? নতুন পেন্থহাউজ এবং পার্টনারশিপ।' ডেভিড এবং সান্ড্রা একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

‘এমিলি রান্নাঘরে। তোমাদের জন্য ডিনারের আয়োজন করছে।’

জেসি ওদের দিকে তাকালেন। ‘সেলিব্রেশন ডিনার। আমি কি একটু বেশি বলে ফেললাম?’

ডেভিড বলল, ‘না, জেসি। ইয়ে মানে আমাদের ছোট্ট একটি ঝামেলা হয়ে গেছে।’

‘এসো। ভেতরে এসো। ড্রিংক দিই?’ জেসি তাকালেন সান্ড্রার দিকে।

‘না, ধন্যবাদ। আমি বাচ্চাটার মধ্যে বদভ্যাস গড়ে তুলতে চাই না।’

‘ও খুব সৌভাগ্যবান। তোমাদের মতো বাবা-মা পাচ্ছে,’ আন্তরিক গলায় বললেন জেসি। ফিরলেন ডেভিডের দিকে। ‘তুমি কী খাবে?’

‘কিছু না।’ বলল ডেভিড।

সান্ড্রা পা বাড়াল কিচেনে। ‘যাই, এমিলিকে একটু সাহায্য করি গে।’

‘বসো, ডেভিড। তোমার চেহারাটা কেমন শুকনো লাগছে।’

‘একটা ঝামেলায় আছি,’ বলল ডেভিড।

‘পেন্টহাউজ নাকি পার্টনারশিপ নিয়ে?’

‘দুটোই।’

‘দুটোই?’

‘হ্যাঁ। প্যাটারসন কেসের কথা তো শুনেছ?’

‘অ্যাশলি প্যাটারসন? অবশ্যই। এর সঙ্গে তোমার কী—?’ থেমে গেলেন তিনি। ‘দাঁড়াও। দাঁড়াও। তুমি স্টিভেন প্যাটারসনের কথা বলেছ আমাকে ল স্কুলে পড়ার সময়। উনি তোমার মা’র প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।’

‘হ্যাঁ। উনি চাইছেন আমি যেন তাঁর মেয়ের কেসটা নিই। আমি কেসটা তোমাকে দিতে বলেছিলাম। কিন্তু উনি কোনও কথা শুনতে নারাজ। তার মেয়েকে আমারই ডিফেন্স করতে হবে।’

ভুরু কোঁচকালেন জেসি। ‘উনি জানেন না তুমি আর ক্রিমিনাল ল প্রাকটিস করছ না?’

‘জানেন। আর জেনেও আমাকে দিয়েই কাজটা করাতে চান বলে খটকা লাগছে। অথচ এ কেস আমার চেয়ে ভালো লড়তে পারবে এরকম উকিলের অভাব নেই এদেশে।’

‘উনি জানেন তুমি ক্রিমিনাল ডিফেন্স ল ইয়ার ছিলে?’

‘হ্যাঁ।’

সাবধানে জিজ্ঞেস করলেন কুইলার। ‘মেয়ের ব্যাপারে তাঁর ভাবনা কী?’

কী অদ্ভুত প্রশ্ন। ‘পৃথিবী একদিকে, তাঁর মেয়ে আরেক দিকে।’ বলল ডেভিড।

‘ঠিক আছে। ধরো তুমি কেসটা নিলে। সমস্যা হল—’

‘সমস্যা হল কিনকেড চান না কেসটা আমি নিই। নিলে পার্টনারশিপ হারাব।’

'আচ্ছা। তো, এর সঙ্গে পেন্থহাউজের সম্পর্ক কী?'

রাগত গলায় জবাব দিল ডেভিড, 'পার্টনারশিপের ওপর আমার গোটা ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কাজটা করা নির্বোধের মতো হয়ে যাবে।'

'তো এতে রাগের কী হল?'

গভীর দম নিল ডেভিড। 'কারণ কাজটা আমাকে করতে হচ্ছে। আমি যদি ডাক্তারকে মানা করে দিই এবং তার মেয়ে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তার ফাঁসি হয়ে যায়, এবং আমি যদি কোনও সাহায্য করতে না পারি, আ-আমি সারাজীবন বিবেকের দংশনে জ্বলব।'

'বুঝতে পারছি। সান্ড্রা কী বলে?'

মুখে চেষ্টাকৃত হাসি ফোটাল ডেভিড। 'তুমি তো সান্ড্রাকে চেনোই।'

'ইয়াহ্। ও নিশ্চয় তোমাকে কাজটা করতে বলেছে।'

'হুঁ।'

সামনে ঝুঁকলেন কুইলার। 'তোমার যা যা সাহায্য লাগে আমি করব, ডেভিড।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডেভিড। 'না। কাজটা আমাকে একাই করতে হবে। কারও সাহায্য নেয়া যাবে না।'

কপালে ভাঁজ পড়ল কুইলারের। 'মানে?'

'আমি ড. প্যাটারসনকে বিষয়টি ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। তিনি কারও কথা শুনতে রাজি নন।'

'কিনকেডকে জানিয়েছ?'

'সকালে তাঁর সঙ্গে আমার একটা মিটিং আছে।'

'কী ঘটবে বলে তোমার ধারণা?'

'আমি জানি কী ঘটবে। কিনকেড আমাকে উপদেশ দেবেন কাজটা যেন না নিই। যদি বলি কাজটা করব, তিনি আমাকে বিনাবেতনে ছুটি নিতে বলবেন।'

'কাল রুবিকনে এসো। একটার সময়। লাঞ্চ খেতে খেতে এ নিয়ে কথা বলা যাবে।'

মাথা দোলাল ডেভিড। 'আসব।'

কিচেন টাওয়েলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল এমিলি। ডেভিড এবং কুইলার উঠে দাঁড়াল।

'হ্যালো ডেভিড,' এমিলি ছুটে গেল ডেভিডের দিকে। চুমু খেল গালে।

'তোমাদের নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। ডিনার প্রায় রেডি। সান্ড্রা কিচেনে আমাকে সাহায্য করছে। খুব ভালো মেয়ে।' এমিলি একটা ট্রে নিয়ে কিচেনে দৌড়াল।

কুইলার ফিরলেন ডেভিডের দিকে। 'তোমরা আমাদের খুব কাছের মানুষ। তোমাকে একটা উপদেশ দিই শোনো। যা গেছে গেছে. তা নিয়ে আর দুশ্চিন্তা কোরো না।'

চুপচাপ বসে রইল ডেভিড, কিছু বলছে না।

'অনেকদিন তো হয়ে গেল, ডেভিড। আর যা ঘটেছে তাতে তোমার কোনও হাত ছিল না। ওটা যে-কারও জীবনে ঘটতে পারত।'

কুইলারের দিকে তাকাল ডেভিড। 'ঘটনাটা আমার জীবনে ঘটেছে, জেসি। আমি মেয়েটিকে খুন করেছি।'

ঘটনাটা কিছুতেই ভুলতে পারে না ডেভিড। মনে পড়ে যায় বারবার।

ওটা একটা Pro bono কেস ছিল। ডেভিড জেসি কুইলারকে বলেছিল, 'আমি এ কেস সামাল দিতে পারব।'

হেলেন উডম্যান ছিল এক সুন্দরী তরুণী। ধনী সৎমাকে হত্যার অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে। সমস্ত প্রমাণ চলে যাচ্ছিল হেলেনের বিরুদ্ধে। ডেভিড কারাগারে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে। তার মনে হয় হেলেন নির্দোষ। প্রতিটি সাক্ষাতে সে মেয়েটির সঙ্গে মানসিকভাবে ক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। সে বেসিক একটি আইনের কথা ভুলে গিয়েছিল : কখনও ক্লায়েন্টের প্রেমে পড়তে নেই।

ট্রায়াল ভালোই চলছিল। ডেভিড প্রসিকিউটরের প্রতিটি এভিডেন্স এক এক করে খণ্ডন করছিল। জুরিরা ক্রমে ডেভিডের ক্লায়েন্টের পক্ষে চলে যাচ্ছিলেন। হেলেনের অ্যালিবাই ছিল হত্যাকাণ্ডের সময় সে এক বন্ধুর সঙ্গে নাটক দেখছিল। আদালতে জেরার সময় তার বন্ধু বলে অ্যালিবাইটা মিথ্যা এবং এক সাক্ষী এসে বলে খুনের ঘটনা ঘটার সময় সে হেলেনকে অ্যাপার্টমেন্টে দেখেছে। হেলেনের ক্রেডিবিলিটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। জুরিরা তার বিরুদ্ধে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারের অভিযোগ আনেন এবং বিচারক রায়ে ওকে মৃত্যুদণ্ড দেন। ডেভিড হতাশায় ভেঙে পড়ে।

'তুমি এ কাজ করতে পারলে, হেলেন?' প্রশ্ন করেছিল ডেভিড। 'তুমি আমাকে মিথ্যা বললে কেন?'

'আমি আমার সৎমাকে খুন করিনি, ডেভিড। আমি যখন অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকি, তাকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখি। মৃত। আমার মনে হয়েছিল তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না। তাই নাটকে যাওয়ার গল্পটা বানিয়েছিলাম।'

সেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ডেভিড, চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল হেলেনের কথা বিশ্বাস করেনি সে।

'তোমাকে সত্যিকথাই বলছি, ডেভিড।'

'তাই কি?' বলে দুপদাপ পা ফেলে চলে গেছে ডেভিড।

সে রাতে আত্মহত্যা করে হেলেন।

এক হপ্তা পরে, একজন দাগী আসামি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং সে স্বীকার করে সে হেলেনের সৎমাকে খুন করেছে।

পরদিনই জেসি কুইলারের ফার্ম ছেড়ে দেয় ডেভিড। কুইলার ওকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

'এটা তোমার দোষ ছিল না, ডেভিড। সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে।'

'এজন্য আমিই দায়ী। আমি ঠিকমতো আমার দায়িত্ব পালন করিনি। ও আমাকে সত্যিকথা বলছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করিনি। আমি শুধু ওকে বিশ্বাস করতে চেয়েছি। আর এজন্যই মেয়েটাকে অকালে প্রাণ হারাতে হল।'

হপ্তাদুই পরে ডেভিড কিনকেড, টার্নার, রোজ অ্যান্ড রিপ্লেতে যোগ দেয়।

'আমি আর কোনওদিন কারও মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকব না,' কসম খেয়েছে ডেভিড।

আর এখন সে অ্যাশলি প্যাটারসনের পক্ষে লড়াই করতে যাচ্ছে।

চোদ্দ

পরদিন সকাল দশটায় ডেভিড ঢুকল জোসেফ কিনকেডের অফিসে। কিনকেড কয়েকটি কাগজে সই করছিলেন। ডেভিডের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন।

'অ, বসো। ডেভিড। আমার কাজ এখুনি শেষ হয়ে যাবে।'

বসল ডেভিড। কিনকেডের কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছে।

ভালো খবরটা কার জন্য? ভাবছে ও।

'এখানে তোমার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল, ডেভিড। এবং আমি জানি এ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করার মতো কোনও কাজ তুমি করবে না। তোমাকে নিয়ে ফার্মের বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে।'

চুপ করে আছে ডেভিড, কী বলবে ভাবছে।

কিনকেড বললেন, 'তো? তুমি ড. প্যাটারসনকে বলে দিয়েছ যে তাঁর জন্য আরেকজন লইয়ারের ব্যবস্থা করছ?'

'না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাঁর মেয়ের পক্ষে লড়াই করব।'

মুখের হাসি মুছে গেল কিনকেডের। 'তুমি ওই মহিলার জন্য সত্যি লড়াই করবে, ডেভিড? ও তো অসুস্থ, ভয়ংকর এক খুনি। কেউ ওর পক্ষ নিলে সবাই তার নিন্দা করবে।'

'আমি স্বেচ্ছায় কাজটা করছি না জোসেফ, করতে বাধ্য হচ্ছি। ড. প্যাটারসনের কাছে আমার মস্ত একটা ঋণ রয়ে গেছে। দেনাটা শোধ করার এটাই একমাত্র উপায়।'

কিনকেড নিজের আসনে নিশ্চুপ বসে রইলেন। অবশেষে মুখ খুললেন তিনি, 'তুমি যদি সত্যি কাজটা করতে চাও তাহলে ছুটি নাও। তবে অবৈতনিক ছুটি, অবশ্যই।'

বিদায়, পার্টনারশিপ।

'বিচার শেষে তুমি যখন আবার আমাদের ফার্মে ফিরে আসবে, তোমার জন্য অপেক্ষা করবে পার্টনারশিপ।'

মাথা ঝাঁকাল ডেভিড। 'আচ্ছা।'

'আমি কলিন্সকে বলে দিচ্ছি তোমার কাজ বুঝে নিতে।'

আধঘণ্টা পরে, কিনকেড, টার্নার, রোজ অ্যান্ড রিপ্লের পার্টনাররা মিটিং-এ বসলেন।

'আমাদের ফার্মকে ওরকম একটা ট্রায়ালের সঙ্গে জড়ানো যাবে না, আপত্তি

জানালেন হেনরি টার্নার।

দ্রুত বলে উঠলেন জোসেফ কিনকেড, 'আমরা জড়াচ্ছিও না, হেনরি। আমরা ছেলেটাকে কয়েকদিনের ছুটি দিচ্ছি।'

আলবার্ট রোজ বললেন, 'ওকে বাদ দিয়ে দিলেই হয়।'

'এখনই বাদ দেয়া ঠিক হবে না। ওটা অদূরর্শিতার কাজ হবে। ড. প্যাটারসন আমাদের জন্য দুগ্ধবতী গাভী হতে পারবেন। তিনি সকলকে চেনেন, ডেভিডকে তাঁর কাজের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি জানলে তিনি কৃতজ্ঞবোধ করবেন। বিচারে যা হওয়ার হবে। হারজিতের চান্স ফিফটি ফিফটি। যদি সবকিছু ভালোয় ভালোয় শেষ হয়, ডাক্তারকে আমরা ক্লায়েন্ট হিসেবে পাব এবং সিঙ্গারকে পার্টনার বানাব। আর যদি ফলাফল আশানুরূপ না হয়, আমরা সিঙ্গারকে বাদ দিয়ে দেব। আমাদের কোনও সমস্যা নেই।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর হাসলেন জন রিপ্লে। 'বুদ্ধি মন্দ নয়, জোসেফ।'

কিনকেডের অফিস থেকে সোজা স্টিভেন প্যাটারসনের সঙ্গে দেখা করতে গেল ডেভিড। আগেই ফোন করে বলেছিল ও আসছে। ডাক্তার অপেক্ষা করছিলেন ওর জন্য।

'তো কী সিদ্ধান্ত নিলে, ডেভিড?'

আমার জবাব আমার পুরো জীবনটাকে বদলে দেবে, মনে মনে বলল ডেভিড। *এবং সে পরিবর্তনটা ভালোও হবে না।* 'আমি আপনার মেয়ের পক্ষে লড়াই করব, ড. প্যাটারসন।'

বুক ভরে দম নিলেন স্টিভেন প্যাটারসন। 'জানতাম তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।' ইতস্তত করে যোগ করলেন, 'আমার মেয়ের জীবন যে বাজি ধরেছি আমি।'

'আমার ফার্ম আমাকে ছুটি দিয়েছে। আমাকে দেশের সেরা একজন লইয়ার সাহায্য করবেন বলেছেন–'

একটা হাত তুললেন ড. প্যাটারসন। 'ডেভিড, তোমাকে আমি আগেই বলেছি এ মামলায় অন্য কাউকে জড়ানো চলবে না। আমার মেয়ে তোমার হাতে আছে এবং শুধু তোমার হাতেই থাকবে।'

'বুঝতে পারছি,' বলল ডেভিড। 'তবে জেসি কুইলার–'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ড. প্যাটারসন। 'জেসি কুইলার কিংবা অন্য কারও কথা শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। ট্রায়াল লইয়ারদের আমার ভালোই চেনা আছে, ডেভিড। তাদের আগ্রহ শুধু পাবলিসিটি আর অর্থের প্রতি। কিন্তু এটা পাবলিসিটি কিংবা অর্থের কোনও বিষয় নয়। এটা অ্যাশলির বিষয়।'

ডেভিড মুখ খুলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল। ও কী বলবে? এ মানুষটা এ বিষয়ে অন্য কোনও কথা শুনতেই চান না। *আমাকে একজন সাহায্য করতে চেয়েছে,* ভাবল ডেভিড, *আমি কেন সাহায্য নেব না?*

'আমি কি তোমাকে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পেরেছি?'

মাথা দোলাল ডেভিড, 'জ্বি।'

'তোমার ফি-সহ যা যা খরচ সব আমি দিতে রাজি আছি।'

'না, টাকা দিতে হবে না। এটা Pro bono।'

ড. প্যাটারসন ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন। তারপর মাথা দোলালেন। 'Quid Pro quo?'

'Quid Pro quo,' ডেভিড চেষ্টাকৃত হাসি ফোটাল মুখে।

'ডেভিড, তুমি যেহেতু ছুটি নিয়েছ, পেট চালানোর জন্য তো কিছু টাকা-পয়সা লাগবে, নাকি? অন্তত ওই টাকা ক'টা তোমাকে নিতেই হবে।'

'আপনি যা বলেন,' বলল ডেভিড।

যাক, অন্তত এ ক'টা দিন না-খেয়ে থাকতে হবে না।

জেসি কুইলার রুবিকনে অপেক্ষা করছিলেন ডেভিডের জন্য।

'খবর কী বলো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডেভিড। 'যা বলেছিলাম তা-ই ঘটেছে। আমাকে ছুটি দেয়া হয়েছে। বেতন ছাড়া।'

'হারামজাদারা। ওরা কী করে পারল–?'

'ওদেরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই,' বাধা দিল ডেভিড। 'ওদের ফার্মটা খুব কনজারভেটিভ।'

'তুমি এখন কী করবে?'

'মানে?'

'মানে কী? তুমি শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত ট্রায়াল নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছ। তোমার অফিস নেই, ক্রিমিনাল কিংবা ফাইল নিয়ে গবেষণার কোনও সুযোগ নেই, ব্যবহার করতে পারছ না ফ্যাক্সমেশিন। তোমাদের বাসার কম্পিউটারটি অনেক পুরোনো। ওই কম্পিউটার দিয়ে ইন্টারনেটেও ঢুকতে পারবে না।'

'ওসব সমস্যা হবে না,' বলল ডেভিড।

'অবশ্যই সমস্যা হবে। আমার সুইটে একটি খালি অফিস আছে, ওটা তুমি ব্যবহার করতে পারো। ওখানে যা যা দরকার সব পাবে।'

মুখে রা ফুটতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল ডেভিডের। 'জেসি, আমি–'

'কোনও আপত্তি শুনব না,' হাসলেন কুইলার। 'আমার দেনা পরে শোধ করে দিও। তুমি তো কারও দেনা বাকি রাখো না, তাই না, সেইন্ট ডেভিড?' মেনু হাতে নিলেন তিনি। 'আমার খিদে পেয়েছে,' মুখ তুলে চাইলেন। 'লাঞ্চের বিল কিন্তু তুমি দেবে।'

ডেভিড সান্তা ক্লারা কাউন্টি জেলে গেল অ্যাশলির সঙ্গে দেখা করতে।

'গুড মর্নিং, অ্যাশলি।'

'গুড মর্নিং,' ওকে আগের চেয়েও রোগাটে এবং বিবর্ণ লাগছে। 'আজ সকালে বাবা এসেছিলেন। বললেন আপনি আমাকে নাকি এখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন।'

অতটা আশাবাদী হতে পারলে তো ভালোই হত, ভাবল ডেভিড। বলল, 'আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব সব আমি করব, অ্যাশলি। তবে মুশকিল হল তোমার সমস্যাটা সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নয়। তাদেরকে বিষয়টি বোঝাতে হবে। আমরা পৃথিবীর সেরা ডাক্তারদের দিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করাব।'

'আমার ভয় লাগছে,' ফিসফিস করল অ্যাশলি।

'কেন?'

'আমার ভেতরে দুজন ভিন্ন মানুষের বাস অথচ ওদেরকে আমি চিনিও না,' অ্যাশলির গলা কাঁপছে। 'ওরা যখন খুশি আমার ওপর চেপে বসতে পারে, আমাকে দিয়ে যা-খুশি করাতে পারে। অথচ তাদের ওপর আমার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এজন্যই ভয় লাগছে।' চোখে জল এসে গেছে অ্যাশলির।

ডেভিড নরম গলায় বলল, 'ওরা মানুষ নয়, অ্যাশলি। ওদের বসবাস তোমার মনের মধ্যে। ওরা তোমার একটা অংশ। ভালো চিকিৎসা পেলে তুমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে।'

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরেছে ডেভিড, ওকে জড়িয়ে ধরে সান্ড্রা বলল, 'তোমাকে কখনও বলেছি তোমাকে নিয়ে আমার অনেক গর্ব হয়?'

'এ কারণে যে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি?' জিজ্ঞেস করল ডেভিড।

'এটা একটা কারণ তো বটেই। মি. ক্রাউথার ফোন করেছিলেন। বললেন কাগজপত্র সাইন করার জন্য রেডি। ওরা ডাউনপেমেন্ট হিসেবে ষাট হাজার ডলার চেয়েছে। আমরা নাহয় বলে দিই টাকাটা জোগাড় করতে পারব না–'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। এখনই এত হতাশ হয়ো না। আমি কোম্পানির পেনশন পাব। ড. প্যাটারসন কিছু টাকা দিচ্ছেন। সব মিলে ডাউনপেমেন্ট দেয়ার মতো টাকা জোগাড় হয়ে যাবে।'

'থাক বাদ দাও, ডেভিড। পেন্থহাউজের দরকার নেই আমাদের।'

'একটা ভালো খবর আছে। জেসি বলেছে–'

'জানি। এমিলির সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। আমরা জেসির অফিসে বসছি।'

ডেভিড জিজ্ঞেস করল, 'আমরা?'

'তুমি ভুলে গেছ তুমি একজন প্যারালিগালকে বিয়ে করেছ। সিরিয়াসলি বলছি ডার্লিং, আমি তোমার যথেষ্ট কাজে আসতে পারব। আমি তোমার সঙ্গে কাজ করব–' নিজের পেটে হাত রাখল সান্ড্রা– 'জেফরি না-আসা পর্যন্ত। তার পরেরটা পরে দেখা যাবে।'

'মিসেস সিঙ্গার, তুমি কি জানো তোমাকে আমি কত ভালোবাসি?'

'না, জানি না।' সান্ড্রা জড়িয়ে ধরল স্বামীকে। বিড়বিড় করে বলল, 'কাপড় খোলো, টাইগার।'

'কী!' এক কদম পিছিয়ে গেল ডেভিড। 'ড. বেইলি কী বলেছেন?'

'ডাক্তার বলেছেন তুমি যদি এখুনি কাপড় না খোলো, তোমার ওপর আমি হামলে পড়ব।'

দাঁত বের করল ডেভিড, 'ডাক্তারের কথা অমান্য করি কী করে?'

পরদিন সকালে ডেভিড জেসি কুইলারের সুইটে গিয়ে বসল।

'তুমি যাওয়ার পরে অফিসের আয়তন একটু বাড়িয়েছি,' জেসি বললেন ডেভিডকে। 'এখানে সবকিছুই পাবে তুমি। ল লাইব্রেরি ওধারে, ফ্যাক্স, কম্পিউটার যা দরকার সব আছে হাতের কাছে। কোনও কিছুর দরকার হলে চেয়ো।'

'ধন্যবাদ,' বলল ডেভিড। 'তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না।'

জেসি হাসলেন, 'তুমি আমার দেনা শোধ করে দেবে বলেছ, মনে থাকে যেন।'

কয়েক মিনিট পরে হাজির হল সান্ড্রা। 'আমি রেডি,' বলল সে। 'কোত্থেকে শুরু করব?'

'মালটিপল পার্সোনালিটি নিয়ে যত ট্রায়াল হয়েছে সবগুলোতে আমরা চোখ বুলাব। ইন্টারনেটে এরকম ট্রায়ালের অভাব নেই। তবে আমরা বিশেষভাবে নজর দেব ক্যালিফোর্নিয়া ল অবজারভার, কোর্ট টিভি সাইটসহ আরও কিছু ক্রিমিনাল ল লিঙ্কে। ওয়েস্টন এবং লেক্সিস-নেক্সিস থেকে কিছু তথ্য নেব। এরপর নজর দেব যেসব ডাক্তার মালটিপল পার্সোনাল প্রবলেম নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের ওপর। সম্ভাব্য এক্সপার্ট উইটনেস হিসেবে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তাদের সাক্ষাৎকার নেব এবং দেখব তাদের প্রমাণাদিতে আমাদের মামলাটি শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগ আছে কিনা। আমরা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির উইটনেসসহ অন্যান্য উইটনেসদের স্টেটমেন্টের একটা তালিকা করব। আমি তাঁর পুরো ডিসকভারি প্যাকেজ চাই।'

'এবং তাঁকে আমাদের প্যাকেজ পাঠাতে হবে। অ্যাশলিকে কি তুমি কাঠগড়ায় দাঁড়া করাবে?'

মাথা নাড়ল ডেভিড। 'ওর মানসিক অবস্থা খুব খারাপ। প্রসিকিউশন ওকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলবে।' সান্ড্রার দিকে তাকাল সে। 'আমাদের জিততে খুব কষ্ট হবে।'

হাসল সান্ড্রা। 'কিন্তু আমি জানি তুমি জিতবেই।'

ডেভিড কিনকেড, টার্নার, রোজ অ্যান্ড রিপ্লের অ্যাকাউনটেন্ট হার্ভে আডেলকে ফোন করল।

'হার্ভে, ডেভিড সিঙ্গার।'

'হ্যালো, ডেভিড। শুনলাম তুমি কিছুদিনের জন্য আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ।'

'ঠিক শুনেছ।'

'তুমি বেশ ইন্টারেস্টিং একটা কেস নিয়েছ। কাগজে প্রতিদিনই এ নিয়ে খবর বেরুচ্ছে। তোমার জন্য কী করতে পারি?'

ডেভিড বলল, 'আমার ষাট হাজার ডলার পেনশন পাওনা হয়েছে, হার্ভে। টাকাটা এত জলদি ওঠাতে চাইনি। কিন্তু আমি আর সান্ড্রা মিলে একটা পেন্থহাউজ কিনে ফেলেছি। ডাউনপেমেন্টের জন্য টাকাটা এখন দরকার।'

'পেন্থহাউজ! বেশ, অভিনন্দন।'

'ধন্যবাদ। কত তাড়াতাড়ি টাকাটা আমাকে দেয়া যাবে?'

ও-প্রান্তে মৃদু ইতস্ততা। 'তোমাকে একটু পরে জানাই?'

'আচ্ছা,' ডেভিড তার ফোন নাম্বার দিল।

'আমি তোমাকে এখুনি ফোন করছি।'

'ধন্যবাদ।'

হার্ভে আডেল নামিয়ে রাখল রিসিভার। আবার ফোন তুলল।

'মি. কিনকেডকে বলো আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ত্রিশ মিনিট পরে জোসেফ কিনকেডের অফিসে ঢুকল হার্ভে।

'কী ব্যাপার হার্ভে?'

'ডেভিড সিঙ্গার আমাকে ফোন করেছিল, মি. কিনকেড। সে একটি পেন্থহাউজ কিনেছে। তার ষাট হাজার ডলার দরকার। সে পেনশন ফান্ড থেকে টাকাটা তুলে ডাউনপেমেন্ট করতে চায়। আমরা তাকে টাকাটা এখুনি দিতে বাধ্য নই। সে ছুটিতে আছে। সে–'

'ও কি জানে পেন্থহাউজ রক্ষণাবেক্ষণে কীরকম খরচ?'

'সম্ভবত কোনও ধারণা নেই। আমি তাকে বলে দিই যে টাকাটা আমরা দিতে পারব না–'

'ওকে টাকাটা দিয়ে দাও।'

অবাক হল হার্ভে। 'কিন্তু টাকা না দিলেও–'

সামনে ঝুঁকে এলেন কিনকেড। 'আমরা ওর জন্য একটা গর্ত খুঁড়ব, হার্ভে। পেন্থহাউজের টাকাটা ওকে একবার দিয়ে দিলেই হল...ওকে আমরা হাতের মুঠোয় পুরে ফেলব।'

হার্ভে আডেল ফোন করল ডেভিডকে। 'তোমার জন্য ভালো খবর আছে, ডেভিড। পেনশন প্ল্যানে তোমার নামে যে টাকা জমা আছে, ওটা তুমি আগেই তুলতে পারবে। কোনও সমস্যা হবে না। মি. কিনকেড বললেন তোমার যখন যা দরকার চাইলেই যেন দিয়ে দিই।'

'মি. ক্রাউথার, ডেভিড সিঙ্গার বলছি।'

'আপনার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম, মি. সিঙ্গার।'

'পেন্থহাউজের ডাউনপেমেন্টের টাকা জোগাড় হয়ে গেছে। কাল টাকাটা পাবেন।'

'চমৎকার। আপনাকে আগেই বলেছিলাম ওই বাড়িটা কেনার জন্য বেশ কয়েকজন মুখিয়ে আছে। তবে আমার মনে হচ্ছে ওই বাড়ির মালিক হওয়ার উপযুক্ত মানুষ আপনারা দুজন। ওখানে খুব ভালো থাকবেন আপনারা।'

ভালো থাকতে হলে কয়েক ডজন মিরাকলের দরকার, ভাবল ডেভিড।

অ্যাশলি প্যাটারসনের মামলার বিচার কোথায় করা হবে এ নিয়ে নানান তর্কবিতর্কের শেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হল বিচার হবে স্যান হোসের হল অভ জাস্টিসে।

ডেভিড আদালতে অ্যাশলির জামিন চেয়েও ব্যর্থ হল। এদিকে ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো অ্যাশলিকে 'The Butcher Bitch' নাম দিয়ে নানান রসালো গল্প ফেঁদে চলল। টিভিতেও। ডেভিড সান্ড্রাকে বলল, 'জানি কাজটা খুব কঠিন হবে। আর এ তো মাত্র শুরু। কাজ করতে থাকি, এসো।'

বিচার শুরু হতে আর আট হপ্তা বাকি।

পরবর্তী আট হপ্তা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল ডেভিড এবং সান্ড্রার ওপর দিয়ে। ওরা সারাদিন সারারাত কাজ করছে। মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের যত মামলা আছে সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘেঁটে দেখছে। এরকম কেস আছে কয়েক ডজন। বিবাদীর বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি, মাদক চোরাচালান, অগ্নিকাণ্ড সহ নানান অভিযোগ রয়েছে। এদের কেউ দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, কেউবা খালাস পেয়ে গেছে।

'আমরাও অ্যাশলিকে খালাস করে নিয়ে আসব,' ডেভিড বলল সান্ড্রাকে।

প্রায়ই ডেভিডের সঙ্গে অফিসে দেখা করতে আসেন জেসি কুইলার। জানতে চান, 'কাজ কেমন চলছে?'

'চমৎকার।'

কুইলার অফিসের চারদিকে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের যা যা দরকার সব পাচ্ছ তো?'

হাসে ডেভিড। 'সবকিছু, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সহ।'

এক সোমবার সকালে ডেভিড প্রসিকিউটরের অফিস থেকে একটি প্যাকেজ পেল। প্যাকেজ খুলে ভেতরের জিনিস পড়ে ওর মনটাই গেল দমে।

সান্ড্রা ওকে লক্ষ করছিল, উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'প্রসিকিউটর বলছেন তিনি বেশ কয়েকজন বিখ্যাত মেডিকেল এক্সপার্ট নিয়ে আসছেন যারা MPD (Multiple Personality sisorder)-র বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন।'

'তুমি এদেরকে সামাল দেবে কী করে?' জিজ্ঞেস করল সান্ড্রা।

'আমরা বলব হত্যাকাণ্ডের সময় অ্যাশলি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল বটে তবে খুনগুলো সে নিজে করেনি, করেছে তার অলটার ইগো।' *কিন্তু কোনও জুরি কি একথা বিশ্বাস করবেন?*

বিচার শুরুর দিন-পাঁচেক আগে ডেভিড একটি ফোন পেল। বলা হল বিচারপতি উইলিয়ামস ওর সঙ্গে দেখা করতে চান। জেসি কুইলারের অফিসে ঢুকল ডেভিড। 'জেসি, বিচারপতি উইলিয়ামস নামে কাউকে চেনো?'

চেয়ারে হেলান দিলেন জেসি। মাথার পেছনে হাত বাঁধলেন।

'টেসা উইলিয়ামস...তুমি কখনও বয়স্কাউট ছিলে, ডেভিড?'

'ছিলাম...'

'বয়স্কাউটের আদর্শবাণী মনে আছে : প্রস্তুত থাকো?'

'মনে আছে।'

'টেসা উইলিয়ামসের আদালতে যখন ঢুকবে, প্রস্তুতি নিয়ে যাবে। শি ইজ ব্রিলিয়ান্ট। বহুকষ্টে এতদূর এসেছেন। তাঁর বাবা-মা মিসিসিপিতে বর্গাচাষি খাটতেন। কলেজে পড়াশোনা করেছেন বৃত্তি নিয়ে, তাঁর শহরের মানুষজন তাঁকে নিয়ে এমন গর্ব করত, চাঁদা তুলে টেসাকে ল স্কুলে ভর্তি করিয়েছে। শোনা কথা, ওয়াশিংটন থেকে মস্ত লোভনীয় একটি প্রস্তাব এসেছিল টেসার জন্য। কিন্তু টেসা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে তিনি যে-পেশায় আছেন সেখানেই থাকতে চান। এক কিংবদন্তি এই মহিলা।'

'ইন্টারেস্টিং,' মন্তব্য করল ডেভিড।

'সান্তা ক্লারা কাউন্টিতে বিচার শুরু হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে আমার পুরোনো বন্ধু মিকি ব্রেনানকে পাবে প্রসিকিউটর হিসেবে।'

'তাঁর সম্পর্কে বলো শুনি।'

'ও আইরিশ, ভেতরে-বাইরে সমান কঠোর। ওর বাবার পাবলিশিং-এর বিশাল ব্যবসা আছে। মা ডাক্তার; বোন কলেজে পড়ায়। ব্রেনান কলেজে পড়াকালীন ফুটবল-তারকা ছিল। ল ক্লাসে তার মতো ভালো ছাত্র একটিও ছিল না।'

সামনে ঝুঁকে এলেন জেসি। 'ও প্রসিকিউটর হিসেবে খুবই ভালো, ডেভিড। কাজেই সাবধান। সে সুকৌশলে সাক্ষীদের নিরস্ত্র করে তারপর হত্যা করার জন্য পা বাড়ায়। সে ওদেরকে ধোঁকা দিতে ওস্তাদ...জাজ উইলিয়ামস তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন কেন?'

'জানি না। ফোনে আমাকে শুধু বলা হল উনি প্যাটারসন কেসের ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

ভুরু কুঁচকে গেল জেসি কুইলারের। 'এরকম উনি কখনও করেন না তো! তুমি কবে যাচ্ছ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে?'

'বুধবার সকালে।'

'সাবধানে থেকো।'

'ধন্যবাদ, জেসি। থাকব।'

সান্তা ক্লারা কাউন্টির সুপিরিয়র কোর্ট হাউজটি নর্থ ফার্স্ট স্ট্রিটে। সাদা রঙের চারতলা একটি ভবন। বেস্ট হাউজের ভেতরে, এন্ট্রান্সে উর্দিপরা এক রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। রয়েছে একটি মেটাল ডিটেকটর এবং এলিভেটর। ভবনে আদালত-কক্ষের সংখ্যা সাত; প্রতিটি কক্ষে একজন করে বিচারক বসেন তাঁর কর্মচারীদের নিয়ে।

বুধবার সকাল দশটায়, ডেভিড সিঙ্গার ঢুকল জাজ টেসা উইলিয়ামসের কক্ষে। তাঁর সঙ্গে আছেন মিকি ব্রেনান। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসের নেতৃত্বস্থানীয় এই প্রসিকিউটরের বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, বেঁটে, মোটা, আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন। টেসা উইলিয়ামসের বয়স ৪৪/৪৫, স্লিম, আকর্ষণীয়। তিনি আফ্রো-আমেরিকান, চেহারায় কর্তৃত্বের ছাপ স্পষ্ট।

'গুড মর্নিং, মি. সিঙ্গার। আমি জাজ উইলিয়ামস। ইনি মি. ব্রেনান।'

দুই পুরুষ হাত মেলালেন।

'বসুন, মি. সিঙ্গার। প্যাটারসন কেস নিয়ে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। রেকর্ডের সূত্র ধরে বলি, আপনি নট-গিল্টির আবেদন করেছেন এবং 'রিজন অভ ইনস্যানিটি'র কথা বলে, তাই না?'

'জ্বি, ইয়োর অনার।'

জাজ উইলিয়ামস বললেন, 'আমি আপনাদের দুজনকেই ডেকে এনেছি এ কারণে যে এতে আমাদের এবং রাষ্ট্রের অনেকখানি সময় ও খরচ বেঁচে যাবে। আমি সাধারণত প্লি বার্গেইনিং-এর বিপক্ষে। তবে এ কেসের ক্ষেত্রে আমি মনে করি আবেদন করাটা ঠিকই আছে।'

ডেভিড বিস্মিত হয়ে শুনছে।

জাজ ব্রেনানের দিকে ফিরলেন। 'আমি প্রিলিমিনারি হিয়ারিং ট্রান্সক্রিপ্ট শুনেছি। এবং মনে হয়েছে এ কেসের ট্রায়ালে যাওয়ার কোনো দরকারই নেই। আমি রাষ্ট্রকে বলব মৃত্যুদণ্ডাদেশ না দিতে এবং গিল্টি প্লি'র আবেদন গ্রহণ করতে, তবে তাতে প্যারোলের কোনও সুযোগ থাকবে না।

ডেভিড বলল, 'দাঁড়ান। দ্যাটস আউট অভ কোশ্চেন।'

ওরা দুজনেই ডেভিডের দিকে তাকালেন।

'মি. সিঙ্গার–'

'আমার ক্লায়েন্ট গিল্টি নয়। অ্যাশলি প্যাটারসন লাই ডিটেকটর পরীক্ষায় উতরে গেছে এবং তাতে প্রমাণ হয়–'

'ওতে কিছুই প্রমাণ হয় না। এবং আপনিও জানেন এ বিষয়টি আদালতে পাত্তা পাবে না। পাবলিসিটির কারণে এ ট্রায়াল হবে লম্বা এবং ক্লান্তিকর একটি মামলা।'

'আমি নিশ্চিত যে–'

'আমি দীর্ঘদিন ধরে আইন নিয়ে কাজ করছি, মি. সিঙ্গার। ঝুড়ি ঝুড়ি লিগাল প্লি শুনেছি। অনেক প্লি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আপনাদেরটা গ্রহণ করা হবে না। কারণ আপনার মক্কেল যখন বলবে সে গিল্টি নয়, কারণ সে অপরাধ করেনি, তার অল্টার ইগো কাজটা করেছে, একথা কেউই বিশ্বাস করবে না। কাজেই আপনি যদি আপনার প্লি 'গিল্টি' বলে চেঞ্জ করেন, আমরা অনেক সময় এবং অর্থ বাঁচাতে–'

'না, ইয়োর অনার, আমি তা করব না।'

জাজ উইলিয়ামস ডেভিডের আপাদমস্তক দেখলেন। 'আপনি খুব একগুঁয়ে। অনেকের কাছে এ-ধরনের জেদ প্রশংসনীয় মনে হলেও,' সামনে ঝুঁকে এলেন তিনি, 'আমার কাছে তা মনে হয় না।'

'ইয়োর, অনার–'

'আপনি এমন একটি ট্রায়ালের মধ্যে আমাদেরকে জোর করে ঠেলে দিচ্ছেন যা শেষ হতে কমপক্ষে তিন মাস সময় লাগবে, তার বেশিও লাগতে পারে।'

ব্রেনান সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। 'তা তো লাগতেই পারে।'

'আমি দুঃখিত–'

'মি. সিঙ্গার, আমি এখানে এসেছি আপনার একটা উপকার করতে। আমরা যদি চাই আপনার ক্লায়েন্ট মারা যাবে।'

'দাঁড়ান! দাঁড়ান! আপনি আগেই কী করে রায় দেন–'

'আগেই রায় দিই মানে? আপনি এভিডেন্স দেখেছেন?'

'দেখেছি। আমি–'

'ফর গডস শেক, কাউন্সেলর, ক্রাইম সিনের চারপাশে গিজগিজ করছে অ্যাশলি প্যাটারসনের ডিএনএ এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আমি এমন ক্লিয়ারকাট কেস দেখিনি। আপনি এ কেস নিয়ে এগোলে এটা সার্কাসে পরিণত হবে। এবং আমি তা ঘটতে দেব না। আমার কোর্টে কোনও সার্কাস হতে দেব না। আপনাকে শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি—আপনাকে যে কাজটা করতে বলেছি তা কি করবেন?'

দৃঢ় প্রত্যয় ফুটল ডেভিডের কণ্ঠে। 'না।'

চোখে আগুন জ্বলছে টেসা উইলিয়ামসের। 'ঠিক আছে। আগামি হপ্তায় দেখা হবে।'

এইমাত্র একজন শত্রু তৈরি করল ডেভিড।

পনেরো

স্যান হোসে আকস্মিক পরিণত হল কার্নিভাল শহরে। সারাবিশ্ব থেকে মিডিয়ার মানুষ আসতে লাগল এখানে। হোটেলগুলোতে তিল ধারণের ঠাঁই নেই, বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে বাধ্য হয়ে পাশের শহর সান্তা ক্লারা, সানিভেল এবং পাওলো আল্টোতে আশ্রয় নিতে হল। ডেভিডকে ঘিরে রাখল তারা।

'মি. সিঙ্গার, কেসটা সম্পর্কে বলুন। আপনি কি আপনার ক্লায়েন্টকে নট গিল্টি বলে আবেদন করছেন...?'

'অ্যাশলি প্যাটারসনকে কি কাঠগড়ায় দাঁড়া করানো হচ্ছে...?'

'একথা কি সত্যি যে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বাগেইনের আবেদন করতে চেয়েছিলেন?'

'ড. প্যাটারসন কি তাঁর মেয়েকে টেস্টিফাই করাবেন...?'

'আপনার ক্লায়েন্টের একটা ইন্টারভ্যু নিতে চাই। আমার পত্রিকা এজন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবে...'

মিকি ব্রেনানেরও পিছু নিল মিডিয়া।

'মি. ব্রেনান ট্রায়াল সম্পর্কে কিছু বলুন না?'

ব্রেনান টিভি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। 'আমি তিনটি শব্দে ট্রায়ালের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি। 'আমরা মামলায় জিতব। আর কোনও মন্তব্য নয়।'

'দাঁড়ান! দাঁড়ান! আপনার কি ধারণা মেয়েটি বিকৃত-মস্তিষ্ক?'

'রাষ্ট্র কি তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে চলেছে...?'

'এটাকে কি আপনি ওপেন-অ্যান্ড-শাট কেস বলবেন?'

স্যান হোসেতে, আদালতের ধারে একটি অফিস ভাড়া করল ডেভিড। এখানে সে তার সাক্ষীদের সাক্ষাৎকার নেবে এবং ট্রায়ালের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করবে। ডেভিড ঠিক করেছে ট্রায়াল শুরুর আগপর্যন্ত সানফ্রান্সিসকোতে, কুইলারের অফিসে কাজ চালিয়ে যাবে সান্ড্রা। ড. সালেম সান হোসেতে হাজির হয়েছিলেন। 'আপনি অ্যাশলিকে আবার সম্মোহন করবেন,' ডেভিড বলেছে তাকে। 'ট্রায়াল শুরুর আগে

আমরা তার এবং তার অল্টারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নেব।'

কাউন্টি ডিটেনশন সেন্টারের হোল্ডিংরুমে অ্যাশলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করল ওরা। নার্ভাসনেস গোপনের প্রাণপণ চেষ্টা করছে অ্যাশলি।

'মর্নিং, অ্যাশলি। ড. সালেমকে তোমার মনে আছে?'

মাথা দোলাল অ্যাশলি।

'তোমাকে উনি আবার সম্মোহন করবেন। কোনও সমস্যা নেই তো?'

অ্যাশলি জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি...অপর দুজনের সঙ্গে কথা বলবেন?'

'হ্যাঁ। ডু ইউ মাইন্ড?'

'না। তবে আ-আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

'ঠিক আছে। বলতে হবে না।'

'আমার এসব আর ভাল্লাগছে না!' বিস্ফোরিত হল অ্যাশলি।

'জানি আমি,' নরম গলায় বলল ডেভিড। 'ভয় নেই। খুব জলদি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।' ড. সালেমকে ইঙ্গিত করল সে।

'আরাম করে বসো, অ্যাশলি। মনে করে দ্যাখো কত সহজ কাজ এটা। চোখ বন্ধ করো, শিথিল করে দাও পেশি। মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করো। মনে করো তোমার শরীর রিলাক্স হতে শুরু করেছে। আমার গলার স্বর শোনো। দুনিয়ার অন্য সবকিছু ভুলে যাও। তোমার ঘুম আসছে। ভারী হয়ে আসছে চোখের পাতা। তুমি ঘুমিয়ে পড়তে চাইছ...ঘুমিয়ে পড়ো...'

দশ মিনিট পরে সম্মোহিত হয়ে পড়ল অ্যাশলি। ড. সালেম ইশারা করলেন ডেভিডকে। ডেভিড অ্যাশলির সামনে এসে দাঁড়াল।

'আমি অ্যালেটের সঙ্গে কথা বলব। তুমি এখানে আছ, অ্যালেট?'

অ্যাশলির মুখমণ্ডল নরম হয়ে উঠল, চেহারায় আগের মতো পরিবর্তন ঘটতে লাগল। তারপর নরম, মিষ্টি গলা ভেসে এল, ইটালিয়ান টান ইংরেজিতে।

'বুয়ো গিওর্নো।'

'গুড মর্নিং, অ্যালেট। কেমন লাগছে তোমার?'

'মালে। খুব কঠিন সময় যাচ্ছে।'

'আমাদের সবার সময়ই কঠিন যাচ্ছে।' বলল ডেভিড। 'তবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আশা করি।'

'অ্যালেট, তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।'

'সি...'

'তুমি জিম ক্লিয়ারিকে চিনতে?'

'না।'

'রিচার্ড মেলটনকে চিনতে?

'হ্যাঁ,' গভীর শোকাহত শোনাল কণ্ঠ। 'ওর...ওর ভাগ্যে যা ঘটেছে তা ভয়ংকর।'

ডেভিড তাকাল ড. সালেমের দিকে। 'হ্যাঁ, ভয়ংকরই বটে। শেষ কবে ওকে দেখেছ তুমি?'

'সানফ্রান্সিসকোতে ওর সঙ্গে শেষ দেখা আমার। আমরা একটি মিউজিয়ামে যাই এবং সেখানে ডিনার করি। ওখান থেকে আসার সময় সে আমাকে তার অ্যাপার্টমেন্টে যেতে বলেছিল।'

'তুমি গিয়েছিলে?'

'না, তবে গেলেই ভালো হত,' দুঃখী দুঃখী গলা অ্যালেটের। 'তা হলে ওকে আর অকালে প্রাণ হারাতে হত না।' অল্পক্ষণ চুপ হয়ে থাকল সে। 'আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই। আমি গাড়ি চালিয়ে চলে আসি কুপেরটিনোতে।'

'তার সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি?'

'না।'

'ধন্যবাদ, অ্যালেট।'

ডেভিড অ্যাশলির কাছ ঘেঁষল। 'টনি? তুমি এখানে আছ, টনি? তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।'

অ্যাশলির চেহারায় আবার ভাঙচুর শুরু হল। ওদের চোখের সামনে ভিন্ন মানুষে পরিণত হল মেয়েটি। সেক্সি একটা চেহারা, দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ মুখে। সে পরিষ্কার সুরেলা গলায় গান ধরল :

'Up and down the city road
In and out of the Eagle
that's the way the money goes
Pop! goes the weasel.'

সে ডেভিডের দিকে তাকাল। 'আমি গানটা কেন গেয়েছি জানো, লাভ?'

'না।'

'কারণ আমার মা এ-গানটি শুনতেই পারত না। সে আমাকে ঘৃণা করত।'

'কেন ঘৃণা করত?'

'এ প্রশ্নটা তাকে করার এখন কোনও সুযোগ আমাদের নেই, আছে কি?' হেসে উঠল টনি। 'কারণ মা যেখানে আছে সেটা সবার ধরাছোঁয়ার জগতের বাইরে। তোমার মা কেমন মানুষ, ডেভিড?'

'আমার মা খুব ভালোমানুষ ছিলেন।'

'তুমি সৌভাগ্যবান। ঈশ্বর আমাদেরকে নিয়ে খেলা করেন, তাই না?'

'তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো? তুমি ধর্মকর্ম করো, টনি?'

'জানি না। হয়তো ঈশ্বর বলে সত্যি কেউ আছেন। যদি তিনি থেকে থাকেন,

তিনি খুব অদ্ভুত রসিক, তাই না? অ্যালেট খুব ধার্মিক। সে নিয়মিত গির্জায় যায়।'

'আর তুমি?'

হেসে উঠল টনি। 'ও যেখানে যায়, আমিও সেখানে যাই।'

'টনি, তুমি কি মনে করো মানুষ-হত্যা সঠিক কাজ?'

'না, অবশ্যই না।'

'তাহলে–'

'তবে যদি প্রয়োজন হয়ে পড়ে–'

ডেভিড এবং ড. সালেম পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

'তোমার কথার মানে ঠিক বুঝলাম না।'

টনির গলার স্বর হঠাৎ বদলে গেল। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলল, 'ধরুন, আত্মরক্ষার যদি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কেউ তোমাকে মারতে এল।' উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে। 'কেউ যদি তোমাকে নিয়ে নোংরামি করতে চায়।' মৃগীরোগীর মতো আচরণ করছে মেয়েটি।

'টনি–'

ফোঁপাতে লাগল ও। 'ওরা আমাকে একটু একা থাকতে দেয় না কেন? কেন ওরা–?' রীতিমতো চিৎকার করছে এখন।

'টনি–'

নীরবতা।

'টনি...'

কোনও সাড়া নেই।

ড. সালেম বললেন, 'টনি চলে গেছে। আমি অ্যাশলিকে জাগিয়ে তুলি।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডেভিড। 'আচ্ছা।'

কয়েক মিনিট পরে চোখ মেলে চাইল অ্যাশলি।

'কেমন বোধ করছ?' জিজ্ঞেস করল ডেভিড।

'ক্লান্ত। সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ। আমরা অ্যালেট এবং টনির সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা—'

'আমি শুনতে চাই না।'

'ঠিক আছে। তুমি বিশ্রাম নাও। আমি আবার বিকেলে এসে দেখা করব তোমার সঙ্গে।'

এক মহিলা এসে অ্যাশলিকে নিয়ে গেল।

ড. সালেম বললেন, 'ওকে কাঠগড়ায় দাঁড়া করাতেই হবে, ডেভিড। তাহলে বিশ্বের যে-কোনও জুরি বুঝতে পারবেন যে–'

'আমি বিষয়টি নিয়ে অনেক ভেবেছি,' বলল ডেভিড। 'কিন্তু কাজটা করতে পারব না।'

'কেন?'

'ব্রেনান, প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি একটা খুনে। সে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে

অ্যাশলিকে। আমি ঝুঁকিটা নেব না।'

ট্রায়ালের প্রিলিমিনিয়ারি শুরুর দুইদিন আগে কুইলার-দম্পতির সঙ্গে ডিনার করছে ডেভিড এবং সান্ড্রা।

'আমরা উইন্ডহ্যাম হোটেলে রুম ভাড়া করেছি,' বলল ডেভিড। 'ম্যানেজার আমার জন্য রুমের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সান্ড্রা যাচ্ছে আমার সঙ্গে। শহরে গিজগিজ করছে মানুষ। কল্পনা করা যায় না।'

'এখনই যদি এমন অবস্থা হয়,' বলল এমিলি, 'ট্রায়াল শুরু হলে কী দশা হবে ভাবো!'

কুইলার তাকালেন ডেভিডের দিকে, 'তোমার কোনও কাজে আসতে পারি?'

মাথা নাড়ল ডেভিড। 'এখনও বড় একটা সিদ্ধান্ত নেয়া বাকি। অ্যাশলিকে কাঠগড়ায় দাঁড়া করাব নাকি করাব না বুঝতে পারছি না।'

'সিদ্ধান্তটা নেয়া সত্যি কঠিন,' বললেন জেসি কুইলার। 'নিলে তুমি ফেঁসে যাবে, না নিলেও তাই। মুশকিল হল এই ব্রেনান ব্যাটা অ্যাশলি প্যাটারসনকে নিষ্ঠুর, খুনে এক দানবী হিসেবে হাজির করতে যাচ্ছে। তুমি অ্যাশলিকে যদি কাঠগড়ায় দাঁড়া না করাও, জুরিরা মেয়েটা সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা নিয়ে জুরি-রুমে বসবেন, একটা কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন। আর, তুমি যা বললে, অ্যাশলি কাঠগড়ায় দাঁড়ালে ব্রেনান ওকে ছিঁড়ে খাবে।'

'ব্রেনান মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার ভুয়া বলে প্রমাণ করার জন্য একগাদা মেডিকেল এক্সপার্ট নিয়ে আসছেন।'

'তোমার তাদেরকে বোঝাতে হবে এটা বাস্তব।'

'আমিও তা-ই করতে চাই,' বলল ডেভিড।

'ডেভিড,' ডাকলেন জেসি।

'বলো।'

মৃদু গলায় বললেন তিনি, 'কাজটা মোটেই সহজ হবে না।'

কোর্টে যাওয়ার আগের রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল ডেভিড সিঙ্গার। ঘুম আসছে না। মাথা থেকে দুশ্চিন্তা এবং নেতিবাচক ভাবনাগুলো কিছুতেই দূর করতে পারছে না। অবশেষে যখন ঘুমিয়ে পড়ল ও, শুনতে পেল একটা কণ্ঠ। *তুমি তোমার আগের ক্লায়েন্টটিকে মেরেছ। এও যদি মারা যায়!*

বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসল ডেভিড, ঘামে ভিজে গেছে গা। চোখ মেলে চাইল সান্ড্রা। 'কী হল?'

'না। কিছু না। আমি এখানে বসে করছিটা কী? ড. প্যাটারসনকে 'না' বলে দিলেই তো পারতাম।'

ওর হাতে হাত রাখল সান্ড্রা, নরম গলায় বলল, 'কিন্তু পারোনি তো?'

ঘোঁতঘোঁত করে উঠল ডেভিড, 'ঠিকই বলেছ। পারিনি।'

'তো ঠিক আছে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও লক্ষ্মীটি। নইলে কাল তো ক্লান্ত থাকবে দেহ-মন।'

'ঠিক বলেছ।'

কিন্তু বাকি রাতটা জেগে রইল ডেভিড।

পরদিন আদালতে এসেছে ডেভিড, প্রেসের লোকজন চারপাশ দিয়ে ঘিরে ধরল ওকে।

'মি. সিঙ্গার, আপনি কি এখনও কিনকেড, টার্নার রোজ অ্যান্ড রিপ্লেতে কাজ করছেন...?'

'একটু এদিকে তাকান, মি. সিঙ্গার...'

'একথা কি সত্যি এ কেস নেয়ার কারণে আপনার চাকরি চলে গেছে...?'

'হেলেন উডম্যানের কেসের ব্যাপারে কিছু বলবেন? আপনিই না তার মার্ডার ট্রায়ালের অ্যাটর্নি ছিলেন...?'

'অ্যাশলি প্যাটারসন কি বলেছে সে কেন এমন কাজ করল...?'

'আপনি কি আপনার ক্লায়েন্টকে কাঠগড়ায় দাঁড়া করাবেন...?'

'নো কমেন্ট,' সব প্রশ্নের জবাবে শুধু একথাটাই বলল ডেভিড।

মিকি ব্রেনানকে আদালতে দেখে মৌমাছির ঝাঁকের মতো ওদিকে ছুটে গেল মিডিয়া।

'মি. ব্রেনান, ট্রায়ালটা কীরকম হবে বলে আপনার ধারণা...?'

'আপনি কি এর আগে কখনও অল্টার ইগো ডিফেন্স নিয়ে কাজ করেছেন...?'

ঠোঁটে উষ্ণ হাসি ফোটালেন ব্রেনান। 'না। তবে আমি সকল ডিফেনডেন্টের সঙ্গে কথা বলার জন্য মুখিয়ে আছি। এবার আমাকে যেতে দিন। বিবাদীদেরকে অপেক্ষায় রাখতে চাই না আমি।'

Voir dire শুরু হল সম্ভাবনাময় জুরিদেরকে সাধারণ প্রশ্ন করার মাধ্যমে। কাজটা শুরু করলেন জাজ উইলিয়ামস। তার প্রশ্ন করা শেষ হলে এল ডিফেন্সের পালা, তারপর প্রসিকিউশনের।

অপেশাদার ব্যক্তিদের কাছে জুরি নির্বাচনের বিষয়টি সরল, 'যাদেরকে বন্ধুসুলভ' মনে হয় এরকম সম্ভাব্য জুরিদের নির্বাচিত করো, বাকিদের বাদ দাও। Voir dire হল সুচিন্তিত একটি আচার-অনুষ্ঠান। দক্ষ ট্রায়াল লইয়াররা সরাসরি প্রশ্ন করেন না, তাতে হ্যাঁ অথবা না-ধরনের জবাব আসতে পারে। তাঁরা সাধারণ মানের প্রশ্ন করেন যা জুরিদেরকে কথা বলতে উৎসাহিত করে এবং তারা নিজেদের অনুভূতিগুলো তুলে ধরতে পারেন।

মিকি ব্রেনান এবং ডেভিড সিঙ্গারের এজেন্ডা আলাদা। এই কেসে ব্রেনান জুরি হিসেবে প্রচুর লোক চেয়েছেন যাদের চোখে কোনও মহিলা কর্তৃক হত্যা এবং পরে

ভিক্টিমের পুরুষাঙ্গ কর্তন অত্যন্ত কুৎসিত এবং ঘৃণ্য একটি বিষয়। ব্রেনান এমন সব লোক বাছাই করেছেন যাদের চিন্তাধারা গতানুগতিক; আত্মা, ভূত প্রেত, অল্টার ইগো ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে না। কিন্তু ডেভিড এর বিপরীত দিকটি বেছে নিয়েছে।

'মি. হ্যারিস, এটাই তো আপনার নাম, তাই না? আমি বিবাদীপক্ষের উকিল। আপনি আগে কখনও জুরির ভূমিকা পালন করেছেন, মি. হ্যারিস?'

'না।'

'আপনি এর জন্য সময় ব্যয় করছেন বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

'এরকম একটা সাড়াজাগানো হত্যাকাণ্ড ইন্টারেস্টিং হবে বলেই আমার ধারণা।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'আপনি কোথায় কাজ করেন, মি. হ্যারিস?'

'ইউনাইটেড স্টিলে।'

'ওখানে আপনার সহকর্মীরা নিশ্চয় প্যাটারসন-কেস নিয়ে আলোচনা করেন?'

'জ্বি।'

ডেভিড বলল, 'সেটাই স্বাভাবিক। সবাই এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা বলছে। সাধারণের মতামত কী? আপনার সহকর্মীরা কি মনে করে অ্যাশলি প্যাটারসন দোষী?'

'জ্বি। তারা তাই মনে করে।'

'আপনার কী ধারণা?'

'আমারও তা-ই ধারণা।'

'কিন্তু আপনি মতামত দেয়ার আগে নিশ্চয় এভিডেন্স শুনতে চাইবেন?'

'তা তো চাইবই।'

'আপনি কী-ধরনের বই পড়তে পছন্দ করেন, মি. হ্যারিস?'

'আমি বইটই তেমন পড়ি না। আমি ক্যাম্পিং এবং শিকার পছন্দ করি।'

'একজন আউটডোরম্যান। রাতে যখন ক্যাম্পিং করেন এবং আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখেন, কখনও কি মনে এমন ভাবনা উদয় হয়েছে যে মহাশূন্যে আরেকটি সভ্যতা থাকতে পারে?'

'ইউএফও'র কথা বলছেন? নাহ্, ওসব আজগুবি জিনিসে আমার বিশ্বাস নেই।'

ডেভিড ফিরল জাজ উইলিয়ামসের দিকে, 'পাস ফর কজ, ইয়োর অনার।'

আরেকজন জুরিকে জেরা করা হল :

'আপনি অবসরে কী করেন, মি. অ্যালেন?'

'বই পড়ি এবং টিভি দেখি।'

'আমিও তা-ই করি। টিভিতে কী দেখেন?'

'বিষ্যুদবার রাতে মজার মজার অনুষ্ঠান দেখায়। সবগুলো চ্যানেলেই এত ভালো ভালো অনুষ্ঠান একসঙ্গে প্রচার করে যে কোন্‌টা দেখব আর কোন্‌টা ছাড়ব বুঝতে পারি না।'

'ঠিক বলেছেন। আপনি কখনও এক্স-ফাইলস দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। আমার বাচ্চারা সিরিজটি খুব পছন্দ করে।'

'সাবরিনা, দ্য টিনেজ উইচ কেমন লাগে?'

'ভালো।'

'আপনি কার লেখা পড়তে পছন্দ করেন?'

'অ্যান রাইস, স্টিফেন কিং...'

হ্যাঁ।

আরেকজন জুরিকে প্রশ্ন চলছে :

'টিভিতে আপনি কী অনুষ্ঠান দেখেন, মি. মেয়ার?'

'সিক্সটি মিনিটস, দ্য নিউজ আওয়ার, ডকুমেন্টারি...'

'কী ধরনের বই পড়েন?'

'মূলত ইতিহাস আর রাজনৈতিক বই।'

'ধন্যবাদ।'

না।

বিচারপতি টেসা উইলিয়ামস বেঞ্চে বসে প্রশ্ন শুনছেন, ভাবলেশহীন চেহারা। তবে ডেভিড যতবার তাঁর দিকে তাকিয়েছে, বিরক্তির রেখা ফুটে উঠতে দেখেছে মুখে।

অবশেষে নির্বাচিত হল শেষ জুরি। সাতজন পুরুষ এবং পাঁচজন নারীকে নিয়ে গঠিত হল প্যানেল। ব্রেনান ডেভিডের দিকে তাকিয়ে উল্লাস নিয়ে ভাবলেন : *সবাই পশুর মতো বলি হবে।*

ষোলো

যেদিন সকালে অ্যাশলি প্যাটারসনের ট্রায়াল শুরু হবে সেদিন ভোরে ডেভিড ডিটেনশন সেন্টারে গেল মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে। অ্যাশলির প্রায় হিস্টিরিয়া হওয়ার জোগাড়।

'আমি আর এসব সইতে পারছি না। আমি পারব না! ওদেরকে বলে দাও আমি একা থাকতে চাই।'

'অ্যাশলি, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা ওদের মুখোমুখি হতে চলেছি এবং আমরা জিতব।'

'তুমি জানো না—জানো না কী নরক-যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে আমি যাচ্ছি।'

'আমরা তোমাকে এর মধ্যে থেকে বের করে নিয়ে আসব। এটা হল প্রথম পদক্ষেপ।'

কাঁপছে অ্যাশলি। আমার ভয় লাগছে—ভয় লাগছে ওরা আমার কোনও ক্ষতি করে ফেলবে।'

'আমি সে সুযোগ ওদেরকে দেব না,' দৃঢ় গলায় বলল ডেভিড। 'আমার ওপর আস্থা রাখো। যা ঘটেছে তার জন্য তুমি দায়ী নও। তুমি কোনও অন্যায় করোনি। ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

বুক ভরে দম নিল অ্যাশলি। 'ঠিক আছে। আমি ঠিক থাকব। আমি ঠিক থাকব। আমি ঠিক থাকব।'

দর্শকদের আসনে বসে আছেন ড. স্টিভেন প্যাটারসন। সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ধরে নানান প্রশ্ন করেছিল। তিনি শুধু একটা জবাবই দিয়েছেন—'আমার মেয়ে নির্দোষ।'

জেসি এবং এমিলি কুইলারও এসেছেন নৈতিক সমর্থন যোগাতে।

প্রসিকিউটরের টেবিলে দুই সহকারী সুসান ফ্রি ম্যান এবং ইলেনর টাকারকে নিয়ে বসেছেন মিকি ব্রেনান।

সান্ড্রা এবং অ্যাশলি বসেছে বিবাদীদের টেবিলে, তাদের মাঝখানে ডেভিড। সান্ড্রার সঙ্গে অ্যাশলির গত হপ্তায় পরিচয় হয়েছে।

বিচারক উইলিয়ামস ঢুকলেন আদালতকক্ষে, পা বাড়ালেন বেঞ্চে। আর্দালি ঘোষণা করল, 'সবাই আসন ছেড়ে দাঁড়ান। আদালতের কাজ শুরু হচ্ছে। মাননীয় বিচারক টেসা উইলিয়ামস বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছেন।'

জাজ উইলিয়ামস বললেন, 'আপনারা সবাই বসতে পারেন। এ কেস অ্যাশলি প্যাটারসনের বিরুদ্ধে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের মামলা। কেস শুরু করা হোক।' জাজ উইলিয়ামস ব্রেনানের দিকে তাকালেন। 'প্রসিকিউটর কি ওপেনিং দিতে চান?'

আসন ছাড়লেন মিকি ব্রেনান। 'জ্বি, ইয়োর অনার।' তিনি ঘুরলেন জুরির দিকে, কদম বাড়ালেন। 'সুপ্রভাত, ভদ্র মহোদয় এবং মহোদয়াগণ। আপনারা জানেন তিনটি খুনের অভিযোগে বিবাদীর বিচার চলছে। খুনগুলো করা হয়েছে বিভিন্ন ছদ্মবেশে।' অ্যাশলির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'ওই মেয়ে নিষ্পাপ, নিরাপরাধ তরুণীর ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে। তবে রাষ্ট্র আপনাদের সামনে প্রমাণ করে দেবে যে বিবাদী সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় তিনজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে। সে ছদ্মবেশ নিয়ে খুন করেছে এ আশায় যে কখনও ধরা পরবে না। কিন্তু সে জানত আসলে সে কী করছে। আমরা ভেবেচিন্তেই বলছি খুনগুলো ছিল সুপরিকল্পিত, ঠাণ্ডা মাথার। ট্রায়াল চলাকালীন এক এক করে সমস্ত প্রমাণ আমি হাজির করব যা ওই বিবাদীর বিপক্ষে চলে যাবে। ধন্যবাদ।'

নিজের আসনে ফিরে এলেন তিনি।

জাজ উইলিয়ামস তাকালেন ডেভিডের দিকে। 'ডিফেন্স কি কোনও ওপেনিং স্টেটমেন্ট দিতে চান?'

'জ্বি, ইয়োর অনার,' সিধে হল ডেভিড, জুরিদের সামনে এসে দাঁড়াল। গভীর একটা দম নিল সে। 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আমি এ ট্রায়ালে প্রমাণ করে দেখাব যা ঘটেছে তার জন্য অ্যাশলি প্যাটারসন দায়ী নয়। কোনও খুনের সঙ্গেই তার সম্পর্ক নেই এবং এসব হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সে অবগতও নয়। আমার ক্লায়েন্ট একজন ভিক্টিম। MPD বা মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের ভিক্টিম। এ-বিষয়টি আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করা হবে।'

জাজ উইলিয়ামসের দিকে ফিরে দৃঢ় গলায় সে বলল, 'MPD একটি প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল ফ্যাক্ট। এর মানে কারও কারও মধ্যে আরও অন্য ব্যক্তিত্ব বা অল্টার থাকে, তারা তাদের হোস্টের ওপর নিয়ন্ত্রণ-প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে। MPD-র একটি লম্বা ইতিহাস আছে। চিকিৎসক এবং স্বাধীনতার ঘোষণার চুক্তিপত্রের অন্যতম আহ্বায়ক বেনজামিন রাশ তাঁর লেকচারে MPD-র কেস-হিস্টোরি নিয়ে আলোচনা করেছেন। উনিশ শতক জুড়ে বহু MPD'র ঘটনা নথিবদ্ধ করা হয়েছে।'

মুখে বিদ্রূপের হাসি এঁটে ব্রেনান শুনছেন ডেভিডের কথা।

'আমরা প্রমাণ করে দেখাব একজন অ্যাশলি প্যাটারসনের অল্টার সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করত এবং সে-ই খুনগুলো করেছে। অ্যাশলির এতে কোনও হাতই নেই। যা ঘটেছে তার ওপর মেয়েটির কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং এজন্য সে কোনোভাবেই দায়ী নয়। ট্রায়াল চলাকালীন আমি প্রখ্যাত ডাক্তারদের নিয়ে আসব যারা MPD সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবেন। সৌভাগ্যক্রমে এ রোগ নিরাময়যোগ্য।'

সে জুরিদের দিকে তাকাল। 'অ্যাশলি প্যাটারসন যা করেছে তার ওপর তার নিজের এতটুকু নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বিচারের নামে আমরা অনুরোধ করছি যে অপরাধের জন্য অ্যাশলি প্যাটারসন দায়ী নয় সেজন্য যেন তাকে দোষী করা না হয়।'

নিজের আসনে বসল ডেভিড।

জাজ উইলিয়ামস ব্রেনানের দিকে তাকালেন, 'স্টেট কি প্রসিড করার জন্য প্রস্তুত?'

উঠে দাঁড়ালেন ব্রেনান। 'জ্বি, ইয়োর অনার।' তিনি সহকারীদের একটি হাসি উপহার দিয়ে জুরিবক্সের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর মস্ত এক ঢেকুর তুললেন। জুরিরা তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন।

ব্রেনান জুরিদের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছেন, তারপর তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ওহ্, আচ্ছা। আপনারা অপেক্ষা করছিলেন কখন আমি 'এক্সকিউজ মি' বলি তার জন্য, না? কিন্তু আমি বলিনি কারণ কাজটা আমি করিনি। করেছে আমার অল্টার ইগো, পেট।'

ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল ডেভিড। ক্রুদ্ধ। 'অবজেকশন, ইয়োর অনার।'

'সাসটেইনড।'

কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে।

ব্রেনান ডেভিডের দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে হাসলেন, তারপর ফিরলেন অ্যাশলির দিকে। 'আমি কাজটা করিনি। না, স্যার। শয়তান আমাকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে।'

আবার লাফ মেরে খাড়া হল ডেভিড। 'অবজেকশন।'

'ওভাররুলড।'

ডেভিড ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে।

ব্রেনান জুরিবক্সের আরও কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। 'আমি আপনাদেরকে প্রুতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমি প্রমাণ করে ছাড়ব বিবাদী স্বেচ্ছায় এবং ঠাণ্ডা মাথায় ডেনিশ টিবল, রিচার্ড মেলটন এবং ডেপুটি স্যামুয়েল ব্লেককে হত্যা করেছে। তিন জন!' তিনি ঘুরে অ্যাশলির দিকে আঙুল তুললেন। 'ওখানে মাত্র একজন বিবাদী বসে আছে এবং সে-ই খুনগুলো করেছে। মি. সিঙ্গার যেন কী বলেন? মালপিটল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার? বেশ, আমি কয়েকজন প্রখ্যাত ডাক্তারকে নিয়ে আসছি যারা কসম খেয়ে বলবেন এরকম কোনও কিছুর অস্তিত্বই নেই! তবে প্রথমে আমরা কয়েকজন এক্সপার্টের কথা শুনব যারা প্রমাণ করবেন অপরাধের সঙ্গে বিবাদীর সম্পর্ক রয়েছে।'

ব্রেনান জাজ উইলিয়ামসকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি আমার প্রথম সাক্ষী স্পেশাল এজেন্ট ভিনসেন্ট জর্ডানের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

বেঁটেখাটো, টাকমাথা এক লোক উঠে দাঁড়াল, চলে এল সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

আদালতের ক্লার্ক বলল, 'আপনার পুরো নাম এবং বানান বলুন রেকর্ডের জন্য।'

‘স্পেশাল এজেন্ট ভিনসেন্ট জর্ডান। J-o-r-d-a-n।’

শপথবাক্য পাঠ করার পরে কাঠগড়ার চেয়ারে বসল ব্রেনান।

‘আপনি ওয়াশিংটন ডিসি’র ফেডেরাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন-এ কর্মরত রয়েছেন?’

‘জ্বি, স্যার।’

‘আপনি এফবিআই’তে কী কাজ করেন, স্পেশাল এজেন্ট জর্ডান?’

‘আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেকশনে আছি।’

‘কতদিন ধরে কাজটি করছেন?’

‘পনেরো বছর।’

‘পনেরো বছর। এত বছরে কখনও কোনও মানুষের ডুপ্লিকেট ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখেছেন?’

‘না, স্যার।’

‘এফবিআই’র সাম্প্রতিক ফাইলে কতগুলো ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে?’

‘দুশো পনেরো মিলিয়নেরও বেশি। আমরা প্রতিদিন গড়ে চৌত্রিশ হাজার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়ে থাকি।’

‘এবং এর একটিও অপরটির সঙ্গে মিলে যায়নি?’

‘না, স্যার।’

‘স্পেশাল এজেন্ট জর্ডান, বিবাদীর বিরুদ্ধে যে তিনজন মানুষ হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে আপনাকে ওই লোকগুলোর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল কি?’

‘জ্বি, স্যার।’

‘এবং আপনি বিবাদী অ্যাশলি প্যাটারসনের ফিঙ্গারপ্রিন্টও সংগ্রহ করেছেন, নয় কি?’

‘জ্বি, স্যার।’

‘আপনি কি ব্যক্তিগতভাবে ওই ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো পরীক্ষা করেছেন?’

‘করেছি।’

‘শেষপর্যন্ত কী উপসংহারে পৌঁছালেন?’

‘হত্যাকাণ্ডের জায়গায় এবং অ্যাশলি প্যাটারসনের যে আঙুলের ছাপ আমরা পেয়েছি তা হুবহু এক।’

জোর গুঞ্জন উঠল আদালতকক্ষে।

‘অর্ডার! অর্ডার!’

কোর্টরুমের গুঞ্জন মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ব্রেনান।

‘ওগুলো হুবহু একই ছিল? এ ব্যাপারে আপনার মনে কোনও সন্দেহ নেই তো, এজেন্ট জর্ডান? কোথাও কোনও ভুল হতে পারে কি?’

‘না, স্যার। সবগুলো আঙুলের ছাপ ছিল পরিষ্কার এবং সহজেই চিহ্নিত করা যাচ্ছিল।’

‘ধন্যবাদ, এজেন্ট জর্ডান।’ ব্রেনান ফিরলেন ডেভিড সিঙ্গারের দিকে।

‘ইয়োর উইটনেস।’

ডেভিড একমুহূর্ত বসে রইল, তারপর চলে এল উইটনেস বক্সে। ‘এজেন্ট জর্ডান, আপনি যখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট পরীক্ষা করেন, কোনওরকম চিহ্ন কি চোখে পড়েছে আপনার—যেমন, অপরাধী নিজের অপরাধ ঢাকা দেয়ার জন্য ইচ্ছে করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে দেয়ার চেষ্টা করেছে?’

‘জ্বি, তবে আমরা ওটা হাই-ইনটেনসিটি লেজার টেকনিকের সাহায্যে ওগুলো সংশোধন করে দিই।’

‘অ্যাশলি প্যাটারসনের ক্ষেত্রে কি এরকম কিছু করতে হয়েছে?’

‘না, স্যার।’

‘কেন করতে হয়নি?’

‘আমি তো বললামই...হাতের ছাপগুলো ছিল পরিষ্কার।’

ডেভিড আড়চোখে জুরিদের দেখল। ‘তার মানে আপনি বলতে চাইছেন বিবাদী তার হাতের ছাপ মুছে ফেলার কোনও চেষ্টাই করেনি?’

‘ঠিক বলেছেন।’

‘ধন্যবাদ। আর কোনও প্রশ্ন নেই আমার।’ ডেভিড জুরিদের দিকে ফিরল। ‘অ্যাশলি প্যাটারসন তার হাতের ছাপ মোছার কোনও চেষ্টা করেনি। কারণ সে নিরপরাধ এবং—’

খেঁকিয়ে উঠলেন জাজ উইলিয়ামস। ‘যথেষ্ট হয়েছে, কাউন্সেলর। আপনার কেস প্লি করার জন্য পরে সময় পাবেন।’

ডেভিড নিজের আসনে এসে বসল।

জাজ উইলিয়ামস স্পেশাল এজেন্ট জর্ডানকে বললেন, ‘আপনি যেতে পারেন।’ এফবিআই এজেন্ট নেমে এল কাঠগড়া থেকে।

ব্রেনান বললেন, ‘আমি আমার পরবর্তী সাক্ষী স্টানলি ক্লার্ককে আহ্বান করছি।’

লম্বাচুলের এক তরুণ ঢুকল কোর্টরুমে। কাঠগড়ায় হেঁটে এল। শপথবাক্য পাঠ করে বসল।

ব্রেনান জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার পেশা কী, মি. ক্লার্ক?’

‘আমি ন্যাশনাল বায়োটেক ল্যাবরেটরিতে আছি। Deoxyribonucleic Acid নিয়ে কাজ করি।’

‘মানে DNA?’

‘জ্বি, স্যার!’

‘ন্যাশনাল বায়োটেক ল্যাবরেটরিতে কদ্দিন ধরে কাজ করছেন?’

‘সাত বছর।’

‘ওখানে কোন্ পদে আছেন?’

‘আমি একজন সুপারভাইজার।’

‘সাত বছরে আপনি DNA পরীক্ষা করে নিশ্চয় প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন?’

'তা তো বটেই। প্রতিদিনই আমি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছি।'

ব্রেনান জুরির দিকে তাকালেন। 'আমরা সবাই DNA'র গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত রয়েছি।' তিনি দর্শকদের দিকে হাত তুলে দেখালেন। 'এ ঘরের আধডজন মানুষের DNA কি একরকম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?'

'প্রশ্নই ওঠে না, স্যার। সংগৃহীত ডাটাবেস পরীক্ষা করলে দেখা যাবে পাঁচশো কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র একজনের DNA আরেকজনের সঙ্গে মিলে যেতে পারে।'

তথ্যটা জেনে যেন খুশি হলেন ব্রেনান। 'পাঁচশো কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র একজন। আপনি ভিক্টিমের শরীর থেকে কীভাবে DNA সংগ্রহ করেন?'

'নানান ভাবে। আমরা DNA পাই লালা, বীর্য, ভার্জিনাল ডিসচার্জ, রক্ত, চুল, দাঁত, হাড়ের মজ্জা...ইত্যাদি থেকে।'

'এবং এর যে-কোনও একটি জিনিস থেকে নির্দিষ্ট কাউকে আপনি ম্যাচ করতে পারেন?'

'জ্বি।'

'আপনি কি ডেনিশ টিবল, রিচার্ড মেলটন এবং স্যামুয়েল ব্লেকের DNA-র এভিডেন্স নিজে পরীক্ষা করে দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'এবং পরে বিবাদী অ্যাশলি প্যাটারসনের চুলের গোছা আপনাকে পরীক্ষা করতে দেয়া হয়?'

'জ্বি।'

'হত্যাকাণ্ডের জায়গা থেকে সংগৃহীত DNA এভিডেন্স এবং বিবাদীর চুলের এভিডেন্স পরীক্ষা করে কী পেয়েছেন?'

'দুটো DNA-ই একরকমের।'

এবারে দর্শক সারি থেকে ভেসে আসা গুঞ্জন আরও জোরালো শোনাল।

জাজ উইলিয়ামস হাতুড়ি দিয়ে ঠকাশ করে বাড়ি বসালেন টেবিলে। 'অর্ডার! সবাই চুপ করুন, নয়তো এই আদালতকক্ষ আমি খালি করে দিতে বাধ্য হব।'

ঘরের হল্লা থেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ব্রেনান।

'মি. ক্লার্ক, আপনি কি বলতে চাইছেন তিনটে হত্যাকাণ্ড থেকে সংগৃহীত DNA এবং অভিযুক্তের DNA হুবহু এক?'

শেষের শব্দদুটির ওপরে জোর দিলেন তিনি।

'জ্বি, স্যার।'

ব্রেনান অ্যাশলির দিকে একবার তাকালেন, তারপর দৃষ্টি ফিরে এল সাক্ষীর কাঠগড়ায়। 'এতে কোনওরকম কন্টামিনেশন হয়নি তো? আমরা সবাই একটি বিখ্যাত ট্রায়ালের কথা জানি যেটির DNA এভিডেন্স দূষিতকরণ করা হয়েছিল। এ কেসের ক্ষেত্রে কি এভিডেন্স উল্টোপাল্টা কিছু হতে পারে?'

'না, স্যার। এই হত্যাকাণ্ডগুলোর DNA এভিডেন্স অত্যন্ত সাবধানে পরীক্ষা করা হয়েছে। কোনও উল্টোপাল্টা কিছু হয়নি।'

'ধন্যবাদ, মি. ক্লার্ক।' ব্রেনান তাকালেন ডেভিডের দিকে। 'আর কোনও প্রশ্ন নেই।'

জাজ উইলিয়ামস বললেন, 'আপনার উইটনেস, মি. সিঙ্গার।'

'নো কোয়েশ্চেন।'

জুরিরা অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন ডেভিডের দিকে।

বিস্মিত দেখাল ব্রেনানকেও। 'নো কোয়েশ্চেন?'

ব্রেনান জুরিদের দিকে ফিরলেন। 'আমি বিস্মিত যে ডিফেন্স এভিডেন্স নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলছেন না। এর মানে এটাই দাঁড়ায় যে সন্দেহাতীতভাবে বিবাদী তিনজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে এবং–'

ডেভিড লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। 'ইয়োর অনার–'

'সাসটেইনড। আপনি সীমা অতিক্রম করছেন, মি. ব্রেনান?'

'দুঃখিত, ইয়োর অনার। আর কোনও প্রশ্ন নেই।'

অ্যাশলি ডেভিডের দিকে তাকিয়ে আছে, আতঙ্কিত।

ডেভিড ফিসফিস করল, 'ভয় নেই। শীঘ্রি আমাদের পালা আসবে।'

বিকেলে আরও সাক্ষীর সাক্ষ্য নেয়া হল। তারা যা বলল তা পিলে চমকানোর মতো।

'বিল্ডিং সুপারিনটেনডেন্ট আপনাকে ডেনিশ টিবলের অ্যাপার্টমেন্টে যেতে বলেছিলেন, ডিটেকটিভ লাইটম্যান?'

'জ্বি।'

'ওখানে কী দেখলেন আমাদেরকে বলবেন কী?'

'চরম অবস্থা। থইথই রক্তে ভেসে যাচ্ছিল ঘর।'

'ভিক্টিমের কী অবস্থা ছিল?'

'তাকে ছুরি মেরে এবং পুরুষাঙ্গ কেটে হত্যা করা হয়।'

ব্রেনান জুরির দিকে তাকালেন, তাঁর চেহারায় আতঙ্ক।

'হত্যাকাণ্ডের জায়গায় কোনও এভিডেন্স চোখে পড়েছে আপনার?'

'জ্বি। মৃত্যুর আগে সেক্স করেছিল ভিক্টিম। আমরা ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছি।'

'আপনি তক্ষুনি কাউকে গ্রেফতার করেননি কেন?'

'আমরা যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছিলাম রেকর্ডের সঙ্গে তা মেলেনি। ফিঙ্গারপ্রিন্টের ম্যাচিং-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'কিন্তু আপনি যখন অ্যাশলি প্যাটারসনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ডিএনএ একসঙ্গে পেলেন তখন কি দুটিতে মিল পেয়েছিলেন?'

'জ্বি, মিল পেয়েছিলাম।'

ড. স্টিভেন প্যাটারসন প্রতিদিনই ট্রায়ালে হাজির থাকছেন। তিনি বিবাদীর

টেবিলের পেছনে, দর্শক আসনে বসে থাকেন। আদালতকক্ষে যখন তিনি ঢোকেন কিংবা বের হন, সাংবাদিকরা ছুটে আসে তাঁর কাছে।

'ড. প্যাটারসন, ট্রায়াল কেমন হচ্ছে?'

'বেশ ভালো।'

'শেষপর্যন্ত কী ঘটবে বলে আপনার ধারণা?'

'আমার মেয়ে নির্দোষ বলে প্রমাণিত হবে।'

একদিন সন্ধ্যায় ডেভিড এবং সান্ড্রা হোটেলে ফিরেছে, একটি ম্যাসেজ পেল ওরা : *আপনার ব্যাংকে মি. কোং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।*

ওরা পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। 'আবার একটা পেমেন্ট দেয়ার সময় হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।' শুকনো গলা ডেভিডের। 'ট্রায়াল আশা করি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। এ মাসের পেমেন্ট দেয়ার মতো টাকা আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আছে।'

চিন্তিত দেখাল সান্ড্রাকে। 'ডেভিড, আমরা যদি সবগুলো পেমেন্ট দিতে না পারি...তাহলে যে-টাকাটা দিয়েছি তা আর ফেরত পাব না?'

'না। তবে দুশ্চিন্তা কোরো না। ভালো মানুষের বিপদ সবসময় থাকে না।'

ব্রায়ান হিল সাক্ষীর কাঠগড়ায় বসে আছে। তাকে শপথবাক্য পাঠ করানো হল। ব্রায়ানের দিকে তাকিয়ে বন্ধুসুলভ হাসি উপহার দিলেন মিকি ব্রেনান।

'আপনি কী করেন বলবেন কি, মি. হিল?'

'জ্বি, স্যার। আমি সানফ্রান্সিসকোর ডি ইয়ং মিউজিয়ামের একজন গার্ড।'

'কতদিন ধরে ওখানে কাজ করছেন?'

'চার বছর।'

'মিউজিয়ামে দেখতে একই লোক কি বারবার আসে? মানে কারও কারও অভ্যাস থাকে না বারবার আসা-যাওয়া করে?'

'জ্বী, কারও কারও এ অভ্যাসটি রয়েছে।'

'তাহলে নিশ্চয় এদের কেউ কেউ আপনার চেনা-পরিচিত হয়ে গেছে, অন্তত আপনি তাদের মুখ তো চেনেন, নাকি?'

'জ্বি, স্যার।'

'শুনেছি মিউজিয়ামের কিছু ছবি কপি করার অনুমতি নিয়ে আর্টিস্টরা যান ওখানে?'

'জ্বি। এরকম অনেক আর্টিস্ট আছেন।'

'এদের কারও সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে, মি. হিল?'

'জ্বি, এদের কারও কারও সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।'

'রিচার্ড মেলটন নামে কারও সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ব্রায়ান হিল। 'হ্যাঁ। খুব প্রতিভাবান ছিল সে।'

'তাঁর কাছে আপনি ছবি আঁকা শিখতে চেয়েছিলেন?'

'জ্বি।'

ডেভিড আসন ছেড়ে দাঁড়াল। 'ইয়োর অনার, আমি বুঝতে পারছি না এসব প্রশ্নের সঙ্গে ট্রায়ালের কী সম্পর্ক আছে। যদি মি. ব্রেনান–'

'সম্পর্ক আছে, ইয়োর অনার। আমি এ-বিষয়টি প্রমাণ করতে চাইছি যে মি. হিল ভিক্টিমের সঙ্গে কে ছিল তা হয়তো চিহ্নিত করতে পারবেন।'

'অবজেকশন ওভাররুলড। আপনি প্রশ্ন করতে থাকুন।'

'আপনাকে কি উনি আঁকা শেখাতেন?'

'হ্যাঁ। শেখাতেন। যখনই সময় পেতেন।'

'মি. মেলটন যখন মিউজিয়ামে আসতেন তার সঙ্গে কখনও কোনও তরুণীকে দেখেছেন আপনি?'

'প্রথমদিকে দেখিনি। তবে তাঁর সঙ্গে একটি মেয়ের পরিচয় হয়েছিল। তিনি মেয়েটিকে নিয়ে মিউজিয়ামে আসতেন।'

'কী নাম তার?'

'অ্যালেট পিটার্স।'

হতভম্ব ব্রেনান। 'অ্যালেট পিটার্স? আপনি ঠিক নামটি জানেন?'

'জ্বি, স্যার। ওই নামেই মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।'

'মেয়েটিকে নিশ্চয় আপনি এ আদালতে দেখতে পাচ্ছেন না, মি. হিল, নাকি পাচ্ছেন?'

'জ্বি, স্যার। দেখতে পাচ্ছি।' অ্যাশলিকে হাত তুলে দেখাল। 'ওই যে সে বসে আছে।'

ব্রেনান বললেন, 'কিন্তু উনি তো অ্যালেট পিটার্স নন। উনি বিবাদী, অ্যাশলি প্যাটারসন।'

ডেভিড খাড়া হল। 'ইয়োর অনার, আমরা আগেই বলেছি অ্যালেট পিটার্স এ ট্রায়ালের একটি অংশ। সে দুজন অল্টার ইগোর একজন, যে অ্যাশলি প্যাটারসনকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং–'

'আপনি চুপ করুন, মি. সিঙ্গার। মি. ব্রেনান, প্লিজ, চালিয়ে যান।'

'মি. হিল, আপনি কি তাহলে নিশ্চিত যে ওই বিবাদী, যার নাম অ্যাশলি প্যাটারসন, রিচার্ড মেলটনের কাছে সে অ্যালেট পিটার্স নামে পরিচিত ছিল?'

'জ্বি।'

'এবং আপনার এ-ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই যে দুজনে একই মানুষ?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল ব্রায়ান, 'আ–হ্যাঁ। দুজনে একই মানুষ।'

'রিচার্ড মেলটন যেদিন খুন হন সেদিন এই মেয়েকে তার সঙ্গে আপনি দেখেছিলেন?'

'জ্বি, স্যার।'

'ধন্যবাদ,' ব্রেনান ফিরলেন ডেভিডের দিকে। 'ইয়োর উইটনেস।'

ডেভিড ধীরপায়ে এগিয়ে গেল উইটনেস বক্সে। 'মি. হিল, কোটি কোটি টাকা মূল্যের ছবি যে-মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে সেখানে গার্ড হিসেবে কাজ করাটা বিরাট দায়িত্বের ব্যাপার, নয় কি?'

'জ্বি, স্যার।'

'আর একজন ভালো গার্ড হিসেবে আপনাকে সবসময়ই সতর্ক থাকতে হয়।'

'তা তো বটেই।'

'কী ঘটছে না ঘটছে সে-ব্যাপারে আপনি সচেতন থাকেন।'

'থাকতেই হয়।'

'আপনি কি একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত গার্ড, মি. হিল?'

'জ্বি।'

'প্রশ্নটা করলাম কারণ মি. ব্রেনান যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন অ্যাশলি প্যাটারসন রিচার্ড মেলটনের সঙ্গে ছিল কিনা, আপনি জবাব দিতে ইতস্তত করছিলেন। আপনি কি নিশ্চিত ছিলেন না?'

এক মুহূর্তের বিরতি। 'ওই মহিলার সঙ্গে তার চেহারার বেশ মিল আছে। তবে অমিলও আছে।'

'অমিলটা কীরকম?'

'অ্যালেট পিটার্স ইটালিয়ান উচ্চারণে কথা বলত...বিবাদীর চেয়ে তার বয়সও কম ছিল।'

'ঠিক বলেছেন, মি. হিল। সানফ্রান্সিসকোয় আপনি যাকে দেখেছেন সে অ্যাশলি প্যাটারসনের অল্টার। তার জন্ম রোমে, সে অ্যাশলির চেয়ে আট বছরের ছোট–'

বার্নিস জেনকিন্স দাঁড়াল কাঠগড়ায়।

'আপনার পেশা কী বলবেন, মিস জেনকিন্স?'

'আমি একজন ওয়েট্রেস।'

'কোথায় কাজ করেন?'

'ডি ইয়ং মিউজিয়ামের ক্যাফেতে।'

'রিচার্ড মেলটনের সঙ্গে আপনার কীরকম সম্পর্ক ছিল?'

'আমরা ভালো বন্ধু ছিলাম।'

'একটু বিস্তারিত বলুন।'

'একসময় আমাদের মধ্যে রোমান্টিক সম্পর্ক ছিল। তবে সম্পর্কটা ভেঙে যায়।'

'তারপর?'

'তারপর আমাদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানে আ–আমি আমার সমস্যাগুলো তাকে বলতাম, তার সমস্যাগুলো সে আমাকে বলত।'

'বিবাদীকে নিয়ে কখনও কোনও কথা তিনি আপনাকে বলেছিলেন?'

'বলেছিল। তবে মেয়েটিকে ভিন্ন নামে ডাকত সে।'

'কী নামে ডাকত?'

'অ্যালেট পিটার্স।'

'কিন্তু উনি তো জানতেন ওর আসল নাম অ্যাশলি প্যাটারসন।'

'না। সে জানত ওর নাম অ্যালেট পিটার্স।'

'তার মানে মেয়েটি তার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল?'

ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল ডেভিড, রাগে গনগন করছে চেহারা।

'অবজেকশন।'

'সাসটেইনড। সাক্ষীকে লিড করা বন্ধ করুন, মি. ব্রেনান।'

'দুঃখিত, ইয়োর অনার।' ব্রেনান ফিরলেন উইটনেস বক্সে। 'উনি আপনাকে অ্যালেট পিটার্স সম্পর্কে বলেছেন। কিন্তু আপনি দুজনকে একসঙ্গে কখনও দেখেছেন?'

'জ্বি। দেখেছি। একদিন ও মেয়েটিকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।'

'আপনি কি বিবাদী অ্যাশলি প্যাটারসনের কথা বলছেন?'

'জ্বি। তবে সে নিজের পরিচয় দিয়েছিল অ্যাশলি পিটার্স বলে।'

সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে বসল গ্যারি কিং।

ব্রেনান প্রশ্ন করলেন, 'আপনি রিচার্ড মেলটনের রুমমেট ছিলেন?'

'জ্বি।'

'আপনারা কি বন্ধুও ছিলেন? একসঙ্গে কি পার্টিতে যেতেন?'

'যেতাম। আমরা একসঙ্গে বহু ডাবল ডেট করেছি।'

'মি. মেলটনের কি কোনও তরুণীর প্রতি আগ্রহ ছিল?'

'জ্বি।'

'তার নাম জানেন?'

'তার নাম অ্যালেট পিটার্স।'

'তাকে কি এ আদালতকক্ষে দেখতে পাচ্ছেন?'

'জ্বি। ওই তো ওখানে বসে আছে।'

'আপনি কিন্তু বিবাদী অ্যাশলি প্যাটারসনের দিকে ইঙ্গিত করছেন।'

'জ্বি।'

'মার্ডার হওয়ার রাতে বাড়ি ফিরে দেখলেন রিচার্ড মেলটনের লাশ পড়ে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'লাশের কী অবস্থা ছিল?'

'রক্তাক্ত।'

'তার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছিল?'

শিউরে উঠল কিং। 'হ্যাঁ। উহ্, কী ভয়ংকর দৃশ্য।'

ব্রেনান জুরিদের দিকে তাকালেন। যেমন প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলেন, তাদের কাছ থেকে তেমন প্রতিক্রিয়াই পেলেন।

'এরপরে আপনি কী করলেন, মি. কিং?'

'আমি পুলিশে খবর দিই।'

'ধন্যবাদ,' ব্রেনান ফিরলেন ডেভিডের দিকে। 'ইয়োর উইটনেস।'

ডেভিড আসন ছেড়ে এগিয়ে গেল গ্যারি কিং-এর দিকে।

'রিচার্ড মেলটন সম্পর্কে বলুন শুনি। কেমন মানুষ ছিলেন তিনি?'

'চমৎকার মানুষ।'

'বদমেজাজি ছিলেন? তর্ক করতে গিয়ে কি মারামারিতে জড়িয়ে পড়তেন?'

'রিচার্ড? না, সে ছিল এর উল্টো। অত্যন্ত চুপচাপ স্বভাবের মানুষ ছিল সে।'

'সে কি অ্যালেটের সঙ্গে ঝগড়া করত?'

বিস্মিত দেখাল গ্যারিকে। 'মোটেই না। ওদেরকে কখনও ঝগড়া করতে দেখিনি।'

'এমন কিছু কি আপনার চোখে কখনও পড়েছে যে তাতে মনে হয় অ্যালেট পিটার্স মেলটনের কোনও ক্ষতি করতে পারে?'

'অবজেকশন। উনি উইটনেসকে লিড করছেন।'

'সাসটেইনড।'

'আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই,' বলল ডেভিড।

ডেভিড ফিরে এল নিজের জায়গায়। অ্যাশলিকে বলল, 'চিন্তা কোরো না। ওরা কেসটা আমাদের অনুকূলে নিয়ে আসছে।'

তার কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সুর।

ডেভিড এবং সান্ড্রা উইন্ডহ্যাম হোটেলের সানফ্রেসকো রেস্টুরেন্টে ডিনার করছে। প্রধান খানসামা এসে ডেভিডকে বলল, 'আপনার জরুরি একটা ফোন এসেছে, মি. সিঙ্গার।'

'ধন্যবাদ,' সান্ড্রার দিকে ফিরল ডেভিড। 'আমি আসছি এখুনি।'

খানসামা ওকে ফোনের কাছে নিয়ে গেল। 'ডেভিড সিঙ্গার বলছি।'

'ডেভিড—জেসি। তুমি এক্ষুনি তোমাদের ঘরে গিয়ে আমাকে ফোন করো। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে!'

সতেরো

'জেসি–?'

'ডেভিড, জানি তোমাদের ব্যাপারে নাক গলানো উচিত হচ্ছে না, তবে আমার মনে হয় তোমাদের মিসট্রায়ালের জন্য আবেদন করা উচিত।'

'কী হয়েছে?'

'তুমি গত ক'দিন ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখেছ?'

'না, ব্যস্ত ছিলাম।'

'ইন্টারনেটে ট্রায়াল নিয়ে কথা বলছে সবাই।'

'তাতে ক্ষতি কী?'

'সবই নেতিবাচক কথাবার্তা হচ্ছে, ডেভিড। বলছে অ্যাশলি দোষী এবং ওর মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। আর রঙ চড়িয়ে কথাগুলো বলা হচ্ছে। তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না কী ভয়ংকর এরা।'

হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারল ডেভিড। 'ওহ, মাই গড! জুরিরা যদি ইন্টারনেটে–'

'কয়েকজন জুরি ইন্টারনেটের এ-ব্যাপারটা জেনে গেছে এবং তারা প্রভাবিতও হয়ে পড়বে। হয় মিসট্রায়ালের ব্যবস্থা করতে হবে নতুবা জুরিদের এ থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'ধন্যবাদ, জেসি। কিছু একটা ব্যবস্থা তো নিতে হবেই।' রিসিভার নামিয়ে রাখল ডেভিড। ফিরে এল রেস্টুরেন্টে।

সান্ড্রা জিজ্ঞেস করল।

'খারাপ খবর?'

'খারাপ খবর।'

পরদিন সকালে আদালত বসার আগে জাজ উইলিয়ামসের সঙ্গে দেখা করতে গেল ডেভিড। সে বিচারপতির রুমে ঢুকে দেখল তিনি মিকি ব্রেনানের সঙ্গে বসে আছেন।

'আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন?'

'জ্বি, ইয়োর অনার। গতরাতে শুনলাম এই ট্রায়াল ইন্টারনেটের এক নাম্বার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। চ্যাটরুমে সকলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছে। তারা বিবাদীকে দোষারোপ করছে। বিষয়টি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কয়েকজন জুরির

কমপিউটরে অনলাইন অ্যাকসেস রয়েছে। এটা ডিফেন্সকে মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। তাই আমি মিসট্রায়ালের জন্য আবেদন করতে চাই।'

বিচারক কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'আবেদন অগ্রাহ্য করা হল।'

ডেভিড নিজেকে সামাল দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বলল, 'তাহলে সিকোয়েস্টারে আবেদন করতে চাই যাতে জুরিরা অনলাইন থেকে দূরে থাকেন–'

'মি. সিঙ্গার, প্রতিদিন আদালত সাংবাদিকদের ভিড়ে উপচে পড়ে। এই ট্রায়াল সারাবিশ্বের টিভি, রেডিও এবং সংবাদপত্রের এক নাম্বার আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আপনাকে আমি সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম এটি সার্কাসে পরিণত হবে। কিন্তু আপনি আমার কথা কানে তোলেননি।' সামনে ঝুঁকলেন তিনি। 'তো, এটা আপনার সার্কাস। আপনি যদি জুরিদের সিকোয়েস্টার করতে চান, বিচারের আগে আবেদন করতে হবে। তবে আমি সম্ভবত আপনার আবেদন মেনে নেব না। আর কিছু বলবেন?'

ডেভিড বসে রইল ওখানে, পেটের ভেতরটা পাক খাচ্ছে। 'না, ইয়োর অনার।'

'তাহলে কোর্টরুমে চলে যান।'

শেরিফ ডাউলিংকে জেরা করছেন মিকি ব্রেনান।

'ডেপুটি স্যাম ব্লেক আপনাকে ফোন করে বলেছিলেন বিবাদীকে প্রটেকশন দেয়ার জন্য ওই রাতটা তিনি বিবাদীর বাসায় থাকবেন, তাই না? বিবাদী বলেছিল কেউ তাকে হুমকি দিচ্ছে?'

'জ্বি।'

'ডেপুটি ব্লেক আপনাকে আবার কখন ফোন করেছিলেন?'

'আর–আর ফোন করেননি। আমি সকালে একটা ফোন পাই। শুনি তার–তার লাশ মিস প্যাটারসনের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের পেছনের গলিতে পড়ে আছে।'

'আপনি নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে ওখানে চলে যান?'

'অবশ্যই।'

'কী দেখতে পেলেন?'

ঢোক গিললেন শেরিফ। 'স্যামের লাশ রক্তাক্ত একটি চাদরে মোড়ানো ছিল। তাকে অন্য দুই ভিক্টিমের মতো ছুরি মেরে এবং পুরুষাঙ্গ কেটে হত্যা করা হয়।'

'অন্য দুই ভিক্টিমের মতো। তার মানে সবগুলো হত্যাকাণ্ড একইভাবে সংঘটিত হয়েছে?'

'জ্বি, স্যার।'

'যেন একই ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করেছে?'

ডেভিড লাফিয়ে উঠল। 'অবজেকশন!'

'সাসটেইনড।'

'আমি উইথড্র করছি কথাটা। এরপরে আপনি কী করলেন, শেরিফ?'

'এ ঘটনার আগেও অ্যাশলি প্যাটারসনকে সন্দেহ করিনি আমরা। তবে খুনটা

হওয়ার পরে আমরা ওকে কারাগারে নিয়ে যাই এবং হাতের ছাপ নিই।'

'তারপর?'

'আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট এফবিআই'র কাছে পাঠিয়ে দিই। পজিটিভ রেজাল্ট পাই।'

'পজিটিভ রেজাল্টের মানে কি আদালতকে ব্যাখ্যা করবেন?'

জুরিদের দিকে ফিরলেন শেরিফ। 'আগেকার মার্ডারের ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে অ্যাশলির ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলে যায়।'

'ধন্যবাদ, শেরিফ,' ব্রেনান ফিরলেন ডেভিডের দিকে। 'ইয়োর উইটনেস।'

ডেভিড হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল উইটনেস বক্সের সামনে।

'শেরিফ, এ কোর্টরুমের টেস্টিমনিতে শুনলাম মিস প্যাটারসনের কিচেনে রক্তাক্ত একটি ছুরি পাওয়া গেছে?'

'ঠিক শুনেছেন।'

'ওটা কীভাবে লুকিয়ে রাখা হয়? কোনও কিছুতে মোড়ানো ছিল? ছুরিটাকে যাতে খুঁজে না পাওয়া যায় এরকমভাবে লুকোবার চেষ্টা করা হয়েছিল কি?'

'না। তা করা হয়নি। খোলা জায়গাতেই ছিল ছুরিটি।'

'খোলা জায়গাতেই ছিল ছুরিটি। যে ছুরিটি ওখানে রেখেছিল তার আসলে লুকোবার কিছু ছিল না। সে এমন কেউ যে ছিল নিরপরাধ–'

'অবজেকশন!'

'সাসটেইনড।'

'আর কোনও প্রশ্ন নেই।'

'উইটনেস ইজ ডিসমিশড।'

ব্রেনান বললেন, 'আদালত যদি অনুগ্রহ করে অনুমতি দেন...'

তিনি কোর্টরুমের পেছনে কাউকে ইশারা করলেন। ওভারঅল পরা এক লোক ঢুকল ঘরে, হাতে অ্যাশলি প্যাটারসনের মেডিসিন কেবিনেটের আয়না। আয়নার ওপর লিপস্টিক দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা : **তুমি মরবে।**

ডেভিড উঠে দাঁড়াল। 'কী এটা?'

জাজ উইলিয়ামস তাকালেন মিকি ব্রেনানের দিকে। 'মি. ব্রেনান?'

'এই ফাঁদটা পেতে বিবাদী ডেপুটি ব্লেককে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ডেকে এনেছিল যেন তাঁকে হত্যা করা যায়। আমি একে exhibit D বলে চিহ্নিত করছি। বিবাদীর মেডিসিন টেস্ট থেকে এটা আনা হয়েছে।

'অবজেকশন, ইয়োর অনার। এর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই।'

'প্রাসঙ্গিকতা যে আছে তা আমি প্রমাণ করে দেব।'

ব্রেনান জুরিদের সামনে আয়নাটি রাখলেন।

'এই আয়নাটি বিবাদীর বাথরুম থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।'

জুরিদের দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে লেখা আছে : 'তুমি মরবে।' বিবাদী এই লেখার কথা বলে ভয় পাবার ভান করে ডেপুটি

ব্লেককে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসে।' জাজ উইলিয়ামসের দিকে তাকালেন তিনি। 'আমি আমার পরবর্তী উইটনেস মিস লরা নিভেনকে আহ্বান করছি।'

ছড়ি হাতে এক মধ্যবয়স্কা নারী এলেন উইটনেস বক্সে। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করানো হল।

'আপনি কোথায় কাজ করেন, মিস নিভেন?'

'আমি স্যান হোসে কাউন্টির একজন কনসালটেন্ট।'

'আপনি কী করেন?'

'আমি হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট।'

'আপনি কতদিন ধরে কাউন্টিতে কাজ করছেন, মিস নিভেন?'

'বাইশ বছর।'

ব্রেনান আয়নার দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'এ আয়নাটি আপনাকে আগে দেখানো হয়েছে?'

'জ্বি।'

'আপনি এটা পরীক্ষা করে দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'আপনাকে বিবাদীর হাতের লেখার উদাহরণ দেখানো হয়েছে?'

'জ্বি।'

'ওই হাতের লেখা পরীক্ষা করেছেন?'

'জ্বি।'

'দুটি হাতের লেখার মধ্যে তুলনা করে দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'তুলনা করে কী পেলেন?'

'দুটি হাতের লেখা একই ব্যক্তির।'

কোর্টরুমের দর্শকরা একযোগে আঁতকে উঠল।

'তার মানে আপনি বলছেন অ্যাশলি প্যাটারসন এই হুমকির কথা নিজেই লিখেছে?'

'জ্বি।'

মিকি ব্রেনান ডেভিডের দিকে তাকাল। 'ইয়োর উইটনেস।'

ইতস্তত করছে ডেভিড। তাকাল অ্যাশলির দিকে। টেবিলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে অ্যাশলি, ডানে-বামে মাথা নাড়ছে।

'নো কোয়েশ্চেন।'

জাজ উইলিয়ামস লক্ষ করছিলেন ডেভিডকে। 'নো কোয়েশ্চেন, মি. সিঙ্গার?'

ডেভিড সিধে হল। 'না। এসব টেস্টিমনি অর্থহীন।' জুরির দিকে ফিরল সে। 'প্রসিকিউশনকে প্রমাণ করতে হবে অ্যাশলি প্যাটারসন ভিক্টিমদেরকে চিনত এবং তার মোটিভ ছিল–'

রাগত গলায় জাজ উইলিয়ামস বললেন, 'আপনাকে আগেও আমি

সাবধান করে দিয়েছি। আমার জুরিদের আইন শেখানোর জায়গা এটা নয়। 'যদি–'

'কাউকে-না-কাউকে কাজটা করতেই হবে,' বিস্ফোরিত হল ডেভিড।

'যথেষ্ট হয়েছে, মি. সিঙ্গার। বেঞ্চিতে ফিরে যান।'

ডেভিড পা বাড়াল বেঞ্চিতে।

'আদালত অবমাননার দায়ে আপনাকে এক রাতের জন্য কারাগারে থাকার দণ্ডাদেশ দেয়া হল।'

'দাঁড়ান, ইয়োর অনার। আপনি এভাবে–'

গম্ভীর গলায় বিচারক বললেন, 'আপনাকে এক রাতের জন্য দণ্ড দিয়েছি। নাকি দুই রাতের জন্য সাজা পেতে চান?'

ডেভিড দাঁড়িয়ে পড়ল, কটমট করে তাকাল বিচারকের দিকে, গভীর দম নিচ্ছে। 'আমার ক্লায়েন্টের স্বার্থে আমি—আমি আমার আবেগ-অনুভূতিগুলো নিজের মধ্যে চেপে রাখব।'

'বুদ্ধিমানের মতো সিদ্ধান্ত।' কাঠখোট্টা গলায় বললেন জাজ।

'আদালত মুলতবি ঘোষণা করা হল।' আদালতের নাজিরের দিকে তাকালেন। 'আজকের ট্রায়াল শেষ হলে মি. সিঙ্গারকে কাস্টডিতে নিয়ে যাবেন।'

'জ্বি, ইয়োর অনার।'

অ্যাশলি সান্ড্রাকে বলল, 'ওহ্, মাই গড! কী ঘটছে এসব!'

সান্ড্রা অ্যাশলির হাত চাপড়ে দিল। 'ভয় নেই। ডেভিডের ওপর বিশ্বাস রাখো।'

জেসি কুইলারকে ফোন করল সান্ড্রা।

'শুনেছি,' বললেন তিনি। 'খবরে বলেছে। রাগ করার জন্য ডেভিডকে দোষ দেব না। মহিলা শুরু থেকে ওকে অপ্রস্তুত করার চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। ডেভিডের ওপর মহিলা এমন খেপে আছেন কেন?'

'আমি জানি না, জেসি। অবস্থা খুবই ভয়াবহ। জুরিদের চেহারা যদি তুমি দেখতে। ওরা অ্যাশলিকে ঘেন্না করে। মেয়েটাকে কনভিক্ট করতে ওদের আর তর সইছে না। এরপর ডিফেন্সের পালা। ডেভিড হয়তো ওদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটাতে পারবে।'

'সে আশাই করো।'

'জাজ উইলিয়ামস আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, সান্ড্রা। আর এজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অ্যাশলি। এবারে যদি কিছু করতে না পারি অ্যাশলির মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু আমি তা হতে দেব না।'

'তুমি কী করবে?' জিজ্ঞেস করল সান্ড্রা।

ডেভিড বুক ভরে দম নিল, 'কেস থেকে রিজাইন দেব।'

এরকম কিছু করলে কী ঘটবে ওরা দুজনে ভালো করেই জানে। মিডিয়া

মহাউৎসাহে ডেভিডের ব্যর্থতার গল্প ছড়াবে।

'ট্রায়ালে জড়িয়ে পড়াটাই উচিত হয়নি,' তেতো গলায় বলল ডেভিড। 'ড. প্যাটারসন ভরসা করে আছেন আমি তাঁর মেয়ের জীবন বাঁচাব। অথচ এদিকে আমি—' আর বলতে পারল না ও।

সান্ড্রা স্বামীকে একহাতে জড়িয়ে ধরল। 'দুশ্চিন্তা কোরো না ডার্লিং। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরদিন সকালে জাজ উইলিয়ামসের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর চেম্বারে গেল ডেভিড। বিচারকের সঙ্গে যথারীতি আছেন মিকি ব্রেনান।

জাজ উইলিয়ামস বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, মি. ডেভিড।'

'জ্বি, ইয়োর অনার। আমি এ কেস থেকে অব্যাহতি চাই।'

জাজ উইলিয়ামস জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কারণে?'

ডেভিড জবাব দিল, 'আমার মনে হয় না এ ট্রায়ালের জন্য আমি সঠিক আইনজীবী। আমার মনে হচ্ছে আমি ক্লায়েন্টকে আঘাত করছি। আমি এ কেস থেকে সরে যেতে চাই।'

জাজ উইলিয়ামস মৃদুগলায় বললেন, 'মি. সিঙ্গার, আপনি যদি ভেবে থাকেন আপনি ইচ্ছা করলেন আর চলে গেলেন তাহলে ভুল ভাবছেন। এ ট্রায়াল আবার নতুন করে শুরু করা এবং আরও সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী আমি নই। কাজেই আমার জবাব হচ্ছে 'না'। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন?'

এক সেকেন্ডের জন্য চোখ বুজল ডেভিড। চেষ্টা করল শান্ত থাকতে। তারপর চোখ মেলে চাইল। 'জ্বি, ইয়োর অনার। আপনার কথা বুঝতে পেরেছি।'

ও ফাঁদে পড়েছে।

আঠারো

ট্রায়াল শুরু হওয়ার পরে তিন মাস কেটে গেছে, ডেভিডের মনে পড়ে না কবে সে একটা রাত টানা ঘুমাতে পেরেছে। একদিন বিকেলে কোর্টরুম থেকে ফিরছে ওরা, সান্ড্রা বলল, 'ডেভিড, আমি সানফ্রান্সিসকো যাব।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল ডেভিড। 'কেন? আমরা এখন ট্রায়ালের মাঝখানে—ওহ্, মাই গড।' সে বউকে জড়িয়ে ধরল। 'বাচ্চা। আসছে?'

সান্ড্রা হাসল। 'যে-কোনও সময় চলে আসবে। সানফ্রান্সিসকো গেলে নিশ্চিন্তে থাকব। ওখানে ড. বেইলি আছেন। মা বলেছেন আসবেন।'

'অবশ্যই যাবে।' বলল ডেভিড। 'আমি আসলে সময়ের হিসাবও গুলিয়ে ফেলেছি। তিন হপ্তার মধ্যে আসছে ও, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

ডেভিডের চেহারা করুণ হয়ে গেল। 'আর এ সময়টাতে আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারছি না।'

সান্ড্রা স্বামীর একটি হাত তুলে নিল নিজের হাতে। আপসেট হয়ো না, ডার্লিং, এ ট্রায়াল শীঘ্রি শেষ হয়ে যাবে।'

'হারামজাদা ট্রায়াল জীবনেও শেষ হবে না।'

'ডেভিড, আমাদের কোনও সমস্যা হবে না। পুরোনো চাকরিটা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বাচ্চা হওয়ার পরে আমি—'

ডেভিড বলল, 'আমি খুব দুঃখিত, সান্ড্রা। আমি—'

'ডেভিড, যে-কাজটি তুমি সঠিক ভাবছ তার জন্য কখনও দুঃখ করতে নেই।'

'আই লাভ ইউ।'

'আই লাভ ইউ।'

সান্ড্রার পেটে হাত বুলাল ডেভিড। 'আমি তোমাদের দুজনকেই ভালোবাসি।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'আচ্ছা, আমি তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছি। তোমাকে আজ রাতেই সানফ্রান্সিসকো পৌঁছে দেব—'

'না', দৃঢ় গলায় বলল সান্ড্রা। 'তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি এমিলিকে বলব। ও আমাকে নিয়ে যাবে।'

'তাহলে ওকে আজ রাতে আমাদের সঙ্গে খেতে বলো।'

'বলব।'

এমিলি খুব খুশি। 'আমি অবশ্যই তোমাকে নিয়ে আসব।'

দুই ঘণ্টা পরে সে হাজির হল স্যান হোসেতে।

ওরা তিনজনে চাই জেনে ডিনার করল।

'সময়টা এমন,' বলল এমিলি। 'এখন কোথায় একসঙ্গে থাকবে তা না, দুজনকে দুই মেরুতে থাকতে হচ্ছে।'

'ট্রায়ালের কাজ প্রায় শেষ,' বলল ডেভিড। 'বাচ্চা জন্ম নেয়ার আগেই হয়তো শেষ হয়ে যাবে।'

হাসল এমিলি। 'তাহলে আমরা ডাবল সেলিব্রেশন করব।'

সময় হয়েছে যাবার। ডেভিড সান্দ্রাকে বাহুডোরে বেঁধে নিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে প্রতিরাতে কথা বলব।'

'আমাকে নিয়ে একদম দুশ্চিন্তা করবে না। আমার কোনও সমস্যা হবে না। আই লাভ ইউ ভেরি মাচ।' স্বামীর দিকে তাকাল ও। 'নিজের ওপর খেয়াল রেখো, ডেভিড। তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে।'

সান্দ্রা চলে যাওয়ার পরে ডেভিডের বুকটা একদম ফাঁকা হয়ে গেল। নিজেকে এত একা কখনও মনে হয়নি ওর।

আদালত বসেছে।

মিকি ব্রেনান আদালতকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমার পরবর্তী সাক্ষী ড. লরেন্স লারকিনকে আহ্বান করছি।'

ধূসর চুলের, অভিজাত চেহারার এক ভদ্রলোক শপথবাক্য পাঠ শেষে কাঠগড়ার চেয়ারে বসলেন।

'এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ, ড. লারকিন। আমি জানি আপনার সময় অত্যন্ত মূল্যবান। আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কিছু বলবেন কী?'

'আমি শিকাগোতে প্রাকটিস করি। আমি শিকাগো সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট।'

'আপনি কদ্দিন ধরে প্রাকটিস করছেন, ডক্টর?'

'প্রায় ত্রিশ বছর।'

'সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে আপনি নিশ্চয় প্রচুর মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের রোগী দেখেছেন?'

'না।'

ভুরু কুঁচকে গেল ব্রেনানের। 'আপনি 'না' বলছেন, তার মানে এ-ধরনের রোগী খুব বেশি দেখেননি। হয়তো এক ডজন?'

'মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের একজন রোগীও আমার চোখে পড়েনি।'

জুরিদের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম হতাশার ভঙ্গি করলেন ব্রেনান। তারপর ফিরলেন ডাক্তারের দিকে। 'ত্রিশ বছর ধরে মানসিক রোগীদের নিয়ে কাজ করছেন অথচ একটিও মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের কেস আপনার কাছে আসেনি?'

'না, আসেনি।'

'আমার অবাক লাগছে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন কি?'

'বিষয়টি খুব সরল। আমার মনে হয় না মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে।'

'আমি হতভম্ব, ডক্টর। মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের কেস নিয়ে কি রিপোর্ট করা হচ্ছে না?'

মুখ বাঁকালেন ড. লারকিন। 'রিপোর্ট করার মানে এ নয় যে এগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে। যেসব ডাক্তার MPD-তে বিশ্বাস করেন তাঁরা আসলে সিজোফ্রেনিয়া, ডিপ্রেশনসহ আরও নানান অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডারকেই গুলিয়ে ফেলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন।'

'বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো। তার মানে আপনি, একজন এক্সপার্ট সাইকিয়াট্রিস্ট, বলছেন আপনি মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন।'

'ঠিক।'

'ধন্যবাদ, ডক্টর।' মিকি ব্রেনান ডেভিডের দিকে তাকালেন।

'ইয়োর উইটনেস।'

ডেভিড উইটনেস বক্সের সামনে এসে দাঁড়াল। 'আপনি ড. রয়েস সালেমকে চেনেন, ড. লারকিন?'

'হ্যাঁ। খুব ভালোভাবেই চিনি।'

'উনি কি ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট?'

'খুবই ভালো। সেরাদের একজন।'

'ড. ক্লাইড ডোনোভানের সঙ্গে আপনার কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে?'

'জ্বি, বহুবার।'

'উনিও কি ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট?'

'আমার যদি প্রয়োজন হয়—' মৃদু হাসি— 'ওনাকে ডাকব আমি।'

'আর ড. ইনগ্রাম? তাঁকে চেনেন?'

'রে ইনগ্রাম? অবশ্যই। চমৎকার মানুষ।'

'দক্ষ সাইকিয়াট্রিস্ট?'

'অবশ্যই।'

'সকল সাইকিয়াট্রিস্টই কি প্রতিটি মানসিক রোগের বিষয়ে একইরকম মতামত দিয়ে থাকেন?'

'না। মতদ্বৈধ তো থাকেই। সাইকিয়াট্রি ঠিক বিজ্ঞান নয়।'

'ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং, ডক্টর। কারণ ড. সালেম, ড. ডোনোভান এবং ড. ইনগ্রাম এখানে আসছেন বলতে যে তাঁরা মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের চিকিৎসা করেছেন। হয়তো তাঁরা কেউ আপনার মতো দক্ষ নন। দ্যাটস অল। আর কোনও প্রশ্ন নেই।'

জাজ উইলিয়ামস ব্রেনানের দিকে তাকালেন। 'আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন?'

ব্রেনান আসন ছেড়ে হেঁটে এলেন উইটনেস বক্সের সামনে।

'ড. লারকিন, কয়েকজন ডাক্তার MPD বিষয়ে আপনার মতামতের সঙ্গে একমত নন বলে কি আপনি বলবেন যে তাঁরা ঠিক এবং আপনি ভুল?'

'না। আমি কয়েক ডজন সাইকিয়াট্রিস্ট হাজির করতে পারব যারা MPD-তে বিশ্বাসী নন।'

'ধন্যবাদ, ডক্টর। আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।'

মিকি ব্রেনান বললেন, 'ড. আপটন, শুনেছি মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার বলে যা মনে করা হয় তা নাকি অন্য ডিজঅর্ডারের সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়। মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার কীভাবে পরীক্ষা করা হয়?'

'এর কোনও পরীক্ষা নেই।'

বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল ব্রেনানের। 'কোনও পরীক্ষা নেই! আপনি কি বলতে চাইছেন যে যে-লোক নিজের MPD আছে বলে দাবি করছে সে মিথ্যা বলছে, নাকি সত্যতা পরীক্ষা করার কোনও উপায় নেই?'

'না, নেই।'

'তার মানে এটা স্রেফ মতামতের বিষয়? কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী এটা বিশ্বাস করেন, কেউ কেউ করেন না, তাই তো?'

'ঠিক তাই।'

'আপনি যদি কাউকে সম্মোহন করেন, তাহলে কি বলতে পারবেন ওই লোকের MPD আছে নাকি সে ভান করছে?'

মাথা নাড়লেন ড. আপটন। 'সম্মোহন করলেও বলা সম্ভব নয় সে সত্য বলছে, নাকি মিথ্যা।'

'ধন্যবাদ, ডক্টর। আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই।' ডেভিডের দিকে তাকালেন ব্রেনান। 'ইয়োর উইটনেস।'

ডেভিড জিজ্ঞেস করল, 'ড. আপটন, আপনার কাছে কি এমন রোগী কখনও এসেছে যাদেরকে অন্য ডাক্তাররা পাঠিয়েছেন ওই লোকের MPD আছে বলে?'

'বহু।'

'আপনি ওই রোগীদের চিকিৎসা করেছেন?'

'না। করিনি।'

'কেন করেননি?'

'যে রোগের অস্তিত্বই নেই সে-রোগের চিকিৎসা করে কী হবে?'
'আপনি আমার মতামতের ব্যাপারে নিশ্চিত, ডক্টর?'
'অবশ্যই। আমি জানি আমি ঠিক কাজটিই করছি।'
'আপনি ঠিক জানেন আপনি ঠিক কাজটি করছেন?'
'মানে–'
'মানে আপনিই ঠিক আর সবাই ভুল? MPD-তে যারা বিশ্বাস করেন সেই ডাক্তাররা ভুল একটি বিষয় আঁকড়ে ধরে আছেন?'
'আমি তা বলিনি–'
'কিন্তু বলছেন আপনিই ঠিক আর সবাই ভুল। ধন্যবাদ, ডক্টর। দ্যাটস অল।'

ড. সিমন র‍্যালে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন। ছোটখাটো গড়নের, টাকমাথা মানুষটির বয়স ষাট।

ব্রেনান বললেন, 'এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ, ডক্টর। আমরা জানি আপনার ক্যারিয়ার অত্যন্ত বর্ণাঢ্য। আপনি একজন ডক্টর, একজন প্রফেসর। আচ্ছা, ডক্টর, iatrogenicity কথাটির মানে কী?'
'এটা হল দৃশ্যমান একটি অসুস্থতা। এর জন্য ফিজিওথেরাপি নিতে হয়। থেরাপিস্ট প্রশ্ন করে রোগীকে প্রভাবিত করে তোলেন। থেরাপিস্ট রোগীকে তার ইচ্ছেমতো চালিত করতে পারেন।'
'MPD-তে এটি কীভাবে ব্যবহার করা যায়?'
'মনোবিজ্ঞানী রোগীকে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করেন, রোগী থেরাপিস্টকে খুশি করার জন্য সেরকম জবাব দেয়।'
'সম্মোহিত অবস্থায় সাইকিয়াট্রিস্ট নিজে রোগীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন এবং রোগী যা সত্য নয় এমন কিছু বিশ্বাসও করে?'
'এরকমটি ঘটে, জ্বি।'
'ধন্যবাদ, ডক্টর,' তিনি ডেভিডের দিকে তাকালেন। 'ইয়োর উইটনেস।'
ডেভিড উইটনেসবক্সের সামনে চলে এল। 'ডক্টর, আপনি শুধু সাইকিয়াট্রিস্টই নন, ইউনিভার্সিটিতে পড়ানও শুনেছি।'
'ঠিক শুনেছি।'
'কতদিন ধরে টিচিং-এর পেশায় আছেন?'
'পনেরো বছরেরও বেশি।'
'বেশ। আপনি আপনার সময় ভাগ করেন কীভাবে? মানে আপনি কি অর্ধেক সময়টা টিচিং এবং বাকি অর্ধেকটা ডাক্তার হিসেবে কাজ করেন?'
'না, আমি ফুলটাইম পড়াই।'
'আচ্ছা! আপনি কতদিন ধরে ডাক্তারি করছেন?'
'প্রায় আট বছর। তবে সাম্প্রতিক মেডিকেলের ওপর সমস্ত লেখাই আমি পড়েছি।'

‘তাহলে তো আপনি iatrogenicity শব্দটির সঙ্গে পরিচিত?’

‘জ্বি।’

‘আপনার কাছে অনেক রোগী এসেছে যারা MPD-তে আক্রান্ত ছিল?’

‘না, ঠিক অনেক না।’

‘অনেক নয়? আপনি এতদিন ধরে ডাক্তারি করছেন, অন্তত একডজন MPD রোগীও আপনার কাছে আসেনি?’

‘না।’

‘ছ’জন?’

মাথা নাড়লেন ডাক্তার।

‘চার?’

জবাব নেই।

‘ডক্টর, আপনার কাছে কি MPD আক্রান্ত কোনও রোগী আদৌ এসেছে?’

‘ইয়ে মানে–’

‘হ্যাঁ অথবা না, ডক্টর।’

‘না।’

‘তার মানে MPD সম্পর্কে আপনি যা জানেন সবই বইপড়া বিদ্যা থেকে? আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই।’

প্রসিকিউশন আরও ছ’জন সাক্ষী আহ্বান করলেন, এবং সবাইকে গতানুগতিক প্রশ্ন করা হল। মিকি ব্রেনান সারাদেশ থেকে ন’জন সাইকিয়াট্রিস্ট নিয়ে এসেছেন। এরা সবাই একবাক্যে বললেন তারা বিশ্বাস করেন না যে MPD বলে সত্যি কিছু আছে।

উনিশ

অ্যাশলি প্যাটারসনকে ফাঁসিমঞ্চে নিয়ে আসা হয়েছে ফাঁসি দেয়ার জন্য। এমন সময় পুলিশের এক লোক ছুটে এসে বলল, 'এক মিনিট। ওকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে মেরে ফেলা হবে।'

বদলে গেল দৃশ্যপট। ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানো হয়েছে অ্যাশলিকে। একজন গার্ড সুইচ অন করতে যাচ্ছে, জাজ উইলিয়ামস চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে এলেন, 'থামো। ওকে আমরা বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে মারব।'

ঘুম ভেঙে গেল ডেভিডের, উঠে বসল বিছানায়। ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে কলজে। ঘামে ভিজে গেছে পাজামা। বিছানা থেকে নামতে গেছে, চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। মাথাটা খুব ব্যথা করছে, জ্বরজ্বর লাগছে গা। কপালে হাত রাখল ডেভিড। গরম।

ডেভিড ঝিমধরা মাথাব্যথা নিয়ে বিছানা থেকে নামল। টলতে টলতে ঢুকল বাথরুমে। শরীর যতই খারাপ লাগুক আজ আদালতে যেতেই হবে। কারণ আজ বিবাদীপক্ষের পালা। আজ ডিফেন্স পরিচালনা করবে কেস।

ঠাণ্ডা পানিতে মুখ ধুলো ডেভিড। তাকাল আয়নায়।

'তোমাকে ভয়ানক বিধ্বস্ত লাগছে।'

ডেভিড কোর্টে ঢুকে দেখল জাজ উইলিয়ামস আগেই এসে পড়েছেন। সবাই অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

'দেরি হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইছি,' বলল ডেভিড। কর্কশ শোনাল গলা। 'মে আই অ্যাপ্রোচ দ্য বেঞ্চ?'

'ইয়েস।'

ডেভিড হেঁটে গেল বেঞ্চে, পেছনে মিকি ব্রেনান। 'ইয়োর অনার,' বলল ডেভিড। 'আমি একদিনের জন্য স্টে অর্ডার চাই।'

'কেন?'

'আ–আমার শরীরটা ভালো ঠেকছে না, ইয়োর অনার। আমার ডাক্তার দেখানো দরকার। আশা করি কাল ঠিক হয়ে যাব।'

জাজ উইলিয়ামস বললেন, 'আপনার সহকারীকে বলুন না সে আপনার হয়ে কাজ করে দেবে?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে বিচারকের দিকে তাকাল ডেভিড। 'আমার কোনও সহকারী নেই।'

'কেন নেই, মি. সিঙ্গার?'

'কারণ...'

সামনে ঝুঁকলেন জাজ উইলিয়ামস। 'এভাবে কোনও মার্ডার ট্রায়াল চালাতে দেখিনি কোনোদিন। আপনি নিজেকে হিরো সাজাতে ওয়ানম্যান শো করছেন, তাই না? কিন্তু এখানে তা চলবে না। একটা কথা আপনাকে বলা দরকার। আপনি হয়তো ভাবছেন আমি নিজেকে রিকিউজ করছি, কারণ আপনার এই হাস্যকর ডিফেন্সে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমি রিকিউজ করছি না। জুরিরাই সিদ্ধান্ত নেবেন তারা আপনার ক্লায়েন্টকে দোষী ভাবছেন নাকি নির্দোষ। আপনি কিছু বলবেন, মি. সিঙ্গার?'

ডেভিড বিচারপতির দিকে তাকিয়ে থাকল। ঘরটা হঠাৎ দুলতে লাগল চোখের সামনে। ইচ্ছে হল বিচারককে চিৎকার করে বলে, 'জাহান্নামে যাও।' ওর শরীর খুব খারাপ লাগছে। ইচ্ছে করছে বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়। কর্কশ গলায় ডেভিড বলল, 'না, ধন্যবাদ। ইয়োর অনার।'

জাজ উইলিয়ামস মাথা ঝাঁকালেন। 'তাহলে কাজ শুরু করে দিন, মি. সিঙ্গার। বেহুদা আদালতের সময় নষ্ট করবেন না।

ডেভিড জুরিবক্সের সামনে এসে দাঁড়াল, দপদপে মাথাব্যথা এবং জ্বরের কথা ভুলে থাকতে চাইল। ধীরে ধীরে বলতে লাগল ও।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আপনারা শুনেছেন প্রসিকিউশন মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার নিয়ে হাসি-তামাশা করেছেন। আমি নিশ্চিত মি. ব্রেনান ইচ্ছে করে এ কাজ করেননি। করেছেন অজ্ঞতা থেকে। তিনি আসলে মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এবং তিনি ট্রায়ালে যেসব সাক্ষী এনেছেন, তাদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু আমি কয়েকজন মানুষকে আপনাদের সামনে হাজির করব যারা এ-সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। তাঁরা খ্যাতনামা ডাক্তার এবং তাঁরা এ সমস্যাটির বিষয়ে একেকজন এক্সপার্ট। আপনারা যখন তাদের সাক্ষ্য শুনবেন, আমি নিশ্চিত, মি. ব্রেনান যা বলেছেন তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি আলোকপাত আপনারা দেখতে পাবেন।

'মি. ব্রেনান এসব ভয়ংকর ক্রাইমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আমার ক্লায়েন্টের অপরাধ সম্পর্কে বলেছেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট—অপরাধ। ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার প্রমাণে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড শুধু নয়, গিল্টি ইনটেনশনও থাকতে হবে। আমি আপনাদেরকে দেখাব আমার মক্কেলের কোনও গিল্টি ইনটেনশন ছিল না, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় অ্যাশলি প্যাটারসনের নিজের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ঘটনা যে ঘটছে সেটাই সে জানত না। কয়েকজন প্রখ্যাত ডাক্তার প্রমাণ করে দেবেন অ্যাশলি প্যাটারসনের দুটি এডিশনাল পার্সোনালিটি বা অলটার রয়েছে, এদের একজন সবকিছু কন্ট্রোল করে।'

জুরিদের মুখের দিকে তাকাল ডেভিড। তাঁদের চেহারাগুলো মুখের সামনে দুলছে। এক সেকেন্ডের জন্য চোখ বুজল ও।

'আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারকে স্বীকার করেছে। বড় বড় চিকিৎসক, যারা সারা পৃথিবী জুড়ে এ রোগের চিকিৎসা করেছেন তারাও MPD'র অস্তিত্বের বিষয়ে একমত। অ্যাশলি প্যাটারসনের পার্সোনালিটি খুন করেছে, তবে ওটা ছিল পার্সোনালিটি–একটি অলটার–যার ওপর তার কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না।' ডেভিডের কণ্ঠ ক্রমে জোরালো হয়ে উঠল।

'সমস্যাটি পরিষ্কার করে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন আইন কখনও নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয় না। কাজেই এখানে একটি স্ববিরোধী বিষয় রয়েছে। কল্পনা করুন, হত্যার দায়ে এক সিয়ামিজ টুইনের বিচার হচ্ছে। আইন বলে, তুমি অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারবে না, কারণ তাহলে তোমাকে নিরপরাধ মানুষটিকেও শাস্তি দিতে হবে।' জুরিরা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন ডেভিডের কথা।

অ্যাশলিকে ইঙ্গিত করে ডেভিড বলল, 'এই কেসে, আমরা দুজন নয়, তিনজন পার্সোনালিটি নিয়ে কাজ করব।'

সে জাজ উইলিয়ামসের দিকে ফিরল। 'আমি আমার প্রথম সাক্ষী ড. জোয়েল আশান্তিকে আহ্বান করতে চাই।'

'ড. আশান্তি, আপনি কোথায় প্রাকটিস করেন?'

'নিউইয়র্কের ম্যাডিসন হাসপাতালে।'

'আপনি এখানে কি আমার অনুরোধে এসেছেন?'

'না। আমি কাগজে ট্রায়ালের কথা পড়ে নিজেই সাক্ষ্য দিতে আগ্রহবোধ করেছি। আমি মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে কাজ করেছি। সম্ভব হলে এ-বিষয়ে আমি সাহায্য করতে চাই। সাধারণ মানুষ যা ভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি কমন রোগ হল MPD। এ বিষয়ে যেসব ভুল ধারণা রয়েছে তা আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই।'

'আপনাকে ধন্যবাদ, ডক্টর। এ ধরনের কেসে, একজন রোগীর কি দুটি পার্সোনালিটি বা অল্টার থাকে?'

'আমার অভিজ্ঞতা বলে MPD-আক্রান্তদের অনেকের বহু অল্টার থাকে, কারও কারও শতাধিক।'

ইলেনর টাকার ফিসফিস করে কী যেন বললেন মিকি ব্রেনানকে, ব্রেনান হাসলেন শুধু।

'আপনি কতদিন ধরে মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার নিয়ে কাজ করছেন, ড. আশান্তি?'

'পনেরো বছর ধরে।'

'MPD-র রোগীদের ক্ষেত্রে সাধারণত একজন অল্টারই কি কর্তৃত্ব করে?'

'জ্বি।'

কয়েকজন জুরি নোট নিচ্ছেন।

'এবং হোস্ট—মানে যে মানুষটির মধ্যে এসব পার্সোনালিটি ঘাপটি মেরে আছে, সে কি অন্যান্য অল্টার সম্পর্কে সচেতন?'

'এর হেরফেরও ঘটে। মাঝে মাঝে কোনও কোনও অল্টার অন্য সব অল্টারের কথা জানে, কখনও শুধু দু-একজন সম্পর্কে জানে। তবে হোস্ট সাধারণত এদের সম্পর্কে সচেতন থাকে না, অন্তত সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্টের আগ পর্যন্ত নয়।'

'বেশ ইন্টারেস্টিং তো! MPD কি নিরাময়যোগ্য?'

'মাঝে মাঝে। দীর্ঘ সময় ধরে মনোচিকিৎসা করতে হয়। ছয় থেকে সাত বছর লেগে যায় রোগীকে সুস্থ করতে।'

'আপনি কি কখনও MPD রোগীকে সুস্থ করে তুলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ধন্যবাদ, ডক্টর।'

ডেভিড জুরিদের দিকে একনজর তাকাল। *এরা কৌতূহলী, তবে এখনও বিষয়টি বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি,* ভাবল ডেভিড। মিকি ব্রেনানের দিকে তাকাল সে। 'ইয়োর উইটনেস।'

ব্রেনান এসে দাঁড়ালেন উইটনেস বক্সের সামনে।

'ড. আশান্তি, আপনি নিউইয়র্ক থেকে এখানে উড়ে এসেছেন শুধু সাহায্য করার জন্য?'

'জ্বি।'

'আপনি মেডিসিনের চিকিৎসক, ডক্টর। এ পর্যন্ত আপনি কতগুলো মানসিক রোগীর চিকিৎসা করেছেন?'

'দুইশতাধিক।'

'এদের মধ্যে কতজন মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের রোগী ছিল?'

'ডজন খানেক...'

কৃত্রিম বিস্ময় নিয়ে তাকালেন ব্রেনান। 'দুশো রোগীর মধ্যে?'

'হ্যাঁ। দেখুন–'

'আমি বুঝতে পারছি না ড. আশান্তি, মাত্র ক'টি কেস নিয়ে কাজ করে আপনি কীভাবে নিজেকে একজন এক্সপার্ট বলে দাবি করছেন! আপনি কি কোনও এভিডেন্স দিতে পারবেন যাতে মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের বিষয়টি প্রমাণিত হয়?'

'প্রমাণের কথা বললে–'

'আমরা আদালতে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, ডক্টর। তত্ত্ব এবং 'যদি'র ওপর ভিত্তি করে জুরিবৃন্দ কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। উদাহরণ হিসেবে ধরুন–বিবাদী যাদেরকে খুন করেছে তাদেরকে সে ঘৃণা করত এবং তাদেরকে হত্যা করার পরে সে অল্টারের ধুয়ো তোলে যাতে–'

লাফ মেরে খাড়া হল ডেভিড। 'অবজেকশন! দ্যাটস আর্গুমেনটেটিভ অ্যান্ড লিডিং দ্য উইটনেস।'

'ওভাররুলড।'

'ইয়োর অনার–'

'বসে পড়ুন, মি. সিঙ্গার।'

ডেভিড কটমট করে তাকিয়ে থাকল বিচারকের দিকে, তারপর ধপ করে বসল নিজের আসনে।

'তাহলে ডক্টর আপনি বলছেন যে, এমন কোনও এভিডেন্স নেই যা MPD'র অস্তিত্ব প্রমাণ কিংবা অপ্রমাণ করতে পারে?'

'ওয়েল, না। তবে–'

মাথা ঝাঁকালেন ব্রেনান। 'দ্যাটস অল।'

ড. রয়েস সালেম এসে দাঁড়ালেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

ডেভিড জিজ্ঞেস করল, 'ড. সালেম, আপনি অ্যাশলি প্যাটারসনকে পরীক্ষা করেছেন?'

'করেছি।'

'পরীক্ষা করে কী বুঝলেন?'

'মিস প্যাটারসন MPD-তে ভুগছেন। তার দুটি অল্টার রয়েছে যারা নিজেদেরকে টনি প্রেসকট এবং অ্যালেট পিটার্স বলে দাবি করে।'

'তাদের ওপরে কি অ্যাশলির কোনও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে?'

'না। ওরা যখন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়, অ্যাশলি তখন Fugue amnesia অবস্থায় থাকেন।'

'বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন, ড. সালেম?'

'Fugue amnesia হল এমন একটি অবস্থা যেখানে ভিক্টিম নিজের পরিচয় বিস্মৃত হয়, বুঝতে পারে না সে কে এবং কী করছে। এ অবস্থা কয়েক মিনিট, দিন কিংবা কয়েক হপ্তা ধরে চলতে পারে।'

'এবং এই সময়কালে ওই মানুষটি যেসব কাজ করে বেড়ায় সেজন্য কি তাকে দায়ী করা যাবে?'

'না।'

'ধন্যবাদ, ডক্টর।' ডেভিড ফিরল ব্রেনানের দিকে। 'ইয়োর উইটনেস।'

ব্রেনান বললেন, 'ড. সালেম, আপনি বিভিন্ন হাসপাতালের কনসালটেন্ট এবং সারা পৃথিবী ঘুরে লেকচার দিয়ে বেড়ান?'

'জ্বি, স্যার।'

'আপনার বন্ধুবান্ধব নিশ্চয় দক্ষ ডাক্তার?'

'অবশ্যই।'

'তাঁরা সবাই কি মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারে বিশ্বাসী?'

'না।'

'না মানে?'

'কেউ কেউ বিষয়টি বিশ্বাস করেন না।'

'তার মানে তাঁরা এর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন?'

'জ্বি।'

'কিন্তু ওঁরা ভুল আর আপনি ঠিক?'

'আমি কয়েকজন রোগীর চিকিৎসা করেছি। জানি এ-ধরনের রোগের অস্তিত্ব রয়েছে। যখন–'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার বলে যদি সত্যি কিছু থেকে থাকে, একজন অল্টার কি সবসময় তার হোস্টকে হুকুম দিয়ে চলে? বলে দেয় যে কী করতে হবে? ধরুন, অল্টার বলল 'খুন করো'–আর হোস্ট তা করে?'

'এটা নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। অল্টারদের ওপর বিভিন্নরকম প্রভাব থাকে।'

'হোস্টও কি হুকুম চালাতে পারে?'

'মাঝে মাঝে।'

'বেশির ভাগ সময়?'

'না।'

'ডক্টর, MPD যে আছে তার প্রমাণ কী?'

'আমি সম্মোহন করে দেখেছি অনেকের পুরো শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। এবং আমি জানি–'

'এবং ওটা সত্যের ওপর ভিত্তি করে?'

'জ্বি।'

'ড. সালেম, আমি যদি একটি উষ্ণ ঘরে আপনাকে সম্মোহন করে বলি যে আপনি নগ্ন শরীরে উত্তরমেরুতে তুষারঝড়ের কবলে পড়েছেন, আপনার শরীরের তাপমাত্রা কি নেমে আসবে?'

'হ্যাঁ, তবে–'

'দ্যাটস অল।'

ডেভিড উইটনেস স্টান্ডে এসে দাঁড়াল। 'ড. সালেম, এ ব্যাপারে আপনার কি কোনও সন্দেহ আছে যে অ্যাশলি প্যাটারসনের মধ্যে এই অল্টারগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে?'

'আমার কোনও সন্দেহ নেই। তারা অ্যাশলির ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করতে সক্ষম।'

'এবং সে-ব্যাপারটা জানতেও পারবে না?'

'সে ব্যাপারটা জানতেও পারবে না।'

'ধন্যবাদ।'

'আমি সাক্ষ্য দিতে এবার শেন মিলারকে আহ্বান করছি,' বলল ডেভিড। শেন

মিলার কাঠগড়ায় এসে শপথ নিল।

ডেভিড জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী করেন, মি. মিলার?'

'আমি গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্স কর্পোরেশনের সুপারভাইজার।'

'কতদিন ধরে ওখানে কাজ করছেন?'

'প্রায় সতেরো বছর।'

'অ্যাশলি প্যাটারসন কি ওখানে কাজ করত?'

'জ্বি।'

'এবং আপনার অধীনে কাজ করত?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনি ওর সম্পর্কে ভালোই জানেন?'

'তা তো জানিই।'

'মি. মিলার, আপনি শুনেছেন ডাক্তাররা মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের কিছু লক্ষণ শনাক্ত করেছেন। যেমন প্যারানোইয়া, নার্ভাসনেস, ডিসট্রেস। এসব লক্ষণ কি মিস প্যাটারসনের মধ্যে আপনি লক্ষ করেছেন?'

'ইয়ে, আমি–'

'মিস প্যাটারসন আপনাকে কখনও বলেনি তার মনে হচ্ছে কেউ তার পিছু নিয়েছে?'

'জ্বি, তা বলেছে।'

'এবং তার কোনও ধারণা ছিল না অনুসরণকারী কে হতে পারে কিংবা কেনই বা তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে?'

'জ্বি।'

'সে একবার বলেছিল না যে কেউ তার কম্পিউটার ব্যবহার করেছে তাকে ছুরি দেখিয়ে হুমকি দেয়ার জন্য?'

'জ্বি।'

'এবং অবস্থা এমন খারাপের দিকে মোড় নেয় যে অবশেষে আপনি তাকে আপনাদের কোম্পানির মনোবিজ্ঞানী ড. স্পিকম্যানের কাছে পাঠাতে বাধ্য হন?'

'জ্বি।'

'তার মানে আমরা যেসব লক্ষণের কথা বলছি তা অ্যাশলি প্যাটারসনের মধ্যে বিদ্যমান ছিল?'

'দ্যাটস রাইট।'

'ধন্যবাদ, মি. মিলার।' ডেভিড ফিরল মিকি ব্রেনানের দিকে।

'ইয়োর উইটনেস।'

'আপনার অধীনে সরাসরি ক'জন কাজ করেন, মি. মিলার?'

'ত্রিশজন।'

'ত্রিশজন কর্মচারীর মধ্যে শুধু অ্যাশলি প্যাটারসনকেই আপনি আপসেট হতে দেখেছেন?'

'আ, মানে, না...সবাই কখনও-না-কখনও আপসেট হয়।'

'আপনার অন্যান্য কর্মচারীদেরকেও কোম্পানির মনোবিজ্ঞানীর কাছে যেতে হয়েছে?'

'অবশ্যই।'

খুশি-খুশি লাগল ব্রেনানকে। 'আচ্ছা!'

'অনেকেরই অনেক সমস্যা থাকে। সবাই তো মানুষ।'

'আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই।'

'রিডাইরেক্ট।'

ডেভিড এগিয়ে গেল উইটনেস স্টান্ডে। 'মি. মিলার, আপনি বললেন আপনার অধীনস্থ কর্মচারীদের কারও কারও সমস্যা আছে। কী ধরনের সমস্যা?'

'বয়ফ্রেন্ড কিংবা স্বামীকে নিয়ে কেউ কেউ ঝগড়া করে...'

'আর?'

'কারও কারও অর্থনৈতিক সমস্যাও থাকে...'

'আর?'

'কেউবা দুষ্ট সন্তান নিয়ে বিব্রত...'

'তার মানে সাধারণ গৃহস্থালি সব সমস্যা?'

'জ্বি।'

'কিন্তু কেউ ড. স্পিকম্যানের কাছে যায়নি বলতে যে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে বা হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে?'

'না।'

'ধন্যবাদ।'

আদালত লাঞ্চ-বিরতির জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হল।

ডেভিড গাড়ি নিয়ে পার্কে চলল। হতাশবোধ করছে ও। ট্রায়াল আশানুরূপ এগোচ্ছে না। MPD-র অস্তিত্ব আছে কি নেই এ নিয়ে ডাক্তাররা দোটানায় আছেন। *তারা যদি এ-ব্যাপারে একমত হতে না পারেন,* ভাবল ডেভিড, *জুরিদের কী করে এ বিষয়ে একমত করাব?*

আদালতের কাছে, হ্যারল্ডস ক্যাফের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ডেভিড। ভেতরে ঢুকল। হোস্টেস ওকে হাসি উপহার দিল।

'গুড আফটারনুন, মি. সিঙ্গার।'

ডেভিড বিখ্যাত হয়ে গেছে। *নাকি কুখ্যাত?*

'এদিকে আসুন, প্লিজ।' রেস্টুরেন্ট মালিক ডেভিডকে একটি বূদে নিয়ে বসাল। হাতে ধরিয়ে দিল মেনু। মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে, নিতম্বে ঢেউ তুলে চলে গেল সে।

খিদে পায়নি ডেভিডের। কিন্তু সান্ড্রা বারবার ওকে বলে দিয়েছে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করতে। নইলে কাজ করার শক্তি পাবে না।

ওর পাশের বৃদে দুজন পুরুষ এবং দুজন নারী বসে আছে। একজন বলছে, 'মেয়েটা লিজ্জি বোর ডেনের চেয়েও খারাপ। বোর ডেন মাত্র দুজন লোককে খুন করেছিল।'

অপর পুরুষ যোগ করল, 'এবং সে ভিক্টিমের পুরুষাঙ্গও কাটেনি।'

'মেয়েটার ভাগ্যে কী আছে বলো তো?'

'ঠাট্টা করছ? একে নির্ঘাত ফাঁসিতে ঝোলাবে।'

'বুচার বিচ-এর তিনবার ফাঁসি হওয়া উচিত।'

অ্যাশলির ব্যাপারে পাবলিক এই-ই ভাবছে! ব্রেনান অ্যাশলিকে দানবে রূপান্তরিত করেছে।

ওয়েট্রেস এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি অর্ডার দেবেন, মি. সিঙ্গার?'

'খিদে নেই,' বলে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল ডেভিড। সবাই ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল। *আশা করি এদের কারও হাতে অস্ত্র নেই,* ভাবল ডেভিড।

কুড়ি

কোর্টহাউজে ফিরে অ্যাশলির সঙ্গে তার সেলে দেখা করল ডেভিড। ছোট্ট কটে বসে মেঝের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা।

'অ্যাশলি।'

মুখ তুলে চাইল অ্যাশলি, চেহারায় হতাশা।

ডেভিড ওর পাশে বসল। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল অ্যাশলি।

'ওরা তোমার সম্পর্কে যেসব ভয়ংকর গল্প ছড়াচ্ছে...ওগুলোর একটিও সত্যি নয়। কিন্তু জুরিরা তা জানেন না। তাঁরা তোমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তুমি কী তা তাঁদেরকে জানাতে হবে।'

অ্যাশলি ভোঁতা গলায় বলল, 'আমি আসলে কী?'

'তুমি একজন ভালোমানুষ যার একটা অসুখ আছে। সবাই তোমার দুঃখে সমব্যথী হবেন।'

'তুমি আমাকে কী করতে বলো?'

'তুমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেবে।'

ভয় ফুটল অ্যাশলির চোখে। 'আ-আমি পারব না। আমি এ-ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমি তাদেরকে কিছুই বলতে পারব না।'

'সে আমি দেখব। তোমাকে শুধু যা করতে হবে তা হল আমার প্রশ্নের জবাব দেবে।'

এক গার্ড এল কারাকক্ষে। 'আদালত বসছে।'

উঠে দাঁড়াল ডেভিড, অ্যাশলির হাতে মৃদু চাপড় মেরে বলল, 'এতে কাজ হবে। তুমি দেখো।'

'সবাই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। আদালতের কাজ শুরু হচ্ছে। মাননীয় বিচারক টেসা উইলিয়ামস ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের জনগণ বনাম অ্যাশলি প্যাটারসনের কেসের সভাপতিত্ব করছেন।'

জাজ উইলিয়ামস তাঁর আসন গ্রহণ করলেন।

ডেভিড বলল, 'মে আই অ্যাপ্রোচ দ্য বেঞ্চ?'

'ইউ মে।'

ডেভিডের সঙ্গে বেঞ্চে হেঁটে এলেন মিকি ব্রেনান।

‘কী ব্যাপার, মি. সিঙ্গার?’

‘আমি একজন সাক্ষীকে আহ্বান করতে চাই যার নাম ডিসকভারি লিস্টে নেই।’

ব্রেনান বললেন, ‘ট্রায়ালে নতুন সাক্ষী গ্রহণের জন্য যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে।’

‘আমি আমার পরবর্তী সাক্ষী হিসেবে অ্যাশলি প্যাটারসনকে আহ্বান করতে চাই।’

জাজ উইলিয়ামস বললেন, ‘আমি ঠিক–’

মিকি ব্রেনান দ্রুত বলে উঠলেন, ‘রাষ্ট্রের কোনও আপত্তি নেই, ইয়োর অনার।’

জাজ উইলিয়ামস দুজন অ্যাটর্নির দিকে তাকালেন। ‘ঠিক আছে। আপনি আপনার উইটনেসকে ডাকতে পারেন, মি. সিঙ্গার।’

‘ধন্যবাদ, ইয়োর অনার।’ অ্যাশলির কাছে হেঁটে গেল সে, বাড়িয়ে দিল হাত। ‘অ্যাশলি...’

আতঙ্কিত চেহারা নিয়ে বসে আছে অ্যাশলি।

‘এসো।’

সিধে হল অ্যাশলি, ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, ধীরপায়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় কদম বাড়াল।

মিকি ব্রেনান ফিসফিস করলেন ইলেনরের কানে, ‘আমি মনে-মনে প্রার্থনা করছিলাম ডেভিড যেন মেয়েটাকে কাঠগড়ায় দাঁড়া করায়।’

মাথা ঝাঁকালেন ইলেনর। ‘ইট’স ওভার।’

অ্যাশলি প্যাটারসন শপথবাক্য পাঠ করল, ‘যাহা বলিব সত্য বলিব। সত্য বই মিথ্যা বলিব না।’ উইটনেস বক্সে বসল সে। ডেভিড এসে দাঁড়াল কাঠগড়ার সামনে। মৃদু গলায় বলল, ‘জানি, কাজটা তোমার জন্য খুব কঠিন। তোমার বিরুদ্ধে ভয়ংকর সব অভিযোগ আনা হয়েছে অথচ এজন্য তুমি দায়ী নও। তবে আমি চাই জুরিরা সত্যকথাটি জানুন। ওইসব অপরাধের কোনোটির স্মৃতি কি তোমার মনে পড়ে?’

মাথা নাড়ল অ্যাশলি। ‘না।’

ডেভিড একঝলক তাকাল জুরিদের দিকে, তারপর বলে চলল, ‘তুমি ডেনিশ টিবলকে চিনতে?’

‘হ্যাঁ। আমরা গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্স কর্পোরেশনে একসঙ্গে কাজ করতাম।’

‘ডেনিশ টিবলকে কি তুমি খুন করেছ?’

‘না।’ কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে অ্যাশলির। ‘আ–আমি তার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম একটি ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিতে। তার সঙ্গে আমার ও-ই শেষ দেখা।’

‘তুমি রিচার্ড মেলটনকে চিনতে?’

‘না...’

'সে আর্টিস্ট ছিল। সানফ্রান্সিসকোতে সে খুন হয়েছে। পুলিশ ওখানে তোমার DNA এভিডেন্স এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট খুঁজে পেয়েছে।'

অ্যাশলি ডানে-বামে মাথা নাড়ছে। 'আ–আমি জানি না কী বলব। আমি ওকে চিনতাম না।'

'তুমি ডেপুটি স্যাম ব্লেককে চিনতে?'

'হ্যাঁ। উনি আমাকে সাহায্য করছিলেন। আমি তাঁকে হত্যা করিনি।'

'তুমি কি জানো তোমার মধ্যে আরও দুটি পার্সোনালিটি বা অল্টার রয়েছে?'

'জানি,' টানটান গলা অ্যাশলির।

'কবে থেকে জানো?'

'ট্রায়ালের আগে থেকে। ড. সালেম আমাকে এ-ব্যাপারে বলেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি। আ–আমার এখনও বিশ্বাস হয় না।'

'এই অল্টারদের সম্পর্কে তোমার আগে কোনও জানা ছিল না?'

'না।'

'তুমি টনি প্রেসকট কিংবা অ্যালেট পিটার্সের নামও শোনোনি কোনওদিন?'

'না!'

'তুমি কি বিশ্বাস করো ওরা এখন তোমার মধ্যে আছে?'

'হ্যাঁ...বিশ্বাস না করে উপায় কী? ওরা নিশ্চয় এসব করেছে–এসব ভয়ংকর জিনিস...'

'তো রিচার্ড মেলটনের সঙ্গে যে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে সেকথা তোমার একদম মনে নেই; ডেনিশ টিবল কিংবা ডেপুটি স্যাম ব্লেককে হত্যার পেছনে তোমার কোনও উদ্দেশ্যও ছিল না?'

'ঠিক বলেছেন,' আদালতের জনারণ্যে ঘুরে এল অ্যাশলির চাউনি, আতঙ্ক বোধ করল।

'শেষ প্রশ্ন,' বলল ডেভিড। 'তুমি কখনও আইনি ঝামেলায় জড়িয়েছ?'

'কক্ষনো না।'

ডেভিড অ্যাশলির হাতে হাত রাখল। 'আজ এ পর্যন্তই।' সে মিকি ব্রেনানের দিকে ঘুরল। 'ইয়োর উইটনেস।'

মুখে মস্ত হাসি নিয়ে আসন ছাড়লেন ব্রেনান। 'ওয়েল, মিস প্যাটারসন, অবশেষে আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হল। আপনি কি কখনও ডেনিশ টিবলের সঙ্গে সহবাস করেছেন?'

'না।'

'রিচার্ড মেলটনের সঙ্গে কখনও যৌনসংসর্গ করেছেন?'

'না।'

'ডেপুটি স্যাম ব্লেকের সঙ্গে কখনও বিছানায় গেছেন?'

'না।'

'দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং,' ব্রেনান এক ঝলক তাকালেন জুরিদের দিকে।

'কারণ এই তিনজন পুরুষের শরীরে যে ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ পাওয়া গেছে তার DNA-এর সঙ্গে আপনার DNA মিলে যায়, মিস প্যাটারসন।'

'আ...আমি এ-ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

'তিন ভিক্টিমের শরীরে আঙুলের যে ছাপ পাওয়া গেছে তা সব আপনার একার, মিস প্যাটারসন।'

অ্যাশলি বসে রইল চুপচাপ।

ব্রেনান একটি টেবিল থেকে সেলোফোন মোড়ানো একটি চাপাতি তুলে নিয়ে হাত উঁচিয়ে দেখালেন। 'এটাকে চিনতে পারছেন?'

'এটা–এটা আমার...আমার–'

'আপনার চাপাতি। জ্বি। এতে ডেপুটি ব্লেকের রক্তের দাগ পাওয়া গেছে। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত এই অস্ত্রে আপনার আঙুলের ছাপও আছে।'

বিমূঢ় ভঙ্গিতে ডানে-বামে মাথা নাড়ছে অ্যাশলি।

'আমি এমন ঠাণ্ডা মাথার খুনের পরিষ্কার মামলা আর কখনো পাইনি। কাল্পনিক, অস্তিত্বহীন দুটি চরিত্রের ধুয়ো তুলে–'

লাফ মেরে খাড়া হল ডেভিড। 'অবজেকশন।'

'সাসটেইনড। আপনাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি, মি. ব্রেনান।'

'দুঃখিত, ইয়োর অনার।'

ব্রেনান বলে চললেন, 'আমি নিশ্চিত আপনি যে-চরিত্রগুলোর কথা বলছেন তাদের সঙ্গে জুরিরা সাক্ষাৎ করতে চান। আপনি অ্যাশলি প্যাটারসন, ঠিক?'

'জ্বি...'

'বেশ। আমি টনি প্রেসকটের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আ...আমি তাকে বের করে নিয়ে আসতে পারব না।'

বিস্মিত দেখাল ব্রেনানকে। 'পারবেন না? সত্যি? তাহলে অ্যালেট পিটার্স?'

মরিয়া হয়ে মাথা নাড়ল অ্যাশলি। 'আ...আমি ওদের নিয়ন্ত্রণ করি না।'

'মিস প্যাটারসন, আমি আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি।' বললেন ব্রেনান। 'আপনার অল্টার, যারা তিনটি নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে, জুরিরা তাদেরকে দেখতে চান। ওদেরকে বের করে নিয়ে আসুন।'

'আ...আমি পারব না।' ফোঁপাচ্ছে অ্যাশলি।

'আপনি পারবেন না, কারণ এগুলোর কোনও অস্তিত্বই নেই! আপনি ভৌতিক ছায়ার পেছনে লুকিয়ে আছেন। ওই কাঠগড়ায় শুধু আপনি একা বসে আছেন এবং একমাত্র আপনিই অপরাধী। ওদের কোনও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আপনার আছে। এবং আর কিসের অস্তিত্ব আছে বলছি–অকাট্য, সন্দেহাতীত প্রমাণ যে আপনি তিনজন মানুষকে হত্যা করেছেন এবং ঠাণ্ডামাথায় তাদের অঙ্গচ্ছেদ করেছেন।' তিনি জাজ উইলিয়ামসের দিকে ফিরলেন।

'ইয়োর অনার, স্টেটের জেরা এখানেই শেষ।'

ডেভিড জুরিদের দিকে তাকাল। সবাই কটমট করে তাকিয়ে আছেন অ্যাশলির

দিকে। প্রত্যেকের চোখে প্রবল ঘৃণা।

জাজ উইলিয়ামস ডেভিডের দিকে ফিরলেন। 'মি. সিঙ্গার?'

ডেভিড আসন ছাড়ল। 'ইয়োর অনার, আমি বিবাদীকে সম্মোহন করার অনুমতি চাইছি যাতে–'

চাঁছাছোলা গলায় বিচারক বললেন, 'মি. সিঙ্গার, আপনাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম আমি এ ট্রায়াল নাটকে পরিণত হতে দেব না। আপনি আমার আদালতে বিবাদীকে সম্মোহন করতে পারেন না। জবাব হচ্ছে 'না'।'

ক্রুদ্ধ গলায় ডেভিড বলল, 'কিন্তু অনুমতি আপনাকে দিতেই হবে। আপনি জানেন না কত গুরুত্বপূর্ণ–'

'যথেষ্ট হয়েছে, মি. সিঙ্গার,' বিচারক উইলিয়ামসের কণ্ঠ বরফশীতল। 'আমি পরিষ্কার জানতে চাই–আপনি সাক্ষীকে রি-এক্সামিন করাতে চান নাকি চান না?'

হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ডেভিড। 'চাই, ইয়োর অনার।' সে সাক্ষীর কাঠগড়ার সামনে এসে দাঁড়াল।

'অ্যাশলি, তুমি জানো তুমি শপথ নিয়েছ?'

'জ্বি,' বুক ভরে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে অ্যাশলি, নিজেকে সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে।

'এবং তুমি যা বলেছ তা সব সত্যি ছিল?'

'জ্বি।'

'তুমি জানো তোমার মনের ভেতরে দুটি অল্টারের বাস এবং তোমার শরীর এবং আত্মার ওপর তোমার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই?'

'জ্বি।'

'টনি এবং অ্যালেট?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি ওই খুনগুলো করোনি?'

'না।'

'ওদের একজন ওগুলো করেছে এবং এজন্য তুমি দায়ী নও।'

ইলেনর ব্রেনানের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি হেসে মাথা নাড়লেন। 'ও নিজেই ফেঁসে যাবে।' ফিসফিস করে বললেন।

'হেলেন–' থেমে গেল ডেভিড, মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে নামটা। সাদা হয়ে গেল চেহারা। নিজেকে সামলে নিয়ে যোগ করল, 'মানে, অ্যাশলি...আমি চাই তুমি টনিকে বের করে নিয়ে আসবে।'

ডেভিডের দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল অ্যাশলি।

'আ–আমি পারব না।'

ডেভিড বলল, 'তুমি পারবে। টনি এখন আমাদের কথা শুনছে। ঘটনা দেখে মজা পাচ্ছে। পাবেই বা না কেন? কারণ তিনটে খুনের দায় নিয়ে সে পলাতক।' গলা চড়াল সে। 'তুমি খুব চালাক, টনি। বেরিয়ে এসে কথা বলো। কেউ তোমাকে

স্পর্শ করবে না। তোমাকে কেউ শাস্তি দিতে পারবে না, কারণ অ্যাশলি নিরপরাধ, তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে।'

সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে ডেভিডের দিকে। অ্যাশলি যেন জমে গেছে।

ডেভিড অ্যাশলির আরও কাছে চলে এল। 'টনি! টনি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমি চাই তুমি বেরিয়ে আসবে। এখুনি!'

অপেক্ষা করছে ডেভিড। কিছুই ঘটল না। গলার আওয়াজ চড়া হল। 'টনি! অ্যালেট! বেরিয়ে এসো! আমরা সবাই জানি তোমরা ওখানে আছ।'

কোর্টরুমে পিনপতন নিস্তব্ধতা।

মেজাজ চরমে ডেভিডের। চিৎকার করছে সে। 'বেরিয়ে এসো। তোমাদের চেহারা দেখাও...ড্যাম ইট! *নাউ! নাউ!*

জলে ভেসে গেল অ্যাশলির মুখ।

রেগে গেলেন জাজ উইলিয়ামস। 'আসনে ফিরে যান, মি. সিঙ্গার।'

ধীরে ধীরে আসনে গিয়ে বসল ডেভিড।

'ক্লায়েন্টকে নির্যাতন করা শেষ হয়েছে, মি. সিঙ্গার? আমি আপনার আচরণ সম্পর্কে স্টেট বার অ্যাসোসিয়েশনে রিপোর্ট পাঠাব। আপনি আপনার পেশাকে অবমাননা করেছেন। অ্যান্ড আয়াম গ্রোয়িং টু রেকমেন্ড দ্যাট ইউ আর ডিসবারড।'

ডেভিড চুপ করে রইল।

'আপনি আর কোনও সাক্ষী ডাকবেন?'

পরাজিতের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ডেভিড। 'না, ইয়োর অনার।'

সব শেষ। ও হেরে গেছে। অ্যাশলি মারা যাবে।

'দ্য ডিফেন্স রেস্টস।'

জোসেফ কিনকেড কোর্টরুমের শেষ সারিতে বসে জেরা দেখছিলেন। তাঁর মুখ অন্ধকার। হার্ভে উডেলের দিকে ফিরলেন তিনি, 'ওকে বাদ দিয়ে দাও।' চলে গেলেন কিনকেড।

কোর্টরুম থেকে বেরুচ্ছে ডেভিড, উডেল পথ আটকে দাঁড়াল।

'ডেভিড...'

'হ্যালো, হার্ভে।'

'ঘটনা যেদিকে গড়াচ্ছে তার জন্য খারাপ লাগছে।'

'এটা—'

'মি. কিনকেড কাজটা করতে চাননি, তবে তিনি মনে করেন তুমি যদি আর ফার্মে ফিরে না আসো তাহলে ভালো হয়। গুড লাক।'

একুশ

পরদিন সকালে আদালত বসল।

'ক্লোজিং আর্গুমেন্ট দেয়ার জন্য প্রসিকিউশন কি রেডি?'

উঠে দাঁড়ালেন ব্রেনান। চলে এলেন জুরিবক্সের সামনে। একের-পর-এক জুরির দিকে তাকালেন।

'আপনারা এখানে ইতিহাস সৃষ্টি করতে এসেছেন। আপনারা যদি বিশ্বাস করেন যে বিবাদী সত্যি একের ভেতর অনেকজন এবং সে যে মারাত্মক অপরাধগুলো করেছে তার জন্য সে দায়ী নয় এবং আপনারা ওকে ছেড়ে দেন, তাহলে এর মানে এটাই দাঁড়াবে যে, কেউ খুন করেও ছাড়া পেয়ে যাবে একথা বলে—সে হত্যা করেনি, করেছে তার রহস্যময় কোনও অল্টার ইগো। তারা ডাকাতি করতে পারে, পারে ধর্ষণ এবং হত্যা করতে। কিন্তু ওরা কি অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে? না। তারা বলবে, 'আমি এটা করিনি। করেছে আমার অলটার ইগো'। তারা তাদের নাম দেবে কেন্, জো অথবা সুজি। তবে আমার মনে হয় না আপনাদের মতো বুদ্ধিমান মানুষরা এই ফ্যান্টাসিতে বিশ্বাস করবেন। বাস্তবতা নিহিত রয়েছে আপনাদের দেখা ছবিগুলোতে। ওই মানুষগুলোকে কোনও অলটার ইগো হত্যা করেনি। তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভেবেচিন্তে, ঠাণ্ডামাথায় হত্যা করেছে টেবিলে বসা অ্যাশলি প্যাটারসন নামের ওই বিবাদী। মাননীয় জুরিবৃন্দ, ডিফেন্স এ-কোর্টে যা করেছে তা আগেও আদালতে করা হয়েছে। ম্যান বনাম টেলার কেস-এ রায় দেয়া হয় MPD বলে কিছু নেই। ইউনাইটেড স্টেটস ভার্সাস হোয়ার্লি কেস-এ এক নার্স একটি শিশুকে হত্যা করেছিল। নার্সের পক্ষে আবেদন করা হয় সে MPD রোগী। কিন্তু আদালত নার্সকে দোষী বলে রায় দেয়।

'বিবাদীর জন্য আমার দুঃখ হয়। এতগুলো মানুষ মেয়েটির মধ্যে বাস করছে! আমি নিশ্চিত আমরা কেউই চাইব না আমাদের মধ্যে পাগল অচেনা কেউ বসবাস করুক, চাইব কি? সেই অচেনা লোকগুলো মানুষ হত্যা করে বেড়াচ্ছে, ভাবলেই গা শিউরে উঠছে ভয়ে।'

অ্যাশলির দিকে ফিরলেন ব্রেনান। 'কিন্তু বিবাদীকে ভীত মনে হচ্ছে না। হচ্ছে কি? সে ভয়ে থাকলে এত সুন্দর করে সেজেগুজে আসতে পারত না। তাকে মোটেই ভীত লাগছে না। সে ভাবছে আপনারা তার গল্প বিশ্বাস করবেন এবং তাকে

ছেড়ে দেবেন। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে এই মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার বলে সত্যি কিছু আছে কিনা। কাজেই আমাদের বিচার আমাদেরই নিজেদেরকেই করতে হবে।

'ডিফেন্সের দাবি, এই চরিত্রগুলো বিবাদীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তাকে দিয়ে নানান কাজ করায়। ধরুন টনির কথা; তার জন্ম ইংল্যান্ডে। তারপর অ্যালেট; তার জন্ম ইটালিতে। এরা সবাই একই মানুষ। তবে এদের জন্ম বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে। বিষয়টি কি আপনাদেরকে হতবুদ্ধি করে তুলছে? আমাকে করছে। আমি বিবাদীকে বলেছিলাম তার অলটারগুলো আমাকে দেখাতে। কিন্তু সে দেখাতে পারেনি। আমি ভেবেছি কেন? এর কারণ কি যে এদের কোনও অস্তিত্বই নেই...? ক্যালিফোর্নিয়ার আইনে MPD-কে মানসিক রোগ বলে কি স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে? না। কলোরাডো আইন? না। মিসিসিপি? না। ফেডারেল ল? না। সত্যি বলতে কী, কোনও রাজ্যেই MPD-কে লিগাল ডিফেন্স হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এবং কেন? কারণ এটা কোনও ডিফেন্সই নয়। লেডিস এ্যান্ড জেন্টলমেন, এটা হল শাস্তি এড়াতে কাল্পনিক অ্যালিবাই...

'ডিফেন্স আপনাদেরকে বিশ্বাস করতে বলছে যে বিবাদীর ভেতর দুজন মানুষ বাস করছে। কাজেই মেয়েটির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দায়দায়িত্ব কেউ নেবে না। কিন্তু এই আদালতকক্ষে একজন মাত্র বিবাদী বসে আছে—অ্যাশলি প্যাটারসন। আমরা প্রমাণ করেছি সে একজন খুনী। কিন্তু সে দাবি করছে সে কোনও অপরাধ করেনি। অপরাধ করেছে অন্য-কেউ, কেউ তার শরীরে ভর করে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করেছে—সে অন্য-কেউ হল তার অলটার। আমাদের সবারই মনে গোপন কিছু বাসনা আছে যেগুলোর বাস্তবায়ন ঘটানো সম্ভব নয় সমাজের ভয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা কি খুব মজার হত না যদি আমাদের সবার মধ্যে অলটার থাকত এবং সে ওই গোপন বাসনাগুলো চরিতার্থ করত? হয়তো ব্যাপারটা মজার হত না। আপনাদের কি এরকম একটি পৃথিবীতে বাস করতে ভালো লাগবে যেখানে মানুষ অন্যদেরকে হত্যা করে বেড়ায় এবং বলে, 'তোমরা আমার টিকিটিও স্পর্শ করতে পারবে না। কারণ আমার অলটার এ কাজ করেছে এবং তোমরা আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না। কারণ অলটার আসলে আমি নিজে।'

'কিন্তু এ ট্রায়াল অস্তিত্বহীন, পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে কাজ করছে না। বিবাদী, অ্যাশলি প্যাটারসনের বিচার করা হচ্ছে তিনটি ভয়ংকর, ঠাণ্ডামাথায় খুনের জন্য এবং স্টেট তার মৃত্যুদণ্ড দাবি করছে। সবাইকে ধন্যবাদ।'

মিকি ব্রেনান ফিরে এলেন নিজের আসনে।

'ডিফেন্স কি তার ক্লোজিং আর্গুমেন্ট দিতে প্রস্তুত?'

সিধে হল ডেভিড। হেঁটে এল জুরিবক্সে। তাকাল জুরিদের দিকে। তাদের চেহারায় যে-ভাব ফুটে আছে তা দেখে হতাশ হল ও। 'আমি জানি এটি আমাদের

সবার জন্য একটি কঠিন কেস। আপনারা শুনেছেন এক্সপার্টরা মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের চিকিৎসা করেছেন। আবার এও শুনেছেন কিছু এক্সপার্ট MPD-তে বিশ্বাস করেন না। আপনারা ডাক্তার না, কাজেই কেউ আশা করছে না যে আপনারা মেডিকেল নলেজের ওপর ভিত্তি করে আপনাদের রায় দেবেন। আমার গতকালের আচরণ যদি আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করে থাকে সেজন্য ক্ষমা চাইছি। আমি অ্যাশলি প্যাটারসনকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করছিলাম শুধু তার অলটারগুলো যাতে বেরিয়ে আসে সেজন্য। আমি ওই অলটারদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি জানি ওরা আছে। সত্যি অ্যালেট এবং টনি নামে দুজন অলটার রয়েছে এবং তারা যে-কোনও সময় চাইলেই অ্যাশলিকে কব্জা করতে পারে। অ্যাশলি জানেই না যে সে খুন করেছে।

'আমি এ বিচারের শুরুতে বলেছিলাম ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারে কাউকে অভিযুক্ত করতে হলে ফিজিকাল এভিডেন্স এবং মোটিভ থাকতে হবে। লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, এখানে কোনও মোটিভ নেই। একদমই নেই। এবং আইন বলে বিবাদীকে দোষী হিসেবে প্রসিকিউশনকে সাব্যস্ত করতে হলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ দেখাতে হবে। আমি নিশ্চিত, আপনারা এ ব্যাপারে সবাই একমত হবেন যে, এখানে সন্দেহাতীতভাবে কোনও প্রমাণ নেই।

'এ পর্যন্ত যেসব প্রমাণ মিলেছে, ডিফেন্স তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলতে চায় না। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডে অ্যাশলি প্যাটারসনের হাতের ছাপ এবং ডিএনএ পাওয়া গেছে। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। অ্যাশলি প্যাটারসন একজন বুদ্ধিমতী মহিলা। সে যদি কোনও খুন করেও থাকে, সে নিশ্চয় ধরা পড়তে চাইবে না। কাজেই সে কেন ঘটনাস্থলে নিজের হাতের ছাপ রেখে আসার মতো নির্বুদ্ধিতা করবে? জবাব হল– করবে না।'

ডেভিড ত্রিশ মিনিট ধরে বক্তৃতা দিল। বক্তৃতা শেষে জুরিদের মুখের দিকে তাকাল। তারা ডেভিডের কথায় প্রভাবিত হতে পারেননি। ডেভিড ফিরে এল নিজের আসনে।

আদালত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হল। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে জুরিরা ফিরে এলেন কোর্টরুমে।

ডেভিড এবং অ্যাশলি দেখল জুরিরা এসে জুরিবক্সে বসলেন। অ্যাশলির চেহারা পাথর। ডেভিড ঘামছে। জাজ উইলিয়ামস জুরি ফোরম্যানের দিকে তাকালেন। 'জুরিরা কি কোনও ভারডিক্টে পৌঁছেছেন?'

'জ্বি, ইয়োর অনার।'

'ভারডিক্ট বেইলিফের হাতে দিন।'

বেইলিফ কাগজের টুকরোটা বিচারপতির হাতে দিলেন। জাজ উইলিয়ামস

টুকরোটা খুললেন। কোর্টরুমে কেউ কথা বলছে না।

বেইলিফ কাগজের টুকরোটা জুরি ফোরম্যানকে ফিরিয়ে দিল।

'ভারডিক্ট দয়া করে পড়ে শোনান।'

সে ধীরগতিতে, মাপা স্বরে পড়ে চলল : 'দ্য পিপল অভ দ্য স্টেট অব ক্যালিফোর্নিয়া ভার্সাস অ্যাশলি প্যাটারসন' শিরোনাম শীর্ষক এ কেসের ক্ষেত্রে আমরা বিবাদী অ্যাশলি প্যাটারসনকে ডেনিশ টিবলকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করছি যা পেনাল কোড সেকশন ১৮৭ ভায়োলেশনের নামান্তর।'

আদালতকক্ষে হাঁপিয়ে ওঠার মতো একটা শব্দ হল। অ্যাশলি শক্ত করে বুজে রইল চোখ।

একে একে ডেপুটি স্যামুয়েল ব্লেক এবং রিচার্ড মেলটন হত্যার দায়েও অভিযুক্ত করা হল ওকে। ডেভিডের দম বন্ধ হয়ে এল। ঘুরল অ্যাশলির দিকে। তবে মুখে কোনও কথা জোগাল না। অ্যাশলির দিকে ঝুঁকল ডেভিড, একটা হাত রাখল ওর হাতে।

জাজ উইলিয়ামস বললেন, 'আমি জুরিদেরকে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি।'

একে একে জুরিরা আসন ছেড়ে খাড়া হলেন।

'আপনাদের রায় কি পড়া হয়েছে?'

প্রতিটি জুরি 'হ্যাঁ'-সূচক জবাব দেয়ার পরে বিচারক উইলিয়ামস বললেন, 'রায় রেকর্ড করা হবে এবং রেকর্ডে রাখা হবে।' তিনি বলে চললেন, 'এ মামলায় সময় এবং শ্রম দেয়ার জন্য আমি জুরিদেরকে ধন্যবাদ জানাই। ইউ আর ডিশমিশড। আগামিকাল 'ইস্যু অব স্যানিটি' নিয়ে আবার আদালত বসবে।'

ডেভিড হাবার মতো বসে রইল। দেখছে অ্যাশলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

চেয়ার ছাড়লেন উইলিয়ামস। সোজা পা বাড়ালেন নিজের চেম্বারে। ডেভিডের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। তাঁর চেহারা দেখেই ডেভিড বুঝে ফেলল আগামিকাল সকালে মহিলা কী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। অ্যাশলিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

সানফ্রান্সিসকো থেকে ফোন করল সান্ড্রা। 'তুমি ঠিক আছ, ডেভিড?'

গলায় খুশি ফোটানোর চেষ্টা করল ডেভিড। 'হ্যাঁ, খুব ভালো আছি। তোমার কী খবর?'

'ভালো। টিভিতে খবর দেখছিলাম। বিচারক তোমার সঙ্গে মোটেই সদয় আচরণ করছেন না। তুমি তো শুধু তোমার ক্লায়েন্টকে সাহায্য করার চেষ্টা করছ।'

চুপ করে রইল ডেভিড। কী বলবে?

'আমার খুব খারাপ লাগছে, ডেভিড। তোমার সঙ্গে থাকতে পারলে বেশ হত। আমি গাড়ি নিয়ে–'

'না। আসতে হবে না,' মানা করে দিল ডেভিড। 'কোনও ঝুঁকি নেয়ার দরকার নেই। আজ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে?'

'হুঁ।'

'ডাক্তার কী বললেন?'

'বললেন যে-কোনও দিন আমি মা হয়ে যাব।'

হ্যাপি বার্থডে, জেফরি।

ফোন করলেন জেসি কুইলার।

'আমি সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি,' বলল ডেভিড।

'তোমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব করেছ। তোমার বিচারকটাই ভালো না। মহিলা তোমার ওপর এত খেপে আছে কেন?'

'সে চেয়েছিল আমি যেন প্লি-বার্গেইন করি। এ মামলা আদালতে উঠুক চায়নি সে। মহিলার কথা শোনাই উচিত ছিল।'

টিভি চ্যানেলগুলো ফলাও করে ডেভিডের বদমেজাজি আচরণের কথা তুলে ধরছে। ডেভিড দেখল একটি চ্যানেলে লিগাল এক্সপার্টরা কেস নিয়ে আলোচনা করছেন।

'আমি জীবনেও শুনিনি বিবাদীপক্ষের উকিল তার নিজের মক্কেলকে এভাবে হুমকিধামকি দিচ্ছে। গোটা আদালতকক্ষ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল এ ঘটনায়। এমন অদ্ভুত কাণ্ড–'

টিভি বন্ধ করে দিল ডেভিড।

হোটেলরুমে মাঝরাত পর্যন্ত জেগে রইল ও। ফাঁকা চোখে তাকিয়ে রইল অন্ধকারে। এমন দুঃসময় জীবনে আসেনি। কোর্টরুমের সেই দৃশ্যটি বারবার ভেসে উঠছে চোখে।

'আমার আদালতে ওকে আপনি সম্মোহন করতে পারবেন না। জবাব হচ্ছে–না।'

কাঠগড়ায় যদি একবার অ্যাশলিকে সম্মোহন করার সুযোগ পেতাম। আমি জানি অ্যাশলি জুরিদেরকে কনভিন্স করতে পারত।

কিন্তু এখন আর কিছুই হবে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সব শেষ।

ডেভিডের মনের ভেতরে কেউ যেন কথা বলে উঠল। *'কে বলে সব শেষ হয়ে গেছে?*

কিন্তু আমার আর কিছুর করার নেই।

তোমার মক্কেল নির্দোষ। তুমি ওকে মরতে দেবে?

আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

জাজ উইলিয়ামসের কণ্ঠ বাজছে কানে। 'ওকে আমার আদালতে সম্মোহন করা যাবে না।'

দুটি শব্দ বারবার আঘাত করে চলল মস্তিষ্কে– *'আমার আদালতে।'*

সকাল পাঁচটায় দুটো জরুরি ফোন করল ডেভিড। ফোনকল যখন সে শেষ করেছে তখন পুব দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। *এটা একটা সংকেত,* ভাবল ডেভিড, *আমরা জিতব।*

কিছুক্ষণ পরে ডেভিড দ্রুত একটি অ্যান্টিক স্টোরে ঢুকল।

ক্লার্ক এগিয়ে এল। 'কী দরকার, স্যার?' ডেভিডকে দেখে চিনতে পারল সে। 'মি. সিঙ্গার।'

'আমি ফোল্ডিং একটা চাইনিজ স্ক্রিন খুঁজছি। এরকম কিছু দেখাতে পারবেন?'

'জ্বি, আছে। আমাদের কাছে সত্যিকারের অ্যান্টিক স্ক্রিন নেই, তবে–'

'দেখি তো কী আছে।'

'দেখাচ্ছি,' ডেভিডকে নিয়ে একটা সেকশনে ঢুকল। এখানে অনেকগুলো চাইনিজ ফোল্ডিং স্ক্রিন দেখতে পেল ডেভিড। ক্লার্ক একটির দিকে হাত তুলে দেখাল। 'এটা–'

'চলবে,' বলল ডেভিড।

'ঠিক আছে, স্যার। কোন্ ঠিকানায় পাঠাব?'

'আমি এটা নিয়ে যাব।'

ডেভিড এরপরে গেল হার্ডওয়ারের দোকানে। একটি সুইস আর্মি নাইফ কিনল। পনেরো মিনিট পরে কোর্টহাউজের লবিতে ঢুকল স্ক্রিন হাতে। ডেস্কে বসা গার্ডকে বলল, 'অ্যাশলি প্যাটারসন-এর ইন্টারভ্যু নেব আমি। জাজ গোল্ডবার্গের চেম্বার ব্যবহার করার অনুমতি আছে আমার। উনি আজ তো আসেননি?'

গার্ড বলল, 'না, স্যার। আমি বিবাদীকে নিয়ে আসছি। ড. সালেমসহ অপেক্ষা করছেন।'

'ধন্যবাদ।'

ডেভিড চীনা স্ক্রিন নিয়ে এলিভেটরে ঢুকল।

জাজ গোল্ডবার্গের চেম্বারটি বেশ আরামদায়ক। জানালার দিকে মুখ ফেরানো ডেস্ক, সুইভেল চেয়ার, একদিকের দেয়াল-ঘেঁষা একটি কাউচ এবং বেশ কয়েকটি চেয়ার। ডেভিড ঘরে ঢুকে দেখল ড. সালেম ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে একজন লোক।

'দুঃখিত,' বলল ডেভিড, 'দেরি হয়ে গেল।'

ড. সালেম বললেন, 'ইনি হিউ ইভারসন। আপনি একজন এক্সপার্টের কথা বলেছিলেন...'

দুজনে হ্যান্ডশেক করল। ডেভিড বলল, 'সেটআপটা করে ফেলি, আসুন। অ্যাশলি কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে।'

হিউ ইভারসনকে ঘরের একটা কোনার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওতে চলবে?'

'চলবে।'

ইভারসন কাজে লেগে গেল। কয়েক মিনিট পরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল অ্যাশলি, সঙ্গে গার্ড।

'আমি এ ঘরেই থাকব,' বলল গার্ড।

মাথা ঝাঁকাল ডেভিড। 'আচ্ছা,' অ্যাশলির দিকে ফিরল সে।

'বসো।'

অ্যাশলি বসল। 'ঘটনাপ্রবাহ যেদিকে এগুচ্ছে সেজন্য প্রথমেই আমি গভীর দুঃখপ্রকাশ করছি,' বলল ডেভিড।

হতবুদ্ধির মতো মাথা দোলাল ও।

'তবে সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। এখনও একটা সুযোগ আছে।'

অবিশ্বাস নিয়ে ডেভিডের দিকে তাকাল অ্যাশলি।

'অ্যাশলি, ড. সালেম তোমাকে আবার সম্মোহন করবেন।'

'না। এতে লাভ কী–'

'কাজটা আমার জন্য অন্তত করো। করবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাশলি।

ডেভিড ড. সালেমকে ইশারা করল।

ড. সালেম অ্যাশলিকে বললেন, 'এ কাজটা আমরা আগেও করেছি। কাজেই তুমি জানো তোমাকে শুধু চোখ বুজে রিল্যাক্স করলেই হবে। জাস্ট রিল্যাক্স। শরীরের সমস্ত পেশি ঢিল করে দাও। দূর হয়ে যাক সমস্ত টেনশন। তুমি এখন ঘুমাবে। তোমার দু-চোখ ভেঙে ঘুম আসছে...'

দশ মিনিট পরে ড. সালেম ডেভিডকে বললেন, 'ও পুরোপুরি সম্মোহিত হয়ে পড়েছে।'

ডেভিড অ্যাশলির দিকে কদম বাড়ল, ঢিবঢিব করছে বুক।

'আমি টনির সঙ্গে কথা বলব।'

কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

গলা চড়াল ডেভিড। 'টনি, বেরিয়ে এসো। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? অ্যালেট...আমি তোমাদের দুজনের সঙ্গেই কথা বলতে চাই।'

নীরবতা।

এখন রীতিমতো চিৎকার করছে ডেভিড। 'তোমার কী হল? ভয় পেয়েছ? কোর্টরুমেও তো ভয় পেয়েছিলে। জুরিরা কী বলেছেন শোনোনি? অ্যাশলি দোষী।

তুমি বেরিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছিলে। তুমি একটা কাওয়ার্ড, টনি!'

ওরা সবাই তাকিয়ে আছে অ্যাশলির দিকে। কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। হতাশ হয়ে ড. সালেমের দিকে ফিরল ডেভিড। কাজ হচ্ছে না।

'আদালতের কার্যক্রম এখন শুরু হচ্ছে। মাননীয় বিচারক টেসা উইলিয়ামস আদালত পরিচালনা করবেন।'

অ্যাশলি ডেভিডের পাশে, বিবাদীর টেবিলে বসে আছে। ডেভিডের হাতে বড় একটি ব্যান্ডেজ বাঁধা।

আসন ছাড়ল ডেভিড। 'মে আই অ্যাপ্রোচ দ্য বেঞ্চ, ইয়োর অনার?'

'পারেন।'

ডেভিড বেঞ্চির দিকে হেঁটে গেল। সঙ্গী হলেন ব্রেনান। ডেভিড বলল, 'আমি এ কেসে নতুন এভিডেন্স হাজির করতে চাই।'

'অবশ্যই না,' আপত্তি জানালেন ব্রেনান।

জাজ উইলিয়ামসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সিদ্ধান্তটা আমি নেব, মি. ব্রেনান।' ডেভিডের দিকে ফিরলেন তিনি। 'ট্রায়াল শেষ। আপনার ক্লায়েন্ট দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছে এবং–'

'এটা ইনস্যানিটি প্লি'র সঙ্গে জড়িত,' বলল ডেভিড। 'আপনার কাছে শুধু দশ মিনিট সময় ভিক্ষা চাইছি।'

ক্রুদ্ধ গলায় বললেন বিচারক, 'সময় আপনার কাছে কোনও গুরুত্ব বহন করে না, মি. সিঙ্গার, করে কি? আপনি ইতিমধ্যে সবার যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছেন।' বিরতি দিলেন তিনি। তারপর যোগ করলেন, 'ঠিক আছে। আশা করি আইনি আদালতে এটাই হবে আপনার শেষ অনুরোধ। আদালতে দশ মিনিটের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হল।'

ডেভিড এবং ব্রেনান বিচারকের পেছন পেছন তাঁর অফিসে ঢুকল। জাজ উইলিয়ামস ফিরলেন ডেভিডের দিকে। 'আপনাকে দশ মিনিট সময় দিলাম, মি. সিঙ্গার। বলুন কী বলবেন?'

'আপনাকে একটি ফিল্ম দেখাতে চাই, ইয়োর অনার।'

ব্রেনান বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না এর সঙ্গে মামলার কী সম্পর্ক–'

জাজ উইলিয়ামস সায় দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'আমিও বুঝতে পারছি না।' ডেভিডকে বললেন, 'আপনার হাতে আর নয় মিনিট সময় আছে।'

ডেভিড দ্রুত হলওয়ের দরজায় এগিয়ে গেল। মেলে ধরল কপাট। 'আসুন।'

হিউ ইভারসন ভেতরে ঢুকল। হাতে ষোলো মিলিমিটার প্রজেক্টর এবং একটি পোর্টেবল স্ক্রিন। 'কোথায় বসাব?'

ডেভিড রুমের কোনায় হাত তুলে দেখাল। 'ওখানে।'

হিউ ইভারসন তার ইকুইপমেন্ট সেট করল, প্রজেক্টরে প্লাগ ঢোকাল।

'জানালার পর্দা টেনে দেব?' জিজ্ঞেস করল ডেভিড।

রাগে থমথমে বিচারপতির চেহারা। ক্রোধ সংবরণ করে বললেন, 'টেনে দিন, মি. সিঙ্গার।' ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'আর সাত মিনিট।'

চালু হয়ে গেল প্রজেক্টর। জাজ গোল্ডবার্গের চেম্বার ফুটল পর্দায়। ডেভিড এবং ড. সালেম অ্যাশলিকে দেখছে। চেয়ারে বসে রয়েছে মেয়েটি।

পর্দায় ড. সালেম বললেন, 'ও এখন পুরোপুরি সম্মোহিত।'

ডেভিড হেঁটে গেল অ্যাশলির দিকে। 'আমি টনির সঙ্গে কথা বলতে চাই।...টনি, তুমি বেরিয়ে এসো। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? অ্যালেট...আমি তোমাদের দুজনের সঙ্গেই কথা বলতে চাই।' নীরবতা।

জাজ উইলিয়ামস মুখ শক্ত করে ফিল্ম দেখছেন।

ডেভিড এখন চিৎকার করছে, 'তোমার কী হল? ভয় পেয়েছ! কোর্টরুমেও তো ভয় পেয়েছিলে। জুরিরা কী বলেছেন শোনোনি? অ্যাশলি দোষী। তুমি বেরিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছিলে। তুমি একটা কাওয়ার্ড, টনি!'

সিধে হলেন জাজ উইলিয়ামস। 'যথেষ্ট হয়েছে! এসব ফালতু কাণ্ডকারখানা এর আগেও দেখেছি। আপনার সময় শেষ, মি. সিঙ্গার।'

'দাঁড়ান,' বলল ডেভিড। 'আপনি এখনও–'

'ইট'স ফিনিশড,' দরজার দিকে পা বাড়ালেন বিচারক।

এমন সময় ঘর ভরে উঠল সুরের মূর্ছনায়। গান গাইছে একটি মেয়ে।

A Penny for a spool of thread
A Penny for a needle
that's the way the money goes
Pop! goes the weasel.

বিস্মিত জাজ উইলিয়ামস ঘুরে দাঁড়ালেন। তাকালেন পর্দায়।

অ্যাশলির চেহারা বদলে গেছে আমূল। এটা টনি। ক্রুদ্ধ গলায় টনি বলল, 'আদালতে বের হয়ে আসতে ভয় পেয়েছি? তোমার কি ধারণা তুমি হুকুম করলেই তোমার নির্দেশ মানতে হবে? আমাকে কী ভাবো তুমি? পোষা ঘোড়া?'

ধীরপায়ে ঘরে ফিরে এলেন বিচারক, স্থিরদৃষ্টি পর্দায়।

'অর্থহীন বকবকানি অনেক শুনেছি আমি,' একজন সাক্ষীর কণ্ঠ নকল করে ভেংচাল টনি। 'আমার মনে হয় না মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব আছে।' কী বোকা। আমি এরকম গর্দভ বাপের জন্মেও–'

ওরা দেখছে অ্যাশলির চেহারা বদলে গেছে আবার। চেয়ারে যেন রিল্যাক্স হয়ে বসল, চেহারায় লাজুক একটা ভাব ফুটল। ইটালিয়ান অ্যাকসেন্টে অ্যালেট বলল,

'মি. সিঙ্গার, আমি জানি আপনার পক্ষে যদ্দূর করা সম্ভব করেছেন। আমি কোর্টে হাজির হয়ে আপনাকে সাহায্য করতে চাইছিলাম। কিন্তু টনি আমাকে বের হয়ে আসতে দিতে চায়নি।'

ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে দেখছেন বিচারক।

চেহারা এবং কণ্ঠ দুটোই আবার বদলে গেল। 'আমি এখনও চাই না তুমি কথা বলো।'

ডেভিড বলল, 'টনি, জাজ যদি অ্যাশলিকে মৃত্যুদণ্ড দেন তাহলে কী হবে?'

'উনি ওকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন না। অ্যাশলি ওই লোকগুলোর কাউকেই চেনে না, মনে আছে?'

ডেভিড বলল, 'কিন্তু অ্যালেট ওদের সবাইকে চেনে। তুমি খুনগুলো করেছ, অ্যালেট। তুমি ওই লোকগুলোর সঙ্গে সেক্স করেছ, ওদেরকে ছুরি মেরে হত্যা করেছ এবং সবার পুরুষাঙ্গ কেটে নিয়েছ...'

টনি বলল, 'ইউ ব্লাডি ইডিয়ট! তোমরা তো কিছুই জানো না, জানো কি? খুনখারাবিতে যাওয়ার মতো নার্ভের জোর অ্যালেটের নেই। আমার আছে। আমিই কাজগুলো করেছি। মৃত্যুই ওদের পাওনা ছিল। ওরা শুধু সেক্স করতে চাইত।' জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে টনি। 'কিন্তু এর পাওনা সুদে-আসলে ওদের মিটিয়ে দিয়েছি আমি। তবে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে কাজগুলো আমার। ঢঙ্গি মাগী দোষী প্রমাণিত হলেই ভালো। ওর কপালেই দোষ পড়ুক। আমরা চমৎকার একটি অ্যাসাইলামে যাব এবং–'

চাইনিজ স্ক্রিনের পেছনে জোরে, ক্লিক করে একটা শব্দ হল। ঘুরে তাকাল টনি। 'কিসের শব্দ?'

'কিছু না,' দ্রুত বলল টনি। 'ওটা–'

চেয়ার ছাড়ল টনি, ছুটে গেল ক্যামেরার দিকে, পর্দাজোড়া দেখা গেল তার চেহারা। কিছু একটার সঙ্গে বাড়ি খেল টনি, নড়ে উঠল দৃশ্যপট; চাইনিজ স্ক্রিনের কিছুটা অংশ পড়ে গেল। দেখা গেল মাঝখানে ছোট একটা গর্ত।

'তুমি এখানে ক্যামেরা লুকিয়ে রেখেছ,' চিৎকার দিল টনি। ঝট করে ফিরল ডেভিডের দিকে। 'কুত্তার বাচ্চা। তুই ক্যামেরা দিয়ে কী করতে চাইছিস? আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছিস!'

ডেস্কের ওপর একটি লেটার ওপেনার ছিল। টনি ওটা তুলে নিয়ে ডেভিডের দিকে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে গেল। 'তোকে আমি খুন করব! তোকে আমি খুন করব!'

ডেভিড ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল। টনির গায়ে কী ভীষণ শক্তি! ওপেনার খচ্ করে বিঁধে গেল হাতে।

টনি আবার আঘাত করার জন্য হাত তুলল। ছুটে এল গার্ড, জাপটে ধরল

মেয়েটাকে। টনি ধাক্কা মেরে তাকে মেঝেতে ফেলে দিল। খুলে গেল দরজা। দৌড়ে এল ইউনিফর্মপরা এক অফিসার। ঘরে কী ঘটছে বুঝে নিতে তার এক সেকেন্ড সময় লাগল। টনির দিকে ছুটে গেল সে। টনি অফিসারের কুঁচকি লক্ষ্য করে লাথি কষাল। মেঝেয় পড়ে গেল সে। আরও দুজন অফিসার ঢুকল ঘরে। তিনজনে মিলে টনিকে বসিয়ে দিল চেয়ারে। টনি ওদের দিকে তাকিয়ে সমানে চিৎকার করে চলেছে।

ডেভিডের হাত বেয়ে দরদর ধারায় রক্ত পড়ছে। সে ড. সালেমকে বলল, 'ফর গডস শেক, ওকে জলদি জাগিয়ে তুলুন।'

ড. সালেম বললেন, 'অ্যাশলি...অ্যাশলি...আমার কথা শোনো। তুমি এখন বেরিয়ে আসবে। টনি চলে গেছে। এখন বেরিয়ে আসতে কোনও সমস্যা নেই, অ্যাশলি। আমি তিন গুনব।'

সবাই দেখল অ্যাশলি শান্ত হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে উন্মাদের মতো হাত-পা ছোড়াছুড়ি।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'জ্বি,' অ্যাশলির গলা যেন ভেসে এল অনেক দূর থেকে।

'তুমি তিন গুনলেই জেগে উঠবে। এক...দুই...তিন...কেমন বোধ করছ?'

চোখ খুলে গেল অ্যাশলির। 'খুব ক্লান্ত লাগছে। আমি কি কিছু বলেছি?'

কালো হয়ে গেল স্ক্রিন। ডেভিড দেয়ালের সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিল আলো।

ব্রেনান বললেন, 'বাহ্, চমৎকার! কী অভিনয়। ওরা নিশ্চয় সেরা অভিনয়ের জন্য অস্কার দেবে–'

জাজ উইলিয়ামস দাবড়ি দিলেন, 'শাট আপ।'

ব্রেনান ধমক খেয়ে রীতিমতো বেকুব।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন জাজ উইলিয়ামস। তারপর ফিরলেন ডেভিডের দিকে। 'কাউন্সেলর।'

'জ্বি।'

বিরতি। 'আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমা প্রার্থনা পাওনা রইল।'

আদালতে বসে বিচারক টেসা উইলিয়ামস বললেন, 'দুপক্ষের কাউন্সেলররাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে তারা বিবাদীর মনোচিকিৎসক ড. সালেমের মতামত মেনে নেবেন। আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে রিজন অব ইনস্যানিটি অনুসারে বিবাদী দোষী নয়। তাকে মেন্টাল হেলথ ফ্যাসিলিটি প্রদানের হুকুম দেয়া হল যেখানে বিবাদীর চিকিৎসা করা হবে। আদালত এখন মুলতবি ঘোষণা করা হল।'

উঠে দাঁড়াল ডেভিড। *অবশেষে সব সাঙ্গ হল,* ভাবল ও মনে মনে। সে এবং

সান্ড্রা আবার তাদের জীবন শুরু করতে পারবে।

জাজ উইলিয়ামসের দিকে তাকাল ও, খুশিখুশি গলায় বলল, 'আমি বাবা হতে চলেছি।'

ড. সালেম ডেভিডকে বললেন, 'তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই। কাজ হবে কিনা জানি না, তবে যদি ব্যবস্থা করতে পারো, এতে অ্যাশলির উপকার হবে।'

'কী?'

'কানেক্টিকাট সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল দেশের যে-কোনও হাসপাতালের চেয়ে বেশি MPD কেস নিয়ে কাজ করেছে। আমার এক বন্ধু, ড. অটো লিউসন হাসপাতালটির দায়িত্বে রয়েছেন। অ্যাশলিকে ওখানে পাঠানোর ব্যাপারে আদালতকে যদি রাজি করাতে পারো, খুব ভালো হয়।'

'ধন্যবাদ,' বলল ডেভিড। 'দেখছি কী করা যায়।'

ড. স্টিভেন প্যাটারসন ডেভিডকে বললেন, 'আ–আমি জানি না তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব।'

হাসল ডেভিড। 'ধন্যবাদ দিতে হবে না। এটা quid Pro quo. মনে নেই?'

'তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। আমি একটা সময়ে খুব ভয় পাচ্ছিলাম।'

'আমিও।'

'কিন্তু ন্যায়বিচার পেয়েছে আমার মেয়ে। ও এখন সুস্থ হয়ে যাবে।'

'নিশ্চয় সুস্থ হবে,' বলল ডেভিড। 'ড. সালেম কানেক্টিকাটে একটি সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালের কথা বলেছেন। ওখানকার ডাক্তাররা MPD বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।'

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন ড. প্যাটারসন। 'তুমি জানো, অ্যাশলির এসব পাওনা ছিল না। ও এত ভালো একটা মেয়ে।'

'তা তো বটেই। আমি জাজ উইলিয়ামসের সঙ্গে কথা বলে দেখি ওকে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

চেম্বারে পাওয়া গেল জাজ উইলিয়ামসকে। 'আপনার জন্য কী করতে পারি, মি. সিঙ্গার?'

'একটা উপকার চাইতে এসেছি।'

'আশা করি করতে পারব। বলুন কী চান?'

ড. সালেম ওকে যা বলেছেন বিচারককে হুবহু তা-ই বলল ডেভিড।

'অনুরোধটা একটু অস্বাভাবিক। এখানে, ক্যালিফোর্নিয়ায় ভালো ডাক্তারের অভাব নেই কিন্তু।'

ডেভিড বলল, 'ঠিক আছে, ইয়োর অনার আপনি যা বলেন।'

হতাশ শোনাল ওর কণ্ঠ।

'আমি কিন্তু 'না' বলিনি, মি. সিঙ্গার।' বললেন বিচারক। 'অনুরোধটা অস্বাভাবিক, কেসটাও তাই।'

ডেভিড চুপ করে শুনছে।

'আমি অ্যাশলিকে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করতে পারব।'

'ধন্যবাদ, ইয়োর অনার। অনেক ধন্যবাদ।'

সেল-এ বসে অ্যাশলি ভাবছিল : *ওরা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। পাগলা গারদে কতগুলো পাগলের মধ্যে ধীরে ধীরে মৃত্যু হবে আমার। এরচেয়ে আমাকে মেরে ফেললেই ভালো হত।* সামনের দীর্ঘ হতাশাময় দিনগুলোর কথা ভেবে কান্না পেয়ে গেল ওর। ফোঁপাতে লাগল অ্যাশলি।

সেল-এর দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকলেন অ্যাশলির বাবা। তিনি মেয়ের দিকে বেদনার্ত চেহারা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'হানি...' মেয়ের পাশে বসে পড়লেন ড. প্যাটারসন। 'তুমি মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে গেছ।'

মাথা নাড়ল অ্যাশলি। 'আমি বাঁচতে চাই না।'

'ওভাবে বলে না। তোমার একটি মেডিকেল প্রবলেম হয়েছে। তবে সুস্থ হয়ে যাবে। সুস্থ হয়ে ওঠার পরে আবার একসঙ্গে থাকব আমরা। আমি সবসময় তোমার খেয়াল রাখব। যাই ঘটুক না কেন, কেউ আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।'

অ্যাশলি চুপ করে বসে থাকল।

'আমি জানি তোমার মনের মধ্যে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তবে বিশ্বাস করো, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমার মেয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবে।' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন পিতা।

'আমাকে আবার স্যানফ্রান্সিসকো ফিরতে হবে।' মেয়ে কিছু বলবে সে অপেক্ষায় রইলেন তিনি।

কিন্তু অ্যাশলির মুখে রা নেই।

'ডেভিড আমাকে বলেছে তোমাকে বিশ্বের সবচেয়ে সেরা হাসপাতালে পাঠানো হবে। আমি তোমাকে দেখতে আসব। তোমার ভালো লাগবে?'

ভাবলেশশূন্য চেহারা নিয়ে মাথা দোলাল অ্যাশলি। 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, সোনা,' মেয়ের গালে চুমু খেলেন বাবা, আলিঙ্গন করলেন ওকে। 'তোমার যাতে সেবা-শুশ্রূষার কোনও ত্রুটি না হয় সেদিকে লক্ষ্য থাকবে আমার। আমি চাই আমার ছোট্ট মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসুক।'

চলে গেলেন ড. প্যাটারসন। তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে অ্যাশলি ভাবল :

আমার এখনই মরণ হয় না কেন? ওরা আমাকে কেন মরতে দেবে না?

একঘণ্টা পরে ডেভিড এল অ্যাশলির সঙ্গে দেখা করতে।

'ওয়েল, উই ডিড ইট,' বলল সে। অ্যাশলির দিকে তাকাল উদ্বেগ নিয়ে। 'তোমার কী হয়েছে?'

'আমি পাগলা গারদে যেতে চাই না। আমি মরতে চাই। আমি এভাবে বাঁচতে পারব না। আমাকে বাঁচাও, ডেভিড।'

'অ্যাশলি, তোমাকে আমরা সাহায্য করব। দ্য পাস্ট ইজ ওভার। তোমার সামনে অপেক্ষা করছে ভবিষ্যৎ। দুঃস্বপ্নের সমাপ্তি ঘটতে চলেছে।' ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল ডেভিড। 'শোনো, তুমি আমাকে এতদূর বিশ্বাস করে এসেছ। আমার ওপর আস্থা রাখো। তুমি আবার স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারবে।'

চুপ হয়ে রইল অ্যাশলি।

'বলো, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, ডেভিড...'

বুক ভরে দম নিল অ্যাশলি। 'আ–আমি তোমাকে বিশ্বাস করি ডেভিড।'

হাসল ডেভিড। 'এই তো লক্ষ্মীমেয়ে। তোমার জন্য নতুন জীবন শুরু হতে চলেছে।'

মিডিয়া মেতে উঠল ডেভিডকে নিয়ে। রাতারাতি হিরো বনে গেল সে। ও একটি অসম্ভব মামলা হাতে নিয়েছিল এবং তাতে জিতে গেছে।

সান্ড্রাকে ফোন করল ডেভিড। 'হানি। আমি–'

'আমি জানি, ডার্লিং। আমি জানি। এইমাত্র টিভির খবরে দেখলাম। তোমাকে নিয়ে আমার গর্বে ভরে যাচ্ছে বুক!'

'কাজটা শেষ হয়ে গেছে বলে আমি খুব খুশি। আমি আজ রাতে ফিরছি। আমার আর তর সইছে না–'

'ডেভিড...!

'বলো?'

'ডেভিড...ওওহ্...'

'কী হয়েছে, হানি?'

'ওওহ্...উই আর হ্যাভিং আ বেবি...'

'ওয়েট ফর মি!' চেঁচিয়ে উঠল ডেভিড।

জেফরি সিঙ্গারের ওজন আট পাউন্ড দশ আউন্স। এমন সুন্দর শিশু জীবনে দেখেনি ডেভিড।

'ওর চেহারাটা অবিকল তোমার মতো হয়েছে, ডেভিড,' বলল সান্ড্রা।

'ঠিক তাই, না?' উদ্ভাসিত ডেভিড।

'সব ভালোয় ভালোয় শেষ হল,' বলল সান্ড্রা। 'হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম যেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডেভিড। 'কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হত কিছুই বুঝি ঠিকমতো শেষ হবে না।'

'কিন্তু তোমার ওপর আমার সবসময়ই বিশ্বাস ছিল।'

ডেভিড জড়িয়ে ধরল সান্ড্রাকে। 'আমি আবার আসব, হানি। অফিসে আমার কিছু কাগজপত্র আছে। ওগুলো নিয়ে আসা দরকার।

কিনকেড, টার্নার, রোজ অ্যান্ড রিপ্লে'র অফিসে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হল ডেভিডকে।

'অভিনন্দন, ডেভিড...'

'দারুণ দেখালে ভাই...'

'কেল্লা ফতে করে দিয়েছ...'

ডেভিড নিজের অফিসে ঢুকল। হলি চলে গেছে। ডেভিড ডেস্ক থেকে ওর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গোছাতে লাগল।

'ডেভিড–'

ঘুরল ডেভিড। জোসেফ কিনকেড।

কিনকেড ওর কাছে হেঁটে এলেন। 'কী করছ?'

'কাগজপত্র গোছাচ্ছি। আমার তো চাকরি নেই।'

হাসলেন কিনকেড। 'চাকরি নেই? অবশ্যই আছে। আসলে তোমার সঙ্গে একটা ভুল-বোঝাবুঝি হয়ে গেছে।' বিরতি দিলেন তিনি। খুশি ফুটিয়ে তুললেন কণ্ঠে। 'তোমাকে আমাদের পার্টনার করছি, মাই বয়। আজ বিকেল তিনটায় তোমাকে নিয়ে একটা প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করেছি।'

ডেভিড তাকাল। 'তাই নাকি?'

মাথা দোলালেন। 'সত্যি বলছি।'

ডেভিড বলল, 'ওটা ক্যান্সেল করে দিন। আমি ক্রিমিনাল লতে ফিরে যাব ঠিক করেছি। জেসি কুইলার তার পার্টনার হবার প্রস্তাব দিয়েছে আমাকে। আপনি যখন এ আইন নিয়ে কাজ করবেন তখন বুঝতে পারবেন সত্যিকারের ক্রিমিনাল কারা। কাজেই জোয়ি, আপনার পার্টনারশিপ আপনার গলায় ঝুলিয়ে রাখুন। আমি গেলাম।'

ডেভিড বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

জেসি কুইলার পেন্টহাউজে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'চমৎকার হয়েছে। তোমাদের

দুজনকে এ বাড়িতে মানাবে ভালো।'

'ধন্যবাদ,' বলল সান্ড্রা। নার্সারিতে কিসের যেন শব্দ হল। 'আমি জেফরিকে একটু দেখে আসি।' চট করে পাশের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

জেসি কুইলার সপ্রশংস দৃষ্টিতে রুপোর একটি ফটোফ্রেম দেখছিলেন। ফ্রেমে জেফরির ছবি।

'জাজ উইলিয়ামস এটা উপহার দিয়েছেন,' জানাল ডেভিড।

জেসি বললেন, 'তোমাকে ফিরে পেয়ে আমি খুশি, পার্টনার।'

'আমি ফিরে আসতে পেরে খুশি, জেসি।'

'তোমার ক'টা দিন বিশ্রাম নেয়া দরকার।'

'হ্যাঁ। জেফরিকে নিয়ে ওরিগনে সান্ড্রার বাবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসব ভাবছি—'

'ভালো কথা, আজ সকালে একটা ইন্টারেস্টিং কেস পেয়েছি, ডেভিড। নিজের দুই সন্তানকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে এক মহিলার বিরুদ্ধে। তবে আমার মনে হচ্ছে মহিলা নির্দোষ। আমি ওয়াশিংটন যাচ্ছি আরেকটা কেস সামলাতে। তুমি মহিলার সঙ্গে কথা বলো। দ্যাখো কী করতে পারো...'

তৃতীয় খণ্ড

বাইশ

ওয়েস্টপোর্ট থেকে পনেরো মাইল উত্তরে কানেক্টিকাট সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল। এ এস্টেটের মূল মালিক ছিলেন ধনবান একজন ডাচ, উইম বোয়েকার। ১৯১০ সালে তিনি বাড়িটি তৈরি করেন। চল্লিশ একর জমি নিয়ে গড়ে ওঠা এস্টেটটিতে রয়েছে সুবৃহৎ ম্যানর হাউজ, একটি ওয়ার্কশপ, আস্তাবল এবং সুইমিংপুল। ১৯২৫ সালে রাজ্য-সরকার প্রোপার্টি কিনে নেয় এবং ম্যানর হাউজকে পরিণত করে হাসপাতালে। গোটা প্রোপার্টি ঘিরে রেখেছে বিশাল ফেন্স বা বেড়া। প্রবেশপথে প্রহরায় রয়েছে একজন রক্ষী। বাড়ির প্রতিটি জানালায় বসানো হয়েছে ধাতব গরাদ, বাড়ির একটি অংশের রূপান্তর ঘটানো হয়েছে সিকিউরিটি এরিয়া হিসেবে। বিপজ্জনক বাসিন্দাদের জন্য এতকিছু নিরাপত্তা।

সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকের প্রধান ড. অটো লিউসনের অফিসে এ মুহূর্তে মিটিং হচ্ছে। একজন নতুন রোগী ভর্তি হবে ক্লিনিকে, তাকে নিয়ে মিটিং। এখানে আরও আছেন ড. গিলবার্ট কেলার এবং ড. ক্রেগ ফস্টার।

গিলবার্ট কেলারের বয়স চল্লিশ, উচ্চতা মাঝারি, সোনালি চুল, তীক্ষ্ণ ধূসর চোখ। মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার বিষয়ে তিনি একজন খ্যাতনামা এক্সপার্ট।

অটো লিউসন, কানেক্টিকাট সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট, বয়স সত্তরের কোঠায়, ছোটখাটো গড়নের, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একজন মানুষ। তাঁর মুখভর্তি দাড়ি। ড. লিউসন চোখে চশমা পরেন।

ড. ক্রেগ ফস্টার বহুদিন ধরে ড. কেলারের সঙ্গে কাজ করছেন। তিনি মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের ওপর বই লিখছেন। এরা সবাই অ্যাশলি প্যাটারসনের রেকর্ডে চোখ বুলাচ্ছেন।

অটো লিউসন বললেন, 'মেয়েটির বয়স মাত্র আটাশ। এবং সে পাঁচজন মানুষ হত্যা করেছে।' কাগজে আবার ফিরে গেল তাঁর চোখ। 'সে তার আইনজীবীকেও হত্যার চেষ্টা করেছে।'

'সবার ফ্যান্টাসি,' শুকনো গলায় বললেন গিলবার্ট কেলার।

অটো লিউসন বললেন, 'ফুল এভালুয়েশন না-পাওয়া পর্যন্ত আমরা ওকে সিকিউরিটি ওয়ার্ড A-তে রাখব।'

'কখন আসছে সে?' জানতে চাইলেন ড. কেলার।

ইন্টারকমে ভেসে এল ড. লিউসনের সেক্রেটারির কণ্ঠ। 'ড. লিউসন, ওরা

অ্যাশলি প্যাটারসনকে নিয়ে আসছে। আপনার অফিসে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও,' বললেন লিউসন।

যাতায়াতের পুরো সময়টা দুঃস্বপ্নের মতো কেটেছে অ্যাশলির। ট্রায়াল শেষে তাকে তার সেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে তিনদিন ছিল অ্যাশলি। ওইসময় ওকে হাসপাতালে ভর্তির তোড়জোড় চলছিল।

প্রিজন বাসে করে ওকল্যান্ড এয়ারপোর্টে নিয়ে আসা হয় অ্যাশলিকে। ওর জন্য একটি বিমান অপেক্ষা করছিল। এটি একটি কনভার্টেড DC-6। ইউ.এস. মার্শাল সার্ভিসে যে-ধরনের বিমান চালানো হয় এটি তার অংশবিশেষ। বিমানে কয়েদি ছিল মোট চব্বিশজন। সবার পায়ে এবং হাতে শিকল পরানো।

অ্যাশলির হাতে ছিল হ্যান্ডকাফ। সিটে বসার পরে সিটের শিকলের সঙ্গে তার পা বেঁধে ফেলা হয়।

ওরা আমাকে নিয়ে এসব কী করছে? আমি বিপজ্জনক কোনও ক্রিমিনাল নই। আমি স্বাভাবিক একজন নারী।

কিন্তু ওর ভেতরে কেউ বলে উঠল, *হ্যাঁ, তুমি একজন নারী যে কিনা পাঁচজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে।*

বিমানের কয়েদিদের সবাই বিপজ্জনক অপরাধী। এদের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতিসহ আরও বেশকিছু অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে। এদেরকে দেশের বিভিন্ন টপ সিকিউরিটি কারাগারে পাঠানো হবে। বিমানে অ্যাশলিই একমাত্র নারী যাত্রী।

এক ক্রিমিনাল অ্যাশলির দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল।

'হাই, বেবি। আমার কোলে এসে বসো না।'

'অ্যাই, খবরদার,' শাসাল একজন গার্ড।

'অ্যাই! তোমার হৃদয়ে প্রেম-পীরিতি বলে কিছু নেই নাকি? তোমার অপরাধটা কী, বেবি?'

আরেকজন অপরাধী বলল, 'তোমার কি শরীর গরম হয়ে উঠছে, হানি? তোমার পাশের সিটে এসে বসি। এবং তারপর–'

আরেক অভিযুক্ত স্থিরদৃষ্টিতে দেখছিল অ্যাশলিকে। সে বলল, 'অ্যাই! জানো এ মেয়ে পাঁচজন মানুষ খুন করেছে।'

এবার সবাই ঘুরে দেখতে লাগল অ্যাশলিকে।

কেউ আর ওকে নিয়ে তামাশা করার সাহস পেল না।

নিউইয়র্ক যাত্রার পথে বিমান দুবার অবতরণ করল যাত্রী নামিয়ে দিতে এবং তোলার জন্য। দীর্ঘ একটি যাত্রা। ঝড়ো বাতাস বইছে। লা গুয়ারডিয়া এয়ারপোর্টে যখন অবতরণ করল বিমান, ততক্ষণে অসুস্থ হয়ে পড়েছে অ্যাশলি।

টারমাকে উর্দিধারী দুই পুলিশ অপেক্ষা করছিল অ্যাশলির জন্য। প্লেনের সিট থেকে শিকল খুলে ফেলা হল। পুলিশভ্যানে তোলার পরে আবার পায়ে জড়ানো হল

শিকল। এমন অপমান জীবনে লাগেনি অ্যাশলির। ওরা কি ভাবছে অ্যাশলি পালিয়ে গিয়ে কাউকে খুন করবে? অতীতে যা ঘটেছে, ঘটেছে। ওরা কি তা জানে না? অ্যাশলি জানে এমনটি আর কখনোই ঘটবে না। ওখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য মনটা আকুলিবিকুলি করছিল অ্যাশলির। অনেকদূরে কোথাও।

কানেক্টিকাটের লম্বা, একঘেয়ে যাত্রাপথে ঝিমুনি এসে গেল অ্যাশলির। চটকা ভেঙে গেল গার্ডের গলা শুনে।

'আমরা চলে এসেছি।'

ওরা কানেক্টিকাট সাইকিয়াট্রিক হসপিটালের গেটে পৌঁছে গেছে।

অ্যাশলি প্যাটারসনকে ড. লিউসনের অফিসে নিয়ে আসা হল।

ড. লিউসন বললেন, 'কানেক্টিকাট সাইকিয়াট্রিক হসপিটালে স্বাগতম, মিস প্যাটারসন।'

অ্যাশলি শুকনোমুখে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল।

ড. লিউসন অন্য দুই ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাশলির পরিচয় করিয়ে দেয়ার পরে বললেন, 'বসুন, প্লিজ।' গার্ডের দিকে তাকালেন তিনি। 'ওর হাত থেকে হ্যান্ডকাফ এবং শিকল খুলে ফেলুন।'

হ্যান্ডকাফ এবং শিকল খুলে নেয়া হল। বসল অ্যাশলি।

ড. ফস্টার বললেন, 'আমি জানি আপনার খুব কঠিন সময় যাচ্ছে। আমরা আপনার মনে স্বস্তি ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমাদের লক্ষ্য হল আপনাকে এখান থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে বাড়ি ফিরিয়ে দেয়া।'

অ্যাশলির গলায় অবশেষে রা ফুটল। 'এতে—এতে কতদিন লাগবে?'

অটো লিউসন জবাব দিলেন, 'এত জলদি এ প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব নয়। আপনাকে সুস্থ করে তুলতে কমপক্ষে পাঁচ/ছয় বছর তো লাগবেই।'

প্রতিটি শব্দ বজ্রের মতো আঘাত হানল অ্যাশলির বুকে। পাঁচ-ছয় বছর!

'থেরাপিতে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নেই। ড. কেলারের সঙ্গে সেশনে বসবেন। উনি আপনাকে সম্মোহন করবেন। সেইসঙ্গে চলবে গ্রুপ-থেরাপি, আর্ট থেরাপি। একটা কথা মনে রাখবেন—আমরা আপনার শত্রু নই।'

গিলবার্ট কেলার লক্ষ করছিলেন অ্যাশলিকে। 'আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই এবং চাই এ-ব্যাপারে আপনিও আমাদেরকে সাহায্য করবেন।'

অটো লিউসন অ্যাটেনডেন্টের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন। সে এসে অ্যাশলির একটা হাত ধরল।

ক্রেগ ফস্টার বললেন, 'ও আপনাকে এখন আপনার কোয়ার্টার্সে নিয়ে যাবে। আমরা আবার পরে কথা বলব।'

অ্যাশলি চলে যাওয়ার পরে গিলবার্ট কেলারকে অটো লিউসন জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কীরকম মনে হচ্ছে?'

'একটা সুবিধা পাব। শুধু দুজন অলটারকে নিয়ে কাজ করতে হবে।'

কেলার কী যেন মনে করার চেষ্টা করছেন। 'সবচেয়ে বেশি অলটার আমরা কতগুলো পেয়েছি?'

'বেলট্রান্ড নামের এক মহিলার নব্বুইটি অলটার ছিল।'

অ্যাশলি ভেবেছিল তাকে অন্ধকার, গুমোট একটি কারা-প্রকোষ্ঠে ঢোকানো হবে। তবে কানেক্টিকাট সাইকিয়াট্রিক হসপিটাল অনেকটা ক্লাব হাউজের মতো–শুধু ধাতব গরাদগুলো ছাড়া।

লম্বা করিডর ধরে অ্যাশলিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল অ্যাটেনডেন্ট। হাসপাতালের বাসিন্দারা করিডরে মুক্তভাবে চলাফেরা করছে। নানান বয়সের রোগী। সবাইকে দেখে স্বাভাবিক মনে হল। *ওরা এখানে এসেছে কেন?* কেউ কেউ অ্যাশলির দিকে তাকিয়ে হাসি দিল। 'গুড মর্নিং।' তবে জবাব দেয়ার মতো মানসিক অবস্থা অ্যাশলির নেই। সব কেমন পরাবাস্তবের মতো ঠেকছে। ও পাগলাগারদে এসেছে। *আমি কি পাগল?*

ইস্পাতের বিরাট একটি দরজার সামনে চলে এল ওরা। দরজার পেছনে একজন পুরুষ অ্যাটেনডেন্ট। সে লাল একটি বোতাম টিপে ধরতেই খুলে গেল প্রকাণ্ড দরজা।

'এ অ্যাশলি প্যাটারসন।'

দ্বিতীয় অ্যাটেনডেন্ট বলল, 'গুড মর্নিং, মিস প্যাটারসন। এদিক দিয়ে আসুন।' সে অ্যাশলিকে নিয়ে আরেকটি দরজায় এগিয়ে গেল। খুলল। ভেতরে ঢুকল অ্যাশলি। কারা-প্রকোষ্ঠ নয়, মাঝারি আকারের একটি ঘর এটি। নীল রঙ করা দেয়াল, ছোট একটি কাউচ এবং আরামদায়ক একটি বিছানা আছে।

'এ ঘরে আপনি থাকবেন। আপনার জিনিসপত্র কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

দরজা বন্ধ করে চলে গেল গার্ড। অ্যাশলি ভাবল *আমি যদি এখানে থাকতে না চাই তো কী হবে? যদি এখান থেকে চলে যেতে চাই?*

দরজার সামনে হেঁটে এল অ্যাশলি। তালা মারা। কাউচে বসল ও। চিন্তাভাবনাগুলো গোছানোর চেষ্টা করছে। ইতিবাচক চিন্তা করার চেষ্টা করছে।

আমরা আপনাকে সুস্থ করে তুলব।

আমরা আপনাকে সুস্থ করে তুলব।

আমরা আপনাকে সুস্থ করে তুলব।

তেইশ

অ্যাশলির থেরাপির দায়িত্বে আছেন ড. গিলবার্ট কেলার। তিনি মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ, তাঁর ঝুলিতে ব্যর্থতার সংখ্যা কম, সাফল্যই বেশি। এ-ধরনের চিকিৎসা সহজ নয় মোটেই। পেশেন্টকে প্রথমেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করাতে হবে, রোগী যেন তাঁর সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে সেরকম ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর পেশেন্টের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে অলটার। একে একে করতে হয় কাজগুলো। শেষে একে অন্যের সঙ্গে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়, বুঝতে পারে তাদের অস্তিত্বের কারণ, অবশেষে ওদের আর প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তিগুলো একীভূত হয়ে একজন মানুষে পরিণত হয়।

উপসংহারে পৌঁছুতে আমাদের ঢের দেরি, ভাবছেন ড. কেলার।

পরদিন সকালে ড. কেলারের অফিসে পাঠানো হল অ্যাশলিকে।

'গুড মর্নিং, অ্যাশলি।'

'গুড মর্নিং, ড. কেলার।'

'আমাকে তুমি গিলবার্ট বলে ডেকো। আমরা বন্ধু হতে চাই। তোমার কেমন লাগছে?'

ডাক্তারের দিকে তাকাল অ্যাশলি। 'ওরা বলছে আমি নাকি পাঁচজন মানুষ খুন করেছি। তাহলে আমার কেমন লাগা উচিত?'

'কাউকে খুন করার কথা মনে আছে তোমার?'

'না।'

'তোমার ট্রায়ালের ম্যানুস্ক্রিপ্ট আমি পড়েছি, অ্যাশলি। তুমি ওদেরকে হত্যা করোনি। তোমার একজন অলটার এ কাজ করেছে। আমরা তোমার অলটারদের সঙ্গে পরিচিত হব এবং তোমার সাহায্যে তাদেরকে দূর করে দেব।'

'আ-আশা করি আপনি পারবেন-'

'পারব। আমি এখানে আছি তোমাকে সাহায্য করার জন্য। এবং আমি তোমাকে সাহায্য করব। একটি অসহনীয় যাতনা থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার মনের ভেতরে অলটারগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। বেদনার কারণ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমার জানা দরকার অলটারগুলোর কীভাবে জন্ম হল এবং কেন।'

'আপনি কীভাবে জানবেন?'

'আমরা কথা বলব। আমরা তোমাকে সম্মোহন করব অথবা সোডিয়াম অ্যামিটাল ব্যবহার করব। তুমি তো আগেও সম্মোহিত হয়েছ, না?'

'জ্বি।'

'কেউ তোমাকে চাপ দিচ্ছে না। আমরা আস্তেধীরে কাজটা করব।' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে ডাক্তার যোগ করলেন, 'কাজটা শেষ হবার পরে তুমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে।'

ওরা প্রায় ঘণ্টাখানেক কথা বলল, কথা শেষে অনেক রিল্যাক্স বোধ করল অ্যাশলি। নিজের রুমে ফিরল ভাবতে ভাবতে : আমার মনে হচ্ছে উনি কাজটা পারবেন। অ্যাশলি প্রার্থনাও করল।

অটো লিউসনের সঙ্গে মিটিং করলেন ড. কেলার। 'আজ সকালে আমরা কথা বলেছি,' বললেন ড. কেলার। 'ভালো খবর হল যে অ্যাশলি স্বীকার করেছে তার একটা সমস্যা আছে এবং সে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে।

'বাহ্, চমৎকার। কী ঘটছে না ঘটছে সব জানাবে আমাকে।'

'অবশ্যই, অটো।'

পুরো বিষয়টি বেশ চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে ড. কেলারের কাছে। অ্যাশলি প্যাটারসন আর দশটা রোগীর মতো সাধারণ নয়। ওর ভেতরে বিশেষ কী যেন আছে। ড. কেলার ওকে সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর।

প্রতিদিন কথা বলল ওরা। হপ্তাখানেক পরে অ্যাশলিকে ড. কেলার বললেন, 'আমি চাই তুমি রিল্যাক্স বোধ করবে। আমি তোমাকে সম্মোহন করতে যাচ্ছি।' তিনি পা বাড়ালেন অ্যাশলির দিকে।

'না! দাঁড়ান!'

বিস্মিত ডাক্তার। 'কী হল?'

নানান ভয়ংকর চিন্তা এসে এলোমেলো করে দিল অ্যাশলির মাথা। ডাক্তার ওর অলটারগুলো বের করে নিয়ে আসবেন। ভাবতেই গা কেমন শিরশির করে। 'প্লিজ,' বলল ও। 'আ–আমি ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই না।'

'সাক্ষাৎ করতে হবে না,' ওকে আশ্বস্ত করলেন ড. কেলার। 'অন্তত এখনই নয়।'

ঢোক গিলল অ্যাশলি। 'আচ্ছা।'

'তুমি রেডি তো?'

মাথা দোলাল ও। 'জ্বি।'

'বেশ। তবে চলো শুরু করি।'

অ্যাশলিকে সম্মোহন করতে পনেরো মিনিট লাগল। ও সম্মোহিত হয়ে পড়ার

পরে গিলবার্ট কেলার ডেস্কে রাখা একখণ্ড কাগজে চোখ বুলালেন। *টনি প্রেসকট এবং অ্যালেট পিটার্স।* সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময় এসেছে। একজনের কর্তৃত্বসুলভ ব্যক্তিত্ব আরেকজনের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

তিনি অ্যাশলির দিকে তাকালেন। চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। ডাক্তার সামনে ঝুঁকলেন। 'গুড মর্নিং, টনি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

অ্যাশলির চেহারায় ভাঙচুর শুরু হল, বদলে যেতে লাগল অভিব্যক্তিগুলো। একদম আলাদা একজন মানুষে পরিণত হল সে। চেহারায় ফুটল প্রাণচাঞ্চল্য। গান গাইতে লাগল সে।

Half a pound of tupenny rice
Half a pound of treacle
Mix it up and make it nice
Pop! goes the weasel...'

বাহ্, তুমি তো খুব সুন্দর গান করো, টনি। আমি গিলবার্ট কেলার।'

'আমি জানি আপনি কে।'

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। তোমাকে কি কেউ কখনও বলেছে তোমার গানের গলাটি খাসা?'

'অনেকেই বলেছে।'

'সত্যি বলছি। তুমি গান শিখেছ কারও কাছে?'

'না। কারও কাছে গান শিখিনি। শিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার–' *ফর গডস শেক, তোমার গাধার চিৎকারটা বন্ধ করবে! তোমাকে কে বলেছে তুমি গাইতে পারো?* 'নেভার মাইন্ড।'

'টনি, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

'না, চাও না, ডকি বেবি। তুমি আমার সঙ্গে শুতে চাও।'

'তোমার এরকম মনে হল কেন, টনি?'

'কারণ তোমরা, পুরুষজাতটা তো এ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারো না, টা টা।'

'টনি...? টনি...?'

গিলবার্ট কেলার আবার তাকালেন অ্যাশলির মুখে।

শান্ত, নিষ্পাপ একটা ভাব ফুটেছে চেহারায়। সামনে ঝুঁকলেন ড. কেলার। 'অ্যালেট?'

অ্যাশলির চেহারা একইরকম থাকল।

'অ্যালেট...?'

কোনও সাড়া নেই।

'তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই, অ্যালেট।'

অ্যাশলি চেয়ারে বসে মোচড়ামুচড়ি শুরু করে দিল।

'বেরিয়ে এসো, অ্যালেট।'

গভীর দম নিল অ্যাশলি। তারপর মুখ দিয়ে স্রোতের মতো বেরিয়ে আসতে লাগল ইটালিয়ান ভাষা।

'C'e qualcuno che parla italiano!'

'অ্যালেট–'

'Non so dove mi trovo।'

'অ্যালেট, আমার কথা শোনো। এখানে কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি রিল্যাক্সড হও।'

'Mi sento stanca...আমি ক্লান্ত।'

'তুমি খুব কঠিন একটা সময়ের মাঝ দিয়ে গেছ। কিন্তু ওসব এখন পড়ে আছে তোমার পেছনে। তোমার ভবিষ্যৎ হবে খুব সুন্দর। তুমি জানো তুমি কোথায় আছ?'

ডাক্তারের কণ্ঠের রঙ সাদা।

'সি। এখানে এমন সব লোকজন আসে যারা পাজ্জো (পাগল)।'

আপনি এজন্যই এখানে এসেছেন, ডক্টর। কারণ আপনি নিজেও একটা পাগল।

'এখানে মানুষজন আসে সুস্থ হতে। অ্যালেট, তুমি যখন চোখ বুজে এই জায়গাটির কথা কল্পনা করো তখন কী দেখতে পাও?'

'হোগার্থকে। তিনি পাগলাগারদের ভয়ংকর কিছু ছবি এঁকেছেন। *আপনি নিশ্চয় এর নাম শোনেননি।*

'আমি চাই না এ-জায়গাটি তুমি ভয়ানক কিছু ভেবে বসো।' তোমার সম্পর্কে বলো, অ্যালেট। তুমি কী করতে চাও? এখানে বসে কী করতে মন চাইছে তোমার?'

'আমি ছবি আঁকতে চাই।'

'তোমাকে ছবি আঁকার সরঞ্জাম এনে দেব।'

'না!'

'আমি ছবি আঁকতে চাই না। আমার কাছে ছবি আঁকাটা কুৎসিত একটা কাজ বলে মনে হয়। আমাকে একা থাকতে দাও।'

'অ্যালেট,' গিলবার্ট কেলার দেখলেন অ্যাশলির চেহারা আবার বদলে যাচ্ছে।

চলে গেছে অ্যালেট। ড. কেলার জাগিয়ে তুললেন অ্যাশলিকে। সে চোখ মেলে চাইল। পিটপিট করল। 'আপনি কাজ শুরু করেছিলেন?'

'কাজ শেষ।'

'কেমন করেছি আমি?'

'টনি এবং অ্যালেট আমার সঙ্গে কথা বলেছে। আমরা শুরুটা ভালোই করেছি, অ্যাশলি।'

ডেভিড সিঙ্গারের চিঠি এসেছে। সে লিখেছে :

প্রিয় অ্যাশলি,
তোমাকে লিখলাম জানাতে যে আমি তোমার কথা ভাবছি এবং আশা করি তুমি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছ। সত্যি বলতে কী, প্রায়ই তোমার কথা মনে পড়ে আমার। মনে হয় যেন দুজনে মিলে যুদ্ধ করেছি। কঠিন এক যুদ্ধ, তবে এতে জিতে গেছি আমরা। একটি ভালো খবর আছে। বেডফোর্ড এবং কুইবেকে যে দুটি হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ তোলা হয়েছিল তোমার বিরুদ্ধে, তা প্রত্যাহার করা হবে। তোমার জন্য কিছু করার থাকলে আমাকে জানিয়ো।

শুভেচ্ছান্তে
ডেভিড

পরদিন সকালে অ্যাশলিকে সম্মোহন করে টনির সঙ্গে কথা বলছিলেন ড. কেলার।

'এখন আবার কী, ডকি?'

'তোমার সঙ্গে একটু গপ্পোসপ্পো করি। তোমাকে আমি সাহায্য করতে চাই।'

'তোমার ছাতার সাহায্য দরকার নেই আমার। আমি ভালোই আছি।'

'কিন্তু তোমার সাহায্য আমার দরকার, টনি। তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। অ্যাশলির ব্যাপারে তুমি কী ভাবছ?'

'মিস ডাঁশা পাছা? ওর কথা বোলো না।'

'তুমি ওকে পছন্দ করো না?'

'একদমই না।'

'তুমি ওকে কেন পছন্দ করো না?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জবাব দিল টনি। 'সে নিজে মৌজ-মস্তি তো করতে জানেই না, অন্যদেরকেও তা করতে দেয় না। সে পার্টিতে যেতে পছন্দ করে না, ঘুরতে যেতে তার মন চায় না। খুবই বিরক্তিকর একটা চরিত্র।'

'তুমি এসব করতে পছন্দ করো?'

'অবশ্যই করি। জীবন তো মৌজ-মস্তি করার জন্যই। তাই না, লাভ?'

'তোমার জন্ম লন্ডনে, তাই না, টনি? আমাকে ওই শহরের গপ্পো বলবে?'

'আমি তোমাকে একটা কথাই বলব। আমি যদি এখন ওখানে থাকতে পারতাম

খুব মজা হত।'

নীরবতা।

'টনি...? টনি...?'

চলে গেছে সে।

গিলবার্ট কেলার অ্যাশলিকে বললেন, 'আমি অ্যালেটের সঙ্গে কথা বলব।' অ্যাশলির চেহারায় পরিবর্তন ঘটতে লাগল। ডাক্তার সামনে ঝুঁকলেন, মৃদু গলায় বললেন, 'অ্যালেট।'

'সি।'

'টনির সঙ্গে আমার আলাপচারিতা শুনেছ?'

'হুঁ।'

'তুমি এবং টনি পরস্পরের পরিচিত?'

'হ্যাঁ।' *একশোবার পরিচিত, গর্দভ।*

'কিন্তু অ্যাশলি তোমাদের কাউকেই চেনে না?'

'না।'

'তুমি অ্যাশলিকে পছন্দ করো?'

'ও মন্দ না।' *আমাকে নির্বোধের মতো এসব প্রশ্ন করছ কেন?*

'তুমি ওর সঙ্গে কথা বলো না কেন?'

'টনি কথা বলতে দেয় না।'

'তুমি কী করবে না করবে সব কি টনি বলে দেয়?'

'টনি আমার বন্ধু।' *এতে তোমার নাক গলানোর দরকার নেই।*

'আমি তোমার বন্ধু হতে চাই, অ্যালেট। তোমার কথা বলো। তোমার বাড়ি কোথায়?'

'রোমে।'

'তুমি রোম শহরটি পছন্দ করতে?'

অ্যাশলির চেহারায় আবার পরিবর্তন হতে লাগল। কাঁদতে লাগল। *কেন?*

নরম গলায় বললেন ড. কেলার, 'ইট'স অল রাইট। তুমি এখনই ঘুম থেকে জাগবে, অ্যাশলি...'

চোখ মেলে চাইল সে।

'আমি টনি এবং অ্যালেটের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা পরস্পরের বন্ধু। আমি চাই তোমরা সবাই বন্ধু হবে।'

লাঞ্চের সময় এক পুরুষ-নার্স অ্যাশলির ঘরে ঢুকল। দেখল মেঝেতে একটি ল্যান্ডস্কেপের ছবি পড়ে রয়েছে। সে ওটা নিয়ে গেল ড. কেলারের কাছে।

ড. লিউসনের অফিসে মিটিং বসেছে।

'কেমন চলছে, গিলবার্ট?'

চিন্তিত গলায় জবাব দিলেন ড. কেলার। 'আমি দুজন অলটারের সঙ্গে কথা

বলেছি। কর্তৃত্বপরায়ণ অলটারটি হল টনি। তার ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে এবং এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। অপরজন, অ্যালেট, জন্ম রোমে, সে-ও এ-বিষয়ে কথা বলতে চাইছে না। আমি সমস্যার সূত্রপাত কোত্থেকে জানার চেষ্টা করছি। টনি খুব অ্যাগ্রেসিভ টাইপের মেয়ে। অ্যালেট সেনসিটিভ এবং নরম। তার আগ্রহ চিত্রকলায়। তবে ছবি আঁকতে ভয় পায় সে। কারণটা খুঁজে বের করতে হবে।'

'তার মানে টনি অ্যাশলির ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে?'

'হ্যাঁ। টনি কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। টনি কিংবা অ্যালেটের অস্তিত্ব সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয় অ্যাশলি। তবে টনি এবং অ্যালেট একে অন্যকে চেনে। ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। টনি খুব সুন্দর গান করে, অ্যালেট চমৎকার ছবি আঁকে।' পুরুষ নার্সের দেয়া ছবিটি দেখালেন গিলবার্ট। 'ওদের প্রতিভার রাস্তা ধরেই ওদের কাছে পৌঁছুতে হবে।'

প্রতি হপ্তায় বাবার কাছ থেকে একটি করে চিঠি পায় অ্যাশলি। চিঠি পড়ার পরে রুমে চুপচাপ বসে থাকে সে। কারও সঙ্গে কথা বলে না।

'বাড়ির সঙ্গে তার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এ চিঠি,' ড. কেলার বললেন অটো লিউসনকে। 'আমার ধারণা চিঠিগুলো ওর মনে এখান থেকে চলে যাবার বাসনা জাগিয়ে তুলছে এবং ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের চেষ্টা করছে...'

পরিবেশের সঙ্গে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে অ্যাশলি। পেশেন্টরা ঘরের মধ্যে এবং করিডরে হাঁটাহাঁটি করে। অবশ্য প্রতিটি দরজা এবং করিডরে অ্যাটেনডেন্ট রয়েছে। গেটে সবসময় তালা মারা থাকে। বিনোদনকক্ষ আছে একটি। ওখানে রোগীরা টিভি দেখে, গল্প করে। জিমনাশিয়ামে যায় ব্যায়াম করতে। রয়েছে কমন ডাইনিংরুম। নানান জাতের মানুষ আছে এ হাসপাতালে—জাপানি, চীনা, ফরাসি, আমেরিকান...হাসপাতালের পরিবেশকে স্বাভাবিক রাখার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা আছে কর্তৃপক্ষের। তবে অ্যাশলি দেখেছে ঘরে ঢোকার পরেই বন্ধ করে দেয়া হয় দরজা।

'এটা হাসপাতাল না,' টনি নালিশের সুরে বলে অ্যালেটকে। 'এটা আসলে একটা জেলখানা।'

'কিন্তু ড. কেলারের ধারণা তিনি অ্যাশলিকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন। তারপর আমরা এখান থেকে বেরুতে পারব।'

'বোকার মতো কথা বোলো না, অ্যালেট। তোমার চোখ নেই নাকি? দেখতে পাচ্ছ না ডাক্তারটা অ্যাশলিকে সুস্থ করে তুলতে চায় আমাদের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য? যাতে আমরা ধ্বংস হয়ে যাই। অ্যাশলি সুস্থ হওয়া মানে আমাদের মরণ। কিন্তু আমি তা হতে দেব না।'

'তুমি কী করবে?'

'এখান থেকে পালাবার একটা রাস্তা বের করব।'

চব্বিশ

পরদিন সকালে একজন পুরুষ-নার্স অ্যাশলিকে ফিরিয়ে নিয়ে চলল তার রুমে। বলল, 'তোমাকে আজ অন্যরকম লাগছে।'

'তাই নাকি, বিল?'

'হুঁ। প্রায় অন্যদের মতোই।'

মৃদু গলায় বলল টনি, 'সবই তোমার কারণে।'

'মানে?'

'তোমার সঙ্গে থাকলে আমি যেন আলাদা একজন মানুষ হয়ে যাই,' টনি বিলের বাহুতে হাত রাখল, চোখে রাখল চোখ।

'তুমি আমাকে অন্যরকম করে তোলো।'

'ধ্যাৎ। কী বলছ!'

'সত্যি বলছি। তুমি যে খুব সেক্সি তা কি জানো?'

'না।'

'কিন্তু তুমি সেক্সি। তুমি কি বিবাহিত, বিল?'

'একবার বিয়ে করেছিলাম।'

'তোমার বউ পাগল বলেই তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তুমি এখানে কদ্দিন ধরে কাজ করছ, বিল?'

'পাঁচ বছর।'

'অনেক দিন। এখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে হয়নি কখনও?'

'মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়েছে।'

গলা নামাল টনি। 'তুমি জানো আমার আসলে কিছুই হয়নি। এখানে যখন আসি তখন খানিকটা সমস্যা ছিল বটে তবে এখন সেসব সমস্যা কাটিয়ে উঠেছি। আমিও এখান থেকে কেটে পড়তে চাই। আশা করি এ ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করবে। আমরা একসঙ্গে পালাব। দুজনে মিলে কাটাব দারুণ সময়।'

ওকে পরখ করল বিল। 'কী বলব বুঝতে পারছি না।'

'অবশ্যই বুঝতে পারছ। কাজটা খুব সহজ। সবাই যখন ঘুমাবে ওই সময় একদিন তুমি আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে।' একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল টনি, 'তবে তোমার পরিশ্রম বিফলে যাবে না।'

মাথা ঝাঁকাল নার্স। 'একটু ভেবে দেখি।'

'ভাবাভাবির কিছু নেই,' বলল টনি। 'তুমি পারবে।'

টনি রুমে ফিরে অ্যালেটকে বলল, 'আমরা এখান থেকে কেটে পড়ছি, অ্যালেট।'

পরদিন সকালে অ্যাশলিকে নিয়ে আসা হল ড. কেলারের অফিসে।

'গুড মর্নিং, অ্যাশলি।'

'গুড মর্নিং, গিলবার্ট।'

'আজ আমরা কিছু সোডিয়াম অ্যামিটাল প্রয়োগের চেষ্টা করব। তুমি এ জিনিসের নাম শুনেছ কখনও?'

'না।'

'বেশ। ওষুধটা খেলে খুব রিল্যাক্স বোধ করবে।'

মাথা দোলাল অ্যাশলি। 'ঠিক আছে। আমি রেডি।'

পাঁচ মিনিট পরে ড. কেলার কথা বলতে লাগলেন টনির সঙ্গে।

'গুড মর্নিং, টনি।'

'হাই, ডকি।'

'তুমি এখানে কি ভালো আছ, টনি?'

'কী অদ্ভুত প্রশ্ন! আমার এ জায়গাটা খুব পছন্দ হয়েছে। জায়গাটা নিজের বাড়ির মতো লাগছে।'

'তাহলে তুমি পালাতে চাইছ কেন?'

কঠিন শোনাল টনির কণ্ঠ। 'কী?'

'বিল আমাকে বলেছে তুমি নাকি তাকে বলেছ তোমাকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করতে?'

'কুত্তার বাচ্চা!' হিসিয়ে উঠল টনি। চেয়ার থেকে যেন উড়ে এল সে, ছুটে গেল ডেস্কে, একটা পেপার ওয়েট তুলে ছুড়ে মারল ড. কেলারের মাথা লক্ষ্য করে।

চট করে মাথা নিচু করে ফেললেন ডাক্তার। পেপারওয়েট সাঁই করে মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল, বাড়ি খেল দেয়ালে।

'আমি তোমাকে খুন করব! খুন করব!'

ড. কেলার জাপ্টে ধরলেন ওকে। 'টনি–'

অ্যাশলির চেহারার ভাব বদলে গেল। চলে গেছে টনি। ডাক্তারের কলজে ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে।

'অ্যাশলি!'

সম্মোহনের গভীর স্তর থেকে উঠে এল অ্যাশলি। চাইল চোখ মেলে। চারপাশে মুখ ঘুরিয়ে দেখল। হতভম্ব লাগছে ওকে।

'কী হয়েছে?'

'টনি আমাকে হামলা করেছিল। ও পালিয়ে যেতে চাইছে, একথা আমি জানি বলে ও খুব রেগে যায়।'

'আ–আমি দুঃখিত। আমার মনে হচ্ছিল খারাপ কিছু একটা ঘটছে।'

'ঠিক আছে। আমি তোমাকে, টনিকে এবং অ্যাশলিকে একসঙ্গে বের করে নিয়ে আসতে চাই।

'না!'

'না কেন?'

'আমার ভয় করছে। ও–ওদের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে চাই না। আপনি বুঝতে পারছেন না? ওরা বাস্তব নয়। ওরা আমার কল্পনা।'

'আজ হোক কাল হোক ওদের সঙ্গে তোমাকে সাক্ষাৎ করতেই হবে। পরস্পরকে জানতে হবে। একমাত্র এভাবেই তুমি সুস্থ হতে পারবে।'

চেয়ার ছাড়ল অ্যাশলি। 'আমি আমার ঘরে যাব।'

অ্যাশলি নিজের ঘরে ফিরে দেখল অ্যাটেনডেন্ট নেই। হতাশায় ডুবে আছে মন। *ভাবছে এখান থেকে কোনোদিনই আমি বেরুতে পারব না। ওরা আমাকে মিথ্যাকথা বলেছে। ওরা আমাকে সুস্থ করে তুলতে পারবে না।* তার ভেতরে আরও কয়েকজন মানুষ বাস করছে, এ বাস্তবতা সে সহ্য করতে পারবে না...ওদের কারণে কয়েকজন খুন হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে কয়েকটি পরিবার। *আমি কেন, ঈশ্বর?* কাঁদতে শুরু করল অ্যাশলি। *আমি তোমার কী করেছি?* বিছানার ওপর ধপ করে বসে পড়ল মেয়েটি। *এভাবে চলতে পারে না। এর একটা সমাপ্তি টানতেই হবে। এবং সেটা এখনই করব।*

বিছানা ছাড়ল অ্যাশলি। ছোট ঘরের চারপাশে হেঁটে বেড়াল ও, ধারালো কিছু একটা খুঁজছে। নেই তেমন কিছু। ঘরটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে পেশেন্টরা নিজেদের ক্ষতি করতে না পারে।

পেইন্ট এবং ক্যানভাস চোখে পড়ল অ্যাশলির। সে হেঁটে গেল ওদিকে। পেইন্টব্রাশের হাতল কাঠের। অ্যাশলি দুহাতের চাপে হাতলটা ভেঙে দু-টুকরো করল। ভাঙা হাতলের ধারালো একটা কিনারা নিজের কব্জিতে বসাল অ্যাশলি। দ্রুত একটা টান মারল হাতের চামড়ায়, কেটে গেল শিরা। ফিনকি দিয়ে বেরুতে লাগল রক্ত। ধারালো ভাঙা হাতল আরেক হাতের কব্জিতে বসাল অ্যাশলি, একই কাজ করল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল রক্তে ভিজে রাঙা হয়ে যাচ্ছে কার্পেট। শরীর শীতল হয়ে আসছে অ্যাশলির। হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল মেঝেতে, ভাঙাচোরা একটা পুতুলের মতো পড়ে থাকল।

দুনিয়াটা হঠাৎ আঁধার হয়ে এল ওর কাছে।

ড. গিলবার্ট কেলার খবর শুনে রীতিমতো চমকে গেলেন। হাসপাতালে ছুটে গেলেন অ্যাশলিকে দেখতে। দু-হাতের কব্জিতেই ভারী ব্যান্ডেজ। অ্যাশলিকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে মনে-মনে ভাবলেন ড. কেলার : *আমি এরকম আর ঘটতে দেব না।*

'তোমাকে প্রায় খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছিলাম আমরা,' বললেন তিনি।

'খুব খারাপ কিছু ঘটে গেলে সমস্ত দোষ চাপত আমার কাঁধে।'

শুকনোমুখে অ্যাশলি বলল, 'আমি দুঃখিত। কিন্তু নিজেকে আমার এত– এত অসহায় মনে হচ্ছিল।'

'ভুলটা তো ওখানেই করছ,' বললেন ড. কেলার। 'তুমি সাহায্য চাও, অ্যাশলি?'

'চাই।'

'তাহলে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। আমার সঙ্গে তোমার কাজ করতে হবে। আমি একা এ কাজ পারব না। তুমি কী বলো?'

অনেকক্ষণ নীরবতা। 'আমাকে কী করতে হবে?'

'প্রথমেই কথা দাও আর কখনও নিজের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না।'

'আচ্ছা, কথা দিলাম।'

'টনি এবং অ্যালেটের কাছ থেকেও আমি একই প্রতিশ্রুতি চাই। তোমাকে আমি এখন ঘুম পাড়িয়ে দেব।'

কয়েক মিনিট পরে ড. কেলার কথা বললেন টনির সঙ্গে।

'ওই স্বার্থপর মাগীটা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলার মতলব করেছিল। সে শুধু নিজের কথাই ভাবে। তুমি বুঝতে পারছ কী বলতে চাইছি?'

'টনি–'

'তবে আমি এসব আর সহ্য করব না। আমি–'

'তুমি একটু চুপ করে আমার কথা শুনবে?'

'শুনছি।'

'তোমাকে কথা দিতে হবে তুমি কখনও অ্যাশলির ক্ষতি করবে না।'

'কেন কথা দিতে যাব?'

'বলছি কেন। কারণ তুমি তার একটা অংশ। ওর যাতনা থেকে তোমার জন্ম। জানি না তোমাকে কিসের মধ্যদিয়ে যেতে হয়েছে টনি, তবে অনুমান করছি নিশ্চয় অভিজ্ঞতাটা সুখকর কিছু ছিল না। কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে যে সেও একই পথের পথিক। তোমার মতো একই কারণে অ্যালেটের জন্ম। তোমাদের তিনজনের মধ্যে অনেক মিল আছে। তোমাদের পরস্পরকে ঘৃণা নয়, সাহায্য করা উচিত। আমাকে কথা দেবে তো?'

কোনও সাড়াশব্দ নেই।

'টনি।'

'হয়তো বা,' হিসহিস করল টনি।

'ধন্যবাদ। তুমি এখন ইংল্যান্ডের গল্প বলবে?'

'না।'

'অ্যালেট, তুমি এখানে আছ?'

'আছি।' *তাহলে কোথায় থাকব, গাধা?*

'টনি আমাকে যে-কথাটা দিয়েছে তোমার কাছ থেকে একই প্রতিশ্রুতি চাই আমি। কথা দাও আর কখনও অ্যাশলির ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না?'

তোমার চিন্তাচেতনায় তো শুধু ওই একটাই নাম—অ্যাশলি, অ্যাশলি, অ্যাশলি। আমাদের কথা একটুও ভাবো না?

'অ্যালেট?'

'আচ্ছা, কথা দিলাম।'

মাসের-পর-মাস কেটে গেল, উন্নতির কোনও চিহ্নই নেই। ড. কেলার নিজের ডেস্কে বসে নোট পড়েন, সেশনগুলোর কথা স্মরণ করেন, কোথায় ভুল হয়েছে তার ক্লু বের করতে চান। তিনি আরও আধডজন রোগীর চিকিৎসা করছেন, তবে তাঁর ধ্যানধারণা জুড়ে রয়েছে অ্যাশলি। ওর নিষ্পাপ চেহারা এবং মন্দশক্তিটির মধ্যে রয়েছে বিস্তার ফারাক। যখনই অ্যাশলির সঙ্গে তিনি কথা বলেন, মেয়েটিকে রক্ষা করার একটা ব্যাকুলতা অনুভব করেন অন্তরে। *ও আমার মেয়ের মতো,* মনে মনে বলেন ড. কেলার। *ধ্যাৎ, মিথ্যা বলছি আমি। আমি আসলে ওর প্রেমে পড়ে যাচ্ছি।*

ড. কেলার এসেছেন অটো লিউসনের সঙ্গে কথা বলতে। 'আমার একটা সমস্যা হয়েছে, অটো।'

'সমস্যা তো শুধু আমাদের রোগীদের হয় বলেই জানতাম।'

'সমস্যা আমাদের একজন রোগীকে নিয়েই। অ্যাশলি প্যাটারসন।'

'আচ্ছা!'

'আ—আমার মনে হচ্ছে আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছি।'

'কাজটা ঠিক হচ্ছে না, গিলবার্ট।'

'জানি তো!'

'জানোই যখন...সাবধান!'

'সাবধানে থাকার চেষ্টা করব।

নভেম্বর

আজ সকালে আমি অ্যাশলিকে একটি ডাইরি দিয়েছি।

'তুমি, টনি এবং অ্যালেট এটা ব্যবহার করবে, অ্যাশলি। তোমার ঘরে এটা রাখতে পারো, তুমি যখন যা ভাববে, লিখে ফেলবে ডাইরিতে।'

'ঠিক আছে, গিলবার্ট।'

এক মাস পরে ড. কেলার তার ডাইরিতে লিখলেন :

ডিসেম্বর

ট্রিটমেন্ট এখনও এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। টনি এবং অ্যালেট অতীত নিয়ে কথা বলতেই চায় না। অ্যাশলিকে সম্মোহন করা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে।

মার্চ

অ্যাশলি তার ডাইরিতে এখন পর্যন্ত কিছু লেখেনি। বুঝতে পারছি না আপত্তিটা কার তরফ থেকে বেশি আসছে–অ্যাশলি নাকি টনি। অ্যাশলিকে যখন সম্মোহন করি, অল্প সময়ের জন্য বেরিয়ে আসে টনি এবং অ্যালেট। তারা অতীত নিয়ে কথা না-বলার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জুন

অ্যাশলির সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ হয় আমার। কিন্তু উন্নতির কোনও লক্ষণ নেই। ডাইরি এখনও স্পর্শ করেনি সে। অ্যালেটকে আমি ইজেল এবং পেইন্ট দিয়েছি। আশা করি ও আঁকাআঁকি শুরু করবে এবং আমি কোনও ক্লু পেয়ে যাব।

জুলাই

একটা ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না এটা উন্নতির লক্ষণ কিনা। অ্যালেট হাসপাতালের চমৎকার একটি ছবি এঁকেছে। আমি ছবিটির প্রশংসা করলাম। ও খুশিই হল। কিন্তু ওই সন্ধ্যায় ছবিটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে।

ড. কেলার এবং অটো লিউসন কফি পান করছেন।

'গ্রুপ-থেরাপির চেষ্টা করে দেখব কিনা ভাবছি,' বললেন ড. কেলার।

'কোনও কিছুতেই তো কাজ হচ্ছে না। অ্যাশলি এখন নিজের জগতে বাস করছে। আমি ওই জগৎ থেকে ওকে বের করে নিয়ে আসতে চাই।'

'গুড আইডিয়া। চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

ড. কেলার অ্যাশলিকে নিয়ে ছোট একটি মিটিংরুমে ঢুকলেন। ঘরে ছ'জন লোক।

'আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই,' বললেন ড. কেলার।

তিনি সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তবে অ্যাশলির কারও নামই মনে থাকল না। সে শুধু চেহারা দেখে একেকজনের একেকটা নাম দিল মনে মনে। মুটকি, তালপাতার সেপাই, টেকো নারী, খোঁড়া চীনা এবং ভদ্রলোক। সবাইকেই বেশ হাসিখুশি মনে হল।

'বসুন,' বলল মুটকি। 'কফি খাবেন?'

বসল অ্যাশলি। 'ধন্যবাদ।'

'আপনার কথা অনেক শুনেছি,' বলল ভদ্রলোক। 'আপনি অনেক যন্ত্রণা সয়েছেন।'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাশলি।

তালপাতার সেপাই বলল, 'আমাদের অনেককেই নানান যাতনা সইতে হয়। তবে আমরা সমস্যা সমাধানের জন্য নানানজনের সাহায্যও পাই। এ জায়গাটি

এসব সাহায্যের জন্য সেরা।'

'এখানে আছেন বিশ্বসেরা ডাক্তার,' বলল চীনা নারী।

এরা সবাই কত স্বাভাবিক, ভাবছে অ্যাশলি।

ড. কেলার একপাশে বসে কথোপকথন লক্ষ করছেন। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে তিনি চেয়ার ছাড়লেন। 'এখন যাওয়ার সময় হয়েছে, অ্যাশলি।'

অ্যাশলি উঠে দাঁড়াল। 'আপনাদের সবার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগল।'

খোঁড়া মানুষটা অ্যাশলির কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'এখানকার পানি ভুলেও পান করবেন না। পানিতে বিষ আছে। ওরা আমাদেরকে খুন করতে চায়।'

আঁতকে উঠল অ্যাশলি। 'ধন্যবাদ। আ–আপনার কথা আমার মনে থাকবে।'

করিডর ধরে ড. কেলারের সঙ্গে হাঁটছে অ্যাশলি, জানতে চাইল, 'এদের সমস্যাগুলো কী?'

'প্যারানোইয়া, সিজোফ্রেনিয়া, MPD, কমপালসিভ ডিজঅর্ডার। তবে এখানে আসার পর থেকে এরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে। ওদের সঙ্গে তুমি নিয়মিত কথা বলতে চাও?'

'না।'

অটো লিউসনের অফিসে ঢুকলেন ড. কেলার।

'আমি কোথাও পৌঁছুতে পারছি না,' স্বীকার করলেন তিনি।

'গ্রুপ-থেরাপিতে কাজ হয়নি। হিপনোটিজম সেশনে একদমই কাজ হচ্ছে না। আমি অন্যকিছু চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

'কী?'

'আপনি অনুমতি দিলে আমি অ্যাশলিকে নিয়ে হাসপাতালের বাইরে ডিনার করতে যাব।'

'কাজটা ঠিক হবে না, গিলবার্ট। এতে বিপদ হতে পারে। সে ইতিমধ্যে–'

'জানি আমি। তবে এ মুহূর্তে আমি তার শত্রু। আমি তার বন্ধু হতে চাই।'

'তার অলটার, টনি, একবার তোমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। আবার যদি চেষ্টা করে?'

'আমি সামলে নেব।'

একটু ভেবে নিয়ে ড. লিউসন বললেন, 'ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে কাউকে দেব?'

'না, আমার কোনও সমস্যা হবে না, অটো।'

'কবে যেতে চাও ডিনারে?'

'আজ রাতেই।'

'আপনি আমাকে ডিনারে নিয়ে যাবেন?'

'হ্যাঁ। কিছুক্ষণের জন্য বদ্ধ এ-জায়গা থেকে মুক্তি পেলে তোমার ভালোই

লাগবে, অ্যাশলি। যাবে?'

'যাব।'

গিলবার্ট কেলারের সঙ্গে ডিনারে যাওয়ার ভাবনাটা উত্তেজিত করে তুলল অ্যাশলিকে। *একটা সন্ধ্যার জন্য এখান থেকে বেরুতে পারলে মজাই হবে।* ভাবল ও। আসলে গিলবার্ট কেলারের সঙ্গে ডেটে যাওয়ার চিন্তাটাই ওকে উল্লসিত করে তুলেছে।

ওতানি গার্ডেনস নামে জাপানি একটি রেস্টুরেন্টে ওরা ডিনার করতে ঢুকল। রেস্টুরেন্টটি হাসপাতাল থেকে পাঁচ মাইল দূরে। ড. কেলার জানেন তিনি ঝুঁকি নিচ্ছেন। যে-কোনও মুহূর্তে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে টনি কিংবা অ্যালেট। তাঁকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। তবে অ্যাশলির আস্থা অর্জন করাটাই ড. কেলারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

'ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত, গিলবার্ট,' ভিড়ে ভরা রেস্টুরেন্টের চারপাশে চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করল অ্যাশলি।

'কী?'

'হাসপাতালের লোকজন থেকে এদেরকে আলাদা কিছু মনে হচ্ছে না আমার।'

'এরা তেমন আলাদা কিছু নয়ও, অ্যাশলি। এদের সবারই কোনও-না-কোনও সমস্যা আছে। তবে হাসপাতালের মানুষগুলো নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে না বলে আমরা তাদেরকে সাহায্য করি।'

'আমি জানতাম না যে আমার কোনও সমস্যা আছে। তবে–আপনি জানেন।'

'তুমি সমস্যাগুলো কবর দিয়ে ফেলেছ অ্যাশলি। তোমার জীবনে যা ঘটেছে তার মুখোমুখি হওয়ার সাহস তোমার ছিল না। তাই তুমি মনের মাঝে বেড়া তুলে রেখেছ।' ডক্টর চট করে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। 'স্টিকটা কেমন হয়েছে?'

'চমৎকার। ধন্যবাদ।'

এরপর থেকে সপ্তাহে একবার করে ড. কেলার অ্যাশলিকে নিয়ে ডিনার করতে গেলেন। তাদের সম্পর্ক দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। একরাতে অ্যাশলিকে নিয়ে নাচতে গেলেন তিনি। ছোট একটি নাইটক্লাব। তবে ব্যান্ডদলটা চমৎকার।

'তোমার ভালো লাগছে তো?' জিজ্ঞেস করলেন গিলবার্ট।

'চমৎকার লাগছে।' জবাব দিল অ্যাশলি। 'তুমি অন্য ডাক্তারদের মতো নও।'

'তারা নাচতে পারে না?'

'আমি কী বলতে চাইছি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ।'

অ্যাশলিকে জড়িয়ে ধরে নাচছেন গিলবার্ট। মনে পড়ে গেল ড. অটো লিউসনের সতর্কবাণী–

তোমাদের দুজনের জন্যই ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, গিলবার্ট...

পঁচিশ

'আমি জানি তুমি কী করার চেষ্টা করছ, ডকি। তুমি অ্যাশলিকে বোঝানোর চেষ্টা করছ যে তুমি ওর বন্ধু।'

'আমি ওর বন্ধু টনি, তোমারও।'

'না, তুমি নও। তোমার ধারণা অ্যাশলি খুব ভালো মেয়ে এবং আমি ফালতু।'

'ভুল বলছ। আমি তোমাকে এবং অ্যালেটকে অ্যাশলির মতোই সম্মান করি। তোমরা সবাই আমার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, টনি। তোমাকে বলেছিলাম তোমার গানের গলা খুব সুন্দর। আমি সত্যিকথাই বলেছি। তুমি কোনও যন্ত্রসংগীত বাজাতে পারো?'

'পিয়ানো।'

'রিক্রিয়েশন হল-এ পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইবার সুযোগ দিলে গাইবে?'

'হয়তো বা,' উত্তেজিত শোনাল টনির কণ্ঠ।

হাসলেন ড. কেলার। 'তাহলে আমি ব্যবস্থা করছি।'

'ধন্যবাদ।'

ড. কেলার টনির জন্য প্রতিদিন একঘণ্টা করে রিক্রিয়েশন রুমে পিয়ানো বাজানোর ব্যবস্থা করলেন। শুরুতে দরজা বন্ধ করে বাজাত টনি, যখন আশপাশের রুমমেটদের কানে গেল ওর বাজনা এবং গান, ওরা দরজা খুলে শুনতে লাগল। শীঘ্রি টনি হয়ে উঠল ডজনখানেক পেশেন্টের বিনোদনের অন্যতম প্রধান খোরাক।

ড. কেলার ড. লিউসনের সঙ্গে নিজের নোটসে চোখ বুলাচ্ছিলেন।

ড. লিউসন জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যালেটের ব্যাপারে কী করলে?'

'ওর জন্য প্রতিদিন বিকেলে বাগানে বসে ছবি আঁকার ব্যবস্থা করেছি। অবশ্য ওর ওপর লক্ষ রাখা হচ্ছে। আশা করি থেরাপিটা কাজে লাগবে।'

কিন্তু অ্যালেট ছবি আঁকতে রাজি নয়। ওর সঙ্গে এক সেশনে বসলেন ড. কেলার। বললেন, 'তোমাকে ছবি আঁকার সরঞ্জাম দিয়েছি, অ্যালেট। কিন্তু তুমি ছবি আঁকছ না। ওগুলো বেহুদা নষ্ট হচ্ছে। অথচ তুমি খুবই প্রতিভাবান!'

তুমি কী করে জানলে?

'ছবি আঁকতে ভালো লাগে না তোমার?'

'লাগে।'

'তাহলে আঁকছ না কেন?'

'কারণ আমি ভালো ছবি আঁকতে জানি না।' *আমাকে পাম্প দিতে হবে না।*

'তোমাকে একথা কে বলেছে?'

'আমার—আমার মা।'

'তোমার মা'র কথা বলতে গেলে কিছুই জানি না আমরা। তাঁর কথা বলবে?'

'তাকে নিয়ে বলার মতো কিছু নেই।'

'তোমার মা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন, না?'

দীর্ঘ বিরতি। 'হ্যাঁ, মা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।'

পরদিন থেকে ছবি আঁকতে বসল অ্যালেট। সে বাগানে ক্যানভাস এবং ব্রাশ নিয়ে বসে ছবি আঁকার ব্যাপারটি বেশ উপভোগ করছে। ছবি আঁকার সময় সে সবকিছু ভুলে যায়। পেশেন্টদের অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার ছবি আঁকা দেখে। ওরা নানান রঙের কণ্ঠে কথা বলে।

'তোমার ছবিগুলো গ্যালারিতে পাঠানো উচিত।' কালো।

'তুমি সত্যি খুব ভালো ছবি আঁকো।' হলুদ।

'ছবি আঁকা শিখলে কোত্থেকে?' কালো।

'তুমি আমার একটা ছবি এঁকে দেবে?' কমলা।

'আহ্, তোমার মতো যদি ছবি আঁকতে পারতাম।' কালো।

ছবি আঁকার জন্য নির্ধারিত সময় ফুরিয়ে গেলে মন খারাপ হয়ে যায় অ্যালেটের। করুণ মুখ করে রওনা হয়ে যায় প্রকাণ্ড ভবনটির দিকে।

'তোমার সঙ্গে একজনের পরিচয় করিয়ে দেব, অ্যাশলি। ইনি লিসা গ্যারেট।' পঞ্চাশের কোঠায় বয়স মহিলার, ছোটখাটো গড়ন।

'লিসা, আজ বাড়ি ফিরছেন।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পৌঢ়ার চেহারা। 'ব্যাপারটা খুব দারুণ, না? এর জন্য সমস্ত কৃতিত্ব ড. কেলারের।'

গিলবার্ট কেলার অ্যাশলির দিকে তাকালেন। 'লিসা MPD-তে ভুগতেন। তাঁর বিশটি অলটার ছিল।'

'ডক্টর ঠিকই বলেছেন, ডিয়ার। ওরা সবাই চলে গেছে।'

ড. কেলার বললেন, 'এর আগে আরও দুজন MPD পেশেন্টকে আমরা সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়েছি। লিসা হল তৃতীয়জন।'

অ্যাশলির বুক ভরে উঠল আশায়।

অ্যালেট বলল, 'ড. কেলারের মনে অনেক দয়া। উনি আমাদেরকে বেশ পছন্দ করেন।'

'গাধা কোথাকার,' ভর্ৎসনা করল টনি। 'কী ঘটছে দেখতে পাও না? একবারই

বলেছি এ লোক আমাদেরকে পছন্দ করার ভান করছে যাতে সে যা চায় তা আমরা যেন করি। এর মানে কী জানো? সে আমাদের সবাইকে একত্রিত করতে চায়। তারপর সে অ্যাশলিকে বোঝাবে যে আমাদেরকে তার কোনও দরকার নেই। তারপর কী ঘটবে জানো? তুমি এবং আমি মরে যাব। তুমি কি তাই চাও? আমি চাই না।'

'আ–আমিও চাই না,' ইতস্তত গলায় বলল অ্যালেট।

'তাহলে আমার কথা শোনো। ডাক্তার যা বলবে তার সঙ্গে আমরা তাল মিলিয়ে যাব। তাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ব যে আমরা তাকে সত্যি সাহায্য করতে চাই। ডাক্তারকে আমরা আঁচলে বেঁধে ফেলব। তবে আমাদের কোনও তাড়া নেই। তোমাকে কথা দিচ্ছি একদিন আমরা এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবই।'

'তুমি যা বলো, টনি।'

'গুড। আমরা বুড়ো ডাক্তারটার সাথে এমন অভিনয় করব যেন সে ভাবতে বাধ্য হয় সে যা করছে ঠিকই করছে।'

ডেভিডের কাছ থেকে চিঠি এল। খামের ভেতরে একটি ছোট ছেলের ছবি। চিঠিতে লিখেছে :

প্রিয় অ্যাশলি,

আশা করি তুমি ভালো আছ এবং থেরাপিতে তোমার উন্নতি হচ্ছে। আমরা ভালো আছি। আমি প্রচুর পরিশ্রম করছি। কাজটা ভালোই লাগছে। ছবির ছেলেটি আমাদের জেফরি। ওর দুই চলছে। যে হারে বড় হয়ে উঠছে, শীঘ্রি ওর জন্য বিয়ের কনে খুঁজতে হবে। আসলে লেখার মতো কিছু নেই। লিখলাম শুধু জানাতে যে আমি তোমার কথা ভাবি।

সান্দ্রা তোমাকে উষ্ণ শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে।

ডেভিড।

অ্যাশলি ছবিটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। ভারি সুন্দর হয়েছে ডেভিডের ছেলেটি। প্রার্থনা করল ডেভিডের সংসার যেন সুখে-শান্তিতে থাকে।

লাঞ্চে গেল অ্যাশলি। ফিরে এসে দেখল জেফরির ছবিটি শতচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

জুন ১৫, বেলা দেড়টা

পেশেন্ট : অ্যাশলি প্যাটারসন। থেরাপি সেশনে সোডিয়াম এমিটাল ব্যবহার করা হচ্ছে। অলটার অ্যালেট পিটার্স।

'রোমের কথা বলো, অ্যালেট।'

'বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর শহরের একটি রোম। বড় বড় সব জাদুঘর আছে এ শহরে। ওখানে প্রায়ই ঘুরতে যেতাম আমি।' *তুই ব্যাটা জাদুঘরের কী জানিস?*

'তুমি চিত্রশিল্পী হতে চেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।' *তবে কি দমকলকর্মী হতে চেয়েছি রে, ব্যাটা?*

'পেইন্টিং নিয়ে পড়াশোনা করেছ?'

'না। করিনি।' *আরে, এসব ফালতু প্রশ্ন অন্য কাউকে কর্।*

'কেন করোনি? মা'র জন্য?'

'আরে না। আমার মনে হয় না আমি খুব একটা ভালো ছবি আঁকি।' *টনি, লোকটাকে ভাগাও তো!*

'ওই সময় তোমার জীবনে কোনও অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে? কোনও করুণ বা ভয়ংকর স্মৃতি কি মনে পড়ছে তোমার?'

'না। আমি খুব সুখেই ছিলাম।' *টনি!*

আগস্ট ১৫, সকাল নয়টা

পেশেন্ট : অ্যাশলি প্যাটারসন, অলটার টনি প্রেসকটের সঙ্গে হিপনোথেরাপি সেশন।

'লন্ডন নিয়ে তুমি কথা বলতে আগ্রহী, টনি?'

'হ্যাঁ। ওখানে চমৎকার সময় কেটেছে আমার। লন্ডন খুব সভ্য শহর। ওখানে করার মতো অনেক কিছুই আছে।'

'তুমি কখনও কোনও ঝামেলায় পড়নি?'

'ঝামেলা? না, লন্ডনে আমি খুব সুখেই ছিলাম।'

'ওখানে থাকাকালীন দুঃখজনক কোনও ঘটনা কখনোই ঘটেনি?'

'অবশ্যই না।' *তুমি এসব প্রশ্ন করে কী বের করতে চাইছ, বোকচন্দ।*

প্রতিটি সেশন অ্যাশলিকে মনে করিয়ে দিল তার অতীতের কথা। রাতে ঘুমাবার সময় স্বপ্ন দেখে সে গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্সে কাজ করছে, সঙ্গে আছে শেন মিলার। অ্যাশলির কোনও কাজের প্রশংসা করছে শেন।

'তুমি না থাকলে আমাদের যে কী হত, অ্যাশলি। তোমাকে সারা জীবনের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানে রেখে দেব।'

তারপর বদলে যায় দৃশ্যপট। নিজেকে জেলখানায় দেখতে পায় অ্যাশলি। শেন মিলার বলছে, 'অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করছে। স্বাভাবিকভাবেই আমরা এরকম কোনও কিছুর সঙ্গে নিজেদের জড়িত রাখতে পারি না। তুমি বিষয়টি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, তাই না? এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপার নেই।'

সকালবেলা ঘুম ভেঙে অ্যাশলি দেখে চোখের জলে ভিজে গেছে বালিশ।

থেরাপি সেশনগুলো বিস্মিত করে তুলছে অ্যালেটকে। এসব সেশন তাকে মনে করিয়ে দেয় রোম শহরটি সে কী সাংঘাতিক মিস করছে এবং রিচার্ড মেলটনের সঙ্গে তার কী চমৎকার সময় কাটত। *আমরা একত্রে চমৎকার একটা জীবন কাটাতে পারতাম। কিন্তু এখন দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।*

থেরাপি সেশন টনির মোটেই পছন্দ নয়। কারণ এসব সেশন তার অনেক মন্দস্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। সে যা করেছে সবই অ্যাশলি এবং অ্যালেটকে রক্ষার জন্য। কিন্তু কেউ কি এজন্য তার প্রশংসা করেছে? না। তাকে এমনভাবে বন্দি করে রাখা হয়েছে যেন সে ক্রিমিনাল। *কিন্তু আমি এখান থেকে বেরুবই।* মনে মনে শপথ নেয় টনি। *অবশ্যই বেরুব।*

ক্যালেন্ডারের পাতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওল্টাতে থাকে। দিন ঘুরে চলে আসে আরেকটি বছর। চলেও যায়। ড. কেলার দিনদিন হতাশ হতে থাকেন।

'আমি তোমার লেটেস্ট রিপোর্টটি পড়েছি,' ড. লিউসন বললেন গিলবার্ট কেলারকে। 'তোমার কি মনে হয় কোথাও মস্ত এক ফাঁক রয়ে গেছে অথবা ওরা তোমাকে নিয়ে সঙ্গে খেলছে?'

'ওরা আমাকে নিয়ে খেলছে, অটো। ওরা জানে আমি কী করতে চাইছি এবং ওরা তা আমাকে করতে দেবে না। অ্যাশলি আমাকে আন্তরিকভাবেই সাহায্য করতে চায় কিন্তু ওরা ওকে তা করতে দেবে না। সম্মোহনের মাধ্যমে ওদের কাছে পৌঁছানো যায় বটে তবে টনি খুব শক্তিশালী। ও সবকিছু কন্ট্রোল করে। সে খুব বিপজ্জনক।'

'বিপজ্জনক?'

'হ্যাঁ। মনের মাঝে কতটা ঘৃণা পুষে রাখলে সে পাঁচজন মানুষের পুরুষাঙ্গ ছেদ করে হত্যা করতে পারে ভাবুন!'

বছরের বাকি দিনগুলো নিরাশার বাণী নিয়েই চলল।

অন্য পেশেন্টদের চিকিৎসার ব্যাপারে সাফল্য লাভ করলেও অ্যাশলির ক্ষেত্রে কোনও উন্নতি দেখাতে পারছেন না ড. কেলার। তাঁর মনে হচ্ছে টনি তাঁর সঙ্গে খেলছে। টনি যেন পণ করেছে কিছুতেই ড. কেলারকে সফল হতে দেবে না। তারপর একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এবং পাল্টে গেল পরিস্থিতি।

ঘটনার শুরু ড. প্যাটারসনের চিঠি থেকে।

জুন ৫

প্রিয় অ্যাশলি,

আমি একটা কাজে নিউইয়র্ক আসছি। তোমার সঙ্গে দেখা করব। ড. লিউসনকে ফোন করব আমি। যদি কোনও সমস্যা না থাকে, ২৫ তারিখ তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে আমার।

প্রীতিঅন্তে

বাবা।

তিন হপ্তা পরে ড. প্যাটারসন এক সুন্দরী, কৃষ্ণকেশী চল্লিশোর্ধ্ব নারী এবং তার তিনবছর বয়সী কন্যা কাটরিনাকে নিয়ে হাজির হলেন।

ড. লিউসনের অফিসে ঢুকলেন তারা। ওদেরকে দেখে চেয়ার ছাড়লেন ডক্টর। 'ড. প্যাটারসন। আপনাকে দেখে খুবই খুশি হয়েছি।'

'ধন্যবাদ। ইনি মিস ভিক্টোরিয়া অ্যানিস্টন আর তার মেয়ে, কাটরিনা।

'হাউ ডু ইউ ডু, মিস অ্যানিস্টন? কাটরিনা?'

'অ্যাশলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য এদেরকে নিয়ে এসেছি।'

'চমৎকার। অ্যাশলি ড. কেলারের সঙ্গে আছে। তবে চলে আসবে এখুনি।'

ড. প্যাটারসন জানতে চাইলেন, 'অ্যাশলিকে কেমন দেখছেন?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিলেন ড. লিউসন। 'বিষয়টি নিয়ে নিভৃতে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চয়।'

ভিক্টোরিয়া এবং কাটরিনার দিকে ফিরলেন ড. প্যাটারসন। 'এখানে সুন্দর একটি বাগান আছে: তোমরা ওখানে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করো। অ্যাশলিকে নিয়ে আমি আসছি।'

হাসল ভিক্টোরিয়া অ্যানিস্টন। 'বেশ।' সে অটো লিউসনের দিকে তাকাল। 'ইট ওয়াজ নাইস টু মিট ইউ, ডক্টর।'

'থ্যাংকিউ, মিস অ্যানিস্টন।'

ওরা চলে যাওয়ার পর ড. প্যাটারসন জিজ্ঞেস করলেন অটো লিউসনকে, 'কোনও সমস্যা?'

'আপনাকে সত্যিকথাটাই বলি, ড. প্যাটারসন। যেভাবে আশা করেছিলাম তেমন প্রোগ্রেস আমরা করতে পারিনি। অ্যাশলি বলছে তার সাহায্য দরকার। কিন্তু আমাদেরকে সহযোগিতা করছে না। বরং যাতে সুস্থ হয়ে না ওঠে সে চেষ্টা করছে।'

বিস্মিত হলেন ড. প্যাটারসন। 'কেন?'

'এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিছু ক্ষেত্রে MPD পেশেন্টরা তাদের অলটারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভীত হয়ে ওঠে। বিষয়টি তাদেরকে আতঙ্কিত করে তোলে। আরেকটি সত্তা তার ভেতরে বাস করছে এবং তাকে দিয়ে যা-খুশি করিয়ে বেড়াচ্ছে—বিষয়টি কতটা ভয়াবহ চিন্তা করুন!'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন ড. প্যাটারসন, 'তা বটে।'

'তবে অ্যাশলির সমস্যার কিছু বিষয় আমাদেরকে হতভম্ব করে তুলেছে। এ-ধরনের কেসে আমরা সাধারণত যা দেখি তা হল প্রতিটি পেশেন্টই খুব অল্পবয়সে নির্যাতনের শিকার হয়। কিন্তু অ্যাশলির ক্ষেত্রে এরকম কোনও প্রমাণ আমরা এখনও পাইনি। কাজেই বুঝতে পারছি না কীভাবে এবং কেন এ যন্ত্রণার শুরু।'

ড. প্যাটারসন নিশ্চুপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কথা বলার সময় ভারী শোনাল কণ্ঠ, 'আমি এ-ব্যাপারে আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারি।' গভীর দম নিলেন তিনি।

'এ সবের জন্য আমিই দায়ী।'

আগ্রহ নিয়ে প্যাটারসনের দিকে তাকিয়ে আছেন অটো লিউসন।

'অ্যাশলির বয়স তখন ছয়, আমি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী যেতে পারেনি। অ্যাশলিকে সঙ্গে নিয়ে যাই আমি। ওখানে জন নামে আমার স্ত্রীর এক পৌঢ় কাজিন ছিল। ওই সময় বুঝতে পারিনি, তবে জনের কিছু মানসিক সমস্যা ছিল। একদিন লেকচার দিতে গেছি, জন বলল সে অ্যাশলির কাছে থাকবে, বেবি সিটিং দেবে। আমি সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি চলে গেছে জন। অ্যাশলি তারস্বরে চিৎকার করছে। ওকে শান্ত করতে অনেকক্ষণ লেগেছে আমার। তারপর থেকে অ্যাশলি আর কাউকে ওর কাছে ঘেঁষতে দিত না। ও সবসময় যেন কিসের ভয়ে শিঁটিয়ে থাকত, মিশত না কারও সঙ্গে। হপ্তাখানেক পরে শিশুনির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় জনকে। সে ছিল সিরিয়াল চাইল্ড মলেস্টার।' বেদনা ফুটল ড. প্যাটারসনের চেহারায়।

'আমি ওই ঘটনার জন্য নিজেকে কখনোই ক্ষমা করতে পারিনি। তারপর থেকে অ্যাশলিকে কখনোই কোথাও একা রেখে যাইনি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন ওঁরা। তারপর নীরবতা ভেঙে অটো লিউসন বললেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তবে আমরা যে-প্রশ্নের জবাব খুঁজছিলাম তা আপনি দিয়ে দিয়েছেন, ড. প্যাটারসন। এখন ড. কেলার নির্দিষ্ট একটি সূত্র ধরে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন।'

'বিষয়টি আমার জন্য এমনই বেদনাদায়ক ছিল যে এ নিয়ে এর আগে আর কারও সঙ্গে কথা বলিনি।'

'তা বুঝতে পারছি,' ঘড়ি দেখলেন অটো লিউসন। 'অ্যাশলি কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে। আপনি বাগানে গিয়ে মিস অ্যানিস্টনের সঙ্গে গল্প করতে পারেন। অ্যাশলি এলেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।'

চেয়ার ছাড়লেন ড. প্যাটারসন। 'ধন্যবাদ।'

ভিক্টোরিয়া অ্যানিস্টন এবং কাটরিনা জন্য অপেক্ষা করছিল ড. প্যাটারসনের 'অ্যাশলির সঙ্গে দেখা হয়েছে?' জানতে চাইল ভিক্টোরিয়া।

'ওরা ওকে এখানে পাঠিয়ে দেবে,' জবাব দিলেন ড. প্যাটারসন।

তিনি বাগানে চোখ বুলালেন। 'খুব সুন্দর, না?'

কাটরিনা দৌড়ে এল তাঁর কাছে। 'আমাকে আবার আকাশে তুলে দাও।'

হাসলেন প্যাটারসন। 'আচ্ছা,' কাটরিনাকে দুহাত দিয়ে শূন্যে তুলে নিলেন, তারপর বল খেলার মতো লোফালুফি করতে লাগলেন। মজা পেয়ে খিলখিল হাসল কাটরিনা। সে বারবার চেঁচাতে লাগল। 'আরও উঁচুতে।'

'এই তো দিচ্ছি।' কাটরিনাকে আবার শূন্যে ছুড়ে পরক্ষণে লুফে নিলেন ড. প্যাটারসন।

'আবার!'

মূল ভবনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কাটরিনার সঙ্গে খেলা করছিলেন প্যাটারসন, তাই দেখতে পাননি অ্যাশলি এবং ড. কেলার বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসছে।

'আরও উঁচুতে!' চেঁচাল কাটরিনা।

দোরগোড়ায় মূর্তির মতো জমে গেল অ্যাশলি। দেখল তার বাবা ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে খেলা করছেন। সময় যেন ভাঙা আয়নার মতো টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এরপর সবকিছু যেন ঘটতে লাগল স্লোমোশন ছবির গতিতে।

ছোট একটি মেয়েকে শূন্যে ছুড়ে দেয়া হচ্ছে...'আরও উঁচুতে বাবা!'

'এই তো দিচ্ছি!'

তারপর মেয়েটিকে ছুড়ে ফেলে দেয়া হল বিছানায়...

একটি কণ্ঠ বলল, 'খুব মজা পাবে দেখো...

লোকটা বিছানায়, মেয়েটির পাশে উঠে এল। ছোট মেয়েটি চিৎকার করতে লাগল, 'থামো। না, প্লিজ, না।'

লোকটাকে যেন ঢেকে রেখেছে ছায়া। সে মেয়েটিকে তার শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলেছে, আদর করছে। বলছে 'মজা লাগছে না?'

ছায়াটা সরে গেল, লোকটার মুখ এখন দেখতে পাচ্ছে অ্যাশলি। ওটা তার বাবা।

বাবাকে এখন বাগানে ছোট একটি মেয়ের সঙ্গে খেলা করতে দেখে মুখ হাঁ হয়ে গেল অ্যাশলির, গলা চিরে বেরিয়ে এল সুতীব্র আর্তচিৎকার।

ড. প্যাটারসন, ভিক্টোরিয়া অ্যানিস্টন এবং কাটরিনা চমকে গিয়ে ঘুরে তাকাল।

ড. কেলার বললেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আজ অ্যাশলির সঙ্গে কথা বলা যাবে না। আপনারা আরেকদিন আসবেন, প্লিজ।' তিনি অ্যাশলিকে নিয়ে ঢুকে গেলেন ঘরে।

ইমার্জেন্সি রুমে নিয়ে আসা হল অ্যাশলিকে।

'ওর পালস্ অস্বাভাবিক উঁচু,' বললেন ড. কেলার। 'ফিউগ স্টেটের মধ্যে আছে ও,' তিনি অ্যাশলির সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'অ্যাশলি, ভয় নেই। এখানে

কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আমার কথা শোনো। রিল্যাক্স হও...রিল্যাক্স...রিল্যাক্স...'

আধঘণ্টা পরে একটু স্বাভাবিক হয়ে এল অ্যাশলি।

ড. কেলার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে বলো তো?'

'বাবা আর ওই ছোট মেয়েটা...'

'ওরা কী করেছে?'

জবাব দিল টনি। 'ও বলতে পারবে না। আমি বলছি। অ্যাশলি ভয় পাচ্ছে ভেবে অ্যাশলির সঙ্গে যে-কাজ ওর বাবা করেছে, ওই ছোট মেয়েটির সঙ্গেও হয়তো একই কাণ্ড ঘটাবে।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ড. কেলারের। 'কী—উনি কী করেছেন অ্যাশলির সঙ্গে?'

লন্ডন। অ্যাশলি শুয়ে আছে বিছানায়। ওর বাবা ওর পাশে বসে বললেন, 'তোমাকে আজ খুব মজা দেব, খুকু।' তিনি সুড়সুড়ি দিতে লাগলেন ছোট্ট মেয়েটিকে। খিলখিল করে হাসতে লাগল অ্যাশলি। তারপর...তিনি অ্যাশলির কোমর থেকে খুলে নিলেন পাজামা, খেলতে লাগলেন ওর সঙ্গে।

'আমার হাতের ছোঁয়া মজা লাগছে না?'

চিৎকার করতে লাগল অ্যাশলি। 'থামো। অমন কোরো না।' কিন্তু তিনি থামলেন না। ওকে জাপ্টে ধরে নিষ্ঠুর মতো শরীর ছানতে লাগলেন...

ড. কেলার জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরকম ঘটনা কি ও-ই প্রথম ঘটেছিল, টনি?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাশলির তখন বয়স কত?'

'ছয়।'

'আর ওই সময় তখন তোমার জন্ম?'

'হ্যাঁ। ব্যাপারটি কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারেনি অ্যাশলি।'

'তারপর কী হল?'

'বাবা প্রতিরাতে ওকে নিয়ে বিছানায় যেতেন।' স্রোতের বেগে মুখ থেকে কথা বেরিয়ে আসতে লাগল। 'অ্যাশলি তাঁকে বাধা দিয়েও লাভ হয়নি। বাড়ি ফেরার পরে অ্যাশলি ঘটনাটা তার মাকে বলে দেয়। কিন্তু মা অ্যাশলির কথা বিশ্বাস তো করেনইনি, উল্টো ওকে 'মিথ্যাবাদী' বলে বকাঝকা করেছেন।

'রাতে ঘুমাতে যেতে ভয় পেত অ্যাশলি। কারণ জানত বাবা তার ঘরে ঢুকবেন। বাবার সমস্ত শরীরে আদর করতে হত অ্যাশলিকে, তার সঙ্গে খেলা করতে হত। বাবা ওকে বলতেন, 'এ কথা কাউকে বলবে না—তাহলে তোমাকে আমি আর ভালোবাসব না।' অ্যাশলি কাউকে ও-কথা বলতে পারেনি। মা আর বাবা সারাক্ষণ ঝগড়া করতেন। অ্যাশলি ভাবত ওর জন্যই বাবা-মা ঝগড়া

করছেন। অপরাধবোধে ভুগত সে। ওর মনে হত ও মস্ত কোনও ভুল করে বসেছে, কিন্তু ভুলটা যে কী তা বুঝতে পারত না। মা ওকে ঘৃণা করতেন।'

'এভাবে কতদিন চলেছে?' জিজ্ঞেস করলেন ড. কেলার।

'আমার বয়স যখন আট...' থেমে গেল টনি।

'বলো, টনি।'

বদলে গেল অ্যাশলির চেহারা, এখন অ্যালেট বসে আছে চেয়ারে। সে বলল, 'আমরা রোমে চলে আসি। ওখানে বাবা পোনি ক্লিনিজো উমবার্তো প্রাইমোতে গবেষণা করতেন।'

'ওখানেই তোমার জন্ম?'

'হ্যাঁ। এক রাতে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না অ্যাশলি। ওকে প্রোটেক্ট করতে তখন আমি এগিয়ে আসি।'

'কী ঘটেছিল, অ্যালেট?'

'বাবা ওই রাতে অ্যাশলির ঘরে ঢোকেন। অ্যাশলি তখন ঘুমে অচেতন। বাবা ছিলেন নগ্ন। তিনি হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পড়েন বিছানায় এবং জোর করে অ্যাশলির শরীরে প্রবেশ করেন। অ্যাশলি তাকে বাধা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। অনুনয় বিনয় করেছিল যেন বাবা আর না আসেন। কিন্তু তিনি প্রতি রাতে যেতেন অ্যাশলির ঘরে। সবসময় বলতেন, 'এভাবে পুরুষ নারীর প্রতি তার ভালোবাসা প্রদর্শন করে। তুমি আমার নারী এবং আমি তোমাকে ভালোবাসি। খবরদার, একথা কাউকে বলবে না।' এবং ও কাউকে কথাটা বলতে পারেনি।

অ্যাশলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, দরদর ধারায় জল পড়ছে দুই গাল বেয়ে।

ড. কেলারের ইচ্ছে করল অ্যাশলিকে জড়িয়ে ধরে বলেন তিনি ওকে ভালোবাসেন। কিন্তু কাজটা তিনি করতে পারলেন না। কারণ তিনি যে অ্যাশলির ডাক্তার। অ্যাশলি তাঁর রোগী।

ড. কেলার ড. লিউসনের অফিসে ফিরে এসে দেখলেন ড. প্যাটারসন, ভিক্টোরিয়া অ্যানিস্টন এবং কাটরিনা চলে গেছে।

'আমরা এতদিন যার জন্য অপেক্ষা করছিলাম অবশেষে রহস্যের মীমাংসা করার রাস্তা পেয়ে গেছি,' অটো লিউসনকে বললেন ড. কেলার। 'আমি এখন জানি টনি এবং অ্যালেটের জন্ম কীভাবে এবং কেন। এখন থেকে পরিবর্তন দেখতে পাব আমরা।'

ড. কেলার ঠিকই বলেছেন। দ্রুত ঘটতে শুরু করল ঘটনা।

ছাব্বিশ

শুরু হয়ে গেল হিপনোথেরাপি সেশন। অ্যাশলি সম্মোহিত হয়ে পড়লে ড. কেলার বললেন, 'অ্যাশলি, জিম ক্লিয়ারির কথা বলো।'

'আমি ভালোবাসতাম জিমকে। আমরা একত্রে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার প্ল্যান করেছিলাম।'

'তো...?'

'গ্রাজুয়েশন পার্টিতে জিম আমাকে জিজ্ঞেস করে তার সঙ্গে ওদের াড়ি যাব কিনা। আমি...আমি ওকে 'না' বলে দিই। জিম আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। বাবা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তিনি জিমকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। হুমকি দেন জিম যেন ভুলেও আমাদের বাড়ির ধারেকাছেও না ঘেঁষে।'

'তারপর কী হল?'

'আমি জিমের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। একটা সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে তার বাড়িতে রওনা হয়ে যাই।' ইতস্তত গলায় যোগ করল অ্যাশলি। 'অর্ধেকটা রাস্তা যাওয়ার পরে মত বদলে ফেলি আমি। ফিরে আসি বাড়িতে। আমি–'

অ্যাশলির চেহারায় পরিবর্তন ঘটতে লাগল। চেয়ারে বসা শরীরটা শিথিল হয়ে গেল। ওখানে হাজির হয়ে গেল টনি।

'অ্যাশলি মিথ্যা বলেছে। ও জিমের বাড়ি গিয়েছিল, ডকি।'

অ্যাশলি জিম ক্লিয়ারির বাড়ি পৌঁছে দেখে ঘর অন্ধকার। জিম বলেছিল ওর বাবা-মা ছুটি কাটাতে বাইরে গেছে। সে ডোরবেল বাজাল। একটু পরেই দরজা খুলে দিল জিম। পরনে শুধু পাজামা।

'অ্যাশলি,' তার হাসি দুকানে ঠেকেছে। 'অবশেষে এলে।' ওকে হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে এল জিম।

'আমি এসেছি কারণ আমি–'

'কেন এসেছ কারণ জানতে চাই না। এসেছ যে সেটাই যথেষ্ট।' অ্যাশলিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল জিম। 'ড্রিংক নেবে?'

'না। পানি খাব।' হঠাৎ উৎকণ্ঠা বোধ করল অ্যাশলি।

'নিশ্চয়। এসো।' জিম অ্যাশলির হাত ধরে কিচেনে নিয়ে এল। একগ্লাস পানি ঢালল। ঢকঢক করে পানি পান করল অ্যাশলি।

'তোমাকে নার্ভাস লাগছে।'

'আ-আমি নার্ভাসই।'

'নার্ভাস হওয়ার কোনও দরকার নেই। আমার বাবা-মা আজ ফিরছেন না। চলো, দোতলায় যাই।'

'জিম, দোতলায় যেতে চাই না আমি।'

অ্যাশলির পেছনে চলে এল জিম, অবাধ্য হাতজোড়া সরসর করে এগিয়ে গেল ওর বুকে। পাঁই করে ঘুরল অ্যাশলি। 'জিম...।

অ্যাশলির ঠোঁটে নিজের মুখ চেপে ধরল জিম, কিচেন কাউন্টারের ওপর ওকে শুইয়ে ফেলতে চাইছে।

'তোমাকে আমি আনন্দ দেব, হানি,' অ্যাশলির বাবা যেন কথাগুলো বলছে, 'তোমাকে অনেক সুখ দেব, সোনা।'

পাথর হয়ে গেল অ্যাশলি। টের পেল ওর শরীর থেকে খুলে ফেলা হচ্ছে পরিচ্ছদ। নগ্ন হয়ে গেল অ্যাশলি, নীরবে চিৎকার করছে।

এবং তখন ভয়ংকর ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ও।

কাঠের ব্লকে ঝুলতে থাকা বড় চাপাতিটা চোখে পড়ল অ্যাশলির। ওটা ঝট করে তুলে নিল ও। এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করল জিমকে, সেই সঙ্গে তারস্বরে চিৎকার করছে : 'না, বাবা, না...থামো। দোহাই লাগে তোমার...এমন কোরো না...থামো...

নিচে তাকাল অ্যাশলি মেঝেয় পড়ে আছে জিম। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুক।

'জানোয়ার,' চিৎকার করে উঠল অ্যাশলি। 'তুই আর কোনওদিন কারও সঙ্গে এমন করতে পারবি না।' ঝুঁকল ও, চাপাতির এক কোপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল পুরুষাঙ্গ।

সকাল ছ'টা। অ্যাশলি রেলরোড স্টেশনে এসেছে। অপেক্ষা করছে জিমের জন্য। ওর কোনও চিহ্ন নেই।

আতঙ্কবোধ করতে লাগল অ্যাশলি। জিমের কী হল? দূর থেকে ভেসে এল ট্রেনের হুইশ্‌ল। ঘড়ি দেখল অ্যাশলি। সাতটা বাজে। স্টেশনে ঢুকছে ট্রেন। বেঞ্চ ছাড়ল অ্যাশলি। চারদিকে তাকাল উন্মাদের মতো। জিমের নিশ্চয় ভয়ংকর কিছু একটা হয়েছে। ওখানে দাঁড়িয়ে রইল ও। দেখছে ট্রেন স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে ওর স্বপ্নগুলো।

আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করল অ্যাশলি। তারপর স্খলিত পদক্ষেপে রওনা হল

বাড়ি অভিমুখে। ওইদিন দুপুরে অ্যাশলিকে নিয়ে তার বাবা লন্ডনগামী প্লেনে চড়ে বসলেন...

সেশন শেষের দিকে।

ড. কেলার গুনছেন, '...চার...পাঁচ। তুমি এখন জেগে উঠেছ।'

চোখ মেলল অ্যাশলি। 'কী হয়েছে?'

'টনি আমাকে বলেছে সে কীভাবে জিম ক্লিয়ারিকে হত্যা করেছে। জিম তোমার ওপর চড়াও হয়েছিল।'

সাদা হয়ে গেল অ্যাশলির মুখ। 'আমি আমার ঘরে যাব।'

•

ড. কেলার রিপোর্ট দিলেন অটো লিউসনকে। 'আমরা এতদিনে সত্যি কাজে অগ্রসর হতে পারছি, অটো। এ মুহূর্তে অচল একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ওদের প্রত্যেকেই প্রথম পা-টা বাড়াতে ভয় করছে। তবে ওরা আগের চেয়ে অনেক বেশি রিল্যাক্সড। আমি সঠিক পথে যাচ্ছি। তবে অ্যাশলি বাস্তবতার মুখোমুখি হতে এখনও ভয় পাচ্ছে।'

ড. লিউসন জিজ্ঞেস করলেন, 'কীভাবে খুনগুলো হয়েছে সে-ব্যাপারে ওর কোনও ধারণাই নেই?'

'একদমই না। সে এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না। টনি ওকে গ্রাস করে রেখেছে।'

দুইদিন পর।

'তুমি কি স্বচ্ছন্দ বোধ করছ, অ্যাশলি?'

'হুঁ।' ওর কণ্ঠ যেন ভেসে এল বহুদূর থেকে।

'ডেনিশ টিবল সম্পর্কে জানতে চাই। সে কি তোমার বন্ধু ছিল?'

'ডেনিশ এবং আমি একই কোম্পানিতে কাজ করতাম। আমরা সে-অর্থে বন্ধু ছিলাম না।'

'পুলিশ রিপোর্ট বলছে তার অ্যাপার্টমেন্টে তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে।'

'ঠিক। আমি ওর বাড়ি গিয়েছিলাম, ও আমার কাছে একটা ব্যাপারে কিছু পরামর্শ চেয়েছিল।'

'তারপর কী হল?'

আমরা দুজনে কিছুক্ষণ কথা বলি। সে আমাকে এক গ্লাস ওয়াইন খেতে দেয়। ওতে ড্রাগ মেশানো ছিল।'

'এরপরের ঘটনা মনে আছে?'

'আ–আমি জ্ঞান ফিরে দেখি শিকাগোতে চলে এসেছি।'

অ্যাশলির মুখের চেহারায় ভাঙচুর শুরু হয়ে গেল।

একমুহূর্ত পরে টনি কথা বলতে লাগল ড. কেলারের সঙ্গে।

'আসলে কী ঘটেছিল জানতে চাও তুমি?'

'চাই, টনি!'

ডেনিশ টিবল মদের বোতল হাতে নিয়ে বলল, 'এসো, আরাম করো।' সে অ্যাশলিকে নিয়ে বেডরুমে পা বাড়াল।

'ডেনিশ, আমি–চাই না–'

ওরা বেডরুমে ঢুকে পড়ল। ডেনিশ অ্যাশলির কাপড় খুলতে লাগল।

'তুমি কী চাও আমি তা জানি, খুকুমণি। চাও তোমাকে রমণ করি। এজন্যই তো এখানে এসেছ।'

নিজেকে মুক্ত করার জন্য ধস্তাধস্তি করছে অ্যাশলি। 'স্টপ ইট, ডেনিশ!'

'তোমাকে যে জিনিস দেয়ার জন্য এখানে নিয়ে এসেছি তা না দিয়ে থামছি না, খুকি। তুমি মজা পাবে, সোনা।'

অ্যাশলিকে ধাক্কা মেরে বিছানায় ফেলে দিল ডেনিশ, ওর হাত শক্ত করে চেপে রেখেছে। ডেনিশের হাত চলে যাচ্ছে অ্যাশলির দুই উরুর সংযোগস্থলে। 'তুমি অনেক মজা পাবে, খুকু।' ওর বাবার কণ্ঠ শুনতে পেল অ্যাশলি। সে জোর করে প্রবেশ করল অ্যাশলির শরীরে, কোমর দিয়ে বারবার ধাক্কা মারছে, নীরবে চিৎকার করে চলেছে অ্যাশলি। 'না, বাবা, না!' তখন বর্ণনাতীত রাগ ভর করল ওর শরীরে। চোখে পড়ল মদের বোতল। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। টেবিলে বাড়ি মেরে ভাঙল ওটা। ধারালো ফলা খ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিল ডেনিশের পিঠে। আর্তনাদ করে উঠল ডেনিশ। ছেড়ে দিল অ্যাশলিকে। ওর শরীরের ওপর থেকে সরে যেতে চাইল। কিন্তু অ্যাশলি ওকে ছাড়ল না। শক্ত করে ধরে থাকল। সেইসঙ্গে ভাঙা বোতল দিয়ে একের-পর-এক আঘাত করে চলল। তারপর ছেড়ে দিল। গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল ডেনিস।

'মেরো না!' গুঙিয়ে উঠল ডেনিশ।

'আর কোনওদিন করবি এরকম? যাতে আর কারও সর্বনাশ করতে না পারিস সে-ব্যবস্থা করছি।' ভাঙা বোতল ধরা হাতটা বাড়িয়ে দিল অ্যাশলি ডেনিশের কুঁচকি লক্ষ করে।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন ড. কেলার। 'এরপর তুমি কী করলে, টনি?'

'পুলিশ আসার আগেই ওখান থেকে কেটে পড়ার সিদ্ধান্ত নিই আমি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম আমি। অ্যাশলির পানসে জীবন থেকে কয়েকদিনের জন্য ছুটি চাইছিলাম। শিকাগোতে আমার এক বন্ধু ছিল।

ভাবলাম ওখানে যাই। কিন্তু ওই সময় বাসায় ছিল না ও। তাই কিছু কেনাকাটা করে সময় পার করে দিই আমি, বার-এ ঢুকে মদ পান করি।'

'তারপর কী হল?'

'আমি একটা হোটেলে উঠে পড়ি। বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে যাই,' কাঁধ ঝাঁকাল টনি। 'তারপরের ঘটনা অ্যাশলি জানে।'

মস্ত কোনও ভজকট হয়ে গেছে, এরকম অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুম থেকে জাগল অ্যাশলি। ওকে যেন মাদক খাওয়ানো হয়েছে। ঘরের চারপাশে তাকাল অ্যাশলি। আতঙ্ক বোধ করল। সস্তা কোনও হোটেলের বিছানায় নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে ও। বুঝতে পারছে না ও কোথায় আছে, এখানে এলই বা কীভাবে। বহু কষ্টে বিছানায় উঠে বসল অ্যাশলি। মাথাটা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে।

বিছানা থেকে নামল অ্যাশলি। ছোট বাথরুমে ঢুকে খুলে দিল শাওয়ার। শরীরের ক্লেদাক্ত অনুভূতিগুলো যেন ধুয়েমুছে সাফ করে দিতে চাইল গরম পানির স্পর্শে। ডেনিশ যদি ওকে গর্ভবতী করে ফেলে? ওই লোকটার সন্তান পেটে ধারণ করে আছে ভাবতেই বমি-বমি ভাব হল অ্যাশলির। শাওয়ার থেকে বেরিয়ে এল ও। তোয়ালেয় গা মুছল। এগিয়ে গেল ক্লজিটে। ওর জামাকাপড় একটাও দেখা যাচ্ছে না। ক্লজিটে পোশাক বলতে শুধু কালো চামড়ার মিনি স্কার্ট, সস্তা একটি টিউব-টপ এবং একজোড়া সরু, উঁচু হিলের জুতো। এ জিনিস পরতে গা ঘিনঘিন করলেও উপায় নেই অ্যাশলির। দ্রুত ড্রেস পরে নিল ও। তাকাল আয়নায়। বেশ্যার মতো লাগছে ওকে।

'বাবা, আমি–'

'কী হয়েছে?'

'আমি শিকাগোতে–'

'শিকাগোতে কী করছ?'

'আমি এ মুহূর্তে কোথাও যেতে পারছি না। সান হোসে যাওয়ার প্লেনের টিকেট লাগবে আমার। আমার কাছে টাকা নেই। তুমি সাহায্য করতে পারবে?'

'অবশ্যই। হোল্ড অন...দশটা চল্লিশে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ৪০৭ নম্বর ফ্লাইট ও'হারা এয়ারপোর্ট ছেড়ে যাচ্ছে। চেক-ইন কাউন্টারে তোমার জন্য টিকেট থাকবে।'

'অ্যালেট, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? অ্যালেট?'

'আমি এখানে আছি, ড. কেলার।

'রিচার্ড মেলটনের কথা জানতে চাই আমি। সে তোমার বন্ধু ছিল, তাই না?

'জ্বি। ও ছিল খুবই...*সিমপ্যাটিকো* (সহানুভূতিশীল), আমি ওর প্রেমে পড়ে যাই।'

'সেও কি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল?'

'আমার তেমনটিই ধারণা। ও ছিল চিত্রকর। আমরা একসঙ্গে জাদুঘরে যেতাম, দারুণ সুন্দর সব পেইন্টিং দেখতাম। রিচার্ডের সঙ্গে যখন থাকতাম মনে হত...যেন বেঁচে আছি। ও যদি মারা না যেত আমরা বিয়ে করতাম।'

'ওর সঙ্গে শেষ কবে দেখা হয়েছিল বলো।'

'আমরা তখন একটি জাদুঘর দেখে বেরিয়েছি। রিচার্ড বলল, 'আমার রুমমেট আজ রাতে পার্টিতে যাবে। আমার বাসায় চলো না! আমার কিছু পেইন্টিং দেখাব তোমাকে।'

'এখনই বাসায় যেতে ইচ্ছে করছে না, রিচার্ড।'

'তোমার যা ইচ্ছে। পরের হপ্তায় দেখা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বিদায় নিয়ে চলে আসি,' বলল অ্যালেট। 'ওর সঙ্গে ওটাই আমার শেষ দেখা–'

ড. কেলার লক্ষ করলেন অ্যালেটের চেহারা বদলে গিয়ে ওখানে জায়গা করে নিয়েছে টনি।

'ও আসলে অমনটাই ভাবতে চায়,' বলল টনি। 'কিন্তু ঘটনা তা ছিল না।'

'ঘটনা কী ছিল?' জিজ্ঞেস করলেন ড. কেলার।

রিচার্ডের ফেল স্ট্রিটের ছোট, ছিমছাম অ্যাপার্টমেন্টে গেল অ্যালেট। সুন্দর সুন্দর চিত্রকলা ঘরটিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

'ছবিগুলো তোমার ঘরের চেহারাই বদলে দিয়েছে, রিচার্ড।'

'ধন্যবাদ, অ্যালেট,' রিচার্ড অ্যালেটের বাহুতে হাত রাখল।

'তোমার সঙ্গে আমি প্রেম করতে চাই, অ্যালেট। তুমি খুব সুন্দর।'

'তুমি খুব সুন্দর।' একথা বাবা বলতেন অ্যাশলিকে। জমে গেল অ্যালেট। কারণ ও জানে এখনও সেই বিশ্রী ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করবে। ওকে বিছানায় শুইয়ে ফেলা হল। নগ্ন অ্যালেটের শরীরে প্রবেশ করল একটা পুরুষ, ব্যথায় বিদীর্ণ হয়ে গেল ও।

চিৎকার দিতে লাগল অ্যালেট। 'না! থামো। বাবা! পায়ে পড়ি তোমার। অমন কোরো না!' ঠিক তখন উন্মাদের মতো বিপুল ক্রোধ এবং ঘৃণা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অ্যালেটের মনে নেই ছুরিটা কীভাবে পেয়েছিল তবে ওটা দিয়ে নির্মমভাবে রিচার্ডের শরীরে বারবার গেঁথে দিচ্ছিল ও, আর চেঁচাচ্ছিল, 'তোকে আমি মানা করেছি না! মানা করেছি না!'

চেয়ারে বসে মোচড় খাচ্ছে অ্যাশলি, গলা ফাটিয়ে চিল্লাচ্ছে।

‘ইট’স অল রাইট, অ্যাশলি,’ বললেন ড. কেলার। ‘তুমি নিরাপদ জায়গায় আছ। আমি পাঁচ গোনা মাত্র তুমি জেগে উঠবে।’

জেগে গেল অ্যাশলি, কাঁপছে।

‘কোনও সমস্যা হয়নি তো?’

‘রিচার্ড মেলটনের কথা বলেছে আমাকে টনি। সে তোমার সঙ্গে প্রেম করেছিল। তুমি ওকে তোমার বাবা ভেবে–।’ কানে হাত চাপা দিল অ্যাশলি। ‘আমি আর শুনতে চাই না!’

ড. কেলার গেলেন অটো লিউসনের সঙ্গে দেখা করতে।

‘আমরা ঘটনার প্রায় শেষপ্রান্তে চলে এসেছি। অ্যাশলির খুব কষ্ট হচ্ছে। তবে উপসংহারে পৌঁছুতে আর দেরি নেই। এখনও দুটি হত্যা-রহস্যের মীমাংসা করতে হবে।’

‘তারপর?’

‘তারপর আমি অ্যাশলি, টনি এবং অ্যালেটকে একত্রিত করব।’

সাতাশ

'টনি? টনি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' অ্যাশলির চেহারায় ভাঙচুর লক্ষ করছেন ড. কেলার।

'শুনতে পাচ্ছি, ডকি।'

'জাঁ ক্লদ প্যারেন্টের কথা বলো শুনি।'

'ওর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয় ওকে বেশ ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল। প্রতিদিন ও আমাকে নিয়ে ঘুরতে বেরুত। আমরা চমৎকার সময় কাটাতাম। মনে হত ও সবার থেকে আলাদা একজন। কিন্তু ও আসলে অন্য সবার মতোই ছিল। ওর কামনার একটি জিনিসই ছিল—সেক্স।

' ।'

াকে সুন্দর একটি আংটি উপহার দিয়েছিল। আংটি দিয়ে ভেবেছে আমি ও আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল।'

দোতলা, লাল ইটের সু টি বাড়ি। অ্যান্টিকস দিয়ে সাজানো।

'খুব সুন্দর।'

'দোতলায়, বেডরু তোমাকে দারুণ একটা জিনিস দেখাব।'

ক্লদ টনিকে নিয়ে য় গেল। ওকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা ছিল না মেয়েটার। বেডরুমে ঢুকল ক্লদ ওকে বাহুডোরে বেঁধে নিয়ে ফিসফিস করল, 'কাপড় খোলো।'

'আমি চাই না—'

'অবশ্যই তুমি চাও। আমরা দুজনেই এটা চাই।' দ্রুত টনিকে নগ্ন করে ফেলল ক্লদ। চড়ে বসল ওর গায়ের ওপর। গোঙাচ্ছে মেয়েটা। 'না, প্লিজ, না। বাবা!'

কিন্তু ক্লদ ওর আপত্তি শুনল না। মেয়েটির শরীরে জোর করে প্রবেশ করল ও। শুরু করল মন্থন। হঠাৎ শীৎকার দিল— 'আহ্!' তারপর বন্ধ হয়ে গেল দস্যুতা। 'ইউ আর ওয়ান্ডারফুল।' বলল সে।

রাগের অগ্নিগিরির বিস্ফোরণ ঘটল মেয়েটির ভেতরে। ডেস্ক থেকে তুলে নিল ধারালো লেটার-ওপেনার, খ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিল ক্লদের বুকে। বারবার ঢোকাতে এবং বের করতে লাগল।

'আর কোনওদিন কারও সঙ্গে এমন করতে পারবি না।' সে হাত বাড়াল ক্লদের কুঁচকিতে।

এরপর ধীরেসুস্থে গোসল সেরে নিল মেয়েটি, কাপড় পরল, ফিরে গেল হোটেলে।

'অ্যাশলি...' অ্যাশলির চেহারায় পরিবর্তন ঘটতে লাগল।

'এখন জেগে ওঠো।'

অ্যাশলি ধীরে ধীরে জেগে উঠল। ড. কেলারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আবার টনি?'

'হ্যাঁ। জাঁ ক্লদের সঙ্গে তার পরিচয় ইন্টারনেটে। তখন তুমি কুইবেকে অ্যাশলি। ওই সময় টনি তোমার ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে থাকে।'

'এবং তখন...তখন সে-?'

'হ্যাঁ।'

পরবর্তী কয়েকটা মাস কেটে গেল ঘটনাবিহীন। বিকেলে ড. কেলার টনির গান এবং পিয়ানো শোনেন। বাগানে বসে অ্যালেটের ছবি আঁকা দেখেন। আরেকটি হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা বলার দরকার ছিল। তবে তিনি চাইছিলেন এ-বিষয়ে আলোচনার আগে অ্যাশলি আরেকটু স্বাভাবিক হয়ে উঠুক।

অ্যাশলি হাসপাতালে এসেছে পাঁচবছর হয়ে গেল। *ও এখন প্রায় সুস্থ,* ভাবলেন ড. কেলার।

এক সোমবার সকালে তিনি অ্যাশলিকে নিজের অফিসে ডেকে পাঠালেন। ওকে ম্লান এবং বিষণ্ন লাগছে। যেন জানে কিসের মুখোমুখি হতে চলেছে সে।

'গুড মর্নিং, অ্যাশলি।'

'গুড মর্নিং, গিলবার্ট।'

'কেমন লাগছে?'

'নার্ভাস লাগছে। আজকেই তো শেষ, না?'

'হ্যাঁ। ডেপুটি স্যাম ব্লেকের কথা বলো। সে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে কী করছিল?'

'আমি তাঁকে আসতে বলেছিলাম। কেউ আমার বাথরুমের আয়নায় লিখে রেখেছিল : তুমি মরবে।' আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করব। ভাবছিলাম কেউ আমাকে হত্যা করতে চাইছে। আমি পুলিশে খবর দিই। ডেপুটি ব্লেক আসেন। উনি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন।'

'তুমি কি তাঁকে তোমার সঙ্গে থাকতে বলেছিলে?'

'হ্যাঁ। আমার একা একা ভয় করছিল। স্যাম বলেন তিনি রাতটা আমার সঙ্গে থাকবেন। সকালবেলা আমার জন্য চব্বিশ ঘণ্টার প্রটেকশনের ব্যবস্থা করবেন। আমি তাঁকে বলি আমি কাউচে ঘুমাব, তিনি যেন বেডরুম ব্যবহার করেন। কিন্তু তিনি কাউচে ঘুমাবার কথা বলেন। মনে আছে তিনি জানালা-দরজা ঠিকমতো বন্ধ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখছিলেন। দরজায় ডাবল ছিটকিনি লাগিয়ে

দেন ব্লেক। কাউচের পাশে ছিল তাঁর অস্ত্র। আমি তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে বেডরুমে ঢুকে যাই এবং বন্ধ করে দিই দরজা।'

'তারপর কী হল?'

'আ-এরপর গলিপথে কার যেন চিৎকার চেঁচামেচি শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। শেরিফ এসে বলেন ডেপুটি ব্লেকের লাশ পাওয়া গেছে গলিতে।' থেমে গেল অ্যাশলি। বিবর্ণ চেহারা।

'ঠিক আছে। আমি তোমাকে এখন ঘুম পাড়িয়ে দেব। জাস্ট রিল্যাক্স...চোখ বোজো এবং ঢিল দাও পেশিতে...' ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে দশ মিনিট লাগল। ড. কেলার বললেন, 'টনি...'

'আছি এখানে। আসল ঘটনাটা জানতে চাইছেন, না? অ্যাশলি স্যামকে তার অ্যাপার্টমেন্টে ডেকে এনে বোকার মতো কাজ করেছিল। আমি ওকে বলতে পারতাম লোকটার মতলব কী।'

স্যাম ব্লেক বেডরুম থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেল। ঝট করে উঠে পড়ল কাউচ থেকে, তুলে নিল অস্ত্র। বেডরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কান পাতল। নীরবতা। তাহলে হয়তো ভুল শুনেছে, ভাবল সে। ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, আবার কানে ভেসে এল শব্দটা। হাতে উদ্যত অস্ত্র, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। বিছানায় শুয়ে আছে অ্যাশলি। নগ্ন। ঘুমাচ্ছে। ঘরে আর কেউ নেই। অ্যাশলির গলা থেকে বেরিয়ে আসছে গোঙানির আওয়াজ। স্যাম ব্লেক ওর বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। দারুণ সুন্দর লাগছে ঘুমন্ত অ্যাশলিকে, অসম্ভব যৌনাত্মক একটা ভঙ্গি নিয়ে শুয়ে আছে সে। আবার কাতরে উঠল অ্যাশলি। সম্ভবত দুঃস্বপ্ন দেখছে। মেয়েটির প্রতি মায়া হল ব্লেকের। সে ওর পাশে শুয়ে পড়ল। টেনে নিল নিজের দিকে। ব্লেকের কোনও বদ মতলব ছিল না মনে। তবে অপূর্ব সুন্দর নারীটির নরম শরীরের উষ্ণ স্পর্শ তাঁকে গরম করে তুলল।

ব্লেকের গলা শুনে জেগে গেল অ্যাশলি। সে বলছিল, 'ইটস অল রাইট নাউ। ইউ আর সেফ।' অ্যাশলি অধরে লোকটির ঠোঁটের স্পর্শ পেল, টের পেল শক্ত হাতে তার দুই পা দুইদিকে মেলে ধরা হচ্ছে, পরক্ষণে লৌহকঠিন পৌরুষ প্রবেশ করল ওর শরীরে।

চিৎকার দিল অ্যাশলি, 'না, বাবা। না!'

অ্যাশলির তন্বী দেহ ঢেকে রাখা পেশিবহুল শরীরটির আন্দোলন দ্রুত থেকে দ্রুততর হল, এবং একই সঙ্গে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলল মেয়েটির বুকে। বিছানার পাশের ড্রেসার ড্রয়ার থেকে ছুরিটি টেনে নিয়ে পুরুষটির শরীরে আমূল বসিয়ে দিল অ্যাশলি।

'স্যাম ব্লেককে হত্যা করার পরে কী ঘটল?'

'সে শরীরটা চাদরে মুড়ে টানতে টানতে নিয়ে যায় এলিভেটরে। তারপর লাশ

ফেলে দিয়ে আসে পেছনের গলিপথে।'

...আর তারপর,' ড. কেলার বললেন অ্যাশলিকে, 'টনি ব্লেকের শরীর চাদরে মুড়ে নিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যায় এলিভেটরে। এরপর লাশ ফেলে দিয়ে আসে পেছনের গলিপথে।'

বসে রইল অ্যাশলি, কাগজের মতো সাদা মুখ। 'ও একটা দানব—আমি একটা দানব।'

গিলবার্ট কেলার বললেন, 'না, অ্যাশলি। তোমার নিশ্চয় মনে আছে তোমার যন্ত্রণা এবং ব্যথা থেকে টনির জন্ম, তোমাকে প্রটেক্ট করার জন্যই সে জন্ম নেয়। অ্যালেটের ঘটনাও তাই। এখন এর একটি উপসংহার টানার সময় হয়েছে। আমি চাই তুমি ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য এটা হবে পরবর্তী পদক্ষেপ।'

জোরে চোখ বুজে রইল অ্যাশলি। 'ঠিক আছে। কখন আমরা...এটা করব?'

'কাল সকালে।'

অ্যাশলি গভীর সম্মোহনের স্তরে রয়েছে। ড. কেলার টনির সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

'টনি, আমি চাই তুমি এবং অ্যালেট কথা বলবে অ্যাশলির সঙ্গে।'

'তুমি কী করে ভাবলে ও আমাদেরকে সামাল দিতে পারবে?'

'আমার ধারণা ও পারবে।'

'ঠিক আছে, ডকি। তুমি যা বলো।'

'অ্যালেট, অ্যাশলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুত আছ তো?'

'টনি যদি রাজি থাকে তো আমিও রাজি।'

'ঠিক আছে, অ্যালেট। আমি রাজি আছি।'

গভীর দম নিয়ে ড. কেলার বললেন, 'অ্যাশলি, তুমি টনিকে হ্যালো বলো।'

দীর্ঘ নীরবতা। তারপর ভীরু একটি কণ্ঠ বলল, 'হ্যালো, টনি...'

'হ্যালো।'

'অ্যাশলি, অ্যালেটকে হ্যালো বলো।'

'হ্যালো, অ্যালেট।'

'হ্যালো, অ্যাশলি...'

'হ্যালো, অ্যাশলি...'

গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন ড. কেলার। 'আমি চাই তোমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবে। তোমরা সবাই একই যন্ত্রণা ভোগ করেছ। যন্ত্রণাগুলো তোমাদেরকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার আর কোনও কারণ নেই। তোমরা এখন সবাই মিলে হয়ে উঠবে একজন মানুষ। স্বাস্থ্যবান একজন। এটি একটি লম্বা ভ্রমণ। তবে তোমরা এটা শুরু করেছ।

তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সবচেয়ে কঠিন অংশটির সমাপ্তি ঘটেছে।'

এরপর থেকে অ্যাশলির নিরাময় চলল দ্রুতগতিতে। অ্যাশলি এবং তার দুই অলটার প্রতিদিন একে অন্যের সঙ্গে কথা বলল।

'তোমাকে আমার রক্ষা করার দরকার ছিল,' বলল টনি।

'আমি যতবার ওই লোকগুলোর একেকজনকে হত্যা করেছি, মনে হয়েছে বাবা তোমার সঙ্গে যে জঘন্য কাজটি করেছে সেজন্য তাকে আমি খুন করছি।'

'আমিও তোমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি।' বলল অ্যালেট।

'এ-এজন্য তোমাদের দুজনকেই অশেষ ধন্যবাদ। আমি তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।'

অ্যাশলি ড. কেলারের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'এটা তো সত্যি আমি, তাই না? নিজের সঙ্গে কথা বলছি।'

'তুমি তোমার অপর দুটি অংশের সঙ্গে কথা বলছ।'

তিনি মৃদু গলায় শুধরে দিলেন ভুল। 'তোমাদের একত্রিত হয়ে একটি মানুষে আবার পরিণত হওয়ার সময় হয়েছে।'

অ্যাশলি ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমি রেডি।'

ওইদিন বিকেলে ড. কেলার গেলেন অটো লিউসনের অফিসে। ড. লিউসন বললেন, 'ভালো রিপোর্ট শুনতে পাচ্ছি, গিলবার্ট।'

মাথা ঝাঁকালেন ড. কেলার। 'অ্যাশলির আশ্চর্য উন্নতি ঘটছে। আমার ধারণা আর কয়েক মাসের মধ্যে তাকে আমরা হাসপাতাল থেকে রিলিজ দিতে পারব। আউট পেশেন্ট হিসেবে তার চিকিৎসা চলবে।'

'খুব ভালো খবর, অভিনন্দন।'

আমি ওকে মিস করব, মনে মনে বললেন ড. কেলার। *আমি ওকে সাংঘাতিক মিস করব।*

'দুই নম্বর লাইনে ড. সালেম আছেন, মি. সিঙ্গার।'

'আচ্ছা,' ডেভিড হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ফোন। বিস্মিত। ড. সালেম ওকে ফোন করলেন কেন? বহুদিন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ নেই ওর। 'রয়েস?'

'গুড মর্নিং, ডেভিড। তোমার জন্য কিছু ইন্টারেস্টিং খবর আছে। অ্যাশলি প্যাটারসনের খবর।'

ভেতরে ভেতরে উদ্বেগ বোধ করল ডেভিড। 'তার আবার কী হল?'

'মনে আছে, অ্যাশলির যন্ত্রণার জন্য কে দায়ী জানার কী প্রাণান্ত চেষ্টাই না আমরা করেছিলাম? কিন্তু ব্যর্থ হই।'

বেশ মনে আছে ডেভিডের। ওদের মামলার সবচেয়ে বড় দুর্বল দিক ছিল ওটা। 'হুঁ।'

'আমি এইমাত্র জবাবটা পেয়ে গেছি। কানেক্টিকান সাইকিয়াট্রিক হসপিটালের প্রধান, আমার বন্ধু ড. লিউসন ফোন করেছিলেন। ধাঁধার হারানো খণ্ডটি ড. স্টিভেন প্যাটারসন। তিনি শৈশবে অ্যাশলিকে যৌননির্যাতন করেন।'

অবিশ্বাস ফুটল ডেভিডের কণ্ঠে। 'কী!'

'ড. লিউসনও খবরটা মাত্র জেনেছেন।'

ডেভিড ড. সালেমের কথা শুনতে লাগল বটে তবে মনটা চলে গেল দূর অতীতে। কানে বাজল ড. প্যাটারসনের কথাগুলো।

'একমাত্র তোমার ওপরই আমি ভরসা রাখতে পারি, ডেভিড। আমার মেয়ে আমার কাছে সবকিছু। ও-ই আমার দুনিয়া। তোমাকে ওর জীবন বাঁচাতে হবেই...তুমি অ্যাশলির পক্ষ নিয়ে লড়াই করবে। আমি এ মামলায় অন্য কাউকে জড়াতে চাই না।

সহসাই বুঝতে পারল ডেভিড কেন ড. প্যাটারসন ওকে এ মামলায় নেয়ার জন্য খেপে উঠেছিলেন। ডক্টর নিশ্চিত ছিলেন ডেভিড যদি কোনওদিন জেনেও যায় তিনি কী কাণ্ড করেছেন, সে ডক্টরকে প্রটেক্ট করবে। কন্যা এবং খ্যাতি দুটোর মধ্যে যে-কোনও জিনিস বেছে নেয়ার প্রয়োজন ছিল ড. প্যাটারসনের। তিনি খ্যাতি বেছে নেন। *কুত্তার বাচ্চা!*

'ধন্যবাদ, রয়েস।'

ওইদিন বিকেলে অ্যাশলি রিক্রিয়েশন রুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, চোখে পড়ল *ওয়েস্টপোর্ট নিউজ*-এর একটি কপি। কেউ ফেলে রেখে গেছে টেবিলে। কাগজের সামনের পাতায় তার বাবার ছবি। সঙ্গে ভিক্টোরিয়া অ্যানিস্টন এবং কাটরিনা। কাগজে লিখেছে : 'ড. স্টিভেন প্যাটারসন সমাজকর্মী ভিক্টোরিয়া অ্যানিস্টনকে বিয়ে করছেন। ভিক্টোরিয়ার আগের স্বামীর ঔরসজাত তিন বছরের একটি মেয়ে আছে। ড. প্যাটারসন ম্যানহাটানে সেন্ট জন'স হাসপাতালে যোগ দিচ্ছেন। তিনি এবং তাঁর হবু স্ত্রী লং অ্যাইল্যান্ডে একটি বাড়ি কিনেছেন...'

আর পড়তে পারল না অ্যাশলি। ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেল চেহারা। 'কুত্তার বাচ্চাকে আমি খুন করব,' চিৎকার দিল টনি।

'আমি ওকে শেষ করে দেব।'

স্রেফ উন্মাদ হয়ে গেল অ্যাশলি। ওকে প্যাড-বসানো একটি কক্ষে রাখা হল যাতে ঘরের দেয়ালে মাথা ঠুকে আহত না হয়। হাতে পরিয়ে দেয়া হল হ্যান্ডকাফ, পায়ে শিকল। অ্যাটেনডেন্টরা ওকে দুধ পান করাতে এলে সে ওদেরকে খামচে দেয়ার চেষ্টা করল। ওরা টনির খুব কাছে ঘেঁষল না। দূরে দূরে থাকল। টনি অ্যাশলির ওপর পুরো ভর করে আছে।

ড. কেলারকে দেখে তারস্বরে চেঁচাল সে, 'আমাকে ছেড়ে দাও, ইউ বাস্টার্ড, নাউ!'

'তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে।' নরম গলায় বললেন ড. কেলার। 'কিন্তু আগে একটু শান্ত হও।'

'আমি শান্ত আছি,' চেঁচাল টনি। 'আমাকে ছেড়ে দাও!'

ওর পাশে, মেঝেতে বসলেন ড. কেলার। 'টনি তুমি তোমার বাবার ছবি দেখা মাত্র তাকে আঘাত করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছ, এবং–'

'আরে গর্দভ, আমি আঘাত করতে চাইনি। বলেছি ওকে খুন করব।'

'অনেক খুনোখুনি হয়েছে। আর কাউকে ছুরি দিয়ে মারতে হবে না।'

'আমি ওকে ছুরি দিয়ে মারব না। হাইড্রক্লোরিক অ্যাসিডের নাম শুনেছ? ওটা সবকিছু খেয়ে ফেলে, গায়ের চামড়াসহ।

'দাঁড়াও আমি, আমি চাই না তুমি এসব চিন্তা করো।'

'ঠিক বলেছ। আগুন! অ্যাসিডের চেয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারাই ভালো। আমি কাজটা এমনভাবে করব যাতে ওরা আমার টিকিটিও ছুঁতে পারবে না। যদি–'

'টনি, এসব ভুলে যাও।'

'ঠিক আছে। আমি এরচে' ভালো কোনও উপায়ের কথা ভাবব।'

ডাক্তার ওকে লক্ষ করছেন। হতাশা বোধ করছেন তিনি।

'হঠাৎ এমন রেগে গেলে কেন?'

'কেন জানো না? অথচ তোমাকে আমি বুদ্ধিমান ডাক্তার ভেবেছি। লোকটা এক মহিলাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। মহিলার তিনবছরের একটি বাচ্চা আছে। ওই মেয়েটির কী হবে, জানো, ডাক্তার? আমাদের জীবনে যা ঘটেছে একই রকম নির্যাতনের শিকার হবে সে। কিন্তু আমি আর ওটা ঘটতে দেব না।'

'আমি ভাবলাম তোমার ভেতর থেকে সমস্ত ঘৃণা দূর হয়ে গেছে।'

'ঘৃণা? ঘৃণা কাকে বলে তুমি জানো?

বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। চলন্ত গাড়ির ছাদে ঝমঝম শব্দ। মেয়েটি হুইলে বসা তার মায়ের দিকে তাকাল। মা'র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাস্তায়। হাসল মেয়েটি। তার খুব স্ফূর্তি লাগছে। খুশি-খুশি গলায় গান ধরল :

'All around the mulberry bush,
the monkey chased-'

তার মা তার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'শাট আপ। বলিনি এই গানটা একদম সহ্য হয় না আমার। তুমি আমাকে অসুস্থ করে তুলেছ। ডাইনি কোথাকার–'

তারপর সবকিছু ঘটল স্লোমোশন ছবির গতিতে। মোড় ঘুরছে, রাস্তা থেকে পিছলে গেল গাড়ি। সোজা গিয়ে বাড়ি খেল গাছে। ধাক্কার চোটে গাড়ি থেকে ছিটকে গেল মেয়েটি। তবে ব্যথা পেল না। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল সে। গাড়ির মধ্যে আটকা পড়েছে মা, চিৎকার করছে, 'আমাকে বের করো। বাঁচাও! বাঁচাও!'

মেয়েটি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। দেখছে। গাড়িটি বিস্ফোরিত হল হঠাৎ। চোখের পলকে পরিণত হল আগুনের গোলায়। তারপর সে ওখান থেকে চলে গেল।

ঘৃণা! ঘৃণা কাকে বলে আরও শুনতে চাও?

ওয়াল্টার ম্যানিং বললেন, 'সিদ্ধান্ত হতে হবে সর্বসম্মতিক্রমে। আমার মেয়ে

পেশাদার চিত্রশিল্পী, আনাড়ি নয়। সে কাজটা করেছে নিজের ইচ্ছায়। আমরা তাকে হতাশ করতে পারি না... সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হয় আমরা তাঁকে আমার মেয়ের পেইন্টিং দেব নতুবা কিছুই দেব না।'

সে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড় করাল গাড়ি, মোটর চলছে। দেখল ওয়াল্টার ম্যানিং রাস্তা পার হচ্ছেন, চলেছেন গ্যারেজে রাখা গাড়ির দিকে। সে গাড়িতে গিয়ার দিল, পা দাবিয়ে ধরল অ্যাকসিলেরেটরে। একেবারে শেষমুহূর্তে গাড়ির শব্দ শুনতে পেলেন ম্যানিং, ঘুরলেন। গাড়ি দানবের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর, পিষে ফেলল রাস্তার সঙ্গে। সে ছিন্নভিন্ন শরীরের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল নির্বিকার চিত্তে। আশপাশে কাউকে দেখা গেল না। ঈশ্বর ওর সঙ্গে আছেন।

'এর নাম ঘৃণা, ডকি! এ হল প্রকৃত ঘৃণা!'

টনির স্মৃতিচারণ শুনলেন গিলবার্ট কেলার, আতঙ্ক বোধ করলেন ঠাণ্ডামাথার খুনের কথা জেনে। সেদিন আর কোনও রোগী দেখলেন না। তাঁর এখন একটু একা থাকা দরকার।

পরদিন সকালে ড. কেলার সেল-এ ঢুকলেন। এবারে অ্যালেটের সঙ্গে কথা হল তাঁর।

'আপনি আমার সঙ্গে এরকম করছেন কেন, ড. কেলার?' জিজ্ঞেস করল অ্যালেট। 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান।'

'নিয়ে যাব,' ওকে আশ্বাস দিলেন কেলার। 'টনির কথা বলো। ও তোমাকে কী বলেছে?'

'বলেছে আমরা এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে বাবাকে খুন করব।'

টনি এবার কথা বলল, 'মর্নিং, ডকি। আমরা এখন চমৎকার আছি। তুমি আমাদেরকে যেতে দিচ্ছ না কেন?'

ড. কেলার ওর চোখে চোখ রাখলেন। হিমদৃষ্টি ফুটে আছে চোখে। ঠাণ্ডামাথার খুনীরাই কেবল এভাবে তাকায়।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ড. অটো লিউসন। 'যা ঘটেছে তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত, গিলবার্ট। সবকিছু কী সুন্দর মসৃণভাবে এগোচ্ছিল।'

'আমি এখন অ্যাশলির কাছেও পৌঁছুতে পারছি না।'

'তার মানে আবার গোড়া থেকে ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে।'

অন্যমনস্ক গলায় ড. কেলার বললেন, 'তার বোধহয় দরকার হবে না, অটো। আমরা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যেখানে তিনটে অলটার পরস্পরকে জানতে পেরেছে। এটা বড় একটা সাফল্য। পরবর্তী পদক্ষেপ হবে ওদেরকে একসঙ্গে মিলিয়ে ফেলা। এর একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে।'

'ওই শালার লেখাটা পড়ে–'

'টনি লেখাটা দেখেছে বলে বরং ভালোই হয়েছে।'

বিস্মিত দেখাল অটো লিউসনকে। 'ভালো হয়েছে?'

'জ্বি। ওই লেখা পড়েই প্রবল ঘৃণা জন্মেছে টনির মনে। আমরা এটাকে কাজে লাগাব। আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই। পরীক্ষা কাজে লেগে গেলে প্রত্যাশিত ফল পাব। আর যদি কাজে না লাগে–' তিনি চুপ হয়ে গেলেন। তারপর মৃদু গলায় যোগ করলেন–'তাহলে অ্যাশলিকে বাকি জীবন হয়তো এ হাসপাতালেই কাটাতে হবে।'

'তুমি কী করতে চাইছ?'

'ড. প্যাটারসনকে নিয়ে যত খবর ছাপা হবে পত্রিকায়, সবগুলোর কপি আমরা পাঠাব অ্যাশলির কাছে।'

চোখ পিটপিট করলেন অটো লিউসন, 'মানে?'

'টনিকে সবগুলো লেখা দেখাব। ওর ঘৃণার আগুন আস্তে আস্তে নিভে আসবে। একমাত্র এভাবেই ওকে কন্ট্রোল করা সম্ভব।'

'এতে অনেক সময়ের প্রয়োজন, গিলবার্ট।'

'কমপক্ষে বছরখানেক তো লাগবেই। বেশিও লাগতে পারে। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।'

পাঁচদিন পরে অ্যাশলিকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেয়া হল।

ড. কেলার সেল-এ ঢুকেছেন, অ্যাশলি তাঁকে দেখে বলল, 'গুড মর্নিং, গিলবার্ট। এসব ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত।'

'ঘটেছে ভালোই হয়েছে, অ্যাশলি। আমাদের সবারই আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো উচিত।' কেলারের ইঙ্গিতে অ্যাশলির হ্যান্ডকাফ এবং পায়ের শিকল খুলে দেয়া হল।

সিধে হল অ্যাশলি, কব্জি ঘষতে ঘষতে বলল, 'তবে অভিজ্ঞতাটা মোটেই সুখকর ছিল না।' ওরা বেরিয়ে এল করিডরে।

'টনি খুব রেগে আছে।'

'হ্যাঁ। তবে ওর রাগ শীঘ্রি চলে যাবে। আমার প্ল্যানটা শোনো–'

প্রতি মাসে ড. স্টিভেন প্যাটারসনকে নিয়ে তিন/চারটে লেখা ছাপা হল। একটি পত্রিকা লিখল : ড. স্টিভেন প্যাটারসন এই শুক্রবার লং আইল্যান্ডে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিক্টোরিয়া অ্যানিস্টনকে বিয়ে করতে চলেছেন। ড. প্যাটারসনের সহকর্মীরা বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন...'

ড. কেলার লেখাটা টনিকে দেখালে সে রেগে আগুন হল।

'এ বিয়ে বেশিদিন টিকবে না।'

'কেন, টনি?'

'কারণ ওই লোকটা মারা যাবে!'

'ড. স্টিভেন প্যাটারসন সেন্ট জনস হাসপাতাল থেকে রিজাইন দিয়েছেন। তিনি ম্যানহাটান মেথোডিস্ট হাসপাতালে যোগ দিতে চলেছেন...'

'যাতে ওখানকার সবগুলো ছোট মেয়েকে ধর্ষণ করা যায়,' চেঁচিয়ে উঠল টনি।

'মেডিসিন নিয়ে কাজ করার জন্য ড. স্টিভেন প্যাটারসনকে লাস্কার অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়েছে। তাঁকে হোয়াইট হাউজে সম্মান জানানো হবে...'

'হারামজাদাকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত,' ফুঁসে উঠল টনি।

টনির কাছে তার বাবাকে নিয়ে লেখা সমস্ত পত্রিকা পাঠিয়ে দিল গিলবার্ট কেলার। তবে সময় যত যাচ্ছে, লেখাগুলো আর ততটা উত্তেজিত করে তুলতে পারল না টনিকে। তার রাগ যেন ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছিল।

তার ঘৃণা থেকে উৎসারিত রাগের মাত্রা কমে এল, এরপর সে যেন এ-ব্যাপারে একরকম হাল ছেড়েই দিল।

পত্রিকায় ছাপা হল : ড. স্টিভেন প্যাটারসন এবং তাঁর নববধূ ম্যানহাটানের বাড়িতে উঠেছেন। তবে তাঁরা হ্যাম্পটনে নতুন আরেকটি বাড়ি কেনার কথা বলেছেন। ওখানে তাঁদের মেয়ে ক্যাটরিনার সঙ্গে গরমের ছুটি কাটাবেন।

ফোঁপাতে লাগল টনি। 'সে কীভাবে আমাদের সঙ্গে এমন করল?'

'ছোট মেয়েটির দশাও কি তোমাদের মতো হতে পারে, টনি?'

'আমি জানি না। আমি সত্যি জানি না।'

বছর গড়িয়ে চলল। এখন হপ্তায় তিনদিন চলছে অ্যাশলির থেরাপি। অ্যালেট আজকাল প্রায় সারাদিনই ব্যস্ত থাকে তুলি আর ব্রাশ নিয়ে, তবে টনি গান গায় না কিংবা পিয়ানো ছুঁয়েও দেখে না।

ক্রিসমাসে ড. কেলার টনিকে একটি নতুন ক্লিপিং দেখালেন। ছবিতে তার বাবা, ভিক্টোরিয়া এবং ক্যাটরিনা। ক্যাপশনে লেখা :

হ্যাম্পটনে ক্রিসমাস কাটাচ্ছেন প্যাটারসন পরিবার।

দুঃখী দুঃখী গলায় টনি বলল, 'আমরা একসঙ্গে ক্রিসমাস করতাম। বাবা আমাকে সবসময় সুন্দর সুন্দর উপহার দিতেন।' সে ড. কেলারের দিকে তাকাল। 'বাবা লোকটা খুব বেশি খারাপ ছিল না। ওই ব্যাপারটা বাদ দিলে—বাবা হিসেবে ভালোই ছিল সে। আমাকে খুব ভালোবাসত।'

নয়া সাফল্যের পথে প্রথম আলোকরেখা।

একদিন ড. কেলার রিক্রিয়েশন রুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, কানে ভেসে এল টনির

গলা। পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছে। বিস্মিত কেলার ঘরে ঢুকলেন। ওকে লক্ষ করছেন। গানের মধ্যে বিভোর মেয়েটি।

পরদিন টনির সঙ্গে সেশন করলেন ড. কেলার।

'তোমার বাবার বয়স বাড়ছে, টনি। উনি মারা গেলে তোমার কেমন লাগবে?'

'আ–আমি চাই না বাবা মারা যাক। আমি বোকার মতো অনেক কথা বলেছি জানি। তবে বাবার ওপর খুব রাগ ছিল বলে ওসব কথা বলেছি।'

'এখন আর বাবার ওপর রাগ নেই?'

একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিল টনি। 'না, নেই। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আমি ধরেই নিয়েছিলাম ওই ছোট্ট মেয়েটির দশা আমার মতো হবে।' ড. কেলারের দিকে তাকাল। 'আমি আসলে কনফিউজড ছিলাম। তবে বাবার অধিকার আছে তাঁর নিজের মতো জীবন যাপন করা। অ্যাশলিরও একই অধিকার আছে।'

হাসলেন ড. কেলার। *আমরা সঠিক রাস্তায় ফিরে এসেছি।*

এখন ওরা তিনজন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে মন খুলে। ড. কেলার বললেন, 'অ্যাশলি। টনি এবং অ্যালেটকে তোমার দরকার হয়েছিল, কারণ তুমি যন্ত্রণাটা সহ্য করতে পারছিলে না। তোমার বাবা সম্পর্কে এখন তোমার ভাবনা কী?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অ্যাশলি। তারপর ধীরগলায় জবাব দিল, 'বাবা আমার সঙ্গে যা করেছে তার কথা জীবনেও ভুলব না। তবে বাবাকে আমি এখন ক্ষমা করে দিতে পারব। আমি অতীত নিয়ে আর ভাবতে চাই না। নতুন করে শুরু করতে চাই ভবিষ্যৎ।'

'তবে তা করতে হলে তোমাদেরকে এক হয়ে যেতে হবে। তুমি কী বলো, অ্যালেট?'

অ্যালেট বলল, 'আমি যদি অ্যাশলি হয়ে যাই তাহলে কি ছবি আঁকা চালিয়ে যেতে পারব?'

'অবশ্যই পারবে।'

'তাহলে আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'টনি?'

'আমি কি পিয়ানো বাজিয়ে গাইতে পারব?'

'পারবে।' বললেন তিনি।

'তাহলে আমারও কোনো অসুবিধে নেই।'

'অ্যাশলি?'

'আমি তিনজনে মিলে একজন মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমাকে সাহায্য করার জন্য ওদেরকে ধন্যবাদ।'

'মাই প্লেজার, লাভ।'

'Anche il mio,' বলল অ্যালেট।

এবার চূড়ান্ত পদক্ষেপ : মিলে যাওয়া।

'বেশ। এবার আমি তোমাকে সম্মোহন করব, অ্যাশলি। টনি এবং অ্যালেটের কাছ থেকে বিদায় নাও।'

বুক ভরে দম নিল অ্যাশলি। 'বিদায়, টনি। বিদায়, অ্যালেট।'

'বিদায়, অ্যাশলি।'

'ভালো থেকো, অ্যাশলি।'

দশ মিনিট পরে গভীরভাবে সম্মোহিত হয়ে পড়ল অ্যাশলি। 'অ্যাশলি, আর ভয় পাবার কিছু নেই। তোমার যত সমস্যা সব তোমার পেছনে, আঁস্তাকুড়ে পড়ে আছে। তোমাকে রক্ষা করার জন্য আর কাউকে প্রয়োজন হবে না। তুমি কারও সাহায্য ছাড়াই, কোনও কুৎসিত অভিজ্ঞতা ছাড়াই নিজের জীবন নিজেই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। যাই ঘটুক তুমি তা একা সামাল দিতে পারবে। আমার সঙ্গে কি তুমি একমত?'

'হ্যাঁ। একমত। আমি ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।'

'গুড, টনি?'

সাড়া নেই।

'টনি?'

জবাব মিলল না।

'অ্যালেট?'

নীরবতা।

'ওরা চলে গেছে, অ্যাশলি। এখন তুমি একা এবং সম্পূর্ণ সুস্থ একজন মানুষ।

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অ্যাশলির চেহারা।

'আমি তিন গুনলেই তুমি জেগে যাবে। এক...দুই...তিন...'

চোখ মেলে চাইল অ্যাশলি। অপূর্ব হাসি ঠোঁটে। 'ঘটনাটা ঘটেছে, না?'

মাথা দোলালেন ড. কেলার। 'হ্যাঁ।'

উল্লসিত হয়ে উঠল অ্যাশলি। 'আমি এখন মুক্ত। ওহ্, থ্যাংক ইউ, গিলবার্ট। মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন কালো ভয়ংকর একটা পর্দা সরিয়ে নেয়া হল।'

অ্যাশলির হাত ধরলেন ডক্টর। 'আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না কতটা খুশি লাগছে আমার। আগামি কয়েকটা মাস তোমার আরও কিছু টেস্ট করব আমরা। ফলাফল যদি ইতিবাচক আসে, তোমাকে তোমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। তোমার জন্য আউটপেশেন্ট ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করব। সে তুমি যেখানেই থাকো না কেন।

মাথা ঝাঁকাল অ্যাশলি, আনন্দে চোখে জল এসে গেছে, আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ।

আটাশ

পরবর্তী কয়েক মাসে তিনজন মনোবিজ্ঞানীকে দিয়ে অ্যাশলিকে পরীক্ষা করালেন অটো লিউসন। তাঁরা হিপনোথেরাপি এবং সোডিয়াম অ্যামিটাল ব্যবহার করলেন।

'হ্যালো অ্যাশলি, আমি ড. মন্টফোর্ট। তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। কেমন বোধ করছ তুমি?'

'আমি চমৎকার আছি, ডক্টর। যেন বহুদিন অসুখে ভোগার পরে সুস্থ হয়ে উঠেছি।'

'তোমার কি মনে হয় তুমি একজন খারাপ মানুষ?'

'না। আমি জানি আমার জীবনে কিছু খারাপ ঘটনা ঘটেছে। তবে ওসবের জন্য আমি দায়ী নই।'

'তুমি কাউকে ঘৃণা করো?'

'না।'

'তোমার বাবা? তাঁকে ঘৃণা করো?'

'করতাম। তবে এখন আর করি না। তিনি যা করেছেন হয়তো নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না বলেই করেছেন। আশা করি বাবা এখন ঠিক আছেন।'

'তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

'দেখা না-করাই ভালো। উনি নিজের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত। আর আমি নতুন একটি জীবন শুরু করতে চাই।'

'অ্যাশলি?'

'বলুন।'

'আমি ডক্টর ভন। তোমার সঙ্গে খানিক গল্প করব বলে এসেছি।'

'করুন।'

'টনি এবং অ্যালেটের কথা মনে আছে?'

'অবশ্যই। ওরা চলে গেছে।'

'ওদেরকে নিয়ে তুমি কী ভাবছ?'

'শুরুতে ওদেরকে আমি ভয় পেতাম। এখন বুঝতে পারি ওদেরকে আসলে আমার দরকার ছিল। আমি ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'রাতে তোমার ভালো ঘুম হয়?'

'এখন হয়।'

'তোমার স্বপ্নের কথা বলো।'

'আগে ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখতাম। কেউ আমার পিছু নিয়েছে। ভাবতাম আমি খুন হয়ে যাব।'

'এখনও ওসব স্বপ্ন দেখ?'

'আর দেখি না। এখন আমার স্বপ্নগুলো সুন্দর। আমি উজ্জ্বল রং আর হাসিখুশি মানুষ দেখি। গতরাতে স্বপ্নে দেখলাম একটা স্কি রিসর্টে গেছি। ঢাল বেয়ে সাঁ সাঁ করে নামছি। দারুণ লাগছিল। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় আমার এখন আর ভয় নেই।'

'তোমার বাবাকে নিয়ে কী ভাবছ?'

'আমি চাই বাবা সুখে থাকুক। আমিও সুখি হতে চাই।'

'অ্যাশলি?'

'বলুন।'

'আমি ড. হোয়েল্টারহফ।'

'কেমন আছেন, ডক্টর?'

'তুমি এত সুন্দর দেখতে জানতাম না। তুমি কি নিজেকে সুন্দরী মনে করো?'

'আমার ধারণা আমি আকর্ষণীয়া...'

'শুনেছি তুমি নাকি খুব সুন্দর গান করতে পারো। পারো কি?'

'পারি আর কী–' হাসল সে– 'পিয়ানো বাজিয়ে মোটামুটি গাইতে পারি।'

'শুনলাম তুমি নাকি ভালো ছবিও আঁকতে পার?'

'অ্যামেচার হিসেবে মন্দ আঁকি না, এটুকুই বলতে পারি।'

ডক্টর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছেন অ্যাশলিকে। 'তোমার কোনও সমস্যা আছে কি যা আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাও?'

'সেরকম কোনও সমস্যা নেই। এখানে আমার খুব ভালো চিকিৎসা করা হয়েছে।'

'এখান থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরের দুনিয়ায় যাবার কথা ভাবলে কেমন লাগছে?'

'আমি বিষয়টি নিয়ে অনেক ভেবেছি। ভয় ভয় লাগে। আবার উত্তেজনাও জাগে।'

'বাইরের দুনিয়ায় গেলে তুমি কি ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়বে?'

'না। আমি নতুন একটি জীবন তৈরি করতে চাই। আমি কম্পিউটারের কাজ খুব ভালো জানি। আমি যে-কোম্পানিতে চাকরি করতাম ওখানে হয়তো ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। তবে অন্য কোনও কোম্পানিতে ঠিকই কোনও কাজ জুটিয়ে নেব।'

ড. হোয়েল্টারহফ মাথা ঝাঁকালেন। 'ধন্যবাদ, অ্যাশলি। তোমার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল।'

ড. মন্টফোর্ট, ড. ভন এবং ড. হোয়েল্টারহফ একত্রিত হয়েছেন অটো লিউসনের অফিসে। অটো মনোবিজ্ঞানীদের রিপোর্ট দেখছেন। পড়া শেষ করে মুখ তুলে চাইলেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসলেন ড. কেলার।

'অভিনন্দন,' বললেন অটো। 'সবগুলো রিপোর্ট পজিটিভ। তুমি দারুণ একটা কাজ করেছ।'

'মেয়েটা 'চমৎকার। ভেরি স্পেশাল, অটো। ও নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছে বলে আমি খুব খুশি।'

'ও কি আউটপেশেন্ট ট্রিটমেন্ট করতে রাজি হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন অটো। 'ভেরি ওয়েল। আমি রিলিজ পেপার তৈরি করছি।' অন্য ডাক্তারদের দিকে ফিরলেন। 'থ্যাংক ইউ, জেন্টলমেন। আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইয়োর হেল্প।'

উনত্রিশ

দুইদিন পরে ড. লিউসনের অফিসে ডাক পড়ল অ্যাশলির। ড. কেলারও আছেন সেখানে। অ্যাশলিকে ডিসচার্জ করা হবে। সে কুপেরটিনোতে, নিজ বাড়িতে ফিরবে। ওখানে তার নিয়মিত থেরাপি এবং এভালুয়েশন সেশন চলবে। এদিকটা দেখবেন আদালতের নিয়োজিত একজন মনোবিজ্ঞানী। ড. লিউসন বললেন, 'ওয়েল, আজ সেইদিন। তোমার কি উত্তেজনা লাগছে?'

অ্যাশলি বলল, 'আমি উত্তেজিত। একই সঙ্গে ভীত। আ–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী বলব। নিজেকে মনে হচ্ছে সদ্য খাঁচা থেকে ছেড়ে দেয়া পাখির মতো। যেন উড়ছি।'

ওর মুখ জ্বলজ্বল করছে।

'তুমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছ বলে ভালো লাগছে। তবে আমি—আমি তোমাকে মিস করব,' বললেন ড. কেলার।

অ্যাশলি ডক্টরের হাত নিজের মুঠোয় পুরে আন্তরিক গলায় বলল, 'আমিও আপনাকে মিস করব। আমি জানি না...কীভাবে আপনাকে ধন্যবাদ দেব।' তার চোখ ভরে গেল অশ্রুতে। 'আপনি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন।'

ড. লিউসনের দিকে ফিরল সে। 'আমি ক্যালিফোর্নিয়া গিয়ে ওখানকার কম্পিউটার প্ল্যান্টে একটা চাকরি জুটিয়ে নেব। আউটপেশেন্ট থেরাপিতে কেমন কাজ হচ্ছে আপনাকে জানাব। আমার জীবনে যা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি কোনওদিন ঘটতে দেব না।'

'তোমাকে কোনও কিছু নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না,' ড. লিউসন ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন।

অ্যাশলি চলে যাবার পরে গিলবার্টকে ড. লিউসন বললেন, 'এ সাফল্য অনেক অসাফল্যকে ঢেকে দিয়েছে, তাই না, গিলবার্ট?'

জুনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল একটি দিনে নিউইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন এভিন্যুতে হাঁটছিল তরুণীটি। তার উদ্ভাসিত চেহারার দিকে ফিরে দেখছিল অনেক পথচারী। এমন সুখি নিজেকে কখনও লাগেনি মেয়েটির। সামনের চমৎকার জীবন নিয়ে ভাবছিল সে, ভাবছিল সে কী কী করবে তা নিয়ে। সমাপ্তিটা হতে পারত ভয়ংকর, ভাবছিল সে, তবে তার প্রার্থনা কাজে লেগেছে। সবকিছুর সুখি সমাপ্তি ঘটতে চলেছে।

সে হেঁটে পেনসিলভানিয়া স্টেশনে ঢুকল। আমেরিকার ব্যস্ততম ট্রেনস্টেশন।

এটি। লোকে লোকারণ্য। *প্রতিটি মানুষেরই মজার মজার গল্প আছে জীবনে,* ভাবল সে, *তারা নানান জায়গায় যাচ্ছে, যে যার মতো করে উপভোগ করছে জীবন। এখন আমিও আমার জীবন উপভোগ করব।*

মেশিনে টাকা দিয়ে টিকেট কাটল সে। তার ট্রেন মাত্র স্টেশনে ঢুকল।

সে উঠে পড়ল ট্রেনে। বসল। সামনে যা ঘটতে চলেছে তা নিয়ে রীতিমতো উত্তেজিত মেয়েটি। শরীরে একটা ঝাঁকি দিয়ে চলতে শুরু করল ট্রেন। বাড়ছে গতি। *অবশেষে আমি আমার রাস্তায় যাচ্ছি।* হ্যাম্পটনের উদ্দেশে ছুটে চলেছে ট্রেন, গুনগুন করে মৃদু, সুরেলা গলায় গান ধরল সে :

'All around the mulberry bush
the monkey chased the weasel
the monkey thought it was all in fun
Pop! goes the weasel...'

লেখকের কথা

গত কুড়ি বছরে ডজনখানেক ক্রিমিনাল ট্রায়ালের বিবাদীকে মালটিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারে ভুগছে বলে বলা হয়েছে। এসব বিবাদীর বিরুদ্ধে খুন, অপহরণ, ধর্ষণ এবং অগ্নিকাণ্ডের অভিযোগ ছিল।

Multiple Personality Disorder (MPD), Dissociative Identity Disorder (DID) বলেও অভিহিত। এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। কেউ এতে বিশ্বাস করেন, অনেকেই এর অস্তিত্বে সন্দিহান। অবশ্য বহু ডাক্তার, হাসপাতাল এবং সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো MPD রোগীদের চিকিৎসা করে আসছে। ৫ থেকে ১৫ ভাগ মানসিক রোগীর মধ্যে এ রোগ বিদ্যমান।

ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যায় যৌননির্যাতনের শিকার কিশোর ভিক্টিমদের এক-তৃতীয়াংশের বয়স ছয়বছরের নিচে এবং প্রতি তিনটি মেয়ের একটি আঠেরোতে পা দেয়ার আগেই যৌননির্যাতনের শিকার হয়েছে।

আর এক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ই পিতা তার কন্যাকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

তিনটি দেশে অনুষ্ঠিত এক রিসার্চ প্রজেক্টে জানা যায় মোট জনসংখ্যার শতকরা একভাগ MPD রোগে আক্রান্ত। আর এ রোগে আক্রান্তদের অনেকের ভুল চিকিৎসাও হয়। কারও কারও চিকিৎসা করতে সাতবছর সময়ও লেগে যায়। তবে মালটিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত রোগীদের দুই-তৃতীয়াংশ নিরাময়যোগ্য।